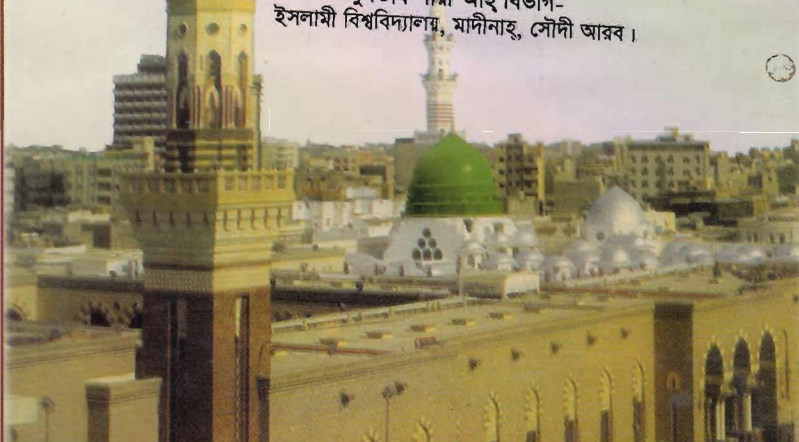
সহীহ
আত্-তিরমিযী
[তৃতীয় খণ্ড]

তাহক্বীক্ব :
মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
হুসাইন বিন সোহ্রাব
হাদীস বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
মুমতায শারী'আহ্ বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।



সহীহ্
আত-তিরমিযী
[তৃতীয় খণ্ড]

মূল
ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ
আত্-তিরমিযী (রহিমাহুমুল্লাহ)
মৃত্যু ঃ ২৭৯ হিজরী

তাহকীক
মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
(আবূ আব্দুর রহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
হুসাইন বিন সোহরাব
অনার্স হাদীস
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনা সৌদীআরব

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
শিক্ষক- উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনিস্টিটিউট
জামঈয়াতু ইহ্ইয়া ইত্তুরাস আল-ইসলামী, আল-কুয়েত

সহীহ্

সুনান আত্-তিরমিযী (তৃতীয় খণ্ড)

মূল : ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা সাওরাহ্ আত্-তিরমিযী (রাহ্.)

তাহ্ক্বীক্ব :

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (আবূ আব্দুর রাহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায় :

※ হুসাইন বিন সোহরাব

※ শাইখ মো: 'ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান

প্রকাশনায়

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা– ১১০০, ফোনঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল : ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

দ্বিতীয় প্রকাশ

অক্টোবর ২০১০ ঈসায়ী
শাওয়াল ১৪৩২ হিজরী

মুদ্রণে

সোসাইটি প্রেস
জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা।

বাঁধাই

আল-মাদানী বাঁধাই সেন্টার
আল-মাদানী ভবন
১৪২/আই/৫, বংশাল রোড, পাকিস্তান মাঠ, (মুকিম বাজার)

মূল্য : ২৬১/= টাকা মাত্র

Published by **Hossain Al-Madani Prokashoni**
Dhaka, Bangladesh. 2nd Edition : October- 2010
Price Tk- 261/=. US $: 8

ISBN NO. 984 : 605 : 072 : 0

بسم الله الرحمن الرحيم ❋

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত পূর্ণ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। সহীহ্ হাদীসের আলোকেই ইসলামকে জানতে এবং বুঝতে হবে। অতএব মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে সহীহ্ হাদীস জানা ও বুঝা একান্ত অপরিহার্য।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসলমান আরবী ভাষা বুঝতে অক্ষম, অথচ কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। হাদীসের ভাষা বুঝতে হলে বাঙ্গানুবাদের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত বিকল্প পথ নেই। এ ক্ষেত্রে যত বেশি সহীহ হাদীস বাঙ্গানুবাদ করা হবে ততই মঙ্গল।

পূর্বে হাদীসের প্রসিদ্ধ তিরমিযী গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হলেও অনুবাদকগণের কেহই প্রসিদ্ধ তিরমিযী গ্রন্থকে যঈফ মুক্ত করেননি। অতএব সহীহ হাদীসের উপর আমলকারীদের জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সচ্ছ চিন্তার অধিকারী বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহকীক কৃত সহীহ তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ একান্তই কাম্য।

গ্রন্থটি অনুবাদে আমার বন্ধু শাইখ মোঃ ঈসা (লিসান্স মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব) আমাকে সাহায্য করায় আমি তাঁর এই প্রশংসনীয় আন্তরিকতাকে স্বাগত জানাই। তিনি অনুবাদ প্রসঙ্গে মুক্ত নীতি অবলম্বন করেছেন। এই জন্য তিনি অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ধন্যবাদ পাওয়ার হকদার। আমি তাকে আন্তরিক মুবারাকবাদ জানাই। আমি সত্যিকার অর্থেই অনুভব করছি যে আমার বন্ধু শাইখ ঈসা এই মহৎ কাজে কতটা শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর এই পরিশ্রম সফল ও সার্থক হোক এটাই আমি কামনা করি। শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা-এর দীর্ঘদিনের সহযোগিতার শুভ ফল বঙ্গানুবাদ সহীহ তিরমিযী প্রকাশ হওয়ায় বহুদিনের সুন্দর একটি চাহিদা পূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা পোষণ করছি– পুস্তকটি সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন হবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ক্ববূল কর এবং আমাকে এরূপ আরো বেশী বেশী খিদমাত করার তাওফীক্ব দান কর। –আমীন ॥

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

بسم الله الرحمن الرحيم *

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান সাহেবের মন্তব্য

মহান আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অফুরন্ত প্রশংসা যিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসির উদ্দীন আলবানী কতৃক তাহকীককৃত সহীহ তিরমিযীর বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনায় হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবকে সহযোগিতা করার তাওফীক প্রদান করেছেন। অতঃপর প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

আমার বন্ধু হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (বহু গ্রন্থ প্রণেতা) নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহকীক কৃত সহীহ তিরমিযীর বাংলা অনুবাদে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধ রক্ষা করার যোগ্যতা আমার কতটা আছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই তবে তার অনুরোধে সাড়া দিতে পেরে আমি আনন্দিত ও নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব যেমন অনেক বেশী, তেমনি তাদের কাছে সহীহ হাদীসের চাহিদাও অনেক। অথচ এদেশীয় জনগণের মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদকৃত সহীহ হাদীসের তীব্র অভাব। সহীহ হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে মুসলমানগণ নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান না পেয়ে সত্যিকার সহীহ ও সঠিক পথ থেকে সরে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের দেশের মুসলমানদের কাছে সহীহ হাদীস জানার আগ্রহ বহুদিনের। এই দীর্ঘদিনের অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সমস্যা ও চাহিদার দিকে লক্ষ করে হুসাইন বিন সোহ্‌রাব যে মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তজ্জন্য আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সহীহ হাদীস জানার, মুসলমানদের সহীহ ও সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশক যে সমস্ত সহীহ হাদীসের কিতাব রয়েছে তন্মধ্যে এই সহীহ্ তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এধরনের একটি হাদীসের অনুবাদের আবশ্যকতা পাঠকগণ যে তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন তার কিছুটা হলেও পূরণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সহীহ তিরমিযীর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশনা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি তিনি যেন তাকে আরও অধিক ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে দ্বীনী খিদমাত করার তাওফীক দান করেন। জনাব হুসাইন বিন সোহ্‌রাব দ্বীন-ইসলামের খিদমাত মনে করে নিরলস চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করে বহু গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেছেন। আল্লাহ তাঁর দ্বীনী খিদমাত ক্ববূল করুন। আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সহীহ্ আত্-তিরমিযী'র
ভূমিকা

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ এবং তাঁদের উপর যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকবেন কিয়ামাত পর্যন্ত।

অতঃপর সুনানে তিরমিযী গ্রন্থের তাহকীক এবং এর মধ্যে নিহিত সহীহ্ ও যঈফ হাদীসগুলো পৃথক করার যে দায়িত্ব রিয়াদস্থ মাকতাবাতুত তারবিয়্যাহ আল-আরাবী'র পক্ষ থেকে আমার উপর অর্পিত হয়েছিল তা আমি ১৪০৬ হিজরী সনের ১০ জিলক্বাদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সমাপ্ত করেছি।

আর এতে আমি সেই পন্থাই অবলম্বন করেছি, যে পন্থা অবলম্বন করেছিলাম সুনানে ইবনু মাযাহ'র তাহকীক করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি সেইসব পরিভাষাই ব্যবহার করেছি, যেসব পরিভাষা সেটাতে ব্যবহার করেছি। আর তা আমি ইবনু মাযাহ'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তাই একই জিনিস পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই ভূমিকাতে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে আলোকপাত করছি।

প্রথমতঃ পাঠকবৃন্দ অনেক হাদীসের শেষে দেখতে পাবেন হাদীসের স্তর বা মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমি ইবনু মাযাহ'র বরাত দিয়েছি। যেমনটি আমি এই গ্রন্থের পঞ্চম নং হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছি– সহীহ্ ইবনু মাযাহ ২৯৮ নং হাদীস।

আমি এরূপ করেছি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে। সময় বাঁচানোর জন্য ও একই বিষয় বার-বার উল্লেখ করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। কেননা আপনি যদি ইবনু মাযাহতে উল্লিখিত নাম্বারযুক্ত হাদীসটি খোঁজ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে লিখা আছে "সহীহ্" ইরওয়াহ ৪১ নং সহীহ্ আবূ দাউদ ৩নং আর-রওজ ৭৬ নং। এই বরাত দ্বারা আমি নিজেকে অনুরূপ কথা পুনরুল্লেখ করা থেকে রক্ষা করেছি। কোন কোন

ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্ধৃতি দীর্ঘ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত তাহকীককৃত হাদীসের মূল গ্রন্থের আধিক্য বা স্বল্পতার ফলে।

দ্বিতীয়তঃ পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন যে, কোন কোন হাদীস একেবারেই তাখরীজ করা হয়নি। শুধুমাত্র সেটার মর্যাদা উল্লেখ করেছি। কারণ ঐ হাদীসগুলো আমি ঐ গ্রন্থসমূহে পাইনি। আবার কখনো কখনো এক হাদীস অন্য একটি হাদীসের অংশ হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু সুনানে তিরমিযীর ঐ হাদীসগুলোর সনদ সম্পর্কে হুকুম লাগানো প্রয়োজন ছিল। সুনানে ইবনু মাজাহ এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রেও আমি এমনটিই করেছি। আর ঐ হাদীসগুলোর মর্যাদা আমি এভাবে বর্ণনা করেছি–

১– সনদ সহীহ্ অথবা হাসান;
২– সনদ দুর্বল;

আর এ দুটি স্পষ্ট ও সহজবোদ্ধ;
৩– সহীহ্ অথবা হাসান।

অর্থাৎ– তিরমিযী বহির্ভূত কোন শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ্। কোন কোন সময় এভাবেও বলি "সেটার পূর্বেরটা দ্বারা" অর্থাৎ পূর্বের শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ্।

আবার কোন সময় বলি– সহীহ্; দেখুন ওর পূর্বেরটা। অর্থাৎ পূর্বের হাদীসেই এর তাখরীজ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ অল্প কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যে, ইমাম তিরমিযী সেটার সনদ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার মতন পূর্বের হাদীসের বরাত দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'মিছলুহু' যেমন ৬২ নং হাদীসটি। অথবা তিনি বলেন– 'নাহবুহু' যেমন ২২৬ নং হাদীস। এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি কোন হুকুম লাগাইনি। তার শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি কিছু লিখিনি পূর্ববর্তী হাদীসের হুকুমই যথেষ্ট মনে করে। কেননা আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে হাদীসের মতন। সেটার সনদ নয়। কিন্তু যেখানে সেটার মতনের মর্যাদা জানা একান্তই জরুরী সেখানে তা উল্লেখ করেছি।

চতুর্থতঃ সুনানে তিরমিযীর পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, "কুতুবুস সিত্তাহ" এর মধ্যে ইমাম তিরমিযী'র বাচনভঙ্গী অন্যান্য লেখকদের

চাইতে ভিন্ন। তন্মধ্যে একটি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, সহীহ্ অথবা হাসান বা যঈফ। যা তাঁর গ্রন্থের একটি সৌন্দর্য। যদি তাঁর এই সহীহ্করণের ক্ষেত্রে তাসাহুল অর্থাৎ নম্রতা না থাকতো যে বিষয়ে তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আমার অনেক গ্রন্থেই বিষয়টির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এজন্যই আমি এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করিনি। বরং আমি হুকুম বর্ণনা করি আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আমাকে যে জ্ঞান দান করে তারই ভিত্তিতে। এ জন্যই লেখকের অনেক দুর্বল হুকুম লাগানো হাদীসকেও সহীহ্ অথবা হাসানের স্তরে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই। যেমন সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে কিতাবুত তাহারাতে নিম্নবর্তী নাম্বারযুক্ত হাদীসগুলো– ১৪, ১৭, ৫৫, ৮৬, ১১৩, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৯। অন্যান্য অধ্যায়ে এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি যা উল্লেখ করলাম উদাহরণের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর এর মাধ্যমেই সেটার যঈফ হাদীসের নিসবাত নেমে (দূর হয়ে) গেছে। আর প্রশংসামাত্রই একমাত্র আল্লাহর।

আর যে হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, আমি অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা এবং মুতাবি ও শাহিদগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেটাকে সহীহ্'র মর্যাদায় উন্নীত করেছি। আপনি সেগুলো ঐভাবেই বর্ণনা করুন এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ চাহে তো পাঠকগণ অনেক অধ্যায়েই এরূপ দেখতে পাবেন। কিন্তু এই হাদীসগুলোর বিপরীতে আরো কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোকে লেখক (ইমাম তিরমিযী) শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। আমার সমালোচনায় ঐ হাদীসগুলো দুর্বল সনদের। যা দূর করার কোন কিছু নেই। বরং কিছু হাদীস রয়েছে যা মাওজূ বা জাল। শুধুমাত্র কিতাবুত তাহারাতে ও কিতাবুস সালাতে বর্ণিত নিম্নবর্তী নাম্বারযুক্ত হাদীসগুলো– ১২৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৭১ (এই হাদীসগুলো মাওজু) ১৭৯, ১৮৪, ২৩৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৮, ৩১১, ৩২০, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৯৬, ৪১১, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৪, ৫৩৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৬৭, ৫৮৩, ৬১৬।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাঁর অভ্যাসগতভাবেই হাদীস বর্ণনা করার সময় বলে থাকেন– "এই অধ্যায়ে আলী, যায়িদ ইবনু আরকাম, জাবির ও

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন সময় হাদীসকে সাহাবীর উপর মুয়াল্লাক করে থাকেন, সেটার সনদ বর্ণনা করেন না। এই ধরনের এবং এর পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির হাদীসগুলো আমি তাখরীজের গুরুত্ব দেইনি। কেননা ওগুলোর তাখরীজের জন্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত তাতে ঐ কাজ করার জন্য সময় যথেষ্ট নয়।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী ঃ ইমাম তিরমিযী রচিত হাদীসের গ্রন্থটি 'আলিম সমাজের নিকট দু'টি নামে প্রসিদ্ধ–

এক. জামিউত্ তিরমিযী
দুই. সুনানুত তিরমিযী।

গ্রন্থটি প্রথম নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। সাময়ানী, মিজ্জি, যাহাবী এবং আসক্বালানীর মতো প্রসিদ্ধ হাফিজগণ সেটাকে প্রথম নামেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু লেখক প্রথম নাম জামি এর সাথে সহীহ্ শব্দটি যুক্ত করে সেটাকে আল-জামিউস্সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কাতিব জালাবী তার রচিত গ্রন্থ "কাশফুজ্ জুনুনে" এই নামে উল্লেখ করেছেন "সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম" বলার পর। বুখারী ও মুসলিম এরই উপযুক্ত শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু তিরমিযী এর ব্যতিক্রম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লামাহ আহমাদ শাকিরের মতো ব্যক্তিও তার অনুকরণে সুনানে তিরমিযীকে আল-জামিউস সহীহ্ নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এ সত্ত্বেও যে, তিনি এই গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ অতুলনীয় তাহকীক করেছেন এবং তার অনেক হাদীসের সমালোচনা করেছেন। এর কোন কোন হাদীসকে যঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর কিতাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রকাশক তার অনুকরণ করেছে। যেমনটি করেছে বৈরুতস্থ "দারুল ফিকর"।

আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারণেই এমনটি করা অনুচিত ঃ

১ম কারণ ঃ এটা হাদীস শাস্ত্রের হাফিজগণের রীতি বিরুদ্ধ "যেমনটি আমি সবেমাত্র উল্লেখ করেছি" এবং তাদের সাক্ষ্যের খেলাফ। যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

২য় কারণ ঃ হাফিজ ইবনু কাসীর তাঁর "ইখতিসারুু উলুমুল হাদীস" গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেছেন– "হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ্ এবং আলখাতীব বাগদাদী তিরমিযী'র কিতাবকে আল-জামিউস্ সহীহ নামকরণ করেছেন। এটা তাদের গাফলতি। কেননা এই গ্রন্থে অনেক মুনকার হাদীস রয়েছে।

৩য় কারণ ঃ লেখকের রচনাশৈলীই এরূপ নামকরণকে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা তিনি সেটাতে অনেক হাদীসকে স্পষ্টভাবেই সহীহ না হওয়ার কথা বলেছেন এবং সেটার ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন কখনো সেটার বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলে, আবার কখনো সেটার সনদ ইজতিরাব বলে, আবার কখনো মুর্সাল বলে। যেমনটি পাঠকগণ তার গ্রন্থে দেখতে পাবেন। আর এটা ছিল তাঁর কিতাব রচনার পদ্ধতির বাস্তবায়ন। যা তিনি কিতাবুল ইলালে বর্ণনা করেছেন। যা তার কিতাব তিরমিযীর শেষে রয়েছে। যার সার সংক্ষেপ এই–

"এই কিতাব জামে'তে আমি হাদীসের যে সমস্ত ত্রুটি বর্ণনা করেছি তা মানুষের উপকারের আশায়ই করেছি। আর আমি অনেক ইমামকেই সনদের রাবী সম্পর্কে সমালোচনা করতে এবং দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেছি।"

৪র্থ কারণ ঃ জামিউত্ তরিমিযী নামের এই দিকটি গ্রন্থের বাস্তবতার দিক থেকে উপযোগী অন্য যে কোন নামের চেয়ে। কেননা তিনি এতে অনেক উপকারী ও জ্ঞানের বিষয় একত্রিত করেছেন। তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীর জামিউস সহীহ্ বা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের মধ্যে নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করেই হাফিজ যাহাবী তার গ্রন্থ সিয়াবে 'আলামিন নুবালার ৩/২৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন জামি এর মধ্যে উপকারী জ্ঞান স্থায়ী উপকার, মাস্'আলার মূল সহীহ রয়েছে। যা ইসলামী নিয়মাবলীর একটি মূল বিষয়। যদি সেটাতে ঐ হাদীসসমূহ না থাকতো যা ভিত্তিহীন বা মাওজূ আর তা অধিকাংশই ফাযায়েলের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ বাকার ইবনুল আরাবী তার রচিত তিরমিযী ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাতে (তিরমিযীতে) চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান রয়েছে। যা আমালের অধিক নিকটবর্তী ও নিরাপদও বটে।

সনদ বর্ণনা করেছেন, সহীহ্ ও যঈফ বর্ণনা করেছেন, একই বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করেছেন, রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা করেছেন, রাবীর নাম ও উপনাম উল্লেখ করেছেন, যোগসূত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করেছেন, যা 'আমালযোগ্য বা 'আমাল হয়ে আসছে তা বর্ণনা করেছেন আর যা পরিত্যক্ত সেটাও।

হাদীস গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় তাদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। এই ঈলমসমূহ প্রত্যেকটিই তার অধ্যায়ে একটি মূল বিষয়। তার অংশ যে একক। ঐ গ্রন্থের পাঠক যেন সর্বদাই একটি স্বচ্ছ বাগানে, সুসজ্জিত ও সমন্বিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিচরণ করে। আর এটা এমন বিষয় যা স্থায়ী জ্ঞান, অধিক পরিপক্কতা এবং সদা সর্বদা চিন্তা গবেষণা ব্যতীত ব্যাপকতা লাভ করে না।

যদি বলা হয় যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে ইমাম তিরমিযীর জীবনীতে যা এসেছে তার বিপরীত। কারণ মানসুর খালেদী বলেন, "আবূ ঈসা (তিরমিযী) বলেছেন আমি এই কিতাব (আল-মুস্নাদ আল-সহীহ্) রচনা করার পর হিযায, খুরাসান ও ইরাকের উলামাদের নিকট পেশ করেছি। তাঁরা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।"

আমি বলবো ঃ "না তা কক্ষণও নয়" এর কারণ অনেক। তার বর্ণনা এই–

প্রথমঃ "মুসনাদ সহীহ্" কথাটি যে ইমাম তিরমিযীর নিজের নয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোন বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা মাত্র। আর সম্ভবতঃ ঐ ব্যাখ্যাকারী মানসুর খালেদী। আর ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে এ কথার কোন মূল্যই নেই। কেননা সর্বোত্তম অবস্থায় তার এই কথাটি ইমাম হাকিম এবং খাতীব বাগদাদীর ন্যায়ধরা হতে পারে যদি খালেদী ঐ দুই জনের মতো বিশ্বস্ত হন। এ সত্ত্বেও ইমাম ইবনু কাসীর তাদের ঐ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি (খালেদী) তো ধ্বংসপ্রাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ তাহযীবের বর্ণনাটি তাজকিরাহ ও সিয়ারু 'আলামিন নুবালা' এর বর্ণনার বিপরীত। কারণ ঐ দুই গ্রন্থে তিরমিযীকে 'জামি' বলেছেন মুসনাদ সহীহ্ বলেননি। তাছাড়া খালেদীর বর্ণনায় মুসনাদ শব্দটি আরেকটি সাজ শব্দ। মুসনাদ গ্রন্থ ফিকহের মতো অধ্যায়ে রচিত হয় না যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুপরিচিত।

তৃতীয়ঃ দুটি কারণে এই উক্তিকে ইমাম তিরমিযীর উক্তি বলে গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ বর্ণনাকারী ত্রুটি যুক্ত। আর তিনি হচ্ছেন মানসূর ইবনু আব্দিল্লাহ আবূ আলী আল খালেদী। তাকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখতে একমত। (১) আল-খাতীব তার তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের ১৩/৮৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন তিনি অনেকের নিকট থেকে গারীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। (২) আবূ 'সাদ ইদরীসী বলেছেন, 'তিনি মিথ্যুক তার কথার উপর নির্ভর করা যায় না' এটা খাতীব বর্ণনা করেছেন। (৩) সামায়ানী আ'নসাব গ্রন্থে বলেছেন, 'আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি লেখার সময় হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিতেন।" (৪) ইবনু আসীর লুবাব গ্রন্থে বলেছেন– 'আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সমকালীন, আর তিনি সিকাহ নন। আমি বলবো যে, লুবাব গ্রন্থটি সাময়ানীর 'আনসাব' গ্রন্থেরই সংক্ষেপ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্‌তিদরাক করেছেন। আর এটাই ইসতিদরাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আনসাবেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, তিনি সিকাহ নন এই কথা বাদে। আর এটা স্পষ্ট যে, ইউরোপীয় সংস্করণ থেকে এই কথাটি বাদ পরে গেছে। (৫) যদিও ঐ বর্ণনাটি এই ত্রুটিযুক্ত রাবীর বর্ণনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তথাপি সেটা তিনি ও ইমাম তিরমিযীর মাঝে বিচ্ছিন্নতার ত্রুটি মুক্ত নয়। কারণ তাদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান অনেক। খালিদী মৃত্যুবরণ করেছেন ৪০২ হিজরীতে ইমাম তিরমিযী মৃত্যুবরণ করেছেন ২৭৬ হিজরী সালে, দুইজনের মৃত্যুর মাঝের ব্যবধান ১২৬ বছর। সুতরাং দুই জনের মাঝে দুই বা ততোধিক বরাত রয়েছে। এদিক থেকেও বর্ণনাটি মু'জাল।

দ্বিতীয়তঃ ঐ বর্ণনার পূর্ণরূপ এই রকম যা ইমাম যাহাবীর গ্রন্থে এই শব্দে রয়েছে, "যার ঘরে এই গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ আল-জামি যেন

তার ঘরে নাবী কথা বলছেন"। আর এই ধরনের বর্ণনা ইমাম তিরমিযীর না হওয়ার ধারণাকেই শক্তিশালী করে।

কারণ এতে তাঁর গ্রন্থের প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। আর এ ধরনের উক্তি তাঁর থেকে হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা তিনি স্বয়ং জানেন যে, এই গ্রন্থে এমনও দুর্বল ও মুনকার হাদীস রয়েছে যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্ণনা করা অবৈধ– যার ফলে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। যা না করলে তার গ্রন্থটি ক্রটিযুক্ত হয়ে যেত। যা তাঁর নির্মলতাকে ময়লাযুক্ত করে দিতো।

এটা পরিতাপের বিষয় যে, এই কিতাবের অনেক মুহাক্কিক ও মুয়াল্লিক এই দিকে দৃষ্টি দেননি যে, এই ধরনের কথা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল।

যদি তিরমিযীর জামি সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলা বৈধ হয় আর আপনি অবগত আছেন যে, ঐ কিতাবে কত ভিত্তিহীন হাদীস রয়েছে যা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, তাহলে লোকেরা বুখারী ও মুসলিমের কিতাব 'জামি সহীহ্' সম্পর্কে কি বলবেন? আর তারা উভয়েই শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেছেন।

আমার ভয় হয় যে, কোন ব্যক্তি বলে ফেলতে পারেন, তার ঘরে নাবী আছেন তিনিই কথা বলছেন। যদি কেউ এ ধরনের বলে বুখারী ও মুসলিমের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে জামি তিরমিযী সম্পর্কে। আর এ ধরনের কথা বলে সেটাকে সহীহাইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন অথবা সহীহাইনের প্রতি অবিচার করেছেন, আর এ উভয় কথাই তিক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কথা সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে এটা বলা যায় যে, এতে কোন কল্যাণ নেই। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নিরব থাকে।" বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী– ২০৫০।

পূর্বের বর্ণনা দ্বারা যা প্রকাশ পেল তাতে এটা জানা গেল যে, সহীহাইন এবং সুনানে আরবায়াকে একত্রে সিহাহ সিত্তা বলা ভুল। কেননা সুনানের লেখকগণ শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিরমিযীও তাদের একজন। হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তা বর্ণনা

করেছেন। যেমন, ইবনু সারাহ, ইবনু কাসীর, আল-ইরাকী আরো অনেকে। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর আলফিয়াহ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আবূ দাউদ যতটুকু পেরেছেন মজবুত সনদের বর্ণনা করেছেন অতঃপর যেখানে যঈফ ব্যতীত অন্য কিছু পাননি সেখানে তিনি যঈফও বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ তাদের একজন যারা যঈফ হাদীস বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে একমত হননি। অন্যরা ইবনু মাজাহকেও এর সাথে শামিল করেছেন। আর যারা এদেরকে সহীহ্ বর্ণনাকারীদের সাথে একত্র করেছেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যারা তাদের ক্ষেত্রে সহীহ্ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তারা বিষয়টিকে হালকা করে দেখেছেন। দারিমী এবং মুনতাকাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে বলবো, আশা করি জামি তিরমিযীর হাদীসগুলোকে সহীহ্ থেকে যঈফ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছি। যেমনটি ইতোপূর্বে ইবনু মাযাহ'র ক্ষেত্রে করেছি। আল্লাহ যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন এবং আমাকে ও যাঁদের উৎসাহে এই কাজ করেছি তাঁদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও উত্তরদানকারী।

"হে আল্লাহ! প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তোমার কাছেই ক্ষমা চাই আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।"

আম্মান, রোববার, রাত্রি
২০ জিলকাদ ১৪০৬ হিজরী

লেখক
মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
আবূ আব্দুর রহমান

সূচীপত্র

١٦ – باب ما جاء في بيع حبل الحبلة

অনুচ্ছেদঃ ১৬ ॥ পশুর গর্ভস্থিত বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয় করা নিষেধ —— ৪৭

١٧ – باب ما جاء في كراهية بيع الغرر

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ প্রতারণামূলক ক্রয়–বিক্রয় নিষিদ্ধ —— ৪৭

١٨ – باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ একই বিক্রয়ে দুই প্রকারের শর্ত নিষেধ —— ৪৮

١٩ – باب ما جاء في كراهية بيع ماليس عندك

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ যে জিনিস আয়ত্তে নেই তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ —— ৪৯

٢٠ – باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته

অনুচ্ছেদঃ ২০॥ 'ওয়ালা'র স্বত্ব বিক্রয় অথবা হেবা করা মাকরূহ্ —— ৫৩

٢١ باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ পশুর বিনিময়ে পশু ধারে বিক্রয় করা নিষেধ —— ৫৩

٢٢ – باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ দু'টি গোলামের বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয়–বিক্রয় করা —— ৫৫

٢٣ باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، كراهية التفاضل فيه

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ গমের বিনিময়ে সমপরিমাণ গম বেচা-কেনা করতে হবে, অতিরিক্ত দেয়া–নেয়া নিষেধ —— ৫৬

٢٤ – باب ما جاء في الصرف

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ মুদ্রার বিনিময় —— ৫৮

٢٥– باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبد وله مال

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ তাবীরের পর খেজুর গাছ ক্রয় করা এবং সম্পদশালী গোলাম ক্রয় করা —— ৬০

٢٦ – باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ একে অপর হতে আলাদা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা–বিক্রেতা উভয়ের (ক্রয়–বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের) স্বাধীনতা বজায় থাকে —— ৬২

٢٧ – باب

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ (ক্রয়-বিক্রয়ের পর একে অপরের সন্তুষ্টি ছাড়া আলাদা না হওয়া) —— ৬৫

٢٨ – باب ما جاء فيمن يخدع في البيع

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ যে লোক ক্রয়–বিক্রয়ের কালে প্রতারিত হয় —— ৬৬

٢٩ – باب ما جاء في المصراة

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ দুধ জমিয়ে স্তন ফুলানো পশুর বর্ণনা —— ৬৭

٣٠ – باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ পশু বিক্রয়ের সময় এর পিঠে চড়ার শর্ত রাখা —— ৬৮

٣١ – باب ما جاء في الانتفاع بالرهن

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ বন্ধকী জিনিসের ব্যবহার প্রসঙ্গে —— ৬৯

٣٢ – باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ স্বর্ণ ও পুঁতির দানা খচিত মালা কেনা প্রসঙ্গে —— ৬৯

٣٣ – باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ গোলাম বিক্রয়ের সময় ওয়ালার শর্ত করা নিষেধ —— ৭০

٣٤ – باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ (প্রতিনিধি কর্তৃক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে মূলধন ও মুনাফা মালিককে দিয়ে দেয়া) —— ৭১

٣٥ – باب ما جاء في المكاتب إذاكان عنده ما يؤدي

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ মুকাতাব গোলামের মূল্য পরিশোধ করার মত টাকা থাকলে —— ৭২

٣٦ باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ দেউলিয়া লোকের নিকট পাওনাদারের মাল পাওয়া গেলে —— ৭৪

٣٧ – باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ কোন মুসলমানের পক্ষে কোন যিম্মীকে শারাব (মদ) বিক্রয় করতে দেওয়া নিষেধ —— ৭৫

٣٨ – باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ (আমানাতদারী রক্ষা করা) —— ৭৬

٣٩ – باب ما جاء في أن العارية مؤداة

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ আরিয়া অর্থাৎ ধারে নিয়ে আসা জিনিস ফেরত দিতে হবে —— ৭৭

٤٠ – باب ما جاء في الاحتكار

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ মজুতদারি (ইহ্তিকার) প্রসঙ্গে —— ৭৮

٤١ – باب ما جاء في بيع المحفلات

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ স্তনে দুধ জমিয়ে পশু বিক্রয় করা প্রসঙ্গে —— ৭৯

٤٢ – باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ করা —— ৮০

٤٣ – باب ما جاء إذا اختلف البيعان

অনুচ্ছেদ ৪৩॥ ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ হলে —— ৮১

٤٤ – باب ما جاء في بيع فضل الماء

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ উদ্বৃত্ত পানি বিক্রয় করা —— ৮২

٤٥ – باب ما جاء في كراهية عسب الفحل

[illegible] ঃ ৪৫ ॥ পাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে ষাঁড় প্রদান করে মজুরি [illegible] উচিত নয় —— ৮৩

٤٦ – باب ما جاء في ثمن الكلب

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ কুকুরের বিক্রয় মূল্য প্রসঙ্গে —— ৮৫

٤٧ – باب ما يجاء في كسب الحجام

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ রক্তক্ষরণ কাজের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করা —— ৮৬

٤٨ – باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

অনুচ্ছেদ ৪৮॥ রক্তক্ষরণ কাজের মজুরি নেওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে —— ৮৭

٤٩ – باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور

অনুচ্ছেদঃ ৪৯ ॥ কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য নেওয়া মাকরূহ্ —— ৮৮

٥١ – باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ গায়িকা ক্রয়–বিক্রয় নিষিদ্ধ —— ৮৯

٥٢ – باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين، أوبين الوالدة وولدها في البيع

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ দুই সহোদর ভাই অথবা মা ও সন্তানকে বিক্রয়ের সময় পৃথক করা নিষেধ —— ৯০

٥٣ – باب ما جاء فيمن يشتري العبد، ويستغله، ثم يجد به عيبا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ গোলাম কিনে তাকে কাজে নিযুক্ত করার পর দোষ-ত্রুটি ধরা পড়লে —— ৯১

٥٤ – باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ বাগানের ভিতর দিয়ে চলাচলের সময় ফল খাওয়ার অনুমতি —— ৯২

٥٥ – باب ما جاء في النهي عن الثنيا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ বিক্রীত জিনিস হতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ দেওয়া নিষেধ —— ৯৪

٥٦ – باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ খাদ্যশস্য ক্রয় করার পর তা হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ —— ৯৪

٥٧ – باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ কোন লোক তার ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর যেন বিক্রয়ের প্রস্তাব না দেয় —— ৯৫

٥٨ – باب ما جاء في بيع الخمر، والنهي عن ذلك

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ মদের ব্যবসায় এবং তৎসম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা —— ৯৬

٥٩ – باب النهي أن يتخذ الخمر خلا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ মদ হতে সিরকা বানানো নিষেধ —— ৯৭

٦٠ – باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ মালিকের বিনা অনুমতিতে তার পশুর দুধ দোহন করা —— ৯৮

٦١ – باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ মৃত জীবের চামড়া ও মূর্তি বিক্রয় করা —— ৯৯

٦٢ – باب ما جاء في الرجوع في الهبة

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ হেবা (দান) ফিরিয়ে নেওয়া জঘন্য কাজ —— ১০০

٦٣ – باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ আরাইয়া এবং এই সম্পর্কিত অনুমতি প্রসঙ্গে —— ১০১

٦٤ – باب منه

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ (শুকনা ফলের পরিবর্তে গাছের কাঁচা ফল বিক্রয় নিষিদ্ধ) —— ১০৪

٦٥ – باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে (নকল ক্রেতা সেজে) দর-দাম করা —— ১০৪

٦٦ – باب ما جاء في الرجحان في الوزن

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ ওজনে কিছুটা বেশি দেওয়া —— ১০৫

٦٧ – باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ অভাবী ঋণগ্রস্তকে সময় দেওয়া এবং তার সাথে ভদ্রতা বজায় রাখা —— ১০৬

٦٨ – باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم

অনুচ্ছেদ : ৬৮ ॥ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে স্বচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা অন্যায় ——— ১০৮

٦٩ – باب ما جاء في الملامسة والمنابذة

অনুচ্ছেদ : ৬৯ ॥ মুনাবাযা ও মুলামাসা প্রসঙ্গে ——— ১০৯

٧٠ – باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر

অনুচ্ছেদ : ৭০ ॥ খাদ্যশস্য ও ফলের ক্ষেত্রে অগ্রিম বেচা-কেনা (বাই সালাম) ——— ১১০

٧١ باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه

অনুচ্ছেদ : ৭১ ॥ শরীকানা সম্পদের কোন অংশীদার তার অংশ বিক্রয়ের ইচ্ছা করলে ——— ১১১

٧٢ – باب ما جاء في المخابرة والمعاومة

অনুচ্ছেদ : ৭২ ॥ মুখাবারা ও মুআওয়ামা ——— ১১২

٧٣ – باب ما جاء في التسعير

অনুচ্ছেদ : ৭৩ ॥ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা ——— ১১৩

٧٤ – باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع

অনুচ্ছেদ : ৭৪ ॥ ব্যবসায়ের মধ্যে প্রতারণা করা খুবই জঘন্য অপরাধ ——— ১১৪

٧٥ – باب ما جاء في استقراض البعير، أو الشيء من الحيوان، أو السن

অনুচ্ছেদ : ৭৫ ॥ উট অথবা অন্য কোন পশু ধার নেওয়া ——— ১১৫

٧٦ – باب النهي عن البيع في المسجد

অনুচ্ছেদ : ৭৬ ॥ মাসজিদের ভিতরে ক্রয়–বিক্রয় করা নিষেধ ——— ১১৬

١٣ – كتاب الأحكام، عن رسول الله ﷺ.

অধ্যায় ১৩ : বিচার কার্য্য

١ – باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي

অনুচ্ছেদ : ১ ॥ কাযী (বিচারক) প্রসঙ্গে ——— ১২০

٢ – باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ বিচারকের নির্ভুল অথবা ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার সম্ভাবনা আছে ——— ১২১

٤ – باب ما جاء في الإمام العادل

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম (শাসক) ——— ১২২

٥ – باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ বিচারক বাদী ও বিবাদীর জবানবন্দী না শুনে রায় প্রদান করবে না ——— ১২৩

٦ – باب ما جاء في إمام الرعية

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ জনগণের নেতা ——— ১২৩

٧ – باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ বিচারক কখনো উত্তেজিত হয়ে বিচারকার্য করবেন না ——— ১২৫

٩ – باب ما جاء في الراشي، والمرتشي في الحكم

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ বিচারকার্যে ঘুষখোর ও ঘুষদাতা ——— ১২৫

١٠ – باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ উপহার নেওয়া ও দাওয়াতে যোগদান করা ——— ১২৭

١١ – باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কোন লোককে যদি বিচারের রায়ে (ভুলক্রমে) এমন জিনিস প্রদান করা হয় যা (প্রকৃতপক্ষে) নেওয়া তার উচিত নয়, সেই প্রসঙ্গে সতর্কবাণী ——— ১২৭

١٢ – باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ বাদীর দায়িত্ব হচ্ছে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব হচ্ছে শপথ করা ——— ১২৮

١٣ – باب ما جاء في اليمين مع الشاهد

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ সাক্ষীর সাথে সাথে শপথও করানো —— ১৩১

١٤ – باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ একটি গোলামের দুইজন অংশীদারের মধ্যে একজন তার নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে —— ১৩৩

١٥ – باب ما جاء في العمرى

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ উমরা (জীবনস্বত্ব) প্রদান —— ১৩৬

١٦ – باب ما جاء في الرقبى

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ রুকবার বর্ণনা —— ১৩৮

١٧ – باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা বা সন্ধি স্থাপন প্রসঙ্গে —— ১৩৯

١٨ – باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ যে লোক তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে (নিজ ঘরের) কড়িকাঠ স্থাপন করে —— ১৪০

١٩ – باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه

অনুচ্ছেদঃ ১৯ ॥ শপথ হতে হবে প্রতিপক্ষের মনে প্রত্যয় সৃষ্টিকর —— ১৪১

٢٠ – باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ রাস্তা বানানোর ক্ষেত্রে (এর প্রশস্ততার পরিমাণ নিয়ে মতের অমিল হলে) —— ১৪১

٢١ – باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه أذا افترقا

অনুচ্ছেদঃ ২১ ॥ বাবা-মার মধ্যে (বিবাহ) বিচ্ছেদ হলে সন্তানকে তাদের যে কোন একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান —— ১৪৩

٢٢ – باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ বাবা তার সন্তানের সম্পদ হতে নিতে পারে —— ১৪৪

٢٣ – باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ কোন লোক অন্যের জিনিস ভেঙ্গে ফেললে তার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিধান —— ১৪৫

٢٤ – باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ ছেলে–মেয়েদের বালেগ হওয়ার বয়স —— ১৪৫

٢٥ – باب فيمن تزوج امرأة أبيه

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ সৎমাকে বিয়ে করলে (তার শাস্তি) —— ১৪৭

٢٦ – باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ দুই ব্যক্তি প্রসঙ্গে, যাদের একজনের ভূমি পানি প্রবাহের নিম্নদিকে অবস্থিত —— ১৪৮

٢٧ – باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته، وليس له مال غيرهم

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ যে ব্যক্তির গোলাম ব্যতীত আর কোন সম্পদ নেই সে মারা যাবার সময় তাদেরকে মুক্ত করে দিলে —— ১৫০

٢٨ – باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

অনুচ্ছেদ ২৮॥ মাহ্‌রাম আত্মীয়ের (ক্রীতদাস সূত্রে) মালিক হলে —— ১৫১

٢٩ – باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ অনুমতি না নেওয়া অবস্থায় কোন সম্প্রদায়ের যমি চাষাবাদ করলে —— ১৫২

٣٠ – باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ দান বা উপহার এবং সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখা —— ১৫৩

٣١ – باب ما جاء في الشفعة

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ শুফ্‌আ (অগ্র-ক্রয়াধিকার) —— ১৫৪

٣٢ – باب ما جاء في الشفعة للغائب

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ অনুপস্থিত লোকেরও শুফআর অধিকার আছে —— ১৫৫

٣٣ – باب ما جاء إذا حدت الحدود، ووقعت السهام، فلا شفعة
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ যমির সীমানা নির্ধারিত এবং বণ্টিত হওয়ার পর শুফআর অধিকার থাকে না —— ১৫৬

٣٥ – باب ما جاء في اللقطة، وضالة الإبل، والغنم
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ লুকতা (হারানো বস্তু) এবং হারানো উট ও ছাগল ইত্যাদি প্রসঙ্গে —— ১৫৭

٣٦ – باب في الوقف
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে —— ১৬২

٣٧ – باب ما جاء في : العجماء جرحها جبار
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ চতুষ্পদ জন্তু কোন লোককে আহত করলে এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই —— ১৬৪

٣٨ – باب ما ذكر في إحياء أرض الموات
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ পড়ে থাকা যমিকে চাষাবাদযোগ্য করা —— ১৬৫

٣٩ – باب ما جاء في القطائع
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ জায়গীর (দান বা পুরুস্কার স্বরূপ) মঞ্জুরী প্রসঙ্গে —— ১৬৭

٤٠ – باب ما جاء في فضل الغرس
অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ গাছ লাগানোর ফাযীলাত —— ১৬৯

٤١ – باب ما ذكر في المزارعة
অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ ভাগচাষ বা বর্গা প্রথা প্রসঙ্গে —— ১৬৯

٤٢ – باب من المزارعة
অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ (যমি ভাগচাষে দেওয়া অথবা নগদ মূল্যে বিক্রয় জায়িয কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে চাষ করতে দেওয়া উত্তম) —— ১৭০

١٤ – كتاب الديات عن رسول الله ﷺ.
অধ্যায় ১৪ ঃ দিয়াত বা রক্তপণ

١ – باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل
অনুচ্ছেদ ঃ ১ যে সংখ্যক উট দিয়াত হিসেবে প্রদান করতে হবে —— ১৭২

٣ – باب ما جاء في الموضحة

অনুচ্ছেদঃ ৩ ॥ মূযিহা (আঘাতে হাড় বের হয়ে যাওয়া) প্রসঙ্গে —— ১৭৩

٤ – باب ما جاء في دية الأصابع

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ আঙ্গুলসমূহের দিয়াত প্রসঙ্গে —— ১৭৩

٦ – باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ পাথর দ্বারা আঘাত করে কারো মাথা থেতলানো হলে —— ১৭৫

٧ – باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ মু'মিন লোককে মেরে ফেলা প্রসঙ্গে কঠোর হুঁশিয়ারি —— ১৭৬

٨ – باب الحكم في الدماء

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ খুনের বিচার —— ১৭৭

٩ – باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا

অনুচ্ছেদঃ ৯॥ বাবা ছেলেকে খুন করলে তার কিসাস হবে কি না —— ১৭৮

١٠ – باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ কোন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ নয়, তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতীত —— ১৭৯

١١ – باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কোন লোক যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক)-কে খুন করলে —— ১৮০

١٣ – باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ নিহত ব্যক্তির অভিভাবক কিসাস গ্রহণ করতে পারে, ক্ষমাও করতে পারে —— ১৮১

١٤ – باب ما جاء في النهي عن المثلة

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ অঙ্গচ্ছেদন (মুসলা) করা নিষেধ —— ১৮৪

١٥ – باب ما جاء في دية الجنين

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ জানীন (গর্ভস্থ ভ্রূণ)-এর রক্তপণ —— ১৮৬

١٦ – باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ কাফিরকে খুনের অপরাধে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না — ১৮৮

١٧ – باب ما جاء في دية الكفار
অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ কাফিরের রক্তপণ বিষয়ে — ১৮৯

١٩ – باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها
অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস স্ত্রী ভোগ করবে কি? — ১৯০

٢٠ – باب ما جاء في القصاص
অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ কিসাস প্রসঙ্গে — ১৯১

٢١ – باب ما جاء في الحبس في التهمة
অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ অপবাদ প্রদানের দোষে বন্দী করা — ১৯২

٢٢ – باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد
অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ নিজস্ব সম্পদ হিফাযাত করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ — ১৯২

٢٣ – باب ما جاء في القسامة
অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ কাসামা (সম্মিলিত শপথ) প্রসঙ্গে — ১৯৬

15 – كتاب الحدود عن رسول الله ﷺ.

অধ্যায় ১৫ ঃ হাদ্দ বা দণ্ডবিধি

١ – باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد
অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ যে লোকের উপর হাদ্দ বাধ্যকর হয় না — ১৯৮

٣ – باب ما جاء في الستر على المسلم
অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা — ১৯৯

٤ – باب ما جاء في التلقين في الحد
অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ হাদ্দের অপরাধের ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিকে বারবার বুঝানো — ২০১

٥ – باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع
অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হাদ্দ বাস্তবায়ন না করা — ২০২

٦ – باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود
অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ হাদ্দ-এর আওতাধীন অপরাধের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা নিষেধ —— ২০৫

٧ – باب ما جاء في تحقيق الرجم
অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ রজম (পাথর মেরে হত্যা)-এর প্রমাণ —— ২০৬

٨ – باب ما جاء في الرجم على الثيب
অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ বিবাহিত (যিনাকারী) লোকের শাস্তি রজম —— ২০৮

٩ – باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع
অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সন্তান জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত গর্ভবতী নারীর শাস্তি বিলম্বিত হবে —— ২১২

١٠ – باب ما جاء في رجم أهل الكتاب
অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ আহ্‌লে কিতাবের যিনাকারীকে রজম করা —— ২১৩

١١ – باب ما جاء في النفي
অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ নির্বাসন দণ্ড বিষয়ে —— ২১৪

١٢ – باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها
অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ হাদ্দ প্রতিষ্ঠিত হলে গুনাহ মাফ হয়ে যায় —— ২১৬

١٣ – باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ ক্রীতদাসীদের উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠিত করা —— ২১৭

١٤ – باب ما جاء في حد السكران
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ মাদকদ্রব্য সেবনকারীর শাস্তি (হাদ্দ) —— ২১৯

١٥– باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه
অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ যে লোক মাদকদ্রব্য সেবন করে তাকে চাবুক পেটা কর। সে চতুর্থবার মাদক সেবনে লিপ্ত হলে তাকে হত্যা করে ফেল —— ২২০

١٦ – باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ যে পরিমাণ (মাল) চুরি করলে হাত কেটে ফেলা বৈধ হবে —— ২২২

١٨ – باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী ও লুণ্ঠনকারীদের প্রসঙ্গে —— ২২৩

١٩ – باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر
অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ ফল ও গাছের মাথার মজ্জা চুরি করার দায়ে হাত কাটার হুকুম নেই —— ২২৪

٢٠ – باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو
অনুচ্ছেদঃ ২০॥ সামরিক অভিযান চলাকালে হাত কাটা যাবে না —— ২২৫

٢٢ – باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا
অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ জোরপূর্বক যে নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে —— ২২৬

٢٣ – باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة
অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ কোন মানুষ পশুর সাথে কু-কর্মে লিপ্ত হলে —— ২২৮

٢٤ – باب ما جاء في حد اللوطي
অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ পায়ুকামী বা সমকামীর শাস্তি —— ২২৯

٢٥ – باب ما جاء في المرتد
অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী) প্রসঙ্গে —— ২৩১

٢٦ – باب ما جاء فيمن شهر السلاح
অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ যে মানুষ (রক্তপাতের উদ্দেশ্যে) অস্ত্র উঠায় —— ২৩২

٣٠ – باب ما جاء في التعزير
অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ তা'যীর প্রসঙ্গে —— ২৩২

١٦ – كتاب الصيد عن رسول الله ﷺ.
অধ্যায় ১৬ ঃ শিকার

١ – باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل
অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ কুকুরের কোন্ ধরণের শিকার খাওয়ার যোগ্য এবং কোন্ ধরণের শিকার খাওয়ার অযোগ্য —— ২৩৪

٤ – باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه
অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ শিকারের প্রতি কোন লোক তীর ছোড়ার পর তা অদৃশ্য হয়ে গেলে —— ২৩৬

٥ – باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء
অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ কোন লোক শিকারকে লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার পর তা পানির মধ্যে মৃত পেলে —— ২৩৭

٦ – باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد
অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ কুকুর তার শিকার হতে কিছু খেলে —— ২৩৮

٧ – باب ما جاء في صيد المعراض
অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ বর্শা দিয়ে শিকার করা —— ২৩৯

٨ – باب ما جاء في الذبيحة بالمروة
অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ চকমকি (সাদা) পাথর দিয়ে যবেহ্ করা —— ২৪০

٩ – باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة
অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ কোন পশুকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর ছুড়ে মারা হলে তা খাওয়া নিষেধ —— ২৪১

١٠ – باب ما جاء في ذكاة الجنين
অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ জানীন (পশুর গর্ভস্থ ভ্রূণ) যবেহ্ করা বিষয়ে —— ২৪৩

١١ – باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب
অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ থাবা ও শিকারী দাঁতওয়ালা হিংস্র পশু ও নখরযুক্ত শিকারী পাখি খাওয়া নিষেধ —— ২৪৪

١٢ – باب ما قطع من الحي فهو ميت
অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ জীবিত পশুর শরীরের কোন অংশ কেটে আলাদা হয়ে গেলে তা মৃত (এবং খাওয়া হারাম) —— ২৪৬

١٤ – باب ما جاء في قتل الوزغ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ গিরগিটি (টিকটিকি) জাতীয় প্রাণী মেরে ফেলা বিষয়ে —— ২৪৭

١٥ – باب ما جاء في قتل الحيات
অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ সাপ মারা —— ২৪৭

١٦ – باب ما جاء في قتل الكلاب
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ কুকুর নিধন প্রসঙ্গে —— ২৪৯

١٧ – باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره
অনুচ্ছেদ ১৭॥ কুকুর পালনকারীর কি পরিমাণ সাওয়াব কমে যায় — ২৫০

١٨ – باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره
অনুচ্ছেদঃ ১৮॥ বাঁশ ইত্যাদির চোকলা বা ফালি দ্বারা যবেহ্ করা — ২৫৩

١٩ – باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا؛ يرمى بسهم أم لا؟
অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ উট, গরু, মেষ-ছাগল ইত্যাদি ছুটে পালিয়ে গিয়ে বন্য হয়ে গেলে তা তীর মেরে শিকার করা যাবে কি-না? — ২৫৪

١٧ - كتاب الأضاحي عن رسول الله ﷺ.
অধ্যায় ১৭ ঃ কুরবানী

٢ – باب ما جاء في الأضحية بكبشين
অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ দু'টি মেষ কুরবানী করা — ২৫৬

٤ – باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي
অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ যে ধরণের পশু কুরবানীর জন্য উত্তম — ২৫৬

٥ – باب ما لا يجوز من الأضاحي
অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ যে ধরণের পশু কুরবানী করা জায়িয নয় — ২৫৭

٧ – باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي
অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ ছয় মাসের মেষকে (ভেড়া, দুম্বা, ছাগল) কুরবানী করা প্রসঙ্গে — ২৫৮

٨ – باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية
অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ কুরবানীর পশুতে অংশগ্রহণ করা — ২৫৯

٩ – باب في الضحية بعضباء القرن والأذن
অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ শিংভাঙ্গা ও কানফাটা পশু দিয়ে কুরবানী করা — ২৬০

١٠ – باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت
অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ একটি ছাগলই একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট — ২৬১

١٢ – باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة
অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ কুরবানী করতে হবে ঈদের নামায আদায়ে পর — ২৬২

١٣ – باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত খাওয়া মাকরূহ ———— ২৬৪

١٤ – باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ কুরবানীর গোশত তিন দিনের পরেও খাওয়ার সম্মতি প্রসঙ্গে ———— ২৬৫

١٥ – باب ما جاء في الفرع والعتيرة

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ ফারাআ ও আতীয়াহ বিষয়ে ———— ২৬৬

١٦ – باب ما جاء في العقيقة

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ আকীকা প্রসঙ্গে ———— ২৬৬

١٧ – باب الأذان في أذن المولود؟

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ সদ্য প্রসূত শিশুর কানে আযান দেওয়া ———— ২৬৭

١٩ – باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ (প্রতি বছর প্রতিটি পরিবার কুরবানী করবে) ———— ২৬৯

٢٠ – باب العقيقة بشاة

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ একটি ছাগল দ্বারা আকীকা ———— ২৭০

٢١ – باب

অনুচ্ছেদ ২১॥ (ঈদের নামায আদায়ের পর কুরবানী করা প্রসঙ্গে) ———— ২৭০

٢٢ – باب

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাতের পক্ষে কুরবানী) ———— ২৭১

٢٣ – باب من العقيقة

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ (শিশুর জন্মের সপ্তম, চতুর্দশ বা একবিংশ দিনে আকীকা করা) ———— ২৭২

٢٤ – باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ যে লোক কুরবানীর আশা রাখে যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর তার চুল না কাটা ———— ২৭৩

١٨ - كتاب النذور والأيمان عن رسول الله ﷺ.

অধ্যায় ১৮ ঃ মানত ও শপথ

١ – باب ما جاء عن رسول الله ﷺ أن لا نذر في معصية

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ গুনাহের কাজের উদ্দেশ্যে মানত করা বৈধ নয় —— ২৭৫

٢ – باب من نذر أن يطيع الله فليطعه

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মানত করল সে যেন তার আনুগত্য করে —— ২৭৭

٣ – باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ যে জিনিসে আদম সন্তানের মালিকানা নেই তার মানত করা যায় না —— ২৭৮

٥ – باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

অনুচ্ছেদঃ ৫॥ শপথের বিপক্ষে কাজ করাকে কল্যাণকর মনে করলে —— ২৭৮

٦ – باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ শপথ ভঙ্গের আগেই কাফফারা প্রদান করা —— ২৭৯

٧ – باب ما جاء في الا ستثناء في اليمين

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ শপথে ইনশাআল্লাহ বলা —— ২৮০

٨ – باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা নিষেধ —— ২৮২

٩ – باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ কেউ হাঁটার শপথ করল অথচ সে হাঁটতে অক্ষম —— ২৮৫

١٠ – باب في كراهية النذر

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ মানত করা অপছন্দনীয় —— ২৮৬

١١ – باب ما جاء في وفاء النذر

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ মানত পুরো করা —— ২৮৭

١٢ – باب ما جاء كيف كان يمين النبي ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথ কিরূপ ছিল? —— ২৮৮

١٣ – باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ দাসমুক্তকারীর সাওয়াব ———— ২৮৯

١٤ – باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ কোন লোক তার খাদেমকে থাপ্পড় মারলে ———— ২৯০

١٥ – باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের শপথ করা নিষেধ ———— ২৯১

١٧ – باب

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (জুয়া খেলার প্রস্তাবেও দান-খাইরাত করতে হবে) ———— ২৯২

١٨ – باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ মৃত ব্যক্তির পক্ষে মানত আদায় করা ———— ২৯২

١٩ – باب ما جاء في فضل من أعتق

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ দাস আযাদকারীর মর্যাদা ———— ২৯৩

١٩ - كتاب السير عن رسول الله ﷺ.

অধ্যায় ১৯ ঃ যুদ্ধাভিযান

٣ – باب في البيات والغارات

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ রাতের বেলা অথবা অতর্কিতে হামলা ———— ২৯৫

٤ – باب في التحريق والتخريب

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ অগ্নিসংযোগ ও (বাড়িঘর) ধ্বংস সাধন ———— ২৯৬

٥ – باب ما جاء في الغنيمة

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ মাল) বিষয়ে ———— ২৯৭

٦ – باب في سهم الخيل

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ গানীমাতের মধ্যে ঘোড়ার প্রাপ্য পরিমাণ ———— ২৯৯

٨ – باب من يعطى الفيء

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ ফাই-এর প্রাপক কে? ———— ৩০০

٩ – باب هل يسهم للعبد؟

অনুচ্ছেদঃ ৯ ॥ গোলামকে (গানীমাতের) অংশ দেওয়া হবে কি? ———— ৩০১

١٠ – باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم
অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) অংশ নিলে তাকে গানীমাতের অংশ দেওয়া হবে কি না? — ৩০২

١١ – باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين
অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ মুশরিকদের হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার প্রসঙ্গে — ৩০৪

١٢ – باب في النفل
অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ কোন যোদ্ধাকে নাফল (অতিরিক্ত) প্রদান — ৩০৬

١٣ – باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه
অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ হত্যাকারী নিহতের মালপত্র পাবে — ৩০৭

١٤ – باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم
অনুচ্ছেদঃ ১৪॥ গানীমাতের সম্পদ বণ্টনের আগে বিক্রয় করা নিষেধ — ৩০৮

١٥ – باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا
অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ গর্ভবতী বন্দিনীদের সাথে সহবাস করা নিষেধ — ৩০৯

١٦ – باب ما جاء في طعام المشركين
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ মুশরিকদের খাবার প্রসঙ্গে — ৩১০

١٧ – باب في كراهية التفريق بين السبي
অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ কয়েদীদের একে অপর থেকে আলাদা করা নিষেধ — ৩১১

١٨ – باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء
অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ বন্দীদের মেরে ফেলা বা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়া (বা বিনিময় আদায় করা) — ৩১২

١٩ – باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان
অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ নারী ও শিশুদের মেরে ফেলা নিষেধ — ৩১৪

٢٠ – باب
অনুচ্ছেদঃ ২০॥ (কোন লোককে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা বৈধ নয়) — ৩১৫

٢١ – باب ما جاء في الغلول
অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ গানীমাতের সম্পদ আত্মসাৎ করা — ৩১৬

٢٢ – باب ما جاء في خروج النساء في الحرب
অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ——— ৩১৮

٢٤ – باب في كراهية هدايا المشركين
অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ মুশ্‌রিকদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করা প্রসঙ্গে ——— ৩১৮

٢٥ – باب ما جاء في سجدة الشكر
অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ কৃতজ্ঞতার সিজদা ——— ৩১৯

٢٦ – باب ما جاء في أمان العبد والمرأة
অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ স্ত্রীলোক বা ক্রীতদাস কর্তৃক (কাউকে) নিরাপত্তা দান ——— ৩২০

٢٧ – باب ما جاء في الغدر
অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গে ——— ৩২২

٢٨ – باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة
অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের হাতে কিয়ামাতের দিন একটি করে পতাকা থাকবে ——— ৩২৩

٢٩ – باب ما جاء في النزول على الحكم
অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ সালিশ মেনে আত্মসমর্পণ ——— ৩২৪

٣٠ – باب ما جاء في الحلف
অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ বন্ধুত্বের চুক্তি প্রসঙ্গে ——— ৩২৬

٣١ – باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس
অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ অগ্নিপূজকদের নিকট হতে কর আদায় প্রসঙ্গে ——— ৩২৬

٣٢ – باب ما يحل من أموال أهل الذمة
অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিক) সম্পদ হতে যা নেওয়া যাবে ——— ৩২৮

٣٣ – باب ما جاء في الهجرة
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ হিজরাত প্রসঙ্গে ——— ৩২৯

٣٤ – باب ما جاء في بيعة النبي ﷺ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথের বর্ণনা ——— ৩২৯

٣٥ – باب ما جاء في نكث البيعة
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ শপথ (বাই'আত) প্রত্যাখ্যানের পরিণতি ——— ৩৩২

٣٦ – باب ما جاء في بيعة العبد
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ গোলামের শপথ প্রসঙ্গে ——— ৩৩৩

٣٧ – باب ما جاء في بيعة النساء
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ মহিলাদের শপথ প্রসঙ্গে ———— ৩৩৪

٣٨ – باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ———— ৩৩৫

٣٩ – باب ما جاء في الخمس
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ)-এর বিবরণ ———— ৩৩৫

٤٠ – باب ما جاء في كراهية النهبة
অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ গানীমাতের সম্পদ হতে বণ্টনের আগে নেওয়া নিষেধ ———— ৩৩৬

٤١ – باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب
অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ আহলে কিতাবদের সালাম প্রদান প্রসঙ্গে ———— ৩৩৮

٢٤ – باب ما جاء في كراهية المعام بن أظحعرالركين
অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ মুশরিকদের সাথে বসবাস করা নিষেধ ———— ৩৩৯

٤٣ – باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ আরব উপদ্বীপ হতে ইয়াহূদী-নাসারাদের বের করে দেওয়া প্রসঙ্গে ———— ৩৪০

٤٤ – باب ما جاء في تركة رسول الله ﷺ
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া সম্পত্তি প্রসঙ্গে ———— ৩৪২

٤٥ – باب ما جاء ما قال النبي ﷺ يوم فتح مكة : "إن هذه لا تغزى بعد اليوم"
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বললেন ঃ এ শহরে আজকের দিনের পর আর যুদ্ধ করা যাবে না ———— ৩৪৫

٤٦ – باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ যুদ্ধের সঠিক সময় ———— ৩৪৬

٤٧ – باب ما جاء في الطيرة
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ কুলক্ষণ প্রসঙ্গে ———— ৩৪৭

٤٨ – باب ما جاء في وصيته ... في القتال
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিয়াত (উপদেশ) ———— ৩৪৯

٢٠ - كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ﷺ.

অধ্যায় ২০ ঃ জিহাদের ফাযীলাত

١ – باب ما جاء في فضل الجهاد

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ জিহাদের ফাযীলাত ——— ৩৫৩

٢ – باب ما جاء في فضل من مات مرابطا

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ পাহারা প্রদানরত অবস্থায় মৃত্যুর সাওয়াব ——— ৩৫৪

٣ – باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার পথে রোযা আদায়ের সাওয়াব ——— ৩৫৫

٤ – باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করার সাওয়াব ——— ৩৫৭

٥ – باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সেবাদানের সাওয়াব ——— ৩৫৮

٦ – باب ما جاء في فضل من جهز غازيا

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ সৈনিকের অস্ত্র ও রসদপত্রের যোগানদারের সাওয়াব ——— ৩৬০

٧ – باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে লোকের পদদ্বয় ধুলি-মলিন হয় তার মর্যাদা ——— ৩৬২

٨ – باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় ধুলি-মলিন হওয়ার সাওয়াব ——— ৩৬৩

٩ – باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে লোক বুড়ো হয়েছে তার সাওয়াব ——— ৩৬৪

١٠ – باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في سبيل الله

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে ব্যক্তি ঘোড়া লালন-পালন করে তার সাওয়াব ——— ৩৬৫

١١ – باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় তীর ছুড়ার সাওয়াব ——— ৩৬৬

١٢ – باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله

অনুচ্ছেদঃ ১২ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় পাহারাদানের সাওয়াব ——— ৩৬৭

١٣ – باب ما جاء في ثواب الشهداء

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ শহীদদের সাওয়াব সম্বন্ধে ——— ৩৬৮

١٥ – باب ما جاء في غزو البحر
অনুচ্ছেদ : ১৫ ॥ নৌযুদ্ধ প্রসঙ্গে —— ৩৭০

١٦ – باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا
অনুচ্ছেদ : ১৬ ॥ লোক দেখানো বা পার্থিব স্বার্থে যে লোক যুদ্ধ করে —— ৩৭২

١٧ – باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله
অনুচ্ছেদ : ১৭ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার পথে এক সকাল ও এক বিকাল ব্যয় করার সাওয়াব —— ৩৭৪

١٨ – باب ما جاء أي الناس خير
অনুচ্ছেদ : ১৮ ॥ কে উত্তম লোক —— ৩৭৭

١٩ – باب ما جاء فيمن سأل الشهادة
অনুচ্ছেদ : ১৯ ॥ যে লোক (আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায়) শাহাদাতের প্রার্থনা করে —— ৩৭৮

٢٠ – باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم
অনুচ্ছেদ : ২০ ॥ মুজাহিদ, মুকাতাব গোলাম ও বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য —— ৩৮০

٢١ – باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله
অনুচ্ছেদ : ২১ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার পথে আহত ব্যক্তির মর্যাদা —— ৩৮০

٢٢ – باب ما جاء في أي الأعمال أفضل
অনুচ্ছেদ : ২২ ॥ সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ কাজ কোনটি? —— ৩৮২

٢٣ – باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف
অনুচ্ছেদ : ২৩ ॥ তলোয়ারের ছায়াতলে জান্নাতের দরজা —— ৩৮৩

٢٤ – باب ما جاء أي الناس أفضل
অনুচ্ছেদ : ২৪ ॥ কোন ধরণের মানুষ সবচাইতে উত্তম? —— ৩৮৪

٢٥ – باب في ثواب الشهيد
অনুচ্ছেদ : ২৫ ॥ শহীদের সাওয়াব —— ৩৮৫

٢٦ – باب ما جاء في فضل المرابط
অনুচ্ছেদ : ২৬ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার পথে পাহারাদানের সাওয়াব —— ৩৮৭

٢١ – كتاب الجهاد عن رسول الله ﷺ.
অধ্যায় ২১ : জিহাদ

١ – باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود
অনুচ্ছেদ ১॥ ওজরের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার সুযোগ —— ৩৯১

٢ – باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه
অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ কোন ব্যক্তি মা-বাবাকে ফেলে জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে —— ৩৯২

٣ – باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية
অনুচ্ছেদঃ ৩ ॥ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকেই অভিযানে প্রেরণ করা —— ৩৯৩

٤ – باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده
অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ একাকী ভ্রমণ করা অনুচিত —— ৩৯৩

٥ – باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب
অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ যুদ্ধে মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি আছে —— ৩৯৫

٦ – باب ما جاء في غزوات النبي ﷺ وكم غزا؟.
অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন —— ৩৯৫

٨ – باب ما جاء في الدعاء عند القتال
অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ যুদ্ধের সময় দু'আ করা —— ৩৯৬

٩ – باب ما جاء في الألوية
অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষুদ্র পতাকার বর্ণনা —— ৩৯৭

١٠ – باب ما جاء في الرايات
অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়) পতাকার বর্ণনা —— ৩৯৮

١١ – باب ما جاء في الشعار
অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ (যুদ্ধক্ষেত্রের বিশেষ) প্রতীক বা সংকেতধ্বনি —— ৩৯৯

١٣ – باب ما جاء في الفطر عند القتال
অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ যুদ্ধ চলা কালীন সময়ে রোযা না রাখা —— ৪০০

١٤ – باب ما جاء في الخروج عند الفزع
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ শঙ্কিত অবস্থায় বাইরে বের হওয়া —— ৪০০

١٥ – باب ما جاء في الثبات عند القتال
অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অবিচল থাকা —— ৪০২

١٦ – باب ما جاء في السيوف وحليتها
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ তলোয়ার ও তার অলংকরণ বিষয়ে —— ৪০৪

١٧ – باب ما جاء في الدرع
অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ লৌহ বর্মের বর্ণনা —— ৪০৫

١٨ – باب ما جاء في المغفر
অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ শিরস্ত্রাণের বর্ণনা ——— ৪০৬

١٩ – باب ما جاء في فضل الخيل
অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ ঘোড়ার মর্যাদা ——— ৪০৬

٢٠ – باب ما جاء ما يستحب من الخيل
অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ কোন প্রকার ঘোড়া উত্তম ——— ৪০৭

٢١ – باب ما جاء ما يكره من الخيل
অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ কোন ধরণের ঘোড়া অপছন্দনীয় ——— ৪০৮

٢٢ – باب ما جاء في الرهان والسبق
অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ——— ৪০৯

٢٣ – باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل
অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ গাধা দিয়ে ঘুড়ীর পাল দেওয়া (সঙ্গম করানো) নিষেধ ——— ৪১১

٢٤ – باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين
অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ দুঃস্থ মুসলমানদের ওয়াসিলা দিয়ে বিজয়ের প্রার্থনা করা ——— ৪১২

٢٥ – باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل
অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা নিষেধ ——— ৪১২

٢٧ – باب ما جاء في الإمام
অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ ইমাম (নেতা) প্রসঙ্গে ——— ৪১৩

٢٨ – باب ما جاء في طاعة الإمام
অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ নেতার আনুগত্য করা ——— ৪১৪

٢٩ – باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ স্রষ্টার নাফারমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না ——— ৪১৫

٣٠ – باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه
অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ পশুর লড়াই অনুষ্ঠান এবং কোন প্রাণীর মুখে দাগ দেওয়া বা আঘাত করা নিষেধ ——— ৪১৬

٣١ – باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له
অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ বালেগের বয়সসীমা এবং বাইতুল মাল হতে ভাতা নির্ধারণের সময় ——— ৪১৭

٣٢ – باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين
অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কেউ শহীদ হলে —— ৪১৮

٣٣ – باب ما جاء في دفن الشهداء
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ শহীদদের দাফনকার্য প্রসঙ্গে —— ৪২০

٣٧ – باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ শহীদ ব্যক্তিকে তার নিহত হওয়ার জায়গায় কবর দেওয়া —— ৪২১

٣٨ – باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم
অনুচ্ছেদ ৩৮॥ সফর হতে প্রত্যাবর্তনকারীদের অভ্যর্থনা জানানো —— ৪২১

٣٩ – باب ما جاء في الفيء
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ ফাই প্রসঙ্গে —— ৪২২

٢٢ – كتاب اللباس عن رسول الله ﷺ.

অধ্যায় ২২ ঃ পোশাক–পরিচ্ছদ

١ – باب ما جاء في الحرير والذهب
অনুচ্ছেদঃ ১॥ (পুরুষের) রেশমী পোশাক ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার —— ৪২৪

٢ – باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب
অনুচ্ছেদঃ ২ ॥ যুদ্ধের সময় রেশমী পোশাক পরার সম্মতি প্রসঙ্গে —— ৪২৫

٣ – باب
অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য স্বর্ণখচিত জুব্বা উপহার) —— ৪২৬

٤ – باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال
অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ লাল রং-এর কাপড় পুরুষ লোকদের জন্য অনুমোদিত —— ৪২৭

٥ – باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال
অনুচ্ছেদ ৫॥ হলুদ রং-এর কাপড় পুরুষ লোকদের জন্য মাকরূহ্ —— ৪২৮

٦ – با ما جاء في لبس الفراء
অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ পশমী কাপড় পরা জায়িয —— ৪২৮

٧ – باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت
অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ মৃত প্রাণীর প্রক্রিয়াজাত চামড়ার ব্যবহার প্রসঙ্গে —— ৪৩০

٨ – باب ما جاء في كراهية جر الإزار
অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ পায়ের গোছার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে কাপড় পরা নিষেধ —— ৪৩২

٩ – باب ما جاء في جر ذيول النساء
অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ মহিলাদের আঁচল লম্বা করে পরা প্রসঙ্গে —— ৪৩৩

١٠ – باب ما جاء في لبس الصوف
অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ পশমী কাপড় পরা সম্পর্কে —— ৪৩৪

١١ – باب ما جاء في العمامة السوداء
অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কালো রং-এর পাগড়ী প্রসঙ্গে —— ৪৩৫

١٢ – باب في سدل العمامة بين الكتفين
অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ দুই কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ীর এক প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখা —— ৪৩৬

١٣ – باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب
অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ স্বর্ণের আংটি পরা নিষেধ —— ৪৩৬

١٤ – باب ما جاء في خاتم الفضة
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ রুপার আংটি ব্যবহার করা —— ৪৩৮

١٥ – باب ما جاء ما يستحب في فص الخاتم
অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ আংটির জন্য উত্তম পাথর —— ৪৩৮

١٦ – باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ ডান হাতে আংটি পরা প্রসঙ্গে —— ৪৩৯

١٧ – باب ما جاء في نقش الخاتم
অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ আংটিতে কারুকাজ করা —— ৪৪২

١٨ – باب ما جاء في الصورة
অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ ছবি বা প্রতিকৃতি প্রসঙ্গে —— ৪৪৩

١٩ – باب ما جاء في المصورين
অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ ছবি নির্মাতা ও চিত্রকরদের প্রসঙ্গে —— ৪৪৪

٢٠ – باب ما جاء في الخضاب
অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ চুলে কলপ লাগানো প্রসঙ্গে —— ৪৪৫

٢١ – باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر
অনুচ্ছেদ ২১॥ মাথার চুল রাখা এবং কাঁধ পর্যন্ত তা লম্বা করা প্রসঙ্গে —— ৪৪৬

٢٢ – باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا
অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ বার বার চুল আচড়ানো নিষেধ —— ৪৪৮

٢٣ – باب ما جاء في الاكتحال
অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ সুরমা লাগানো প্রসঙ্গে —— ৪৪৮

٢٤ – باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد
অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ হাঁটু গেড়ে জড়োসড়ো হয়ে বসা এবং একটি চাদরে সর্বাঙ্গ পেচিয়ে বসা নিষেধ —— ৪৪৯

٢٥ – باب ما جاء في مواصلة الشعر
অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ পরচুলা ব্যবহার প্রসঙ্গে —— ৪৫০

٢٦ – باب ما جاء في ركوب المياثر
অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ রেশমের তৈরী আসনে বসা নিষেধ —— ৪৫১

٢٧ – باب ما جاء في فراش النبي ﷺ.
অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা —— ৪৫২

٢٨ – باب ما جاء في القمص
অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ জামা প্রসঙ্গে —— ৪৫২

٢٩ – باب ما جاء يقول إذا لبس ثوبا جديدا
অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ নতুন কাপড় পরার দু'আ —— ৪৫৪

٣٠ – باب ما جاء في لبس الجبة والخفين
অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ জুব্বা ও চামড়ার মোজা পরা প্রসঙ্গে —— ৪৫৫

٣١ – باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب
অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ স্বর্ণ দিয়ে দাঁত বাঁধানো —— ৪৫৬

٣٢ – باب ما جاء في النهي عن جلود السباع
অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ হিংস্র প্রাণীর চামড়া কাজে লাগানো নিষেধ —— ৪৫৭

٣٣ – باب ما جاء في نعل النبي ﷺ.
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাদুকা —— ৪৫৯

٣٤ – باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটা নিষেধ —— ৪৬০

٣٥ – باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরা মাকরূহ্ —— ৪৬০

٣٦ – باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটার সম্মতি প্রসঙ্গে —— ৪৬১

٣٧ – باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ প্রথমে কোন্ পায়ে জুতা পরতে হবে —— ৪৬২

٣٩ – باب ما دخول النبي ﷺ مكة
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় প্রবেশ প্রসঙ্গে — ৪৬২

٤١ – باب في مبلغ الإزار
অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ লুঙ্গির সর্বনিম্ন সীমা — ৪৬৩

٤٤ – باب كراهية التختم في أصبعين
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ আংটি কোন্ আঙ্গুলে পরতে হবে? — ৪৬৪

٤٥ – باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় পোশাক — ৪৬৫

٢٣ - كتاب الأطعمة عن رسول الله ﷺ
অধ্যায় ২৩ ঃ আহার ও খাদ্যদ্রব্য

١ – باب ما جاء علام كان يأكل رسول الله ﷺ؟
অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের উপর রেখে খাবার খেতেন? — ৪৬৬

٢ – باب ما جاء في أكل الأرنب
অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ খরগোশের গোশত খাওয়া — ৪৬৭

٣ – باب ما جاء في أكل الضب
অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে — ৪৬৮

٤ – باب ما جاء في أكل الضبع
অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ দাবু (ভালুক) খাওয়া প্রসঙ্গে — ৪৬৯

٥ – باب ما جاء في أكل لحوم الخيل
অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ ঘোড়ার গোশত খাওয়া প্রসঙ্গে — ৪৭০

٦ – باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية
অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ গৃহপালিত গাধার গোশত প্রসঙ্গে — ৪৭০

٧ – باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار
অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ কাফিরদের পাত্রে খাওয়া — ৪৭২

٨ – باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن
অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ ঘিয়ের পাত্রে ইঁদুর পড়ে মারা গেলে — ৪৭৪

٩ – باب ما جاء في النهي عن الأكل، والشرب بالشمال
অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ বাম হাতে খাওয়া ও পান করা নিষিদ্ধ — ৪৭৫

١٠ – باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل
অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ খাওয়ার পর আঙ্গুল চেটে খাওয়া — ৪৭৬

١١ – باب ما جاء في اللقمة تسقط

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ খাবারের লোকমা নিচে পড়ে গেলে ———— ৪৭৭

١٢ – باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ পাত্রের মধ্যখান হতে খাওয়া মাকরূহ ———— ৪৭৮

١٣ – باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ পিঁয়াজ-রসুন (রান্না ব্যতীত) খাওয়া মাকরূহ ——— ৪৭৯

١٤ – باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ রসুন রান্না করে খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে ———— ৪৮০

١٥ – باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ শোয়ার সময় পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা এবং আগুন ও বাতি নিভিয়ে দেওয়া ———— ৪৮২

١٦ – باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ দু'টি খেজুর একসাথে খাওয়া মাকরূহ ———— ৪৮৩

١٧ – باب ما جاء في استحباب التمر

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ খেজুর একটি উপকারী ও মানুষের খুব পছন্দের খাবার ———— ৪৮৪

١٨ – باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ খাওয়া-দাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খাদ্যের জন্য প্রশংসা করা ———— ৪৮৪

٢٠ – باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ মু'মিন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে এক পাকস্থলী ভর্তি করে আর কাফির খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে সাতটি ভর্তি করে ——— ৪৮৫

٢١ – باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ একজনের খাদ্যই দুইজন ব্যক্তির জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে ———— ৪৮৭

٢٢ – باب ما جاء في أكل الجراد

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ ফরিং (এক প্রকার পতঙ্গ) খাওয়া প্রসঙ্গে ———— ৪৮৮

٢٤ – باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، وألبانها
অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ জাল্লালার গোশত খাওয়া ও দুধ পান করা সম্পর্কে ——— ৪৮৯

٢٥ – باب ما جاء في أكل الدجاج
অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ মুরগীর গোশত খাওয়া ——— ৪৯১

٢٧ – باب ما جاء في أكل الشواء
অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ ভুনা গোশত (কাবাব) খাওয়া ——— ৪৯২

٢٨ – باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا
অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ হেলান দিয়ে বসে খাবার খাওয়া মাকরূহ ——— ৪৯২

٢٩ – باب ما جاء في حب النبي ﷺ الحلواء، والعسل
অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ও মধু পছন্দ করতেন ——— ৪৯৩

٣٠ – باب ما جاء في إكثار ماء المرقة
অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ তরকারিতে ঝোলের পরিমাণ বেশি রাখা ——— ৪৯৪

٣١ – باب ما جاء في فضل الثريد
অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ সারীদের বিশিষ্টতা ——— ৪৯৫

٣٣ – باب ما جاء عن النبي ﷺ من الرخصة في قطع اللحم بالسكين
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ গোশত ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খাওয়ার সম্মতি প্রসঙ্গে ——— ৪৯৬

অধ্যায় ১২ এর বাকী অংশ

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ পশুর গর্ভস্থিত বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয় করা নিষেধ

١٢٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٩٧) م، خ.

১২২৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, (পশুর) গর্ভস্থিত বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৯৭), মুসলিম, বুখারী

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। 'হাবলুল হাবল' বলতে বাচ্চার বাচ্চা বুঝায়। এভাবে বিক্রয় করাটা আলিমদের মতে বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা ক্রয়-বিক্রয়ে এক প্রকারের প্রতারণা। শুবা-আইয়ূব হতে তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু উমারের এ হাদীসটি আবুল ওয়াহ্হাব আস-সাকাফী এবং অন্যান্যরা আইয়ূব হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে, তিনি নাফি হতে, তিনি ইবনু উমার হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং এ সূত্রটি অনেক বেশি সহীহ্।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْغَرَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

١٢٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : أَنْبَأَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ

عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْحَصَاةِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٩٤) م.

১২৩০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কাঁকর নিক্ষেপে ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারিত করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (২১৯৪), মুসলিম

ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, আবূ সাঈদ ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তারা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় করাকে নিষিদ্ধ বলেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে রয়েছে পানির মধ্যের মাছ, পলাতক গোলাম, শূন্যে উড়ন্ত পাখি বা অনুরূপ পর্যায়ের কোন কিছুর ক্রয়-বিক্রয়। কাঁকর নিক্ষেপে বিক্রয়ের ধরণ হলঃ যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, তোমার দিকে আমি যখন কোন কাঁকর ছুড়ে মারবো তখন তোমার ও আমার মাঝে বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে ক্রয়-বিক্রয় করাটা। এটা মুনাবাযা ধরণের ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটাও জাহিলী যুগের প্রথা।

١٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ একই বিক্রয়ে দুই প্রকারের শর্ত নিষেধ

١٢٣١ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

– صحيح : "المشكاة" (٢٨٦٨)، "الإرواء" (١٤٩/٥).

১২৩১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, দুই ধরণের বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে (দুই ধরনের শর্তে) একই জিনিসের বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্ মিশকাত (২৮৬৮), ইরওয়া (৫/১৪৯)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর, ইবনু উমার ও ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেন। "বাইআতাইনে ফী বাইআতিন"-এর ব্যাখ্যায় একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেনঃ ক্রেতাকে বিক্রেতা বলল, এই কাপড়টি দশ টাকায় যদি নগদ মূল্যে ক্রয় করা হয় , তবে বাকীতে ক্রয় করলে বিশ টাকা। এই দুটি বিক্রয় প্রস্তাবের মধ্যে কোন একটিকে কোন পক্ষই নাকচ করল না। কিন্তু কোন একটি প্রস্তাব যদি গ্রহণ করে নেয় এবং সে অনুযায়ী চুক্তি হয় তবে তাতে কোন সমস্যা নেই।

ইমাম শাফিঈ বলেছেন, একই বিক্রয়ে দুই ধরণের বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তার দৃষ্টান্ত হলঃ কোন লোক বলল, আমি তোমার নিকট এত টাকায় আমার এই ঘর বিক্রয় করব এই শর্তে যে, আমার নিকট তোমার গোলামটিও এত টাকায় বিক্রয় করতে হবে। তোমার গোলাম যখন আমার অধীনে আসবে আমার ঘরও তখন তোমার অধীনে চলে যাবে। এই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় ঐ ক্রয়-বিক্রয় হতে ভিন্ন যেখানে পণ্যের মধ্যে কোনটিরই মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি বিধায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে বিক্রিত দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

١٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ যে জিনিস আয়ত্তে নেই তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

١٢٣٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ :

يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِيْ مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ؛ أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ، ثُمَّ أَبِيْعُهُ؟ قَالَ : "لاَ تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٨٧).

১২৩২। হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানার জন্য বললাম, আমার নিকট এসে কোন লোক এমন জিনিস কিনতে চায় যা আমার নিকট নেই। আমি এভাবে বিক্রয় করতে পারি কি যে, তা বাজার হতে ক্রয় করে এনে তাকে দিব? তিনি বলেনঃ যা তোমার অধিকারে নেই তা তুমি বিক্রয় কর না।

সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (২১৮৭)।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٣٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ : نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ.

– صحيح : انظر ما قبله.

১২৩৩। হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার হাতে নেই এমনসব বস্তু বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। ইসহাক ইবনু মানসূর বলেন, ইমাম আহ্মাদকে আমি প্রশ্ন করলাম, "ঋণ ও বিক্রয় একত্রে জায়িয নয়" এ কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, কোন লোককে ঋণও প্রদান করলে এবং এর সাথে সাথে তার নিকট তোমার পণ্যও চড়া দামে বিক্রয় করলে। অথবা এরূপও হতে পারে যে, কোন জিনিস (বন্ধক রেখে) তাকে ঋণ দিয়ে বললে, তোমার এটা (বন্ধক) এতো দামে বিক্রীত বলে গণ্য

হবে যদি ঐটা পরিশোধ করতে না পার। ইসহাক আরও বলেন, আমি ইমাম আহ্মাদকে পুনরায় বললাম, "লোকসানের দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিক্রয় হয় না" কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, আমার মতে শুধু খাদ্যদ্রব্যের বেলায় এটা প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ যতক্ষণ এটা তোমার হস্তগত না হবে ততক্ষণ তা বিক্রয় করতে পারবে না। ইসহাক বলেন, পরিমাপ যন্ত্র বা পাত্র দিয়ে যা মাপা হয় সেই সব ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য। ইমাম আহমাদ বলেন, যদি এভাবে বলা হয়ঃ আমি এ কাপড় তোমার নিকট বিক্রয় করলাম এবং এর সেলাই ও ধোয়ার কাজ আমার দায়িত্বে, তবে একই বিক্রয়ের মধ্যে এটাও দু'টি শর্তারোপের একটি উদাহরণ। সে যদি এরূপ বলেঃ এটা তোমার নিকট বিক্রয় করলাম এবং আমিই এটা ধুয়েও দিব, তবে এতে কোন সমস্যা নেই। কেননা, একটি শর্ত করা হয়েছে (দু'টি নয়)।

١٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ - حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : "لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٢١٨٨).

১২৩৪। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঋণ ও বিক্রয় একত্রে জায়িয নয় এবং দুই প্রকারের শর্তও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জুড়ে দেয়া জায়িয নয়, মুনাফা গ্রহণও জায়িয নয় যতক্ষণনা লোকসানের দায়িত্ব না নেয়া হয়, তোমার আয়ত্তে নেই এমন বস্তু বিক্রয় করাও জায়িয নয়।

হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৮৮)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। একাধিক সূত্রে হাকীম (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি বর্ণিত আছে। আইয়ূব সাখতিয়ানী ও আবূ

বিশর বর্ণনা করেছেন, ইউসুফ ইবনু মাহিক হতে, তিনি হাকীম ইবনু হিযাম হতে। আউফ এবং হিশাম ইবনু হাস্‌সান বর্ণনা করেছেন, ইবনু সীরীন হতে, তিনি হাকীম ইবনু হিযাম হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। এর পরবর্তী বর্ণনাটি মুরসাল। প্রকৃত পক্ষে ইবনু সীরীন বর্ণনা করেছেন, আইয়ূব সাখতিয়ানী হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু মাহাক হতে, তিনি হাকীম ইবনু হিযাম হতে।

١٢٣٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُوْ سَهْلٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ : نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِيْ.

- صحيح : انظر الحديث (١٢٣٢، ١٢٣٣).

১২৩৫। হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন আমার কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রয় করতে।

সহীহ্ দেখুন হাদীস নং (১২৩২, ১২৩৩)

আবূ ঈসা বলেন, ওয়াকী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইবনু ইবরাহীম হতে, তিনি ইবনু সীরীন হতে, তিনি আইয়ূব হতে, তিনি হাকীম ইবনু হিযাম হতে। এতে ওয়াকী ইউসুফ ইবনু মাহাকের উল্লেখ করেননি। আব্দুস সামাদের সনদ সূত্রটি অনেক বেশি সহীহ্। ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইয়া'লা ইবনু হাকীম হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু মাহাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইসমাহ্ হতে, তিনি হাকীম ইবনু হিযাম হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেন। তারা হস্তগতহীন জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়কে মাকরূহ বলেছেন।

٢٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

অনুচ্ছেদঃ ২০ ॥ 'ওয়ালা'র স্বত্ব বিক্রয় অথবা হেবা করা মাকরূহ্

١٢٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَهِبَتِهِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٤٧، ٢٧٤٨) ق.

১২৩৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 'ওয়ালা' স্বত্ব বিক্রয় করতে অথবা তা দান করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৪৭, ২৭৪৮)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আমরা এ হাদীসটি শুধু আব্দুল্লাহ্ ইবনু দীনারের সূত্রেই ইবনু উমার হতে জেনেছি। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। উপরোক্ত হাদীসটি ইবনু উমার (রাঃ) হতে অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত আছে, কিন্তু তার সনদে বিপত্তি আছে [উবাইদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর মাঝে নাফি (রাহঃ)-এর নাম যোগ করার]। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম এই ভুল করেছেন। আবদুল ওয়াহ্হাব আস-সাকাফী, আবদুল্লাহ ইবনু নুমাইর এবং আরও অনেকে উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু উমার হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সনদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই সনদসূত্রটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইমের সনদের চেয়ে অনেক বেশি সহীহ্।

٢١ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ পশুর বিনিময়ে পশু ধারে বিক্রয় করা নিষেধ

١٢٣٧ – حَدَّثَنَا أَبُو مُوسٰى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٧٠).

১২৩৭। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, পশুর বিনিময়ে পশু ধারে (করজে) বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (২২৭০)

ইবনু আব্বাস, জাবির ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। আলী ইবনুল মাদীনী ও অন্যান্যের মতে সামুরা (রাঃ)-এর নিকট হাসান (রাহঃ) সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগন আমল করেছেন। তাদের মতে, পশুর বিনিময়ে পশু ধারে বিক্রয় করা জায়িয নয়। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণ। ইমাম আহমাদও একই রকম মত দিয়েছেন। পশুর বিনিময়ে পশু ধারে বিক্রয় করার পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একদল সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগন সম্মতি দিয়েছেন। এই মত ইমাম শাফিঈ ও ইসহাকের।

١٢٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ –وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ–، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْحَيَوَانُ اِثْنَانِ بِوَاحِدٍ؛ لَا يَصْلُحُ نَسِيْئًا، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٧١).

১২৩৮। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু'টি পশুর বদলে একটি পশু ধারে (করজে) বিক্রয় করা জায়িয নয়, কিন্তু উপস্থিত (নগদ) লেনদেন হলে কোন সমস্যা নেই।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৭১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ দু'টি গোলামের বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয়-বিক্রয় করা

١٢٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ؛ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "بِعْنِيْهِ"، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ : "أَعَبْدٌ هُوَ؟".

- صحيح : "أحاديث البيوع" م.

১২৩৯। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন ক্রিতদাস এসে হিজরাতের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট শপথ করে। সে যে ক্রীতদাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা জানতেন না। তার মালিক এসে উপস্থিত হল তাকে ফেরত নেয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি একে আমার নিকট বিক্রয় করে দাও। তিনি তাকে কিনলেন দুইটি হাবশী গোলামের বিনিময়ে। এরপর হতে কারো বাইআত গ্রহণের পূর্বে তিনি প্রশ্ন করে নিতেন, সে ক্রীতদাস কি না।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস, মুসলিম

আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা **বলেন**, জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। আলিমগণ এ **হাদীস** মোতাবিক আমল করেন। তাদের মতে দুটো গোলামের বিনিময়ে

একটি গোলাম কেনাতে কোন সমস্যা নেই, তবে নগদ লেন-দেন হতে হবে। বাকীর মাধ্যমে এ জাতীয় লেনদেন সম্পাদন প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে মতের অমিল আছে।

٢٣ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، كَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ গমের বিনিময়ে সমপরিমাণ গম বেচা-কেনা করতে হবে, অতিরিক্ত দেয়া-নেয়া নিষেধ

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ؛ فَقَدْ أَرْبٰى؛ بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ؛ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيْعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ؛ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيْعُوا الشَّعِيْرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ؛ يَدًا بِيَدٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٥٤) م.

১২৪০। উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সমপরিমাণ স্বর্ণের পরিবর্তে সমপরিমাণ স্বর্ণ হতে হবে; সমপরিমাণ রূপার পরিবর্তে সমপরিমাণ রূপা হতে হবে; সমপরিমাণ খেজুরের পরিবর্তে সমপরিমাণ খেজুর হতে হবে; সমপরিমাণ গমের পরিবর্তে সমপরিমাণ গম হতে হবে; সমপরিমাণ লবণের পরিবর্তে সমপরিমাণ লবণ হতে হবে এবং সমপরিমাণ যবের পরিবর্তে সমপরিমাণ যব হতে হবে। যে লোক এ সবের লেনদেনে বেশি

পরিমাণ দিবে অথবা নিবে সে সূদে লেনদেনকারী বলে বিবেচিত হবে। তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী রূপার পরিমাণের পরিবর্তে স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারণ করে নগদ বিক্রয় করতে পার। তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী খেজুরের পরিমাণের পরিবর্তে গমের পরিমাণ নির্ধারণ করে নগদ বিক্রয় করতে পার। তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী খেজুরের পরিমাণের পরিবর্তে যবের পরিমাণ ঠিক করে নগদ বিক্রয় করতে পার।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৫৪), মুসলিম

আবূ সাঈদ, আবূ হুরাইরা, বিলাল ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উবাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উল্লেখিত হাদীসের অপর এক বর্ণনায় আছেঃ "তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী গমের পরিমাণের পরিবর্তে যবের পরিমাণ নির্ধারণ করে নগদ বিক্রয় করতে পার"।

আর এক বর্ণনায় আছেঃ "তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী বার্লির পরিমাণের পরিবর্তে গমের পরিমাণ নির্ধারণ করে (পরিমাণে কম-বেশি করে) নগদ বিক্রয় করতে পার।"

এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে, সমপরিমাণ গমের পরিবর্তে সমপরিমাণ গম এবং সমপরিমাণ যবের পরিবর্তে সম-পরিমাণ যব বিক্রয় করতে কোন সমস্যা নেই। বিনিময়ের বস্তু দুটি যদি একই প্রজাতির না হয় তাহলে পরিমাণে কম-বেশি হলে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে নগদ আদান-প্রদান হতে হবে। এই মত প্রকাশ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ। সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ ও ইসহাকেরও এই মত। শাফিঈ বলেন, এ কথার দলীল হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ "তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী গমের পরিমাণের পরিবর্তে যবের পরিমাণ ঠিক করে নগদ বিক্রয় করতে পার।" একদল আলিমের মতে যবের পরিবর্তে গমের পরিমাণ বেশি নির্ধারণ করে বিক্রয় করা মাকরূহ্, উভয়ের পরিমাণ সমান থাকতে হবে। ইমাম মালিক এই মত পোষণ করেন। কিন্তু প্রথম মতই অনেক বেশি সহীহ্।

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ মুদ্রার বিনিময়

١٢٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ : اِنْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِيْ سَعِيْدٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ- سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ يَقُوْلُ-: "لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ؛ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ؛ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، لاَ يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ".

- صحيح : "الإرواء" (١٨٩/٥)، "أحاديث البيوع" ق.

১২৪১। নাফি (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর নিকট আমি ও ইবনু উমার (রাঃ) গেলাম। তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, আমার দুটো কানই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেঃ তোমরা স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ বিক্রয় কর না পরিমাণে সমান না রেখে। একইভাবে তোমরা রূপার পরিবর্তে রূপা বিক্রয় কর না পরিমাণে সমান সমান না রেখে। একটি অন্যটি হতে পরিমাণে কম-বেশি করা যাবে না। উপস্থিত বস্তুর পরিবর্তে অনুপস্থিত বস্তু বিক্রয় কর না।

সহীহ্, ইরওয়া (৫/১৮৯) বেচা-কেনার হাদীস, নাসা-ঈ

আবূ বাকার, উমার, উসমান, আবূ হুরাইরা, হিশাম ইবনু আমির, বারাআ, যাইদ ইবনু আরকাম, ফাযালা ইবনু উবাইদ, আবূ বাক্‌রা, ইবনু উমার, আবূ দারদা ও বিলাল (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, সূদের অনুচ্ছেদে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবূ সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈগণ আমল করেছেন।

তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ "স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং রূপার পরিবর্তে রূপা নগদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে পরিমাণে কম-বেশি করাতে তিনি কোন সমস্যা মনে করেন না। তিনি আরো বলেন, শুধুমাত্র ধার-কর্জের ক্ষেত্রেই (কম-বেশি করলে) সূদ হয়।"

অন্য কতিপয় সাহাবী হতেও একইরকম বর্ণিত আছে। কিন্তু এও বর্ণিত আছে যে, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসটি আবূ সাঈদ (রাঃ) শুনানের পর তিনি (ইবনু আব্বাস) তার উপরোক্ত বক্তব্য বাতিল করেন। (আবূ ঈসা বলেন), উল্লেখিত দুটি মতের মধ্যে প্রথম মতই অনেক বেশি সহীহ্।

আবূ সাঈদের হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। এই মত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকেরও। ইবনুল মুবারাক বলেন, মুদ্রার বিনিময় জায়িয হওয়া প্রসঙ্গে কোন দ্বিমত নেই।

١٢٤٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، إِنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ أَقُوْلُ : مَنْ يَّصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ –وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ– : أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا؛ نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلَّا وَاللّٰهِ؛ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ؛ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اَلْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٥٣) ق.

১২৪৩। মালিক ইবনু আওস ইবনু হাদসান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এই বলতে বলতে সামনে এগিয়ে গেলাম, কে রূপার মুদ্রা পরিবর্তন করবে? তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ এ সময়ে উমার

ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট ছিলেন। তিনি বললেন, তোমার স্বর্ণ আমাদেরকে দেখাও এবং (কিছুক্ষণ) পরে আমাদের কাছে আস। আমাদের খাদিম আসার পরই তোমাকে রূপার মুদ্রা প্রদান করব। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তা কখনও হতে পারে না। হয় এখনই তাকে রূপার মুদ্রা প্রদান কর না হয় তাকে তার স্বর্ণ ফেরত দাও। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বর্ণের পরিবর্তে রূপার মুদ্রা নগদ আদান-প্রদান না হলে তা গ্রহণ করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। গমের পরিবর্তে গম নগদ আদান-প্রদান না হলে তা সূদের অন্তর্ভুক্ত; যবের পরিবর্তে যবের নগদ বিনিময় না হলে তা সূদের অন্তর্ভুক্ত এবং খেজুরের পরিবর্তে খেজুরের নগদ বিনিময় না হলে সূদ হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৫৩), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। 'হাআ ওয়া হাআ"-এর অর্থ 'নগদ ও উপস্থিত বিনিময়'।

٢٥ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِبْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيْرِ، وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ তাবীরের পর খেজুর গাছ ক্রয় করা এবং সম্পদশালী গোলাম ক্রয় করা

١٢٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ؛ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا؛ إِلَّا أَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِلَّذِيْ بَاعَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢١٠، ٢٢١٢) ق.

১২৪৪। সালিম (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি

(পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ তাবীরের পর কোন লোক খেজুর বাগান কিনলে এর ফলের মালিক হবে বিক্রেতা, যদি ক্রয়কারীর জন্য (মালিকানা) শর্ত করা না হয়। যদি কোন লোক সম্পদশালী গোলাম কিনে তবে ঐ সম্পদের অধিকারী হবে বিক্রেতা, ক্রেতার জন্য ঐ সম্পদের যদি কোনরূপ শর্ত করা না হয়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২১০, ২২১২), নাসা-ঈ

জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। একইভাবে একাধিক সূত্রে যুহরী হতে, তিনি সালিমের সূত্রে, তিনি ইবনু উমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কোন লোক তাবীরের পর খেজুর গাছ কিনলে বিক্রেতাই তার ফল ভোগ করবে, যদি ক্রয়কারী এর মালিকানার কোন শর্ত না করে থাকে। একইভাবে কোন লোক যদি সম্পদশালী গোলাম কিনে তবে বিক্রেতা তার সম্পদের অধিকারী হবে, যদি ক্রেতার জন্য কোন শর্ত নির্ধারণ করা না হয়। ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে নাফি (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তাবীরের কাজ পূর্ণ হওয়ার পর কোন লোক খেজুর বাগান কিনলে এর ফল বিক্রেতা পাবে, কিন্তু ক্রেতার জন্য শর্ত করা হলে তা সে পাবে। নাফি হতে ইবনু উমারের সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি উমার হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যদি কোন লোক সম্পদশালী গোলাম কিনে তবে বিক্রেতাই এই সম্পদের মালিক হবে, কিন্তু ক্রেতার জন্য শর্ত করা হলে তা সে পাবে। একইরকম হাদীস আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে।

এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। একই কথা বলেছেন ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও। ইমাম বুখারী বলেছেন, সালিমের সূত্রে যুহ্‌রী হতে বর্ণিত ইবনু উমারের হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে সর্বাধিক সহীহ।

٢٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتفرَّقَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ একে অপর হতে আলাদা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের) স্বাধীনতা বজায় থাকে

١٢٤٥ – حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ : "اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ؛ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا". قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًاوَ هُوَ قَاعِدٌ، قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٨١) ق.

১২৪৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপর হতে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত অথবা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার স্বাধীনতা বজায় থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, বসে থাকাবস্থায় ইবনু উমার (রাঃ) কোন জিনিস কিনলে (তা নির্ধারিত করার জন্য) উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৮১), নাসা-ঈ

আবূ বারযা, হাকীম ইবনু হিযাম, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, সামুরা, আবূ হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল সাহাবী ও তাবিঈ আমল করেছেন। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও। তারা বলেন, একে অপর হতে আলাদা হওয়ার অর্থ হচ্ছেঃ সশরীরে আলাদা হওয়া, বাক্যালাপ বন্ধ করা নয়। অপর একদল আলিম বলেছেন, আলাদা হওয়ার অর্থ হচ্ছে কথাবার্তা বন্ধ হওয়া (অর্থাৎ চুক্তি অনুষ্ঠিত হলে এবং

আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হলে স্বাধীনতা বজায় থাকবে না)। কিন্তু প্রথম মতই অধিকতর সহীহ্। কেননা, এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনু উমার (রাঃ)। এজন্য তিনিই এ হাদীসের মর্ম বেশি ভাল বুঝতে পেরেছেন। তার প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক করতে চাইলে উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন।

١٢٤٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا؛ بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا؛ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

– صحيح : "الإرواء" (١٢٨١)، "أحاديث البيوع" ق.

১২৪৬। হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপর হতে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার) স্বাধীনতা বজায় থাকে। যদি তারা দুজনেই সততা অবলম্বন করে এবং পণ্যের দোষ-ক্রুটি প্রকাশ করে তবে তাদের এই লেন-দেনে বারকাত হয়। যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দোষ-ক্রুটিগুলো গোপন করে রাখে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বারকাত তুলে নেয়া হয়।

সহীহ্ ইরওয়া (১২৮১), বেচা-কেনার হাদীস, নাসা-ঈ

এ হাদীসটি সহীহ্। আবূ বারযা আসলামী (রাঃ) হতেও একইভাবে বর্ণিত আছে যে, নৌকায় বসে দুটি লোক একটি ঘোড়া কেনা-বেচা করল। এরপর দুজনের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হলে তারা আবূ বারযা (রাঃ)-এর নিকট এর সমাধান চায়। তখন তিনিও নৌকায় ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের দুজনকে একে অপর হতে আলাদা হতে দেখি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপরে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের বেচা-কেনা বাতিল করার স্বাধীনতা বজায় থাকে।”

কূফার আলিমগণ বলেন, আলাদা হওয়ার অর্থ কথাবার্তা হতে আলাদা হওয়া। সুফিয়ান সাওরীরও এই মত। একইরকম মত ইমাম মালিক হতেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল মুবারাক বলেন, এ হাদীসের দলীল (সশরীরে পৃথক হওয়ার) আমি কিভাবে খণ্ডন করতে পারি? অথচ এ হাদীস সহীহ্ সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে যা এই মতকেই মজবুত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ স্বাধীনতামূলক ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থ হলঃ ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হওয়ার পরও যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে তা বাতিলের স্বাধীনতা প্রদান করে কিন্তু ক্রেতা তারপরও তা ক্রয় ঠিক রাখে, তারপর উভয়ে পৃথক না হলেও ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার স্বাধীনতা আর থাকে না। এ হাদীসের ব্যাখ্যা ইমাম শাফিঈ ও অন্যান্যরা এরূপই করেছেন। কিন্তু ইবনু উমারের হাদীস দ্বারা সশরীরে পৃথক হওয়ার মতটি প্রমাণিত হয়।

١٢٤٧ – أَخْبَرَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ اِبْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ؛ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؛ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهُ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَّسْتَقِيْلَهُ".

– حسن صحيح : "الإرواء" (١٣١١).

১২৪৭। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একে অপর হতে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের) স্বাধীনতা বজায় থাকে, কিন্তু স্বাধীনতামূলক বেচা-কেনা হলে (আলাদা হওয়ার পরও স্বাধীনতা বজায় থাকে)। দুজনের মধ্যে যে কোন একজন ক্রয় বা বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি আলাদা হওয়াও বৈধ নয়।

হাসান সহীহ্, ইরওয়া (১৩১১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীসের তাৎপর্য হলঃ

কোন জিনিস বিক্রয়ের পর ক্রেতা বা বিক্রেতা তা ফেরত দিতে বা নিতে পারে-এই ভয়ে তাড়াতাড়ি করে আলাদা হওয়া উচিত নয়। যদি কথার দ্বারা পৃথক হওয়া নির্ধারিত হত এবং বিক্রয়ের পর স্বাধীনতা না থাকত, তাহলে "ক্রয়-বিক্রয় বাতিলের ভয়ে তাড়াতাড়ি আলাদা হয়ে যাওয়া বৈধ নয়" এ হাদীসের কোন অর্থই হত না।

٢٧ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ (ক্রয়-বিক্রয়ের পর একে অপরের সন্তুষ্টি ছাড়া আলাদা না হওয়া)

١٢٤٨ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ – وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ-، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ؛ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ".

– حسن صحيح : "الإرواء" (٥/١٢٥، ١٢٦).

১২৪৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের পর দুজনেই একে অপরের সন্তুষ্টি ছাড়া আলাদা হবে না।

হাসান সহীহ, ইরওয়া (৫/১২৫, ১২৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন।

١٢٤٩ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ.

– حسن : "أحاديث البيوع".

১২৪৯। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এক বেদুইনকে বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পরেও তা বাতিলের স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন।

হাসান, বেচা-কেনার হাদীস

٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ যে লোক ক্রয়-বিক্রয়ের কালে প্রতারিত হয়

١٢٥٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ : "إِذَا بَايَعْتَ؛ فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا خِلَابَةَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٥٤) ق.

১২৫০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি খুবই দুর্বল ছিল। সে ক্রয়-বিক্রয় করত (কিন্তু ঠকে যেত)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার পরিবারের লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাকে ক্রয়-বিক্রয় হতে বিরত থাকতে বলুন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করলেন। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ক্রয়-বিক্রয় হতে বিরত থাকার কাজটি আমার ধৈর্যের উর্দ্ধে। তিনি বললেনঃ যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলবে, নগদ লেন-দেন হবে এবং যেন প্রতারণা না করা হয়।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৩৫৪), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। তারা বলেন, দুর্বল জ্ঞানের অধিকারী লোক স্বাধীন হলেও তাকে ক্রয়-বিক্রয় হতে বিরত রাখা

উচিত। এই মত ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকের। অন্য একদল আলিমের মতে, প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন লোকের উপর (আর্থিক লেন-দেনে) প্রতিবন্ধকতা (হাজর) আরোপ করা উচিত নয়।

٢٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَرَّاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ দুধ জমিয়ে স্তন ফুলানো পশুর বর্ণনা

١٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً؛ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا؛ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٣٩) ق.

১২৫১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (দুধ জমা করে) স্তন ফুলানো পশু যদি কোন ব্যক্তি কিনে তবে তার জন্য (ক্রয় বাতিল করার) স্বাধীনতা আছে। সে চাইলে দুধ দোহনের পর তা ফেরত দিতে পারবে। তবে তাকে এর সাথে এক সা’ খেজুরও দিতে হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৩৯), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, আনাস (রাঃ) এবং আরও একজন সাহাবী হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً؛ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا؛ رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ؛ لَا سَمْرَاءَ".

- صحيح : المصدر نفسه م.

১২৫২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ স্তনে দুধ জমা করে রাখা পশুকে যদি কোন লোক কিনে তবে সে (ক্রয় বাতিলের জন্য) তিন দিনের স্বাধীনতা পাবে। সে তা ফেরত দিলে এর সাথে গম ব্যতীত এক সা' খাদ্যদ্রব্যও প্রদান করবে।

সহীহ্, প্রাগুক্ত, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আমাদের সাথীদের মতে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। তাদের অন্তর্ভুক্ত আছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক। "লা সামরা" অর্থঃ 'গম ব্যতীত অন্য কিছু'।

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِشْتِرَاطِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ عِنْدَ الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ পশু বিক্রয়ের সময় এর পিঠে চড়ার শর্ত রাখা

١٢٥٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيْرًا، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٠٥)ق.

১২৫৩। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি একটি উট বিক্রয় করেন এবং শর্ত রাখেন এর পিঠে আরোহণ করে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছানোর।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২০৫), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। জাবির (রাঃ) হতে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী একদল সাহাবী ও তাবিঈ আমল করেছেন। তাদের মতে, একটিমাত্র শর্ত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলে তা জায়িয। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও। অন্য একদল আলিম বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্তারোপ করা জায়িয নয়। শর্ত আরোপ করলে এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হবে না।

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِنْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ বন্ধকী জিনিসের ব্যবহার প্রসঙ্গে

١٢٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَيُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِيْ يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٤٠) خ.

১২৫৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বাহনের পশুকে বন্ধক রাখা হলে তার পিঠে আরোহণ করা যাবে। দুগ্ধবতী পশুকে বন্ধক রাখা হলে তার দুধ পান করা যাবে। যে লোক আরোহণ করবে এবং দুধ পান করবে তাকে পশুর খরচও প্রদান করতে হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৪৪০), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আমরা এ হাদীসটিকে কেবল আমিরের সূত্রেই আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মারফূভাবে জেনেছি। এটিকে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী আবূ সালিহ (রাহঃ) হতে মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও। অপর একদল আলিমের মতে, বন্ধক রাখা জিনিস ব্যবহার করা জায়িয নয়।

٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شِرَاءِ الْقِلَادَةِ وَفِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ স্বর্ণ ও পুঁতির দানা খচিত মালা কেনা প্রসঙ্গে

١٢٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِيْ شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ

يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ : اِشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ، وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : "لَا تُبَاعُ حَتّٰى تُفْصَلَ".

– صحيح : "أحاديث البيوع" م.

১২৫৫। ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি খাইবারের যুদ্ধের সময় বার দীনারে একটি মালা ক্রয় করলাম। এতে স্বর্ণ ও পুঁতির দানা মিশানো ছিল। আমি এগুলোকে আলাদা করে বার দীনারের বেশি পরিমাণ স্বর্ণ পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এটা উল্লেখ করলে তিনি বললেনঃ তা বিক্রয় করা যাবে না যতক্ষণ না তা আলাদা করা হবে।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইবনুল মুবারকও উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করেছেন। তাদের মতে রূপার কারুকার্য খচিত তরবারি, কোমরবন্ধ, তরবারির খাপ ইত্যাদি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করতে হলে এর সাথে রূপা পৃথক করে নিতে হবে। এই মত দিয়েছেন ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও। অন্য একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিম এগুলো আলাদা না করেই তা ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি দিয়েছেন।

٣٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ৩৩ ॥ গোলাম বিক্রয়ের সময় ওয়ালার শর্ত করা নিষেধ

١٢٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ :

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ، فَاشْتَرَطُوا الْوَلاَءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اِشْتَرِيْهَا؛ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ -أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ-".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٢١) ق.

১২৫৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বারীরা নাম্নী গোলামকে কিনতে চাইলেন, কিন্তু মালিক পক্ষ ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি তাকে কিনতে পার। কেননা, যে লোক মূল্য পরিশোধ করে অথবা এর মালিক হয় সেই ওয়ালার অধিকারী হয়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫২১), নাসা-ঈ

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, যখন তোমার নিকট মানসূরের সূত্রে বর্ণনা করা হয় তখন তুমি মনে করবে যে, তুমি তোমার হাত কল্যাণে পরিপূর্ণ করলে। আমি ইবরাহীম নাখঈ ও মুজাহিদ হতে রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে মানসূরের তুলনায় বেশি আস্থাভাজন অন্য কাউকে পাইনি। আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্দী বলেন, কূফাবাসীদের মধ্যে মানসূর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য লোক।

٣٤ – باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ (প্রতিনিধি কর্তৃক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে মূলধন ও মুনাফা মালিককে দিয়ে দেয়া)

١٢٥٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ : حَدَّثَنَا هَارُوْنُ الأَعْوَرُ الْمُقْرِئُ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيْتِ، عَنْ أَبِي لَبِيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ : دَفَعَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِيْنَارًا؛ لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّيْنَارِ إِلَى

النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ؟ فَقَالَ لَهُ: "بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ". فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً.

– صحيح : "أحاديث البيوع" خ.

১২৫৮। উরওয়া আল-বারিকী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর নিজের জন্য একটি ছাগল কেনার উদ্দেশ্যে একটি দীনার প্রদান করলেন। আমি তাঁর জন্য দু'টি ছাগল কিনলাম। আমি এর মধ্য হতে একটিকে এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিলাম। তারপর আমি একটি ছাগল ও একটি দীনারসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। (অধঃস্তন বর্ণনাকারী বলেন) তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তোমার ডান হাতের ব্যবসায়ে বারকাত দান করুন। তিনি কূফার অদূরে কুনাসা নামক জায়গায় চলে যান এবং ব্যবসায়ে অনেক মুনাফা অর্জন করেন। ফলে তিনি কূফার সম্পদশালী লোকে পরিণত হন।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস

উপরোক্ত হাদীসের মত আবূ লাবীদের সূত্রেও বর্ণিত আছে। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম মত দিয়েছেন। একই কথা বলেছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও। এ হাদীস অনুযায়ী অন্য একদল আলিম মত গ্রহণ করেননি। তাদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ অন্যতম। সাঈদ ইবনু যাইদ হাম্মাদ ইবনু যাইদের ভাই, আবূ লাবীদের নাম লিমাযাহ্ পিতার নাম যাব্বার।

٣٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ মুকাতাব গোলামের মূল্য পরিশোধ করার মত টাকা থাকলে

١٢٥٩ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَزَّازُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيْرَاثًا؛ وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ"، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى؛ دِيَةَ حُرٍّ، وَمَا بَقِيَ؛ دِيَةَ عَبْدٍ".

– **صحيح** : "الإرواء" (١٧٢٦).

১২৫৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুকাতাব গোলামের দিয়াত বা ওয়ারিসী স্বত্ব পাওয়ার সুযোগ এলে সে যতটুকু পরিমাণ মুক্ত হয়েছে ততটুকু অংশ পরিমাণ মালিক হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেনঃ মুকাতাব গোলামের যতটুকু অংশ মুক্ত তাকে ততটুকু মুক্তির সমান দিয়াত প্রদান করতে হবে এবং বাকীগুলোর জন্য গোলামের সমান পরিমাণ দিয়াত প্রদান করতে হবে।

সহীহ্, ইরওয়া (১৭২৬)

উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু কাছীর ও ইকরিমা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। ইকরামার সূত্রে আলী (রাঃ)-এর বক্তব্য হিসাবেও এটাকে খালিদ আল-হাযযা বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল সাহাবী ও তাবিঈ আমল করেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ বলেন, মুকাতাব গোলামের চুক্তিকৃত টাকার মধ্যে এক দিরহাম অনাদায়ী থাকলেও সে গোলামই গণ্য হবে (এবং গোলামের সমান আইনগত সুযোগ-সুবিধা পাবে)। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক।

١٢٦٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: "مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلٰى مِائَةِ أُوْقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ – أَوْ قَالَ : عَشَرَةَ دَرَاهِمَ –، ثُمَّ عَجَزَ؛ فَهُوَ رَقِيْقٌ".

– حسن : "ابن ماجه" (٢٥١٩).

১২৬০। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (দাদা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর এক বক্তৃতায় বলতে শুনেছিঃ একশত উকিয়া প্রদানের শর্তে কোন লোক তার গোলামকে মুক্তির চুক্তিপত্র প্রদান করল। সে চুক্তির মূল্য পরিশোধ করতে থাকল। কিন্তু দশ উকিয়া বা দশ দিরহাম পরিমাণ পরিশোধ করতে সে অসমর্থ হয়ে পড়ল। এরকম পরিস্থিতিতে সে গোলামই রয়ে যাবে।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৫১৯)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ আমল করেছেন। তাদের মতে, মুকাতাব গোলাম গোলামই রয়ে যাবে চুক্তিকৃত পরিমাণ টাকার অল্প পরিমাণ বাকী থাকলেও। হাজ্জাজ ইবনু আরতাত ও আমর ইবনু শুআইব হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦ بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيْمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ দেউলিয়া লোকের নিকট পাওনাদারের মাল পাওয়া গেলে

١٢٦٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : "أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ، وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا؛

فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٥٨) ق.

১২৬২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক দেউলিয়া (মুফলিস) বলে ঘোষিত হওয়ার পরেও কোন ব্যক্তি নিজের মাল পূর্বাবস্থায় তার নিকট পেয়ে গেলে সে তাতে অন্য লোকদের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৫৮), নাসা—ঈ

সামুরা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। একথা বলেছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও। অন্য একদল আলিম বলেছেন, দেউলিয়াত্ব লোকের নিকট কোন ব্যক্তি তার মাল পূর্বাবস্থায় পেলেও তাকে তা অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। কূফাবাসী আলিমদের এই অভিমত।

٣٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الذِّمِّيِّ الْخَمْرَ يَبِيْعُهَا لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ কোন মুসলমানের পক্ষে কোন যিম্মীকে শারাব (মদ) বিক্রয় করতে দেওয়া নিষেধ

١٢٦٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيْمٍ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ؛ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ، وَقُلْتُ : إِنَّهُ لِيَتِيْمٍ؟ فَقَالَ : "أَهْرِيْقُوْهُ".

– صحيح : "المشكاة" (٣٦٤٨– التحقيق الثاني)، يشهد له الحديث الآتي (١٣١٦).

১২৬৩। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট এক ইয়াতীম বালকের শারাব ছিল। সূরা মাইদা (৯০-৯১ আয়াত) অবতীর্ণ হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে বললাম, এই মদ এক ইয়াতীম বালকের। তিনি বললেনঃ এগুলো ঢেলে ফেলে দাও।

সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৬৪৮), পরবর্তী (১৩১৬) নং হাদীসটি এই হাদীসের সহায়ক।

আবূ ঈসা বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম মত দিয়েছেন। শারাবকে সিরকাতে পরিবর্তন করাকে তারা মাকরূহ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে মাকরূহ মনে করার কারণ হলঃ শারাব থেকে সিরকা তৈরীর উদ্দেশ্যে একজন মুসলমানের ঘরে শরাব থাকাটা আপত্তিকর মনে হয়। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক ভালো জানেন। শারাব যদি সিরকা অবস্থায় পাওয়া যায় তবে একদল আলিমের মতে এই সিরকা ব্যবহার করা জায়িয। আবুল ওয়াদ্দাকের নাম জুব্র পিতা নাওফ।

٣٨ - باب

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ (আমানাতদারী রক্ষা করা)

١٢٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ. وَقَيْسٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".

- صحيح : "المشكاة" (٢٩٣٤)، "الصحيحة" (٤٢٣٠)، "الروض النضير" (١٦).

১২৬৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমার নিকট যে লোক কোন কিছু আমানাত রেখেছে তাকে তা ফিরিয়ে দাও। যে লোক তোমার খিয়ানাত করেছে তুমি তার খিয়ানাত (ক্ষতিসাধন) কর না।

সহীহ্, মিশকাত (২৯৩৪), সহীহা (৪২৩০), রাওযুন নাযীর (১৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম মত দিয়েছেন। তারা বলেছেন, এক লোক নিজের কিছু আমানাত রাখল অন্য লোকের নিকট, কিন্তু সে তা ফিরত দিল না। ঘটনাচক্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তির হাতে শেষোক্ত ব্যক্তির কোন মাল এসে পড়লো। এক্ষেত্রে সে লোক যে পরিমাণ সম্পদ প্রথমোক্ত ব্যক্তি হতে আত্মসাৎ করেছিল, সেই সম্পদ হতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তার পাওনা পরিমাণ কেটে রাখতে পারবে না, কিন্তু কিছু তাবিঈ কেটে রাখার সম্মতি দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরীও এই মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এক লোক কিছু দিরহাম রাখল অন্য লোকের নিকট। সে তা আত্মসাৎ করল। ঘটনাচক্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তির হাতে শেষোক্ত ব্যক্তির কিছু দীনার এসে পড়ল। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তার দিরহামের পরিবর্তে দীনার রাখতে পারবে না। হ্যাঁ ঐ ব্যক্তির দিরহাম যদি তার হাতে আসে তাহলে সে তার দিরহামের সমপরিমাণ দিরহাম কেটে রাখতে পারবে।

٣٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ আরিয়া অর্থাৎ ধারে নিয়ে আসা জিনিস ফেরত দিতে হবে

١٢٦٥ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : "اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٩٨).

১২৬৫। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি তাঁর বিদায় হাজ্জের বক্তৃতায় বলতে শুনেছিঃ ধার করা বস্তু ফেরত দিতে হবে, যামিনদার পাওনা পরিশোধ করার দায় বহন করবে এবং ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৯৮)

সামুরা, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

٤٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاحْتِكَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ মজুতদারি (ইহ্‌তিকার) প্রসঙ্গে

١٢٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ". فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ : يَاأَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟! قَالَ : وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٥٤) م.

১২৬৭। মা'মার ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নাযলাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ “শুধুমাত্র দুর্নীতিপরায়ণ মানুষই মজুতদারি করে থাকে।” আমি (মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম) সাঈদকে বললাম, হে মুহাম্মাদের পিতা! আপনিও তো মজুতদারি করে থাকেন। তিনি বললেন, মজুতদারি তো মা'মারও করতেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৫৪), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি তেল, গম ও এই জাতীয় জিনিস মজুত করতেন।

উমার, আলী, আবূ উমামা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মা'মার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস মোতাবিক আলিমগণ আমল করেছেন। খাদ্যদ্রব্যের মজুতদারি করাকে তারা মাকরূহ্ বলেছেন। খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছুর মজুতদারি করার পক্ষে কিছু সংখ্যক আলিম অনুমতি দিয়েছেন। ইবনুল মুবারাক বলেছেন, তুলা, ছাগলের চামড়া বা ঐ ধরণের অন্য কিছুর মজুতদারি করাতে কোন সমস্যা নেই।

٤١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعِ الْمُحَفَّلَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ স্তনে দুধ জমিয়ে পশু বিক্রয় করা প্রসঙ্গে

١٢٦٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوْقَ، وَلَا تُحَفِّلُوا، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ".

- حسن : "أحاديث البيوع".

১২৬৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বাজারের বাইরে গিয়ে পণ্যদ্রব্য আনিত বণিকদলের সাথে মিলিত হবে না, পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখবে না এবং দাম বৃদ্ধি করে একজন অন্যজনের পণ্য বিক্রয় করে দেওয়ার অপকৌশল অবলম্বন করবে না।

হাসান, বেচা-কেনার হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু মাসউদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস মোতাবিক আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে কয়েক দিনের দুধ পশুর স্তনে জমিয়ে স্তন ফুলিয়ে তা বিক্রয় করা মাকরূহ্। এতে ক্রেতা ধোঁকার মধ্যে পড়ে যায়। এটাও এক ধরণের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি।

٤٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ করা

١٢٦٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ حَلَفَ عَلىٰ يَمِيْنٍ؛ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ؛ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ : فِيَّ - وَاللّٰهِ - لَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ : كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِيْ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟"، قُلْتُ : لَا، فَقَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ : "اِحْلِفْ" فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِيْ؟! فَأَنْزَلَ اللّٰهُ -تَعَالىٰ-: {إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً} إِلىٰ آخِرِ الْآيَةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٢٣) ق.

১২৬৯। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মিথ্যা শপথের মাধ্যমে যদি কোন লোক কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে তবে সে এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট থাকবেন। আশআস ইবনু কাইস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তিনি এ হাদীসটি আমার সম্পর্কে বলেছেন। আমার ও এক ইয়াহূদীর মধ্যে একটি শরীকানা যমি ছিল। কিন্তু সে আমার অংশ দিতে অস্বীকার করে বসে। আমি তাকে নিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট আসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ তোমার সাক্ষীপ্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না। তিনি ইয়াহূদীকে বললেনঃ শপথ কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ তো শপথ করবেই এবং আমার সম্পদ আত্মসাৎ করবে। আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ "যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" (সূরা ঃ আলে-ইমরান - ৭৭)।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩২৩), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ওয়াইল ইবনু হুজর, আবূ মূসা, আবূ উমামা ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٣ – بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ

অনুচ্ছেদঃ ৪৩ ॥ ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ হলে

١٢٧٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اِبْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ".

– صحيح : "الإرواء" (١٣٢٢، ١٣٢٤) "أحاديث البيوع".

১২৭০। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রয়কারী ও বিক্রয়কারীদের মধ্যে মত পার্থক্য হলে বিক্রেতার মতই বেশি প্রাধান্য পাবে, তবে ক্রয়কারীর ক্রয় বাতিলের স্বাধীনতা থাকবে।

সহীহ্, ইরওয়া (১৩২২, ১৩২৪), বেচা-কেনার হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা মুরসাল বলেছেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর সাথে কখনও আওন ইবনু আবদুল্লাহ্র সাক্ষাৎ ঘটেনি। ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর এ হাদীসটি কাসিম ইবনু আবদুর রাহমানও ইবনু মাসঊদ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটিও মুরসাল। ইসহাক ইবনু মানসূর বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে প্রশ্ন করলাম, ক্রয়কারী ও বিক্রয়কারী একে অপরের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়লে এবং কোন সাক্ষী না থাকলে কি করতে হবে? তিনি বললেন, বিক্রেতার মতই বেশি প্রাধান্য পাবে অথবা দুজনই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করবে। ইমাম ইসহাক কিছুটা এভাবে বলেছেন, যার মতকে বিনা প্রমাণে গ্রহণ করা হবে তাকে শপথ করাতে হবে। কিছু সংখ্যক তাবিঈও একইরকম কথা বলেছেন। শুরাইহ (রাহঃ) তাদের অন্যতম।

٤٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ উদ্বৃত্ত পানি বিক্রয় করা

١٢٧١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٧٦).

১২৭১। ইয়াস ইবনু আবদ আল-মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৪৭৬)

জাবির, বুহাইসা (তার পিতার সূত্রে), আবূ হুরাইরা, আইশা, আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইয়াস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করার পক্ষে সম্মতি দিয়েছেন।

পানি বিক্রয়কে তারা মাকরূহ্ বলেছেন। এই মত দিয়েছেন ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। পানি বিক্রয়ের পক্ষে কিছু আলিম অনুমতি প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে হাসান বাসরী অন্যতম।

١٢٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٧٨) ق.

১২৭২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঘাস হতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লোকদের কোন প্রকার বাধা দেওয়া নিষেধ।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৪৭৮), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবুল মিনহালের নাম আবদুর রাহমান, পিতা মুতঈম। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন এবং তার নিকট হতে হাবীব ইবনু আবূ সাবিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে আবুল মিনহাল সাইয়্যার ইবনু সালামা বাসরার বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি আবূ বারযা আল-আসলামী (রাঃ)-এর সহচর ছিলেন।

٤٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ عَسْبِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ পাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে ষাঁড় প্রদান করে মজুরি নেওয়া উচিত নয়

١٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، وَأَبُوْ عَمَّارٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

- صحيح : "أحاديث البيوع" خ.

১২৭৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, পাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে ষাঁড় প্রদান করে মজুরি নিতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস, বুখারী

আবূ হুরাইরা, আনাস ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসের সমর্থনে একদল আলিম মত দিয়েছেন। পাল দেওয়ার বিনিময়ে পুরস্কার গ্রহণের পক্ষে অন্য একদল আলিম অনুমতি প্রদান করেছেন।

١٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ.

- صحيح : "المشكاة" (٢٨٦٦ - التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".

১২৭৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, পাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে ষাঁড় প্রদান করে মজুরি নেওয়া প্রসঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিলাব গোত্রের এক লোক প্রশ্ন করলে তিনি তা নিতে বারণ করেন। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা পাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে ষাঁড় দেই এবং আমাদেরকে (দাবি ব্যতীতই) পুরস্কার স্বরূপ কিছু দেওয়া হয়। তিনি তাকে এ ধরণের পুরুস্কার নেওয়ার অনুমতি দেন।

সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (২৮৬৬), বেচা-কেনার হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধু উল্লেখিত সূত্রেই জেনেছি।

٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ কুকুরের বিক্রয় মূল্য প্রসঙ্গে

١٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ".

- صحيح : "أحاديث البيوع" م.

১২৭৫। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রক্তক্ষরণের মজুরি ঘৃণিত, ব্যভিচারের বিনিময় মূল্য জঘন্য এবং কুকুরের বিক্রয় মূল্যও ঘৃণিত।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস, মুসলিম

উমার, আলী, ইবনু মাসঊদ, আবূ মাসঊদ, জাবির, আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস, ইবনু উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু জাফার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক বেশিরভাগ আলিম আমল করেছেন। কুকুরের বিক্রয় মূল্য গ্রহণকে তারা মাকরূহ্ বলেছেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। শিকারী কুকুরের বিক্রয় মূল্য গ্রহণের পক্ষে কিছু আলিম অনুমতি প্রদান করেছেন।

١٢٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي

مَسْعُوْدِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٥٩) ق.

১২৭৬। আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের বিক্রয় মূল্য, যিনার বিনিময় এবং গণকের উপঢৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৫৯), নাসা-ঈ

এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ রক্তক্ষরণ কাজের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করা

١٢٧٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ –أَخِيْ بَنِيْ حَارِثَةَ–، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ، حَتَّى قَالَ : "اِعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٦٦)، "أحاديث البيوع".

১২৭৭। মুহাইয়্যিসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রক্তক্ষরণের মজুরি নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলে তিনি তাকে তা নিতে নিষেধ করেন। তিনি তাঁর নিকট বারবার কাকুতি-মিনতি করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি বললেনঃ এই আয় তোমার পানি বহনকারী উট এবং তোমার গোলামের খাবারের জন্য খরচ কর।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৬৬), বেচা-কেনার হাদীস

রাফি ইবনু খাদীজ, আবূ জুহাইফা, জাবির ও সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাইয়্যিসা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী কিছু সংখ্যক আলিম আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, আমার নিকট রক্তক্ষরণকারী মজুরি নেওয়ার অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি প্রদান করব না এবং নিজের মতের সপক্ষে এই হাদীসটি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করব।

٤٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদঃ ৪৮ ॥ রক্তক্ষরণ কাজের মজুরি নেওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

١٢٧٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَقَالَ أَنَسٌ : اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَحَجَمَهُ أَبُوْ طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ : "إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ – أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةَ –".

– صحيح : "مختصر الشمائل" (٣٠٩)، "أحاديث البيوع" ق.

১২৭৮। হুমাইদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রক্তক্ষরণকারীর পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে আনাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তক্ষরণ করিয়েছেন। আবূ তাইবা তাঁর রক্তক্ষরণ করেন। তিনি তাকে দুই সা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার হুকুম দেন। তার মালিক পরিবারের সাথে তিনি আলোচনা করলে তারা তার উপর ধার্যকৃত অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। তিনি বলেনঃ তোমরা যেসব চিকিৎসা গ্রহণ কর সে সবের মধ্যে রক্তক্ষরণ উত্তম চিকিৎসা। অথবা তোমাদের ঔষধগুলোর মধ্যে রক্তক্ষরণ উত্তম ঔষধ।

সহীহ্, মুখতাসার শামাইল (৩০৯), বেচা-কেনার হাদীস, নাসা-ঈ

আলী, ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। রক্তক্ষরণের মজুরি গ্রহণের পক্ষে একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ সম্মতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈরও এই মত।

٤٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য নেওয়া মাকরূহ্

١٢٧٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ : أَنْبَأَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٦١) م.

১২৭৯। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য নিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৬১), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদে গরমিল আছে। বিড়ালের মূল্য সম্পর্কে সহীহ হাদীস নেই। এই হাদীসটি আ'মাশের কোন কোন শাগরিদ জাবির (রাঃ) হতেও বর্ণনা করেছেন। আ'মাশের স্তরে এসে বর্ণনাকারীগণ গরমিল করেছেন। বিড়ালের বিক্রয় মূল্য নেওয়াকে একদল বিশেষজ্ঞ আলিম মাকরূহ্ বলেছেন, কিন্তু তা গ্রহণের পক্ষে অন্য দল সম্মতি প্রদান করেছেন। এই শেষোক্ত মত পোষণ করেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক। হাদীসটি ইবনু ফুযাইল আ'মাশ হতে, তিনি আবূ হাযিম হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٢٨١ – أَخْبَرَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،

عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ؛ إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ.

– حسن : "التعليق على الروضة الندية" (٢/٩٤).

১২৮১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুরের বিক্রয় মূল্য নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

হাসান, তা'লীক আলা রাওযাতিন্ নাদিয়্যাহ্ (২/৯৪)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উল্লেখিত সনদসূত্রে সহীহ্ নয়। আবুল মুহাযযিমের নাম ইয়াযীদ, পিতা সুফিয়ান। শুবা ইবনুল হাজ্জাজ তার সমালোচনা করেছেন এবং তাকে দুর্বল বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জাবির (রাঃ)-ও উল্লেখিত হাদীসের মত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সূত্রটিও সহীহ্ নয়।

٥١ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ গায়িকা ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

١٢٨٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : "لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ، وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ، وَلاَ خَيْرَ فِيْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ". فِيْ مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

– ضعيف : "الصحيحة" (٢٩٢٢)، إلا نزول الآية.

১২৮২। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গায়িকা বিক্রয় কর না, ক্রয়ও কর না এবং

তাদেরকে গানের প্রশিক্ষণও দিও না। এদের ব্যবসায়ের মধ্যে কোনরকম কল্যাণ নেই এবং এদের বিনিময় মূল্য হারাম। এই আয়াত এ ধরণের লোকদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেঃ "মানুষের মধ্যে কিছু এমন ধরণের লোকও আছে, যে মন ভুলানো কথা ক্রয় করে আনে, যেন আল্লাহ্ তা'আলার পথ হতে লোকদেরকে তাদের অজান্তেই বিভ্রান্ত করতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এই ধরণের লোকদের জন্য আছে কঠিন ও অপমানজনক শাস্তি" (সূরাঃ লুকমান– ৬)।

যঈফ, সহীহা (২৯২২), তবে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা সহীহ।

উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা শুধু উল্লেখিত সনদ সূত্রেই আবূ উমামা (রাঃ)-এর হাদীসটি জেনেছি। কিছু হাদীস বিশারদ আলী ইবনু ইয়াযীদের সমালোচনা করেছেন এবং তাকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলেছেন। তিনি একজন সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন।

٥٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ، أَوْبَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ দুই সহোদর ভাই অথবা মা ও সন্তানকে বিক্রয়ের সময় পৃথক করা নিষেধ

١٢٨٣ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

– حسن : "المشكاة" (٣٣٦١).

১২৮৩। আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মা ও তার

সন্তানদের পরস্পর হতে যে ব্যক্তি পৃথক করে ফেলবে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তি ও তার প্রিয়জনকে পরস্পর হতে কিয়ামাতের দিন পৃথক করে দিবেন।

হাসান, মিশকাত (৩৩৬১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

٥٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، وَيَسْتَغِلُّهُ، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ গোলাম কিনে তাকে কাজে নিযুক্ত করার পর দোষ-ত্রুটি ধরা পড়লে

١٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى، أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

- حسن : "ابن ماجه" (٢٢٤٢، ٢٢٤٣).

১২৮৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা করেছেনঃ ক্ষতির দায় বহনের শর্তেই উপকারিতা ভোগের অধিকার সৃষ্টি হয়।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২২৪২, ২২৪৩)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেন।

١٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

- حسن : انظر ما قبله.

১২৮৬। আইশা (রাঃ) হতে **বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি** ওয়াসাল্লাম ফায়সালা করেছেনঃ **ক্ষতির দায় বহনের শর্তেই উপকারিতা** ভোগের অধিকার সৃষ্টি হয়।

হাসান, দেখুন পূর্বের হাদীস।

এ হাদীসটি হিশাম ইবনু উরওয়ার সনদসূত্রে হাসান সহীহ্ গারীব। হিশাম ইবনু উরওয়া হতে মুসলিম ইবনু খালিদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। জারীরও হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন। জারীরের বর্ণনায় তাদলীস আছে। জারীর তাদলীস করেছেন। সরাসরি হিশাম হতে তিনি তা শুনতে পাননি।

"আল-খারাজ বিয-যামান"-এর ব্যাখ্যা হলঃ যেমন এক লোক একটি গোলাম কিনলো। সে তাকে দিয়ে কাজও করাল। তারপর তার নিকট এর দোষ ধরা পড়ল। বিক্রেতাকে গোলামটি ফিরত প্রদান করতে হবে, তবে তাকে দিয়ে কাজ করানোর আয় ক্রয়কারীই ভোগ করবে। কারণ, গোলামটি তার নিকট ফিরতের পূর্বে মৃত্যু বরণ করলে এই আর্থিক ক্ষতি ক্রেতাকেই বহন করতে হত, বিক্রেতার কোন রকম ক্ষতি হত না। এজন্যই তাকে দিয়ে সুবিধা ভোগের অধিকার অর্জিত হয়েছে। অনুরূপ ক্ষেত্রসমূহে "আল-খারাজ বিয যামান" নীতি প্রযোজ্য। আবূ ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল এই হাদীসটিকে উমার ইবনু আলীর হাদীস হিসেবে গারীব মনে করেন, আমি বল্লাম, আপনিকি হাদীসটিকে তাদলীস মনে করেন, তিনি বললেন, না।

٥٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ বাগানের ভিতর দিয়ে চলাচলের সময় ফল খাওয়ার অনুমতি

١٢٨٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ دَخَلَ حَائِطًا؛ فَلْيَأْكُلْ، وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٠١)، وانظر الذي بعده.

১২৮৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু **আলাইহি** ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (অপরের) বাগানে প্রবেশের পর কোন **লোক** তা হতে খেতে পারে কিন্তু পুটুলি বেঁধে সাথে করে নিয়ে যেতে **পারবে** না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩০১), দেখুন পরবর্তী হাদীস।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আব্বাস ইবনু শুরাহ্‌বিল, রাফি ইবনু আমর, আবূ লাহামের মুক্তদাস উমাইর ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। আমরা এটাকে শুধু ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইমের সনদসূত্রেই জেনেছি। মুসাফিরদেরকে (পথিমধ্যে) বাগানের ফল খাওয়ার পক্ষে একদল আলিম অনুমতি প্রদান করেছেন, আর একদল মূল্য প্রদান না করে ফল খাওয়া মাকরূহ্ বলেছেন।

١٢٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ اِبْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ : "مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ؛ غَيْرُ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً؛ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ".

- حسن : "الإرواء" (٢٤١٣).

১২৮৯। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, গাছের বোঁটায় ঝুলন্ত ফল প্রসঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ যদি কোন লোক নিরুপায় হয়ে তা খায় কিন্তু পুটুলি বেঁধে না নিয়ে যায় তবে তার কোন অন্যায় হবে না।

হাসান, ইরওয়া (২৪১৩)

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

٥٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ বিক্রীত জিনিস হতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ দেওয়া নিষেধ

١٢٩٠ – حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالثُّنْيَا؛ إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ.

– صحيح : "أحاديث البيوع" ق.

১২৯০। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ‘মুহাকালা’, ‘মুযাবানা’, ‘মুখাবারা’ ও ‘সুন্‌য়া’ ধরণের কেনা-বেচাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, যদি না (পরিমাণ) অবগত হয়।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٥٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ খাদ্যশস্য ক্রয় করার পর তা হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ

١٢٩١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ". قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٦٨، ٢١٧١) ق.

১২৯১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক খাদ্যশস্য কিনে তা হস্তগত হওয়ার পূর্বে যেন বিক্রয় না করে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি মনে করি এই নির্দেশ প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮৬৮, ২১৭১) নাসা-ঈ

জাবির ইবনু উমার ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী বেশিরভাগ আলিম আমল করেছেন। কোন জিনিস কিনে হস্তগত হওয়ার পূর্বেই তা বিক্রয়কে তারা মাকরূহ্ বলেছেন। অন্য একদল আলিম বলেছেন, যদি কোন জিনিস খাদ্যশস্য বা পানীয় দ্রব্য না হয় এবং ওজন-পরিমাপ না করে তা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন থাকে তবে এরকম জিনিস কিনে হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা যেতে পারে। তাদের মতে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা শুধু খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক একথা বলেছেন।

٥٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ কোন লোক তার ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর যেন বিক্রয়ের প্রস্তাব না দেয়

١٢٩٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٨٦٨، ٢١٧١)، ق.

১২৯২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন লোক যেন অন্যের বিক্রয়ের প্রস্তাবের উপর নিজের বিক্রয়ের প্রস্তাব না দেয়। একইভাবে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অন্যের বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজের বিয়ের প্রস্তাব না দেয়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৮৬৮, ২১৭১), নাসা-ঈ

আবূ হুরাইরা ও সামুরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ "অন্যের দর-দামের উপর কোন ব্যক্তি যেন নিজের দর-দাম না করে"। একদল আলিমের মতে এ হাদীসে "বাই" বেচা-কেনা অর্থ দরদাম করা।

٥٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالنَّهْيِ عَنْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ মদের ব্যবসায় এবং তৎসম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা

١٢٩٣ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ : أَنَّهُ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِيْ حِجْرِيْ؟ قَالَ : "أَهْرِقِ الْخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ".

- حسن : "المشكاة" (٣٦٥٩ - التحقيق الثاني).

১২৯৩। আবূ তালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কিছু মদ কিনেছি আমার অধীনস্ত কয়েকটি ইয়াতীমের জন্য। তিনি বলেনঃ তা ঢেলে ফেলে দাও এবং পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেল।

হাসান, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৬৫৯)

জাবির, আইশা, আবূ সাঈদ, ইবনু মাসঊদ, ইবনু উমার ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, সাওরী আবূ তালহার এ হাদীসটি সুদ্দী হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আব্বাস হতে আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই পরবর্তী সূত্রটি প্রথম সূত্রের চেয়ে অধিক সহীহ্।

٥٩ – بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَّخَذَ الْخَمْرُ خَلاً

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ মদ হতে সিরকা বানানো নিষেধ

١٢٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ. عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلاً؟ قَالَ : "لاَ".

– صحيح : "المشكاة" م.

১২৯৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মদকে সিরকা বানানো বিষয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ না, তা করা যাবে না।

সহীহ্, মিশকাত, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٢٩٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ.

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٨١).

১২৯৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, শারাবের সাথে সম্পৃক্ত দশ শ্রেণীর লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। এরা হলঃ মদ তৈরিকারী, মদের ফরমায়েশকারী, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য মদ বহন করা হয়, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রয়কারী, এর মূল্য ভোগকারী, মদ ক্রেতা এবং যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।

হাসান সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৩৮১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা আনাসের হাদীস হিসেবে গারীব বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসঊদ ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে।

٦٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَرْبَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ মালিকের বিনা অনুমতিতে তার পশুর দুধ দোহন করা

١٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "إِذَاأَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ" فَإِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا؛ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ؛ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا أَحَدٌ؛ فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ؛ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ؛ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلَا يَحْمِلْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٠٠)

১২৯৬। সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কোন লোক কোন পশু পালের নিকট এসে পড়লে সেখানে এর মালিককে পেলে (দুধ দোহনের জন্য) তার অনুমতি চাইবে। সে অনুমতি দিলে দুধ দোহাবে এবং পান করবে। কোন লোক যদি সেখানে উপস্থিত না থাকে তবে তিনবার ডাক দিবে। তার ডাকে কোন লোক সাড়া দিলে তবে তার নিকট অনুমতি চাইবে। তার ডাকে কোন লোক সাড়া না দিলে সে দুধ দোহাবে, তা পান করবে কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩০০)

উমার ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব সহীহ্

বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও একথা বলেছেন। আলী ইবনু মাদীনী বলেন, সামুরা (রাঃ)-এর নিকট হাসান যে শুনেছেন তা সত্য। সামুরা (রাঃ)-এর নিকট হাসান বাসরীর হাদীস শুনার ব্যাপারে একদল হাদীস বিশারদ ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা বলেছেন, সামুরা (রাঃ)-এর নিকট হতে হাসান (রাহঃ) সরাসরি শুনে বর্ণনা করেননি, বরঞ্চ তার পাণ্ডুলিপি হতে বর্ণনা করেছেন।

٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ মৃত জীবের চামড়া ও মূর্তি বিক্রয় করা

١٢٩٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ؛ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُوْلُ : "إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيْرِ، وَالْأَصْنَامِ"، فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ : "لَا؛ هُوَ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ : "قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ! إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ، فَأَجْمَلُوْهُ، ثُمَّ بَاعُوْهُ، فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٦٧) ق.

১২৯৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে থাকাবস্থায় বলতে শুনেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শারাব, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তির ব্যবসা হারাম করেছেন। তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জীবের চর্বি প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি? এটাতো ব্যবহার করা হয় নৌকায় প্রলেপের কাজে ও চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার

কাজে এবং লোকেরা এটা দিয়ে প্রদীপ জ্বালায়। তিনি বললেনঃ না, এটা হারাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করে দিন! আল্লাহ তা'আলা চর্বিকে তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করেছে এবং এর মূল্য ভক্ষণ করেছে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৬৭), নাসা-ঈ

উমার ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন।

٦٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ হেবা (দান) ফিরিয়ে নেওয়া জঘন্য কাজ

١٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ؛ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٨٥) ق.

১২৯৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের জন্য নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করা শোভনীয় নয়। দান (হেবা) করার পর যে লোক তা আবার ফিরিয়ে নেয় সে এমন এক কুকুরের সমতুল্য যে বমি করার পর তা আবার ভক্ষণ করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৮৫), নাসা-ঈ

এ অনুচ্ছেদে ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ কোন কিছু দান করে তা

আবার ফিরিয়ে নেওয়া কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয়। তবে পিতা নিজ **পুত্রকে** দান করে তা আবার ফিরিয়ে নিতে পারে।

١٢٩٩ – حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٨٦).

১২৯৯। ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফূ হিসেবে বর্ণিত আছে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৮৬)

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী একদল সাহাবী ও তাবিঈ আমল করেছেন। তারা বলেছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের নিকটাত্মীয়কে কিছু দান করে বা উপহার দিয়ে তা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার নেই। তবে নিকটাত্মীয় ব্যতীত অন্য কাউকে দান করে এবং তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ না করলে উক্ত দান ফিরত নেওয়া যায়। সুফিয়ান সাওরীও একথা বলেছেন। শাফিঈ বলেছেন, পিতা ব্যতীত অন্য কোন লোক দান বা উপহার ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তিনি নিজ মতের সপক্ষে উপরে বর্ণিত ইবনু উমারের হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

٦٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ আরাইয়া এবং এই সম্পর্কিত অনুমতি প্রসঙ্গে

١٣٠٠ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ

وَالْمُزَابَنَةِ؛ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٦٨، ٢٢٦٩) ق.

১৩০০। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 'মুহাকালা' ও 'মুযাবানা' ধরণের বেচা-কেনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, কিন্তু 'আরাইয়ার' অনুমতি দিয়েছেন-অনুমানে যে পরিমাণ নির্ধারিত হয় তদানুযায়ী বিক্রয় করতে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৬৮, ২২৬৯), নাসা-ঈ

আবূ হুরাইরা ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। যাইদ (রাঃ) হতে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকও এরকমই বর্ণনা করেছেন।

আইয়ূ্যব, উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার এবং মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) নাফির সূত্রে, তিনি ইবনু উমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'মুহাকালা' ও 'মুযাবানা' ধরণের কেনা-বেচাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে ইবনু উমার (রাঃ) একই সনদে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাইয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের হাদীসের তুলনায় এ হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ্।

١٣٠١ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ –مَوْلَى ابْنِ أَبِيْ أَحْمَدَ–، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا؛ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ كَذَا.

– صحيح : "أحاديث البيوع" ق.

১৩০১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, পাঁচ ওয়াসাকের

কম পরিমাণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাইয়া পদ্ধতিতে বিক্রয়ের সম্মতি দিয়েছেন।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস।

মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াসাক বা তার কম পরিমাণের মধ্যে আরাইয়া পদ্ধতিতে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন।

١٣٠٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

– صحيح : "أحاديث البيوع" ق.

১৩০২। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমান করে পরিমাণ নির্ধারণ করার পর আরাইয়া পদ্ধতিতে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস, নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও অন্তর্ভুক্ত আছেন। তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা' ও 'মুযাবানা' নিষিদ্ধ করেছেন এবং তা হতে আরাইয়াকে বাদ রেখেছেন। তারা দলীল হিসাবে আবূ হুরাইরা ও যাইদ (রাঃ)-এর হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে আরাইয়ার ফল পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণের মধ্যে (পরিপক্ক ফলের বিনিময়ে) কেনা জায়িয। কিছু সংখ্যক আলিমের মতে, এই নির্দেশের মর্মার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরিদ্র লোকদেরকে এ ব্যাপারে কিছুটা সুযোগ দিতে চেয়েছেন। কেননা, তারা তাঁর নিকট আবেদন করে যে, তারা (আরাইয়ার) গাছের কাঁচা ফল কেনার জন্য শুধু পাকা ফলই দিতে পারে সুতরাং তিনি তাজা খেজুর খাওয়ার সুযোগকে বৃদ্ধির জন্য আরাইয়ার পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন।

٦٤ - بَابُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ (শুকনা ফলের পরিবর্তে গাছের কাঁচা ফল বিক্রয় নিষিদ্ধ)

١٣٠٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ : حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ -مَوْلٰى بَنِيْ حَارِثَةَ-، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِيْ حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ : اَلثَّمَرُ بِالتَّمْرِ؛ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهَا.

- صحيح : "أحاديث البيوع" ق.

১৩০৩। রাফি ইবনু খাদীজ ও সাহল ইবনু আবূ হাসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, শুকনো ফলের পরিবর্তে গাছের কাঁচা ফল (সংগৃহীত) বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, কিন্তু আরাইয়া ব্যবসায়ীদের আরাইয়া করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি একইভাবে তাজা আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٦٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ فِي الْبُيُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে (নকল ক্রেতা সেজে) দর-দাম করা

١٣٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -وَقَالَ قُتَيْبَةُ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "لَا تَنَاجَشُوْا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٧٤) ق.

১৩০৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা পরস্পর 'নাজাশ' (ক্রেতাকে ঠকানোর জন্য দ্রব্যের দরদাম) কর না।

সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (২১৭৪), নাসা-ঈ

ইবনু উমার ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ আমল করেছেন। তারা বেচা-কেনার ক্ষেত্রে 'নাজাশ' করাকে মাকরূহ্ বলেছেন। আবূ ঈসা বলেন, নাজাশ বা তানাজুশ-এর অর্থ হলঃ এক লোক বিক্রেতার মালের দেখাশোনা করে এবং সে তার মালের দর-দাম প্রসঙ্গে ওয়াকিফহাল। যখন কোন ক্রেতা বিক্রেতার নিকট এসে মালের দামাদামি করে, তখন সে এসে উপস্থিত হয়। সে নকল ক্রেতার রূপ নিয়ে এসে ক্রেতার চেয়েও বেশি দাম হাঁকে। এখানে ক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে বিক্রেতার মাল বেশি মূল্যে বিক্রয় করাই তার উদ্দেশ্য। ইহা এক প্রকার প্রতারণা। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, যে লোক 'নাজাশ' করে সে গুনাহ্গার হবে কিন্তু আইনগতভাবে বিক্রয়টি হালাল হবে। কেননা, মূল বিক্রেতা প্রতারণা করেনি।

٦٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ ওজনে কিছুটা বেশি দেওয়া

١٣٠٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ :جَلَبْتُ أَنَا

وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ، وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ : "زِنْ وَأَرْجِحْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٢٠).

১৩০৫। সুয়াইদ ইবনু কাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হাজার নামক জায়গা হতে আমি ও মাখরাফা আল-আবদী (রাঃ) কিছু কাপড় আমদানি করলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। তিনি আমাদের নিকট হতে একটি পায়জামা কেনার জন্য দামাদামি করলেন। আমাদের নিকটই একজন কয়াল (পরিমাপক) উপস্থিত ছিল। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সে ওজন করে দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্রব্যের মূল্য পরিশোধকালে) কয়ালকে বলেনঃ ওজন কর এবং কিছুটা বেশি দাও।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২২০)

জাবির ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। সুয়াইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ওজনের সময় একটু বেশি দেওয়াকে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ উত্তম বলেছেন। সিমাকের সূত্রে শুবা উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সনদে আবূ সাফওয়ানকে সিমাকের পরে যোগ করেছেন।

٦٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ অভাবী ঋণগ্রস্তকে সময় দেওয়া এবং তার সাথে ভদ্রতা বজায় রাখা

١٣٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ؛ أَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ؛ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ".

- صحيح : "التعليق الرغيب" (٣٧/٢)، "أحاديث البيوع".

১৩০৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক অভাবী ঋণগ্রস্তকে সুযোগ প্রদান করে অথবা ঋণ মাফ করে দেয়, কিয়ামাতের দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবেন, যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

সহীহ্, তা'লীকুর রাগীব (২/৩৭), বেচা-কেনার হাদীস

আবুল ইয়াসার, আবূ কাতাদা, হুযাইফা, ইবনু মাসউদ ও উবাদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

١٣٠٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوْسِرًا، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللّٰهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: نَحْنُ أَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ؛ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ".

- صحيح : "أحاديث البيوع" م.

১৩০৭। আবূ মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে কোন এক লোকের হিসাব নেওয়া হলে তার কোন ভাল কাজ পাওয়া গেল না। সে ছিল ধনীলোক। সে যখন লোকদের সাথে লেন-দেন করত তখন নিজ গোলামদের হুকুম প্রদান করতঃ অভাবী ঋণগ্রস্তদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ কর। এতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি ক্ষমা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি উপযোগী। অতএব, (হে ফেরেশতাগণ!) তাকে মুক্তি প্রদান কর।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবুল ইয়াসাবের নাম কা'ব, পিতা আমর।

٦٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَطْلِ الْغَنِيِّ أَنَّهُ ظُلْمٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে স্বচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা অন্যায়

١٣٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيءٍ؛ فَلْيَتْبَعْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٠٣) ق.

১৩০৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা অন্যায়। তোমাদের কারো পাওনা পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোন সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব দিলে তা অনুমোদন করা উচিত।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৪০৩), নাসা-ঈ

ইবনু উমার ও আশ-শারীদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَرَوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلٰى مَلِيءٍ؛ فَاتْبَعْهُ، وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ".

- صحيح : "أحاديث البيوع".

১৩০৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন লোকদের (ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে) টালবাহানা করা যুলুম। তোমাকে অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তির উপর সোপর্দ করা হলে তুমি তা অনুমোদন করবে এবং এক বিক্রয় চুক্তির মধ্যে দুই বিক্রয় (শর্ত) অন্তর্ভুক্ত করবে না।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসের তাৎপর্য হলঃ কোন লোক তার (ঋণ ইত্যাদির) দায় স্বচ্ছল লোকের উপর অর্পণ (হাওয়ালা) করলে সে যেন তা অনুমোদন করে। কিছু আলিম বলেছেন, সক্ষম ব্যক্তির উপর ঋণ অর্পণ করা হলে এবং পাওনাদার তা অনুমোদন করলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ঋণদানকারী আর তাকে তাগাদা দিতে পারবে না। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক।

অন্য একদল আলিম বলেছেন, সক্ষম অবস্থাসম্পন্ন লোকের উপর যে লোকের ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সে যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে ঋণদানকারী তার আসল ঋণীকে তাগাদা দেয়ার অধিকারী হবে। তারা নিজেদের দলীল হিসাবে উসমান (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীর একটি বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেনঃ "মুসলমানের মাল বিলীন হতে পারে না"।

ইসহাক বলেন, 'মুসলমানের মাল বিলীন হতে পারে না' কথার তাৎপর্য এই যে, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে তাকে স্বচ্ছল ভেবে তার ঋণ আদায় করে নেওয়ার কথা বলে। কিন্তু দেখা গেল যে, সে আসলে দেউলিয়া। এই অবস্থায় মুসলমানের মাল বিনষ্ট হতে পারে না (হাওয়ালাকারীকেই তা পরিশোধ করতে হবে)।

٦٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ মুনাবাযা ও মুলামাসা প্রসঙ্গে

١٣١٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا

وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ.

– صحيح : "أحاديث البيوع" ق.

১৩১০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুনাবাযা ও মুলামাসা প্রকারের বেচা-কেনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস, নাসা-ঈ

আবূ সাঈদ ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসের তাৎপর্য এই যে, বিক্রেতা বললঃ আমি যখন তোমার দিকে কিছু নিক্ষেপ করব তখন তোমার ও আমার মাঝে বেচা-কেনা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। একে বলে মুনাবাযা। মুলামাসার অর্থ হলঃ বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, অমুক জিনিসটি তুমি স্পর্শ করলে বেচা-কেনা করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে, ক্রেতা যদি পণ্যটি না দেখে থাকে তারপরেও, যেমন মোড়কের মধ্যের জিনিস, খাপের মধ্যের তরবারি ইত্যাদি। এটা এক প্রকার বিক্রয় পদ্ধতি যা জাহিলী যুগে করা হতো। এ উভয় প্রকার বিক্রয় পদ্ধতিতে বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

٧٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ খাদ্যশস্য ও ফলের ক্ষেত্রে অগ্রিম বেচা-কেনা (বাই সালাম)

١٣١١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اِبْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ؛ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي التَّمْرِ، فَقَالَ : "مَنْ أَسْلَفَ؛

فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٨٠)ق.

১৩১১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় মাদীনায় আসেন সে সময় বিভিন্ন ধরণের ফলমূল অগ্রিম বেচা-কেনায় এখানকার লোকজন অভ্যস্ত ছিল। তিনি বললেনঃ যে লোক অগ্রিম বেচা-কেনা করতে চায় সে **যেন** পরিমাপ, ওজন ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে নেয়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৮০), নাসা-ঈ

ইবনু আবী আওফা ও আবদুর রাহমান ইবনু আবযা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী সাহাবী ও তাবিঈগণ আমল করেছেন। তাদের মতে অগ্রিম বেচা-কেনা জায়িয হবে খাদ্যশস্য, কাপড়-চোপড় এবং যেসব বস্তুর পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা ও ধরণ নির্ধারণ করা যায় এমন পণ্যের ক্ষেত্রে।

পশু অগ্রিম বেচা-কেনা করা যায় কিনা এ ব্যাপারে মতের অমিল আছে। পশুর অগ্রিম বেচা-কেনা করাটা একদল সাহাবী ও তাবিঈর মতে জায়িয। এই মত দিয়েছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক। এটাকে আরেক দল আলিম নাজায়িয বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণ এই শেষোক্ত মত গ্রহণ করেছেন। আবুল মিনহালের নাম আব্দুর রহমান, পিতা মুতঈম।

٧١ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيْدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيْبِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ শরীকানা সম্পদের কোন অংশীদার তার অংশ বিক্রয়ের ইচ্ছা করলে

١٣١٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ

نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ؛ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ".

– صحيح : "الإرواء" (٥/٣٧٣)، "أحاديث البيوع"م نحوه.

১৩১২। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন বাগানের মালিকানায় কোন ব্যক্তির সাথে তার আরো শরীক থাকলে, সে তার অংশ বিক্রয়ের জন্য শরীকদেরকে ক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে যেন সেটা অন্যের নিকট বিক্রয় না করে।

সহীহ্, ইরওয়া (৫/৩৭৩), বেচা-কেনার হাদীস, মুসলিম অনুরূপ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ পরস্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছিঃ সুলাইমান ইয়াশকুরী প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, জাবির (রাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আর তার নিকট হতে বিশর ও কাতাদা (রাহঃ) কখনও কিছু শুনেননি। বুখারী আরো বলেন, সুলাইমান ইয়াশকুরীর কাছে আমর ইবনু দীনার ব্যতীত আর কেউ শুনেছেন বলে আমার জানা নেই। জাবির (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় হয়ত আমর তার নিকট হাদীস শুনেছেন। কাতাদা (রাহঃ) সুলাইমান ইয়াশকুরীর পাণ্ডুলিপি হতেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এটা জাবির (রাঃ)-এর নিকট হতে অর্জন করেছিলেন। সুলাইমান আত-তাইমী বলেছেন, তারা হাসান বাসরীর নিকট জাবির (রাঃ)-এর পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে গেলেন। তিনি এটাকে গ্রহণ করলেন বা তা হতে রিওয়ায়াত করেন। অতঃপর তারা এটাকে কাতাদার নিকট নিয়ে গেলে তিনিও তা হতে রিওয়ায়াত করেন। তারপর এটাকে তারা আমার কাছে নিয়ে এলে আমি তা হতে রিওয়ায়াত করিনি এবং তা ফিরত দেই।

٧٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ মুখাবারা ও মুআওয়ামা

١٣١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ :

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

– صحيح : "أحاديث البيوع" م.

১৩১৩। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী **সাল্লাল্লাহু** আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাকালা' 'মুযাবানা', মুখাবারা' ও 'মুআওয়ামা' করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আরাইয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

মুহাকালাঃ নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের বিনিময়ে অনুমান করে ক্ষেতের অপ্রস্তুত শস্য বিক্রয় করা। মুযাবানাঃ নির্দিষ্ট পরিমাণ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের কাঁচা খেজুর অনুমান করে বিক্রয় করা। মুখাবারাঃ ক্ষেতের এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে যমি ভাড়া দেওয়া। মুআওয়ামাঃ কোন নির্দিষ্ট বাগানের ফল দুই, তিন বৎসরের জন্য অগ্রীম বিক্রয় করা। অনুবাদক ॥

٧٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْعِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা

١٣١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ. وَثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ : "إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى رَبِّيْ؛ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِّي بِمَظْلَمَةٍ فِيْ دَمٍ وَلَا مَالٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٠٠).

১৩১৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে লোকেরা বলতে লাগল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য বেঁধে দিন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলাই মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন, তিনিই নিয়ন্ত্রণকারী, অপ্রশস্তকারী, প্রশস্তকারী ও রিযিক দানকারী। আমি আমার প্রতিপালকের সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হতে চাই যে, তোমাদের কোন লোক যেন এ দাবি করতে না পারে (আমার বিরুদ্ধে) যে, তার জান-মালের উপর আমি হস্তক্ষেপ করেছি।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২০০)

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْغِشِّ فِي الْبُيُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ ব্যবসায়ের মধ্যে প্রতারণা করা খুবই জঘন্য অপরাধ

١٣١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِّنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ : "يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ! مَا هٰذَا؟"، قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ؟!"، ثُمَّ قَالَ : "مَنْ غَشَّ؛ فَلَيْسَ مِنَّا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٢٤).

১৩১৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন একসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাজারে) একটি খাদ্যশস্যের স্তূপ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজের হাতকে স্তূপের মধ্যে প্রবেশ করালেন। তিনি তাঁর হাতে ভিজা অনুভব করেন। স্তূপের মালিককে তিনি

প্রশ্ন করেনঃ এ কি? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা বৃষ্টির পানিতে ভিজে গিয়েছিল। তিনি বললেনঃ ভিজাগুলো স্তূপের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা দেখতে পেত? অতঃপর তিনি বললেনঃ প্রতারণাকারী ও ধোঁকাবাজকারীদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২২৪)

ইবনু উমার, আবুল হামরাআ, ইবনু আব্বাস, বুরাইদা, আবূ বুরদা ইবনু নিয়ার ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী আলিমগণ মত দিয়েছেন। প্রতারণা ও ধোঁকাবাজিকে তারা খুবই জঘন্য অপরাধ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং এটাকে হারাম বলেছেন।

٧٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِسْتِقْرَاضِ الْبَعِيْرِ، أَوِ الشَّيْءِ مِنَ الْحَيْوَانِ، أَوِ السِّنِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ উট অথবা অন্য কোন পশু ধার নেওয়া

١٣١٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : اِسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِنًّا، فَأَعْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا مِّنْ سِنِّهِ، وَقَالَ : "خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً".

– صحيح : "أحاديث البيوع" ق.

১৩১৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি উঠতি বয়সের উটকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধার হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ফিরত দেওয়ার সময় এর চেয়েও ভাল উট প্রদান করলেন এবং বললেনঃ তোমাদের মধ্যে সেই বেশি উত্তম যে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস, নাসা-ঈ

আবূ রাফি (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উক্ত হাদীসটি সালামার সূত্রে শুবা ও সুফিয়ান (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। নির্দিষ্ট বয়সের উট ধার হিসেবে গ্রহণ করাতে তারা কোন সমস্যা মনে করেন না। এই মত দিয়েছেন শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। কিন্তু এটাকে অন্য একদল আলিম মাকরূহ মনে করেন।

١٣١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "دَعُوْهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً"، ثُمَّ قَالَ : "اِشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا، فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ"، فَطَلَبُوْهُ، فَلَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ : "اِشْتَرُوْهُ، فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً".

– صحيح : "أحاديث البيوع" ق.

১৩১৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নিজের পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কঠোর তাগাদা দিল। এর ফলে লোকটির উপর সাহাবীগণ রেগে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে উপেক্ষা কর, কেননা, পাওনাদারের অধিকার আছে কথা বলার। তিনি আরো বললেনঃ একটি উট কিনে তোমরা তাকে প্রদান কর। তারা উটের তালাশ করলেন। কিন্তু তার পাওনা উট হতে অধিক ভালটি ছাড়া অন্য কোন উট পেলেননা। তিনি বললেনঃ তাকে সেটাই কিনে দাও। কেননা, তোমাদের মধ্যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধকারী লোকই উত্তম।

সহীহ্, বেচা-কেনার হাদীস, নাসা-ঈ

এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে,

তিনি শুবা হতে, তিনি সালামা ইবনু কুহাইল হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٣١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ - مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -، قَالَ : اِسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ: فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ : لاَ أَجِدُ فِي الْإِبِلِ؛ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٨٥) م.

১৩১৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উঠতি বয়সের একটি উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর (বাইতুল মালে) যাকাতের উট আসে। আবূ রাফি (রাঃ) বলেন, ঐ লোকের উঠতি বয়সের উটটি পরিশোধের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, (বাইতুল মালে) ছয় বছর বয়সের উটের চেয়ে ছোট উট পাচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে ঐটিই প্রদান কর। কেননা, উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধকারী ব্যক্তিই লোকদের মধ্যে বেশি উত্তম।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৮৫), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٣١٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ

اللهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ".

– صحيح : "الصحيحة" (٨٩٠٩).

১৩১৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রয়-বিক্রয় ও তাগাদার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা নম্রতা পছন্দ করেন।

সহীহ্, সহীহা (৮৯০৯)

জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। উপরোক্ত হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে সাঈদ আল-মাকবুরীর বরাতে ইবনুস এর সূত্রেও বর্ণিত আছে।

١٣٢٠ – حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ : كَانَ سَهْلاً إِذَا بَاعَ، سَهْلاً إِذَا اشْتَرَى، سَهْلاً إِذَا اقْتَضَى".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٠٣) خ نحوه.

১৩২০। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্বকালের এক লোককে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে যখন বিক্রয় করত নম্রতা দেখাতো, যখন ক্রয় করত বিনয় প্রদর্শন করতো এবং যখন ঋণের তাগাদা প্রদান করত তখনও নম্রতা ও ভদ্রতা প্রদর্শন করত।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২০৩), বুখারী অনুরূপ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে সহীহ্ হাসান গারীব বলেছেন।

٧٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ মাসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ

١٣٢١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ! وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً؛ فَقُولُوا : لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ!".

- صحيح : "المشكاة" (٧٣٣)، "الإرواء" (١٤٩٥).

১৩২১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মাসজিদের ভিতরে তোমরা কোন লোককে বেচা-কেনা করতে দেখলে বলবে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমার ব্যবসায়ে কোন লাভ প্রদান না করেন। মাসজিদের মধ্যে তোমরা কোন লোককে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিতে দেখলে বলবে, তোমার হারানো জিনিসকে যেন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিয়ে না দেন।

সহীহ্, মিশকাত (৭৩৩), ইরওয়া (১৪৯৫)

আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এই হাদীস অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন। তাদের মতে মাসজিদের ভিতরে বেচা-কেনা করা নিষেধ। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)। মাসজিদের ভিতরে বেচা-কেনা করাটা অন্য একদল বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে জায়িয।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٣ - كِتَابُ الْأَحْكَامِ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১৩ ঃ বিচার কার্য্য

١ - بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْقَاضِي

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ কাযী (বিচারক) প্রসঙ্গে

١٣٢٢/م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : "الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ : رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَعَلِمَ ذَاكَ؛ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ، فَأَهْلَكَ حُقُوْقَ النَّاسِ؛ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ؛ فَذٰلِكَ فِي الْجَنَّةِ".

- صحيح : "الإرواء" (٢٦١٤)، "المشكاة" (٣٧٣٥).

১৩২২/২। বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কাযীগণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। দুই প্রকারের কাযী (বিচারক) হচ্ছে জাহান্নামী এবং এক প্রকার কাযী হচ্ছে জান্নাতী। জেনেশুনে যে লোক (বিচারক) অন্যায় রায় প্রদান করে সে হচ্ছে জাহান্নামী। সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করেই যে লোক (বিচারক) মানুষের অধিকারসমূহ নস্যাৎ করে সে লোকও জাহান্নামী। আর যে লোক ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা প্রদান করে (বিচারক) সে জান্নাতের অধিবাসী।

সহীহ্, ইরওয়া (২৬১৪), মিশকাত (৩৭৩৫)

١٣٢٥ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ؛ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٠٨).

১৩২৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করল অথবা জনগণের বিচারক হিসেবে যে লোককে নিয়োগ করা হল তাকে যেন ছুরি ছাড়াই যবেহ করা হল।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৩০৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে আরো একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيْبُ وَيُخْطِئُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ বিচারকের নির্ভুল অথবা ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছার সম্ভাবনা আছে

١٣٢٦ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ؛ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٣١٤)ق.

১৩২৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিচারক যখন ফায়সালা করে এবং ইজতিহাদ করে (চিন্তা ভাবনা করে সত্যে পৌঁছার চেষ্টা করে), তারপর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়, তার জন্য দুইটি পুরস্কার রয়েছে। আর ফায়সালা করতে গিয়ে সে যদি ভুল করে ফেলে তবুও তার জন্য একটি পুরস্কার আছে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩১৪), নাসা-ঈ

আমর ইবনুল আস ও উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীস প্রসঙ্গে আমরা আবদুর রাযযাক-মামার হতে, তিনি সুফিয়ান সাওরী হতে, এই সূত্র ছাড়া সুফিয়ান সাওরীর বরাতে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদের বর্ণনা হিসাবে কিছু জানিনা।

٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম (শাসক)

١٣٣٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُوْ بَكْرٍ الْعَطَّارُ : حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِيْ؛ مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَاجَارَ" تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ".

– حسن : "ابن ماجه" (٢٣١٢).

১৩৩০। ইবনু আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে পর্যন্ত বিচারক কোন প্রকার যুলুম না করে সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তার সহায়তা করেন। সে যে মুহূর্তে কোন প্রকার যুলুম করে ফেলে তখন তিনি তাকে পরিত্যাগ করেন এবং শাইতান তাকে জড়িয়ে ধরে।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৩১২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এটি আমরা শুধুমাত্র ইমরান আল-কাত্তানের সূত্রেই জেনেছি।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي لَا يَقْضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ বিচারক বাদী ও বিবাদীর জবানবন্দী না শুনে রায় প্রদান করবে না

١٣٣١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ؛ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ. حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ؛ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي؟"، قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا -بَعْدُ-.

- حسن : "الإرواء" (٢٦٠٠).

১৩৩১। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার নিকট যখন দুইজন লোক বিচারের জন্য আবেদন করে তখন দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য তুমি সম্পূর্ণভাবে না শুনেই প্রথম পক্ষের কথার উপর নির্ভর করে রায় প্রদান করো না। তুমি খুব শীঘ্রই জানতে পারবে, তুমি কিভাবে ফায়সালা করছ। আলী (রাঃ) বলেন, তারপর আমি বিচারক হিসাবেই রয়ে গেছি।

হাসান, ইরওয়া (২৬০০)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّعِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ জনগণের নেতা

١٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ : حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ

لِمُعَاوِيَةَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُوْنَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ؛ إِلاَّ أَغْلَقَ اللّٰهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ"، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ.

– صحيح : "المشكاة" (٣٧٢٨–التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (٦٢٩)، "صحيح أبي داود" (٢٦١٤).

১৩৩২। মুআবিয়া (রাঃ)-কে আমর ইবনু মুররা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ গরীব-মিসকীন ও নিজ প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্য আগমনকারী লোকের জন্য যে নেতা নিজের দরজাকে বন্ধ করে রাখে, এ ধরণের লোকের দারিদ্র্য, অভাব ও প্রয়োজনের সময় আল্লাহ তা'আলাও আকাশের দরজা বন্ধ করে রাখবেন। মুআবিয়া (রাঃ) একথা শুনার পর থেকে এক লোককে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন।

সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৭২৮), সহীহা (৬২৯), সহীহ্ আবূ দাঊদ (২৬১৪)

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আমর ইবনু মুররা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। অন্য একটি সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবূ মারইয়াম হচ্ছে আমর ইবনু মুররার উপনাম।

١٣٣٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ –صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ–، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ.

১৩৩৩। আলী ইবনু হুজর ইয়াহইয়া ইবনু হামযা হতে, তিনি ইয়াযিদ ইবনু আবী মারইয়াম হতে, তিনি আলকাসিম ইবনু মুখাইমিরাহ তিনি রাসূলের সাহাবী আবূ মারইয়াম হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা

করেছেন। ইয়াযীদ ইবনু আবূ মারইয়াম ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী এবং বুরাইদ ইবনু আবূ মারইয়াম ছিলেন কূফার অধিবাসী। আবূ মারইয়ামের নাম আমর ইবনু মুররা আলজুহানী।

٧ – بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ বিচারক কখনো উত্তেজিত হয়ে বিচারকার্য করবেন না

١٣٣٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ : كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ؛ وَهُوَ قَاضٍ؛ أَنْ لاَ تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٣١٦) ق.

১৩৩৪। আবদুর রাহমান ইবনু আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্‌রা একজন বিচারক ছিলেন। আমার আব্বা তাকে লিখে পাঠালেন, তুমি উত্তেজিত অবস্থায় কখনো দুই পক্ষের মধ্যে বিচারকার্য সমাধা করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ বিচারক রাগের অবস্থায় যেন দুই পক্ষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা না করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩১৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ বাক্‌রা (রাঃ)-এর নাম নুফাই।

٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي، وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ বিচারকার্যে ঘুষখোর ও ঘুষদাতা

١٣٣٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ،

عَنْ أَبِيْـهِ، عَنْ أَبِيْ هُـرَيْرَةَ، قَـالَ : لَعَنَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاشِـيَ وَالْمُرْتَـشِـيَ فِي الْحُكْمِ.

- صحيح : ابن ماجه (٢٣١٣).

১৩৩৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষখোর ও ঘুষ প্রদানকারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩১৩)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আইশা, ইবনু হাদীদা ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ সালমার সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবূ সালামা-তার আব্বা আবদুর রাহমানের সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে, কিন্তু তা সহীহ্ নয়। আমি আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রাহমানকে বলতে শুনেছি ঃ এই অনুচ্ছেদের আওতাভুক্ত হাদীসসমূহের মধ্যে আবূ সালামা কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীসটি সর্বোত্তম ও সর্বাধিক সহীহ।

١٣٣٧ - حَـدَّثَنَا أَبُو مُـوْسَى مُـحَـمَّدُ بْنُ الْمُثَـنَّى : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَـامِـرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَـةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَـالَ : لَعَنَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاشِـيَ وَالْمُرْتَشِـيَ.

- صحيح : المصدر نفسه.

১৩৩৭। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী দুজনকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

সহীহ্, প্রাগুক্ত

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ উপহার নেওয়া ও দাওয়াতে যোগদান করা

١٣٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ؛ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ؛ لَأَجَبْتُ".

– صحيح : "صحيح الجامع" "مختصر الشمائل المحمدية" (٢٩٠)خ.

১৩৩৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বকরীর পায়ের একটি খুরও যদি আমাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, আমি সেটা অবশ্যই গ্রহণ করব। আমাকে যদি তা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয় তবে আমি তাতে সাড়া দিব।

সহীহ, সহীহুল জা-মি' মুখতাসার শামা-ইলুল মুহাম্মাদিয়া (২৯০), বুখারী

আলী, আইশা, মুগীরা ইবনু শুবা, সালমান, মুআবিয়া ইবনু হাইদা ও আবদুর রাহমান ইবনু আলকামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ عَلٰى مَنْ يُقْضٰى لَهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কোন লোককে যদি বিচারের রায়ে (ভুলক্রমে) এমন জিনিস প্রদান করা হয় যা (প্রকৃতপক্ষে) নেওয়া তার উচিত নয়, সেই প্রসঙ্গে সতর্কবাণী

١٣٣٩ – حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ

سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ؛ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٣١٧) م.

১৩৩৯। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার নিকট ঝগড়া বিবাদ সমাধানের উদ্দেশ্যে এসে থাক। আমিও একজন মানুষ। হয়ত তোমাদের কোন লোক অন্য কারো তুলনায় (নিজের যুক্তি-প্রমাণ পেশে) অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির অনুকূলে তার ভাইয়ের প্রাপ্য কোন অংশ দিয়ে দিতে পারি। এরকম পরিস্থিতিতে আমি যেন তার জন্য জাহান্নামের একটি টুকরাই তাকে দিয়ে দিচ্ছি। অতএব সে যেন (আসল বিষয় জানা থাকলে) এর কোন কিছুই গ্রহন না করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩১৭), মুসলিম

আবূ হুরাইরা ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ বাদীর দায়িত্ব হচ্ছে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাযির করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব হচ্ছে শপথ করা

١٣٤٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ

حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هٰذَا غَلَبَنِي عَلٰى أَرْضٍ لِّي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي؛ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ : "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟"، قَالَ : لَا، قَالَ : "فَلَكَ يَمِينُهُ؟"، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ، لَا يُبَالِي عَلٰى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ؟! قَالَ : "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذٰلِكَ"، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ : "لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا؛ لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ؛ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ".

– صحيح : "الإرواء" (٢٦٣٢) م.

১৩৪০। আলকামা ইবনু ওয়াইল (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হাযরামাওত এলাকার একজন লোক এবং কিন্দার একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হল। হাযরামী বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অল্পকিছু যমি জোরপূর্বক এই লোক দখল করে নিয়েছে। কিন্দী বলল, সেটা আমার যমি, আমার দখলেই আছে, সেটাতে তার কোন মালিকানা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযরামীকে বললেনঃ তোমার কাছে কোন প্রকারের সাক্ষী-প্রমাণ আছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেনঃ তাহলে তোমাকে তার শপথের উপর নির্ভর করতে হবে। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ লোকটি তো বদমাইশ, যে কোন ব্যাপারে শপথ করতে তার কোন দ্বিধা নেই, কোন কিছুতেই তার ভীতি-বিহবলতা নেই। তিনি বললেন ঃ এটা ব্যতীত তোমার আর কোন উপায় নেই। বর্ণনাকারী বলেন, কিন্দী শপথের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি অন্যায়ভাবে তার সম্পদ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে সে মিথ্যা শপথ করে তবে সে এমনভাবে আল্লাহ্‌র

সামনে উপস্থিত হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার হতে (অসন্তোষে) মুখ সরিয়ে নিবেন।

সহীহ্, ইরওয়া (২৬৩২), মুসলিম

উমার, ইবনু আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আশআস ইবনু কাইস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٣٤١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ : "اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ، وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ".

– صحيح : "الإرواء" (٨/٢٦٥-٢٦٧).

১৩৪১। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক ভাষণে বলেছেনঃ বাদীর দায়িত্ব হচ্ছে সাক্ষী-প্রমাণ হাযির করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব হচ্ছে শপথ করা।

সহীহ্, ইরওয়া (৮/২৬৫-২৬৭)

এ হাদীসের সনদকে আবূ ঈসা সমালোচিত বলেছেন। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদুল্লাহ আরযামীর স্মরণ-শক্তি দুর্বল। তাকে ইবনুল মুবারাক ও অন্যান্যরা দুর্বল বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

١٣٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ.

– صحيح : "الإرواء" (٢٦٤١) ق.

১৩৪২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম রায় প্রদান করেছেন যে, বিবাদীকে শপথ করতে হবে।

সহীহ্, ইরওয়া (২৬৪১), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ও অন্যান্যরা আমল করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে বাদীকে সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে এবং বিবাদীকে শপথ করতে হবে।

١٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ সাক্ষীর সাথে সাথে শপথও করানো

١٣٤٣ – حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

– صحيح : "الإرواء" (٨/٣٠٠-٣٠٥)، "التنكيل" (٢/١٥٦)، "الروض النضير" (٩٨٦)م.

১৩৪৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন সাক্ষী ও শপথের উপর নির্ভর করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় প্রদান করেছেন।

সহীহ্, ইরওয়া (৮/৩০০-৩০৫), তানকীল (২/১৫৬), রাওজুননাযীর (৯৮৬), মুসলিম

قَالَ رَبِيْعَةُ : وَأَخْبَرَنِيْ اِبْنُ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ : وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ سَعْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

– صحيح : انظر ما قبله.

(অধঃস্তন বর্ণনাকারী) রাবীআ বলেন, সা'দ ইবনু উবাদার এক ছেলে আমাকে জানিয়েছেন এবং বলেছেন, সা'দের কিতাবে আমরা লিখিত অবস্থায় পেয়েছি যে, একজন সাক্ষী ও শপথের উপর নির্ভর করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় প্রদান করেছেন।

সহীহ্ দেখুন পূর্বের হাদীস

আলী, জাবির, ইবনু আব্বাস ও সুররাক (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

١٣٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

– صحيح : انظر ما قبله

১৩৪৪। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একজন সাক্ষী ও শপথের উপর নির্ভর করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোকদ্দমার সমাধান করেছেন।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

١٣٤٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. قَالَ : وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ فِيكُمْ.

– صحيح : انظر ما قبله.

১৩৪৫। জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষীর সাথে (তাকে) শপথের উপর নির্ভর করে মোকদ্দমার সমাধান করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তোমাদের মাঝে আলী (রাঃ)-ও এরকমভাবেই মোকদ্দমার সমাধান করেছেন।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ সূত্রটিকে আবূ ঈসা অনেক বেশি সহীহ্ বলেছেন। একইভাবে এ হাদীসটিকে সুফিয়ান সাওরী-জাফর ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার বাবার সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবদুল আযীয ইবনু আবূ সালামা ও ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম এই হাদীস জাফরের সূত্রে, তার পিতা হতে, আলী (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অন্যান্যদের মতে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। তাদের মতে অধিকার ও মাল সম্পর্কিত মোকদ্দমায় একজন সাক্ষী এবং শপথের উপর ভিত্তি করে ফায়সালা দেয়া জায়িয। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক। তারা বলেছেন, শুধু অধিকার ও মাল সম্পর্কিত ব্যাপারেই একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাথে শপথের উপর ভিত্তি করে রায় দেয়া যাবে। শুধু একজন সাক্ষী ও শপথের উপর নির্ভর করে কোন মোকদ্দমার রায় প্রদান করাটা কিছু কূফাবাসী (হানাফী) ও অন্যদের মতে জায়িয নয়।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ একটি গোলামের দুইজন অংশীদারের মধ্যে একজন তার নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে

١٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا - أَوْ قَالَ : شِقْصًا، أَوْ قَالَ : شِرْكًا - لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ؛ فَهُوَ عَتِيْقٌ؛ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٢٨) ق.

১৩৪৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শরীকানা গোলামের মালিকদের কোন

মালিক যদি নিজের প্রাপ্য অংশকে মুক্ত করে দেয় এবং তার নিকট গোলামের ন্যায়সংগত মূল্যের সমপরিমাণ সম্পদ থাকে সে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, অন্যথায় সে যেটুকু পরিমাণ মুক্ত করেছে সেটুকু পরিমাণই স্বাধীন হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫২৮), নাসা-ঈ

আইয়ূব বলেন, নাফি কখনো বলেছেন ঃ "অন্যথায় সে যেটুকু পরিমাণ মুক্ত করেছে সেটুকু পরিমাণ মুক্ত হবে"।

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি সালিমও তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ".

- **صحيح : المصدر نفسه.**

১৩৪৭। সালিম (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শরীকানা গোলামের ক্ষেত্রে কোন লোক তার নিজের অংশকে মুক্ত করে দিলে এবং তার নিকট গোলামটির মূল্যের সমপরিমাণ মাল থাকলে সে তার (মুক্তকারী মালিকের) মালের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে।

সহীহ্, প্রাগুক্ত

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ

نَهِيْكٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا – أَوْ قَالَ : شِقْصًا –فِيْ مَمْلُوْكٍ؛ فَخَلَاصُهُ فِيْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ قُوِّمَ قِيْمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيْ نَصِيْبِ الَّذِيْ لَمْ يُعْتَقْ؛ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ".

– صحيح : المصدر نفسه (٢٥٢٧) ق.

১৩৪৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন শরীকানা গোলামের ক্ষেত্রে কোন লোক তার নিজের অংশকে মুক্ত করলে তাকে তার বাকি অংশটুকুও মুক্ত করে দিতে হবে– তার যদি সেরকম আর্থিক সামর্থ থাকে। তার আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে তবে ইনসাফের ভিত্তিতে তার ন্যায্য মূল্য ঠিক করতে হবে। তারপর সে যতটুকু পরিমাণে মুক্ত হতে পারেনি সেটুকু পরিমাণ মূল্য (কায়িক শ্রমের মাধ্যমে) পরিশোধের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাকে দিয়ে সামর্থ্যের বেশি কষ্টদায়ক কাজ করানো যাবে না।

সহীহ্, প্রাগুক্ত ইবনু মা-জাহ (২৫২৭), নাসা-ঈ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনু আবূ আরূবা হতেও এরকম বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবান ইবনু ইযায়ীদ কাতাদা হতে সাঈদ ইবনু আরূবার বর্ণনার মতই বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিকে শুবা কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু এতে পরিশ্রম করানোর কথা উল্লেখ নেই।

আলিমদের মধ্যে এ ধরণের গোলাম দিয়ে পরিশ্রম করানোর ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। একদল আলিমের মতে, মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাকে দিয়ে পরিশ্রম করানো বৈধ। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণ। ইসহাকও এই মতের সমর্থক। অপর একটি দল বলেছেন, একজন ক্রীতদাসের যদি দুজন মালিক থাকে এবং একজন মালিক তার প্রাপ্য অংশকে মুক্ত করে দিলে তার (মুক্তকারীর) যদি আর্থিক

সামর্থ্য থাকে, তবে সে অন্য মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে এবং নিজের মালের পরিবর্তে তাকে মুক্ত করবে। তার যদি এরকম আর্থিক সামর্থ্য না থাকে তবে উক্ত গোলামের যেটুকু পরিমাণ মুক্ত করা হয়েছে সেটুকু পরিমাণ মুক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু তাকে কাজে খাটিয়ে তার মজুরি অন্য মালিককে দেওয়ার মাধ্যমে তাকে মুক্ত করার এ পদ্ধতিটি সঠিক নয়। আলিমগণের এই দল ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসের সমর্থক। মাদীনার আলিমদেরও এই অভিমত। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ) এই মতের সমর্থক।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ উমরা (জীবনস্বত্ব) প্রদান

١٣٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا -أَوْ مِيْرَاثٌ لِأَهْلِهَا-".

- صحيح : م (٥/٦٩، ٧٠)، عن جابر وأبي هريرة.

১৩৪৯। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জীবন-স্বত্ব প্রদান করা (আজীবনের জন্য কিছু দান করা) জায়িয, যে লোককে এটা প্রদান করা হবে তার জন্য অথবা (তিনি বলেন) তা তার উত্তরাধিকারগণের জন্য উত্তরাধিকার স্বত্ব হিসাবে গণ্য।

সহীহ্, মুসলিম (৫/৬৯,৭০), জাবির ও আবূ হুরাইরাহ হতে।

যাইদ ইবনু সাবিত, জাবির, আবূ হুরাইরা, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও মুআবিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣٥٠ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ

عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٨٠) م.

১৩৫০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোককে জীবন-স্বত্ব প্রদান করা হলে সেটা তার এবং তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। যে লোককে তা প্রদান করা হয়েছে উহা তার জন্যই, তা দাতার দিকে ফিরে আসবে না। কেননা সে এমন দান করেছে যার উপর দান গ্রহীতার উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৮০), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। হাদীসটি মা'মার এবং আরও অনেকে যুহরী হতে মালিকের বর্ণনার মতই বর্ণনা করেছেন। কেহ কেহ যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন তবে "ওয়ালিআকিবিহি" (তার উত্তরাধিকারীদের জন্য) শব্দের উল্লেখ নেই। জাবির (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন, "জীবন স্বত্ব জায়িয যে লোককে প্রদান করা হয়েছে তার জন্য। এই বর্ণনায় "লিআকিবিহী" শব্দের উল্লেখ নেই। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্

এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেন। তারা বলেন, কোন লোক যখন বলে, এটা তোমার জন্য তোমার সারা জীবনের জন্য এবং তোমার পরবর্তীদের জন্য, তখন তা গ্রহীতার মালিকানায় এসে যায়। জীবন-স্বত্ব প্রদানকারীর মালিকানায় তা আর ফিরে যায় না। যদি সে একথা না বলেঃ এটা তোমার পরবর্তীদের জন্যও, তবে এক্ষেত্রে গ্রহীতার মারা যাবার পর তা দাতার মালিকানায় এসে পরবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক ও শাফিঈ। কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'জীবন-স্বত্ব জায়িয-এটা যে লোককে প্রদান করা হয়েছে তার"। এ বর্ণনায় "লিআকিবিহি" শব্দের উল্লেখ নেই। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। তারা বলেছেন, যে লোককে জীবন-স্বত্ব প্রদান করা হয়েছে তার মৃত্যুর পর তার

উত্তরাধিকারীগণ এর মালিক হবে, জীবন-স্বত্ব প্রদানকারী- 'এটা তোমার পরবর্তীদের জন্যও' -এ কথা না বলে থাকলেও। সুফিয়ান সাওরী, আহ্‌মাদ ও ইসহাকেরও এই অভিমত।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْبٰى

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ রুকবার বর্ণনা

١٣٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٨٣) م.

১৩৫১। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তিকে জীবন-স্বত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা তার জন্য হালাল। যে ব্যক্তিকে রুকবা দেওয়া হয়েছে সেটা তার জন্য হালাল।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৮৩), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এটা জাবির (রাঃ) হতে অন্য একটি সূত্রে মাওকূফভাবেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী একদল আলিম আমল করেছেন। তাদের মতে জীবন-স্বত্বের মতো রুকবাও জায়িয। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও। জীবন-স্বত্ব ও রুকবার মধ্যে কূফার একদল আলিম পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। জীবন-স্বত্ব তারা জায়িয ভাবলেও রুকবা জায়িয হিসেবে মনে করেন না। আবূ ঈসা বলেন রুকবার ব্যাখ্যা এই যেঃ দাতা (গ্রহণকারীকে) বলল, তোমার জীবিত থাকাকাল পর্যন্ত এটা তোমার। আমার পূর্বেই তুমি মৃত্যু বরণ করলে তবে পুনরায় আমি এর মালিক হয়ে যাব (আর তোমার পূর্বে আমি মৃত্যুবরণ করলে তা তোমার অধিনেই রয়ে যাবে)। ইমাম

আহ্‌মাদ ও ইসহাক বলেনঃ রুকবা হচ্ছে জীবন-স্বত্বের মতই। যে লোককে এটা প্রদান করা হয় শুধুমাত্র সে-ই এর মালিক। গ্রহীতার মৃত্যুর পর তা দাতার নিকট ফিরে আসবে না।

١٧ - بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা বা সন্ধি স্থাপন প্রসঙ্গে

١٣٥٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ؛ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ؛ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٥٣).

১৩৫২। কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আওফ (রাঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলমানদের একে অপরের সাথে সন্ধি স্থাপন করা জায়িয। কিন্তু বৈধকে অবৈধ অথবা অবৈধকে বৈধ করার মত সন্ধি চুক্তি জায়িয নেই। মুসলমানগণ তাদের একে অপরের মধ্যে স্থিরকৃত শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার মত শর্ত বৈধ নয় (তা বাতিল বলে গণ্য হবে)।

সহীহ্‌, ইবনু মা-জাহ (২৩৫৩)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্‌ বলেছেন।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ যে লোক তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে (নিজ ঘরের) কড়িকাঠ স্থাপন করে

١٣٥٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ- : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ؛ فَلَا يَمْنَعْهُ". فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ طَأْطَأُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟! وَاللّٰهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ!!

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٣٥) ق.

১৩৫৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কোন লোকের নিকট যদি তার প্রতিবেশী তার (ঘরের) দেয়ালের সাথে কড়িকাঠ স্থাপনের সম্মতি চায় তবে সে যেন তাকে বারণ না করে। এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করলে লোকেরা তাদের মাথা অবনমিত করে। তিনি তখন বললেন, কি ব্যাপার! আমি তোমাদেরকে এ হতে বিমুখ হতে দেখছি কেন? আল্লাহ্র শপথ! আমি তা তোমাদের কাঁধের উপর ছুঁড়ে মারবো।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৩৫), নাসা-ঈ

ইবনু আব্বাস ও মুজাম্মি' ইবনু জারিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেন। ইমাম শাফিঈও এমন কথা বলেছেন। অন্য একদল আলিম বলেছেন, কোন লোকের দেয়ালে তার প্রতিবেশী কড়িকাঠ স্থাপনের ইচ্ছা করলে সেটাতে তার বাঁধা প্রদানের অধিকার আছে। ইমাম মালিকেরও এই অভিমত। কিন্তু প্রথমোক্ত মতই অনেক বেশি সহীহ।

١٩ – بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ শপথ হতে হবে প্রতিপক্ষের মনে প্রত্যয় সৃষ্টিকর

١٣٥٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ – اَلْمَعْنٰى وَاحِدٌ –، قَالاَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْيَمِيْنُ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ بِهٖ صَاحِبُكَ". وَقَالَ قُتَيْبَةُ : "عَلٰى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٢١) م.

১৩৫৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এরকমভাবে শপথ করতে হবে যাতে করে তোমার সাথী (প্রতিপক্ষ) তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১২১), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এটিকে শুধু উপরোক্ত (হুশাইম-আবদুল্লাহ) সূত্রেই জেনেছি। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী সালিহ, সুহাইল ইবনু আবী সালিহের ভাই। এ হাদীস অনুযায়ী একদল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। একই কথা বলেছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, যে লোক শপথ করতে বাধ্য করে সে যদি অত্যাচারী হয় তাহলে এক্ষেত্রে শপথকারীর নিয়্যাতই নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে যে লোক শপথ করায় সে লোক যদি অত্যাচারিত হয় তবে তার নিয়্যাতই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

٢٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّرِيْقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيْهِ كَمْ يُجْعَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ রাস্তা বানানোর ক্ষেত্রে (এর প্রশস্ততার পরিমাণ নিয়ে মতের অমিল হলে)

١٣٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ سَعِيْدٍ

الضُّبَعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اِجْعَلُوا الطَّرِيْقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٣٨).

১৩৫৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাত হাত প্রশস্ত করে রাস্তা তৈরী কর।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৩৮)

١٣٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ؛ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".

– صحيح : (٢٤٧٣) خ.

১৩৫৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রাস্তার ব্যাপারে তোমাদের মতভেদ হলে তা সাত হাত পরিমাণ (প্রশস্ত) কর।

সহীহ্, (২৪৭৩), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা ওয়াকীর হাদীসের চেয়ে অনেক বেশি সহীহ্ বলেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বুশাইর ইবনু কা'ব আল-আদাবী (রাহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উক্ত হাদীসটি অন্য একটি সূত্রেও কেউ কেউ কাতাদা হতে, তিনি বাশীর ইবনু নাহীক হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর সনদ সুরক্ষিত নয়।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْيِيرِ الْغُلَامِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا افْتَرَقَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ বাবা-মার মধ্যে (বিবাহ) বিচ্ছেদ হলে সন্তানকে তাদের যে কোন একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٥١).

১৩৫৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছেলেকে তার আব্বা ও আম্মা উভয়ের যে কোন একজনকে বেছে নেওয়ার **স্বাধীনতা প্রদান** করেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৫১)

আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর ও আবদুল হামীদ ইবনু জাফরের দাদা হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ মাইমুনার নাম সুলাইম। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী একদল আলিম আমল করেছেন। তারা বলেছেন, আব্বা-আম্মার মধ্যে যদি সন্তানকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার সৃষ্টি হয় তবে সন্তানকে স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। সে যাকে পছন্দ করবে তার সাথে থাকবে। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকেরও এই মত। তারা উভয়ে বলেছেন, সন্তান ছোট হলে তার লালন-পালনের জন্যে মাই বেশি হাকদার। সে যখন সাত বছরে পৌঁছাবে তখন তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে (সে যার সাথে থাকার ইচ্ছা করবে তার সাথে থাকবে)। হিলাল ইবনু আবূ মাইমূনার আব্বা আলী এবং দাদা উসামা। তিনি মাদীনার অধিবাসী। ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ কাসীর, মালিক ইবনু আনাস ও ফুলাইহ্ ইবনু সুলাইমান তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَّالِ وَلَدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ বাবা তার সন্তানের সম্পদ হতে নিতে পারে

١٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٣٧).

১৩৫৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের নিজেদের উপার্জনই সর্বোত্তম জীবিকা। তোমাদের সন্তানগণও তোমাদের নিজস্ব উপার্জন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৩৭)

জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি কোন কোন বর্ণনাকারী উমারা ইবনু উমাইর-তার মাতার সূত্রে-আইশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাদের বেশিরভাগই মাতার পরিবর্তে ফুফু বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিম আমল করেছেন। তারা বলেছেন, পিতার হাত সন্তানের সম্পদের উপর সম্প্রসারিত। সে যতটুকু ইচ্ছা তা হতে নিতে পারে। তাদের অন্য এক দল বলেছেন, পিতা যেন শুধু প্রয়োজনের সময়ই সন্তানের সম্পদ হতে নেয়। প্রয়োজন ব্যতীত সে তার মালে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ কোন লোক অন্যের জিনিস ভেঙ্গে ফেললে তার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত বিধান

١٣٥٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فِيْ قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٣٤).

১৩৫৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন স্ত্রী তাঁকে একটি বাটিতে কিছু খাবার পাঠান। আইশা (রাঃ) নিজের হাত দিয়ে বাটিতে আঘাত করে খাবারগুলো ফেলে দেন এবং বাটিও ভেঙ্গে যায়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ খাদ্যের জন্য খাবার এবং বাটির জন্য একটি বাটি প্রদান করতে হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৩৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَدِّ بُلُوْغِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ ছেলে-মেয়েদের বালেগ হওয়ার বয়স

١٣٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ : عُرِضْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَيْشٍ؛ وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ

عَشَرَةَ، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ؛ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ، فَقَبِلَنِي. قَالَ نَافِعٌ : وَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ : هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُغُ الْخَمْسَ عَشَرَةَ.

- صحيح : خ(٢٦٦٤، ٦/٣٠).

১৩৬১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে কোন এক সামরিক অভিযানে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির করা হয়। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি আমাকে (সৈনিক হিসাবে) গ্রহণ করেননি। এর পরের বছর এক সামরিক অভিযানে যাওয়ার সময় আমাকে আবার তাঁর সামনে হাযির করা হয়। তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর। এবার তিনি আমাকে সেনাবাহিনীতে নিয়ে নিলেন। নাফি (রাহঃ) বলেন, আমি এ হাদীসটি উমার ইবনু আবদুল আযীয (রাহঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেনঃ এটাই হল নাবালেগ ও বালেগের মধ্যকার বয়সসীমা। তারপর তিনি লিখিত নির্দেশ প্রদান করলেন– যে পনের বছর বয়সে পৌঁছেছে তার ভাতা নির্ধারণের জন্য।

সহীহ্, বুখারী (২৬৬৪, ৬/৩০)

ইবনু আবী উমার সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার হতে, তিনি নাফি হতে এই সূত্রেও ইবনু উমার (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের মত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ কথাটুকু এই সূত্রে উল্লেখ নেই ঃ উমার ইবনু আবদুল আযীয (রাহঃ) লিখে পাঠালেন, এটাই বালেগ ও নাবালেগের মধ্যকার বয়সসীমা। একথাই ইবনু উআইনা তার হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেনঃ আমি এ হাদীসটিকে উমার ইবনু আবদুল আযীযের সামনে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এটাই হচ্ছে নাবালেগ ও সৈনিকের মধ্যে বয়সসীমা।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী

বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। এরকম মতই সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ)-এর। তাদের মতে, নাবালেগ সন্তান পনের বছরে পৌঁছার সাথে সাথে বালেগদের মধ্যে গণ্য হবে। পনের বছরের পূর্বেই যদি স্বপ্নদোষ হয় তবে সে বালেগ বলে গণ্য হবে। আহ্মাদ ও ইসহাক বলেছেন, বালেগ হওয়ার জন্য তিনটি বিকল্প নিদর্শন রয়েছে, পনের বছর বয়স হওয়া; ইহ্তিলাম (বীর্যপাত) হওয়া; যদি এরকম হয় যে, বয়সও অনুমান করা যাচ্ছে না আবার ইহ্তিলামও হয় না এক্ষেত্রে লজ্জাস্থানে লোম গজানোকে ধরে নিতে হবে।

٢٥ – بَابُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ সৎমাকে বিয়ে করলে (তার শাস্তি)

١٣٦٢ – حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : مَرَّ بِيْ خَالِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ؛ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ : بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ؛ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٠٧).

১৩৬২। বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার মামা আবূ বুরদা (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার হাতে একটি পতাকা ছিল। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, এক লোক তার বাবার স্ত্রীকে (সৎমাকে) বিয়ে করেছে। আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়েছেন তার মাথা কেটে তাঁর নিকট আনার জন্য।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬০৭)

কুররা আল-মুযানী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আদী ইবনু সাবিত হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু

ইয়াযীদ হতে তিনি বারাআ হতে, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি আশআস হতে, তিনি আদী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু বারাআ হতে, তিনি তার পিতা হতে এই সূত্রেও বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ ইবনু বারাআ তার মামা হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُوْنُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْآخَرِ فِي الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ দুই ব্যক্তি প্রসঙ্গে, যাদের একজনের ভূমি পানি প্রবাহের নিম্নদিকে অবস্থিত

١٣٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ : "اِسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ"، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنْ كَانَ اِبْنُ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ : "يَا زُبَيْرُ! اِسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَحْسِبُ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي ذٰلِكَ ﷺ : {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}.

- صحيح : ق.

১৩৬৩। উরওয়া (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাঃ) তাকে বলেছেন, হাররা হতে বয়ে আসা নালার পানির বণ্টনকে কেন্দ্র করে যুবাইর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে একজন আনসার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করে। এ নালার পানি তারা খেজুর বাগানেও সিঞ্চন করতেন। আনসারী দাবি করল, পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু যুবাইর (রাঃ) তা অস্বীকার করেন। তারা এই বিবাদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থাপন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর (রাঃ)-কে বললেনঃ হে যুবাইর! তোমার ক্ষেতে পানি প্রবাহিত কর, তারপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে তা প্রবাহিত হতে দাও। আনসারী এতে ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, আপনার ফুফাত ভাই তো! এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেনঃ হে যুবাইর! তোমার ক্ষেতে পানি প্রবাহিত কর, তারপর তা আটক করে রাখ-যাতে তা আইল পর্যন্ত উঠতে পারে। যুবাইর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার মনে হয় এ প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছেঃ "না, হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! এরা কোন অবস্থাতেই ঈমানদার হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারকরূপে মেনে না নিবে। তারপর তুমি যে ফায়সালাই করবে তার প্রসঙ্গে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না; বরং নিজেদেরকে এর সামনে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করবে" (সূরা ঃ নিসা– ৬৫)।

সহীহ্, নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীসটি শুআইব ইবনু আবূ হামযা-যুহ্রী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি যুবাইর (রাঃ) হতে এ সনদেও বর্ণিত আছে। তাতে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। পূর্বোক্ত হাদীসের মত আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্ব-লাইস হতে ও ইউনুস-যুহ্রী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)হতে এ সূত্রেও বর্ণিত আছে।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيْكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ যে ব্যক্তির গোলাম ব্যতীত আর কোন সম্পদ নেই সে মারা যাবার সময় তাদেরকে মুক্ত করে দিলে

١٣٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَجَزَّأَهُمْ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٤٥) م.

১৩৬৪। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আনসার বংশের একজন লোক মারা যাওয়ার সময় তার ছয়টি গোলামই মুক্ত করে দিল। তার নিকটে এরা ব্যতীত আর কোন সম্পদ ছিল না। এ খবর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছানোর পর তিনি তার প্রসঙ্গে কঠোর মন্তব্য করেন। তিনি তারপর গোলামদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে (তিন) ভাগ করে তাদের মধ্যে লটারী করলেন। তিনি সে মোতাবিক দুইজনকে মুক্ত করে দিলেন এবং বাকি চারজনকে গোলাম হিসাবে রেখে দিলেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৪৫), মুসলিম

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি ইমরান (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী একদল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। এ প্রসঙ্গে বা অন্য কোন ব্যাপারে লটারী করে ঠিক করে নিতে হবে বলে মালিক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু লটারীর

পক্ষে রায় প্রদান করেননি কূফাবাসী কিছু আলিম। তাদের মতে, এক্ষেত্রে প্রতিটিগোলামের তিন ভাগের এক অংশ মুক্ত হবে। অবশিষ্ট দুই ভাগের মুক্তির জন্য তাদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নিতে হবে। আবুল মুহাল্লাবের নাম আবদুর রাহ্মান ইবনু আমর আলজারমী তিনি আবূ কিলাবা নহেন। মতান্তরে মুআবিয়া, পিতা আমর। আবূ কিলাবা আলজারমীর নাম আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ।

٢٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

অনুচ্ছেদঃ ২৮ ॥ মাহ্রাম আত্মীয়ের (ক্রীতদাস সূত্রে) মালিক হলে

١٣٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ فَهُوَ حُرٌّ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٢٤).

১৩৬৫। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক যদি তার কোন মাহ্রাম আত্মীয়ের মালিক হয় তাহলে সে (দাসত্ব হতে) স্বয়ং স্বাধীন হয়ে যাবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫২৪)

আবূ ঈসা বলেন, আমরা শুধুমাত্র হাম্মাদ ইবনু সালামার বর্ণনা হতেই এ হাদীস মুসনাদ হিসেবে জেনেছি। এ হাদীসটি কাতাদা হতে হাসানের বরাতে উমার (রাঃ)-এর সূত্রে কিছু বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।

অন্য আরেকটি সনদেও সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক যদি তার কোন মাহ্রাম আত্মীয়ের (দাসত্ব সূত্রে) মালিক হয় তাহলে সে (দাসত্ব হতে) নিজেই মুক্ত হয়ে যাবে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আসিম আল-আহ্ওয়াল হতে হাম্মাদ ইবনু সালামার সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু বাক্র ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেছেন

বলে আমাদের জানা নেই। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলিম আমল করেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক যদি তার কোন মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয় তাহলে সে নিজেই মুক্ত হয়ে যাবে। উপরোক্ত হাদীসটি যামরা ইবনু রাবীআ-সাওরী হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এইসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে যামরার কোন অনুসারী নেই। তাই হাদীস বিশারদগণ মনে করেন এ হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে।

٢٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ অনুমতি না নেওয়া অবস্থায় কোন সম্প্রদায়ের যমি চাষাবাদ করলে

١٣٦٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ؛ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٦٦).

১৩৬৬। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন সম্প্রদায়ের যমিতে যদি কোন লোক তাদের বিনা অনুমতিতে কৃষিকাজ করে তাহলে সে ফসলের কোন অংশ পাবে না, শুধুমাত্র চাষাবাদের খরচ পাবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৪৬৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। আমরা আবূ ইসহাকের এই হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র শারীক ইবনু আবদুল্লাহ্র সনদেই জেনেছি। এ হাদীস অনুযায়ী একদল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। একই কথা বলেছেন আহ্মাদ ও ইসহাকও। আবূ ঈসা

বলেন, আমি এ হাদীস প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটা হাসান হাদীস। আমরা আবূ ইসহাকের এ হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র শারীকের সূত্রে জানতে পেরেছি। তিনি আরো বলেন, এটি মাকিল ইবনু মালিক আল-বাসরী-উকবা হতে, তিনি আতা হতে, তিনি রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ দান বা উপহার এবং সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখা

١٣٦٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِيُّ - اَلْمَعْنٰى وَاحِدٌ -، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ يُحَدِّثَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ : "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هٰذَا؟"، قَالَ : لَا، قَالَ : "فَارْدُدْهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٧٥، ٢٣٧٦) ق.

১৩৬৭। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তার আব্বা তার এক ছেলেকে একটি গোলাম প্রদান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর সাক্ষী করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আসেন। তিনি বললেনঃ তুমি তোমার এই সন্তানকে যা দিয়েছ, তোমার অন্য সন্তানদেরকেও কি তা দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ এই দান ফিরিয়ে নাও।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৭৫, ২৩৭৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে নুমান ইবনু বাশীরের নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস

অনুযায়ী একদল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। তারা সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখাকে খুবই পছন্দনীয় বলেছেন। কেউ কেউ এ পর্যন্তও বলেছেন যে, তাদের মধ্যে চুম্বন দেওয়ার ক্ষেত্রেও সমতা বজায় রাখতে হবে। আর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, সন্তানদের মধ্যে উপহার-উপঢৌকন প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা যাবে না। সুফিয়ান সাওরী এই মত দিয়েছেন। আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেছেন, মীরাস বণ্টনের নীতি মোতাবেক উপহার-উপঢৌকনের ক্ষেত্রেও ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তানের দ্বিগুণ পাবে।

٣١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ শুফ্আ (অগ্র-ক্রয়াধিকার)

١٣٦٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ".

– صحيح : "الإرواء" (١٥٣٩).

১৩৬৮। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বাড়ীর প্রতিবেশী উক্ত বাড়ীর (ক্রয় করার ক্ষেত্রে) প্রাধান্য পাবে।

সহীহ্, ইরওয়া (১৫৩৯)

শারীদ, আবূ রাফি ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ঈসা ইবনু ইউনুস সাঈদ ইবনু আবী আরূবা হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাঈদ কাতাদা হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি সামুরা (রাঃ) হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। হাদীস

বিশারদদের মতে সামুরা হতে হাসানের বর্ণনাটিই সঠিক। আনাস হতে কাতাদার বর্ণনাটি শুধুমাত্র ঈসা ইবনু ইউনুসের সূত্রেই জানা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান আমর ইবনু শারীদ হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম ইবনু মাইসারা আমর ইবনু শারীদ হতে, তিনি আবূ রাফি হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এইসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উভয় হাদীসকেই ইমাম বুখারী সহীহ বলে মনে করেন।

٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ অনুপস্থিত লোকেরও শুফআর অধিকার আছে

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :"اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ؛ يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا؛ إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٩٤).

১৩৬৯। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিবেশী তার শুফআর ক্ষেত্রে বেশি হকদার। সে অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে-যদি উভয়ের যাতায়াতের একই রাস্তা হয়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৪৯৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীসটিকে আবদুল মালিক ইবনু আবূ সুলাইমান-আতা হতে, তিনি জাবির (রাঃ)-এর সূত্র ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেছেন এমনটি আমাদের জানা নেই। শুবা (রাহঃ) এ হাদীসকে কেন্দ্র করে আবদুল মালিক ইবনু আবূ সুলাইমানের সমালোচনা করেছেন। হাদীস বিশারদদের মতে আবদুল মালিক একজন

বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। শুবা ব্যতীত আর কেউ উল্লেখিত হাদীসকে কেন্দ্র করে তার সমালোচনা করেছেন কি-না সে সম্বন্ধে আমাদের কোনকিছু জানা নেই। এ হাদীসটি ওয়াকী (রাহঃ) শুবার সূত্রে, তিনি আবদুল মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মুবারাক হতে বর্ণিত আছে, সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, আবদুল মালিক ইবনু আবী সুলাইমান হাদীসের জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানদণ্ডস্বরূপ। এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মনে করেন, শুফআর ক্ষেত্রে প্রতিবেশীই অন্যান্যদের চাইতে বেশি হকদার, সে লোক হাযির না থাকা অবস্থায়ও। সে যখন ফিরবে তখন শুফআর জন্য দাবি করতে পারবে, যদিও অনুপস্থিতির সময় অনেক দীর্ঘ হয়।

٣٣ – بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُوْدُ، وَوَقَعَتِ السِّهَامُ، فَلَا شُفْعَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ যমির সীমানা নির্ধারিত এবং বণ্টিত হওয়ার পর শুফআর অধিকার থাকে না

١٣٧٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ؛ فَلَا شُفْعَةَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٩٩) خ.

১৩৭০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তা আলাদা হয়ে যায় তখন শুফআর আর কোন অধিকার থাকে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪৯৯), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটিকে কয়েকজন বর্ণনাকারী আবূ সালামার বরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস মোতাবিক উমার, উসমান (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ আমল করেছেন। এরকমই বলেছেন উমার ইবনু আবদুল আযীয (রাহঃ) এবং আরো কয়েকজন তাবিঈ ও ফিক্হবিদ। এই মত দিয়েছেন মাদীনার আলিমগণ তথা ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাইদ আল-আনসারী, রাবীআ ইবনু আবূ আবদুর রাহমান ও মালিক ইবনু আনাসও। শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও একই রকম কথা বলেছেন। তারা সবাই মনে করেন শুফআ শুধুমাত্র শরীকানা সম্পত্তিতেই দাবি করা যায়। প্রতিবেশী অংশীদার না হলে সে শুফআর দাবি তুলতে পারে না। অন্য একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিমের মতে, শুফআর জন্য প্রতিবেশী দাবি তুলতে পারে। এই মারফূ হাদীসকে তারা দলীল হিসেবে নিয়েছেনঃ (১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "প্রতিবেশী (অপর প্রতিবেশীর) ঘর কেনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।" (২) "তার নিকট অবস্থানের জন্যই প্রতিবেশী (শুফআর) বেশি হকদার"। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও কূফাবাসীগণ।

٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقَطَةِ، وَضَالَّةِ الْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ লুকতা (হারানো বস্তু) এবং হারানো উট ও ছাগল ইত্যাদি প্রসঙ্গে

١٣٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَزِيْدَ -مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ-، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ : "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا؛ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ"، فَقَالَ لَهُ : "يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ : خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا

هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ"، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ : فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ -أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ-، فَقَالَ : "مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٠٤) ق.

১৩৭২। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক লোক হারিয়ে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে পাওয়া প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেনঃ এর ঘোষণা প্রদান করতে থাক এক বছর না হওয়া পর্যন্ত। তারপর তুমি এর ফিতা, থলে ও চামড়ার বাক্স এবং এর সংখ্যা সঠিকভাবে চিহ্নিত করে রাখ। তারপর তুমি তা খরচ কর। এর মালিক যদি পরবর্তী কালে চলে আসে তাহলে এটা তাকে ফিরত দিয়ে দিও। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হারিয়ে যাওয়া মেষের ক্ষেত্রে কি বিধান রয়েছে? তিনি বললেনঃ এটা ধরে রাখবে। কারণ এটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ে বাঘের। সে আবার বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হারানো উটের ক্ষেত্রে কি বিধান রয়েছে? বর্ণনাকারী বলেন, এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তেজিত হলেন, এমনকি তাঁর দুই গাল বা মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেনঃ এতে তোমার মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন? এর সাথে এর খুর এবং পানীয় আছে, অবশেষে এটা (ঘুরতে ঘুরতে) তার মালিকের সাথে গিয়ে মিলিত হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫০৪), নাসা-ঈ

যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস যাইদ (রাঃ) হতে আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে। যাইদ ইবনু খালিদের বরাতে ইয়াযীদ বর্ণিত হাদীসটিও হাসান সহীহ। এটিও কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ : أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ

سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ : "عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ؛ فَأَدِّهَا؛ وَإِلاَّ فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا؛ فَأَدِّهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٠٧) ق.

১৩৭৩। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন হারানো জিনিস প্রাপ্তি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেনঃ এক বছর না হওয়া পর্যন্ত এর ঘোষণা দিতে থাক। যদি সনাক্তকারী কোন লোক পাওয়া যায় তাহলে তাকে তা ফিরত দাও। এর ব্যতিক্রম হলে তুমি এর থলে ও থলের বন্ধনী সঠিকভাবে চিনে রাখ এবং এর মধ্যকার জিনিস গণনা করার পর কাজে ব্যবহার কর। তারপর মালিক এসে গেলে এটা তাকে ফিরিয়ে দিও।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫০৭), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, উবাই ইবনু কা'ব, আবদুল্লাহ ইবনু উমার, জারূদ ইবনুল মুআল্লা, ইয়ায ইবনু হিমার ও জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান, সহীহ এবং গারীব। আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটিকেই অনেক বেশি সহীহ্ বলেছেন। হাদীসটি যাইদ (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীস মোতাবিক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মনে করেন রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের ক্ষেত্রে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণার পরও মালিকের সন্ধান পাওয়া না গেলে তা নিজের কাজে প্রয়োগ করা যায়। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক। অন্য একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ বলেছেন, কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর জন্য এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা প্রদান করতে হবে। এর মধ্যে মালিক এসে গেলে তাকে তা ফিরত দিতে হবে অন্যথায় সাদকা (দান) করে দিতে হবে। এই মত প্রদান করেছেন সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল

মুবারাক ও কূফাবাসী আলিমগণও। তারা মনে করেন, যে লোক হারিয়ে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছে সে যদি সম্পদশালী হয় তবে এটাকে তার কাজে লাগানো বৈধ হবে না। ইমাম শাফিঈ মনে করেন, কুড়িয়ে পাওয়া লোকটি সম্পদশালী হলেও এটা তার কাজে লাগানো বৈধ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) এক শত দীনারের একটি থলে পেয়েছিলেন। তিনি তাকে নির্দিষ্ট মেয়াদকাল ধরে ঘোষণা দেওয়ার পরে এটা কাজে লাগানোর অনুমতি প্রদান করেন। অথচ তিনি একজন সম্পদশালী লোক ছিলেন। আলী (রাঃ)-ও একইভাবে একটি দীনার পেয়েছিলেন। এক বছর পর্যন্ত তিনি এর ঘোষণা করতে থাকেন, কিন্তু কোন লোকই এটার খোঁজ করল না। এটা কাজে ব্যবহারের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্মতি দেন। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস শুধুমাত্র সাদকা ভোগকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য হালাল না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)-কে এটা কাজে ব্যবহারের জন্য সম্মতি প্রদান করতেন না। কেননা আলী (রাঃ)-এর জন্য সাদকার মাল ভোগ করা হারাম ছিল। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সামান্য হলে তবে ঘোষণা ব্যতীতই তা ভোগ করাকে একদল আলিম জায়িয বলেছেন। আর অন্য একদল আলিম বলেছেন, এক দীনারের কম পরিমাণ সম্পদ কুড়িয়ে পেলে তবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ঘোষণা করতে হবে। এই মতামতটি প্রদান করেছেন ইসহাক ইবনু ইবরাহীমও।

١٣٧٤ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا –قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ : فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا– فَأَخَذْتُهُ، قَالاَ : دَعْهُ، فَقُلْتُ : لاَ أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ؛ لآخُذَنَّهُ فَلأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ وَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ،

وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لِيْ : "عَرِّفْهَا حَوْلاً"، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، فَمَا أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ : "عَرِّفْهَا حَوْلاً آخَرَ"، فَعَرَّفْتُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ : "عَرِّفْهَا حَوْلاً آخَرَ"، وَقَالَ : "أَحْصِ عِدَّتَهَا، وَوِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا، فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا؛ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ؛ وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٠٦) ق.

১৩৭৪। সুয়াইদ ইবনু গাফালাহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি কোন এক সময়ে যাইদ ইবনু সূহান ও সালমান ইবনু রাবীআর সাথে যাত্রা করলাম। আমি রাস্তার মধ্যে একটি চামড়ার থলে পেলাম। ইবনু নুমাইরের বর্ণনায় আছেঃ রাস্তাতে পড়ে থাকা একটি চামড়ার থলে তুলে নিলাম। তারা উভয়ে বললেন, এটা রেখে দাও। আমি বললাম, হিংস্র জন্তুর খাবারের উদ্দেশ্যে আমি এটাকে হাতছাড়া করব না। অবশ্যই আমি এটাকে সাথে নিব এবং নিজের কাজে প্রয়োগ করব। তারপর আমি উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। আমি এ প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করলাম এবং ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি বললেন, তুমি ভালই করেছ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে একশত দীনারের একটি থলে পেয়েছিলাম। আমি সেটা সাথে নিয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি আমাকে বলেনঃ এটার পরিচয় সহকারে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করতে থাক। আমি এক বছর পর্যন্ত এর জন্য ঘোষণা দিলাম, কিন্তু এর কোন সনাক্তকারী খুঁজে পাইনি। আমি তাঁর নিকট আবার থলেটিকে আনলে তিনি বললেনঃ আরো এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করতে থাক। আমি আরো এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা প্রদান করলাম। তারপর আমি তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেনঃ আরো এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করতে থাক। (ঘোষণার সময় পেরিয়ে গেলে) তিনি বললেনঃ মুদ্রার সংখ্যা, থলে এবং এর মুখের বাঁধন সঠিকভাবে চিনে রাখ। যখন

এর খোঁজকারী এসে তোমাকে দীনারের সংখ্যা এবং এর থলে ও মুখের বন্ধন সম্বন্ধে পরিচয় দিবে তখন এটা তাকে ফিরিয়ে দিবে। এরপরও যদি মালিক না পাওয়া যায় তাহলে তবে তুমি এটা নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়ে দাও।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫০৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣٦ - بَابُ فِي الْوَقْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ ওয়াক্ফ প্রসঙ্গে

١٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا، بِخَيْبَرَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً -قَطُّ- أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ؛ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ : "إِنْ شِئْتَ؛ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهَا لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُوْهَبُ، وَلاَ يُوْرَثُ؛ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبٰى، وَالرِّقَابِ، وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ، وَالضَّيْفِ؛ لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَّأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا؛ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ. قَالَ : فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ؟ فَقَالَ : غَيْرُ مُتَأَثِّلٍ مَالاً.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٩٦) ق.

১৩৭৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার (রাঃ) খাইবারের (গানীমাত হতে) এক খণ্ড যমি পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি খাইবার এলাকাতে এমন এক খণ্ড যমি

পেয়েছি যার তুলনায় উত্তম সম্পদ আমি আর কখনো লাভ করিনি। (এ প্রসঙ্গে) আমাকে আপনি কি আদেশ করেন? তিনি বললেনঃ তুমি চাইলে মূল অংশ ঠিক রেখে লাভের অংশ দান-খাইরাত করতে পার। সুতরাং উমার (রাঃ) যমিটা এভাবে ওয়াক্ফ করলেন ঃ মূল যমিখণ্ড বিক্রয় করা যাবে না, হেবাও করা যাবে না এবং উত্তরাধিকারদের মধ্যেও ভাগ-বাটোয়ারা হবে না। সেটার আয় হতে ফকীর-মিসকীন, আত্মীয়-স্বজন, ক্রীতদাস মুক্তকরণ, আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদে), পথিক-মুসাফির এবং মেহমানদের খরচের জন্য ব্যয় করা হবে। যে লোক এর মুতাওয়াল্লী হবে সে ন্যায্যভাবে এর আয় হতে ভোগ করতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকেও খাওয়াতে পারবে, কিন্তু জমা করে রাখতে পারবে না।

(অধঃস্তন) বর্ণনাকারী বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের নিকট এ হাদীসটি উল্লেখ করলে তিনি বলেন, মুতাওয়াল্লী সম্পদশালী হওয়ার লক্ষ্যে এই ওয়াক্ফ মালের আয় জমা করে রাখতে পারবে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৩৯৬), নাসা-ঈ

ইবনু আওন বলেন, অন্য এক লোক আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি এই ওয়াক্ফনামা লাল রঙ-এর চামড়ায় লিখিত আকারে পড়েছেন। তাতে এও লিখা ছিলঃ এ সম্পত্তিকে সম্পদশালী হওয়ার মাধ্যম বানানো যাবে না। ইসমাঈল বলেন, আমি ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু উমারের নিকট উক্ত ওয়াক্ফনামা পড়লাম। তাতেও লিখা ছিল, সম্পদশালী হওয়ার লক্ষ্যে তা হতে জমা করা যাবে না।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক সাহাবাই কিরাম এবং অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। যমিজমা বা অন্য কোন সম্পদ ওয়াক্ফ করা জায়িয। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে কোন রকম দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

١٣٧٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ –،

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ؛ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ".

– صحيح : "أحكام الجنائز" (١٧٦)، "الإرواء" (١٩٨٠)م.

১৩৭৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার কাজ (কাজের সকল ক্ষমতা) ছিন্ন (বাতিল) হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি কাজের (সাওয়াব লাভ) বাতিল হয় নাঃ সাদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।

সহীহ্, আহকামুল জানায়িজ (১৭৬), ইরওয়া (১৯৮০), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي : الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ চতুষ্পদ জন্তু কোন লোককে আহত করলে এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই

١٣٧٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٠٩، ٢٦٧٣) ق.

১৩৭৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জন্তুর আঘাতে দণ্ড নেই, কূপে পড়াতে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত) ধার্য হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫০৯, ২৬৭৩), নাসা-ঈ

কুতাইবা-লাইস হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আবূ সালামা হতে, তিনিও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জাবির, আমর ইবনু আওফ ও উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ 'জন্তুর আঘাতে দণ্ড নেই', এ কথার মর্মার্থ এটাই যে, জন্তু-জানোয়ার কোন লোককে আহত করলে তার কোন কিসাস নেই এবং তার জন্য কোনরকম দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করতে হবে না। একদল আলিম 'আল-আজমা' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে পশু মালিকের হাত হতে ছুটে পালায় এবং দৌড়ে যাওয়ার সময় কোন লোককে আহত করে তাকে 'আজমা' বলে। এজন্য মালিককে কোনরকম জরিমানা প্রদান করতে হবে না। 'খনিতে দণ্ড নেই' কথার তাৎপর্য হল, খনিজ সম্পদ উত্তোলনের উদ্দেশ্যে কোন লোক গর্ত খুঁড়লে এবং তাতে শ্রমিক বা অন্য কোন লোক পড়ে গিয়ে আহত হলে বা মারা গেলে মালিকের কোনরকম জরিমানা ধার্য হবে না। একইভাবে পথচারীদের জন্য কোন লোক কূপ খনন করলে এবং তাতে পড়ে গিয়ে যদি কোন লোক আহত হয় বা নিহত হয় তবে সেক্ষেত্রেও কোনরকম জরিমানা ধার্য হবে না। জাহিলী যুগে মাটির নীচে পুঁতে রাখা সম্পদকে রিকায বলা হয়। কোন লোক যদি এই সম্পদ পায় তবে এর এক-পঞ্চমাংশ সরকারী তহবিলে জমা করতে হবে এবং সে লোক বাকি অংশের মালিক হবে।

٣٨ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ إِحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ পড়ে থাকা যমিকে চাষাবাদযোগ্য করা

١٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ أَحْيٰى أَرْضًا مَيِّتَةً؛ فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".

- صحيح : "الإرواء" (١٥٢٠).

১৩৭৮। সাঈদ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পড়ে থাকা যমিকে (মালিকানাহীন যমিকে) যদি কোন লোক চাষাবাদযোগ্য করে তুলে তাহলে সে তার মালিক হবে। জবরদখলকারীর পরিশ্রমের কোন মূল্য নেই।

সহীহ্, ইরওয়া (১৫২০)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীসটিকে কয়েকজন বর্ণনাকারী হিশামের বরাতে উরওয়ার নিকট হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ আমল করেছেন। তারা বলেছেন, যে লোক (মালিকানাহীন) পতিত যমি আবাদযোগ্য করে তুলে সে সরকারের বিনা অনুমতিতেই এর মালিক হয়ে যাবে। একথা বলেছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও। তাদের মধ্যে অন্য একদল বলেছেন, কোন লোকের জন্য সরকারের বিনা অনুমতিতে পড়ে থাকা যমি আবাদ করা বৈধ নয়। প্রথম মতই অনেক বেশি সহীহ্। জাবির, আমর ইবনু আওফ আল-মুযানী ও সামুরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣٧٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً؛ فَهِيَ لَهُ".

–صحيح : "الإرواء" (١٥٥٠).

১৩৭৯। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পড়ে থাকা (মালিকানাহীন) যমিকে যদি কোন লোক আবাদ করে তাহলে সে তার মালিক হবে।

সহীহ্, ইরওয়া (১৫৫০)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রাহঃ) বলেন, "জবরদখলকারীর

পরিশ্রমের কোন মূল্য নেই” কথার তাৎপর্য প্রসঙ্গে আমি আবুল ওয়ালীদ আত-তাইয়ালিসী (রাহঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, ‘জবরদখলকারী’ হচ্ছে অবৈধভাবে আত্মসাৎকারী। আমি বললাম, অন্যের যমিতে যে লোক গাছ রোপন করে সেইকি জবরদখলকারী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ লোকই।

٣٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ জায়গীর (দান বা পুরুস্কার স্বরূপ) মঞ্জুরী প্রসঙ্গে

١٣٨٠ – قَالَ : قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيْدٍ : حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُمَيْرٍ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ : أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى؛ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ : أَتَدْرِيْ مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ : فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ، قَالَ : وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ؟ قَالَ : "مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الْإِبِلِ". فَأَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ، وَقَالَ : نَعَمْ.

– حسن : "ابن ماجه" (٢٤٧٥).

১৩৮০। আব্‌ইয়ায ইবনু হাম্মাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নিজ বংশের প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাদেরকে লবণ খনি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে সেটা দান করেন। তিনি চলে যাওয়ার সময় মজলিসের এক লোক বলেন, আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, তাকে কি জায়গীর দিয়েছেন? আপনি প্রস্রবণের অফুরন্ত পানি (প্রচুর লবণ) তাকে প্রদান করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এটাকে তার নিকট হতে ফিরিয়ে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (আব্‌ইয়াদ) আরাক‘ গাছের কোন যমি রক্ষিত করা যায় কি, এবিষয়েও

তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেনঃ উটের ক্ষুর যার নাগাল পায় না (অর্থাৎ পশু চারণভূমি ও বসতি এলাকা হতে দূরের জায়গা)।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৪৭৫)

আবূ ঈসা বলেন, কুতাইবাকে এই হাদীসটি পড়ে শুনালে তিনি তা সমর্থন করেন এবং বলেন, আমার নিকট মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু কাইস আল-মারিবী এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মারিব ইয়ামান ইলাকার কোন জায়গার নাম। ওয়াইল ও আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবইয়ায (রাহঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মনে করেন সরকার যে কোন লোককে জায়গীর দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকার রাখে।

١٣٨١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. قَالَ مَحْمُوْدٌ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ؛ وَزَادَ فِيْهِ : وَبَعَثَ لَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ.

- صحيح : "التعليق على الروضة الندية" ي(٢/١٣٧).

১৩৮১। আলকামা ইবনু ওয়াইল (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জায়গীর হিসাবে হাযরামাওতের এক খণ্ড যমি দান করেন। মাহ্মূদ বলেন, আমাদেরকে নাযর শুবার সূত্রে এ হাদীসটি শুনিয়েছেন। তিনি (শুবা) তার বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেনঃ যমি নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য তিনি তার সাথে মুআবিয়া (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন।

সহীহ্, তা'লীক আলা রাওযাতিন নাদীয়াহ (২/১৩৭)

আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغَرْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ গাছ লাগানোর ফাযীলাত

١٣٨٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْبَهِيْمَةٌ؛ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ".

– صحيح : "الصحيحة"(٧) ق.

১৩৮২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলিম লোক বৃক্ষ রোপণ করলে অথবা কৃষিকাজ করলে এবং তা হতে মানুষ অথবা পশু-পাখি খেয়ে নিলে সেটা তার জন্য দান-খায়রাত হিসেবে বিবেচিত হবে।

সহীহ্, সহীহাহ (৭), নাসা-ঈ

আবূ আইয়ূব, জাবির, উম্মু মুবাশশির ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤١ – بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْمُزَارَعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ ভাগচাষ বা বর্গা প্রথা প্রসঙ্গে

١٣٨٣ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٤٦٧) ق.

১৩৮৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎপাদিত ফল অথবা শস্যের অর্ধেক প্রদানের চুক্তিতে খাইবারের জনগণকে কৃষিকাজে নিয়োগ করেছিলেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৪৬৭), নাসা-ঈ

আনাস, ইবনু আব্বাস, যাইদ ইবনু সাবিত ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও কিছু আলিম অভিমত দিয়েছেন। অর্ধেক, তিন ভাগের এক অংশ বা চার ভাগের এক অংশ ফসলের বিনিময়ে ভাগচাষ করানোকে তারা দূষণীয় বলে মনে করেন না। কিছু আলিম বলেছেন, যমির মালিককে বীজ সরবরাহ করতে হবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও। কিছু আলিম এক-তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশের বিনিময়ে ভাগচাষ করানো মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু তারা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফলের বিনিময়ে খেজুর বাগান ইত্যাদি বর্গা দেয়াকে মাকরূহ বলে মনে করেন না। ইমাম মালিক ও শাফিঈ (রাহঃ) এই মতামত দিয়েছেন। অপর একদল আলিমের মতে, যে কোন প্রকারের ভাগচাষই নাজায়িয। স্বর্ণ অথবা রূপার বিনিময়ে (নগদ অর্থে) ভাড়ায় তা চাষ করতে হবে।

٤٢ - بَابٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ (যমি ভাগচাষে দেওয়া অথবা নগদ মূল্যে বিক্রয় জায়িয কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে চাষ করতে দেওয়া উত্তম)

١٣٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، قَالَ :نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا؛ إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْبِدَرَاهِمَ، وَقَالَ : "إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ؛ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَزْرَعْهَا". -

صحيح : ؛ لكن ذكر الدراهم شاذ : "الإرواء" (٥/٢٩٨-٣٠٠)، "غاية المرام" (٣٥٥)

১৩৮৪। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি কাজ হতে বিরত থাকতে বলেন, যা ছিল আমাদের জন্য খুবই লাভজনক। তা হলঃ আমাদের কারো যমি থাকলে তা উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ দেওয়ার বিনিময়ে অথবা নগদ মূল্যে (কাউকে) চাষ করতে দেওয়া। তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কারো উদ্বৃত্ত যমি থাকলে সে যেন তার ভাইকে তা ধার দেয় অথবা নিজে চাষ করে।

সহীহ্, "নগদ মূল্যে" অংশটুকু শাজ। ইরওয়া (৫/২৯৮-৩০০), গাইয়াতুল মারাম (৩৫৫)

١٣٨٥ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : أَخْبَرَ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى السِّيْنَانِيُّ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلٰكِنْ أَمَرَ أَنْ يَّرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.

– صحيح : م(٥/٢٥) نحوه.

১৩৮৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, বর্গাচাষ প্রথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করেননি। বরং তিনি পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

সহীহ্ মুসলিম (৫/২৫)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। রাফি (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসের সনদে গরমিল আছে। এ হাদীস রাফি (রাঃ) তার চাচাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি যুহাইর ইবনু রাফি হতেও বর্ণিত আছে। তিনিও তার চাচাদের একজন। বিভিন্ন বর্ণনাকারী রাফি (রাঃ)-এর নিকট হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাইদ ইবনু সাবিত এবং জারির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে (যা আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজায় বিদ্যমান রয়েছে)।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٤ - كِتَابُ الدِّيَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১৪ : দিয়াত বা রক্তপণ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৹যে সংখ্যক উট দিয়াত হিসেবে প্রদান করতে হবে

١٣٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ : أَخْبَرَنَا حَبَّانُ -وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ- : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا؛ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ؛ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا، وَإِنْ شَاءُوْا أَدَّوُا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ؛ فَهُوَ لَهُمْ". وَذٰلِكَ لِتَشْدِيْدِ الْعَقْلِ.

- حسن : "ابن ماجه" (٢٦٢٦)

১৩৮৭। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কোন ব্যক্তিকে খুন করবে তাকে নিহতের ওয়ারিসগণের নিকট সোপর্দ করা হবে। তারা চাইলে তাকে হত্যাও করতে পারে অথবা রক্তপণও আদায় করতে পারে। রক্তপণের পরিমাণ তিন বছরের ত্রিশটি উষ্ট্রী, চার বছরের ত্রিশটি উট এবং চল্লিশটি গাভিন উষ্ট্রী হতে হবে। দুই পক্ষের মধ্যে কোনরকম সমাধান হয়ে গেলে

সেক্ষেত্রে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। রক্তপণকে কঠোর করার জন্য এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৬২৬)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُوضِحَةِ

অনুচ্ছেদঃ ৩ ॥ মূযিহা (আঘাতে হাড় বের হয়ে যাওয়া) প্রসঙ্গে

١٣٩٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ".

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٥٥).

১৩৯০। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মূযিহার (হাড় দেখা যায় এরূপ জখমের) রক্তপণের পরিমাণ হবে পাঁচটি করে উট।

হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৫৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক আলিমগণ আমল করেছেন। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও। তারা বলেন, মূযিহার (হাড় বের হয়ে যাওয়া জখমের) রক্তপণের পরিমাণ হবে পাঁচটি করে উট।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ আঙ্গুলসমূহের দিয়াত প্রসঙ্গে

١٣٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ

اَلْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "فِيْ دِيَةِ الْأَصَابِعِ: اَلْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ؛ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ".

- صحيح : "الإرواء" (٢٢٧١).

১৩৯১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহের একই পরিমাণ রক্তপণ ধার্য হবে। একেকটি আঙ্গুলের জন্য রক্তপণের পরিমাণ হবে দশটি করে উট।

সহীহ্, ইরওয়া (২২৭১)

আবূ মূসা ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক একদল আলিম আমল করেছেন। একইরকম কথা বলেছেন (প্রতিটি আঙ্গুলের রক্তপণ দশটি উট) সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও।

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ"؛ يَعْنِيْ : اَلْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٥٢) خ.

১৩৯২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এটা ও এটা অর্থাৎ কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধা উভয় আঙ্গুলের রক্তপণের পরিমাণ এক সমান।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৫২), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ

অনুচ্ছেদ ৬॥ পাথর দ্বারা আঘাত করে কারো মাথা থেতলানো হলে

١٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُوْدِيٌّ، فَرَضَخَ رَأْسَهَا بِحَجَرٍ، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، قَالَ : فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ : "مَنْ قَتَلَكِ؟ أَفُلاَنٌ؟"، قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لاَ، قَالَ : "فَفُلاَنٌ؟"، حَتّٰى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَيْ : نَعَمْ، قَالَ : فَأُخِذَ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٦٥، ٢٦٦٦) ق.

১৩৯৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বালিকা গহনা পরে বাড়ীর বাইরে গেলে একজন ইয়াহূদী তাকে ধরে নিয়ে পাথর দ্বারা আঘাত করে তার মাথা থেতলিয়ে দেয় এবং তার গহনা ছিনিয়ে নেয়। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হয়। সে মুহূর্তেও তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ কে তোমাকে হত্যা করেছে, অমুক লোক কি? সে মাথার ইশারায় বলল, না। তিনি আবার প্রশ্ন করেন ঃ তাহলে কি অমুক লোক? এভাবে তিনি নাম উচ্চারণ করতে করতে বললেন ঃ অমুক ইয়াহূদী? সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে ধরে আনা হলে সে ঘটনার স্বীকারোক্তি করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তার মাথা দুই পাথরের মাঝে রেখে থেঁতলিয়ে দেওয়া হল।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৬৫, ২৬৬৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুসারে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিছু আলিম বলেছেন, তরবারির আঘাতেই কিসাস কার্যকর করতে হবে।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَشْدِيْدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ ৭॥ মু'মিন লোককে মেরে ফেলা প্রসঙ্গে কঠোর হুঁশিয়ারি

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنُ بَزِيْعٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ".

– صحيح : "غاية المرام" (٤٣٩).

১৩৯৫। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র নিকট পৃথিবী ধ্বংস হওয়াটা অধিকতর সহজ ব্যাপার একজন মুসলমান খুন হওয়ার পরিবর্তে।

সহীহ্, গায়াতুল মারাম (৪৩৯)

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জাফর হতে, তিনি শুবা হতে, তিনি ইয়ালা হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ হাদীসটি এই সূত্রে মারফূরূপে বর্ণিত হয়নি। ইবনু আবূ আদীর হাদীসের তুলনায় এটিকেই আবূ ঈসা অধিকতর সহীহ্ বলেছেন। সা'দ, ইবনু আব্বাস, আবূ সাইদ, আবূ হুরাইরা, উকবা ইবনু আমির ও বুরাইদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে আরো কয়েকটি সূত্রে মাওকূফভাবে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে (মূল গ্রন্থে দ্র.)। সূত্রগুলি– ১. ইবনু আবী আদী শুবা হতে, তিনি ইয়ালা ইবনু আতা হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। ২. মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর আরও অনেকে শুবা

হতে, তিনি ইয়ালা ইবনু আতা হতে। ৩. সুফিয়ান সাওরী ইয়ালা ইবনু আতা হতে মাওকূফ হিসেবে। শেষ সূত্রটি মারফূ হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ্।

٨ - بَابُ الْحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ খুনের বিচার

١٣٩٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ؛ فِي الدِّمَاءِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦١٥) ق.

১৩৯৬। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে বান্দাদের মধ্যে সবার আগে খুনের ফায়সালা করা হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬১৫), নাসা-ঈ

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি আমাশ (রাহঃ) হতে একাধিক সূত্রে মারফূভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কয়েকজন বর্ণনাকারী তার সূত্রে এটা মাওকূফভাবেও বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ؛ فِي الدِّمَاءِ".

- صحيح : انظر ما قبله.

১৩৯৭। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে সবার আগে বান্দাদের খুনের ফায়সালা সম্পাদন করা হবে।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

١٣٩٨ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : "لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوْا فِيْ دَمِ مُؤْمِنٍ؛ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ".

– صحيح : "الروض النضير" (٩٢٥)، "التعليق الرغيب" (٢٠٢/٣).

১৩৯৮। আবুল হাকাম আল-বাজালী (রাহঃ) বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আসমান-যমিনের মধ্যে বসবাসকারী সকলে একত্রে মিলিত হয়েও যদি একজন মু'মিনকে মেরে ফেলার কাজে শরীক থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উপুর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

সহীহ্, রাওযুন নাযীর (৯২৫), তা'লীকুর রাগীব (৩/২০২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। আবুল হাকাম আল-বাজালীর নাম আবদুর রাহমান, পিতা আবূ নু'ম আল-কূফী।

٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ বাবা ছেলেকে খুন করলে তার কিসাস হবে কি না

١٤٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ

ابْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: "لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٦٢).

১৪০০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, **আমি** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ছেলেকে খুনের অপরাধে বাবাকে হত্যা করা যাবে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৬২)

١٤٠١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لاَ تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ".

– حسن : "ابن ماجه" (٢٥٩٩، ٢٦٦١).

১৪০১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাসজিদের ভিতর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না এবং ছেলেকে খুনের দায়ে বাবাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে না।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৫৯৯, ২৬৬১)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি শুধু ইসমাঈল ইবনু মুসলিমের সূত্রেই মারফূভাবে বর্ণিত হয়েছে বলে আমরা জানি। তিনি মক্কার অধিবাসী। তার স্মরণশক্তি সম্পর্কে কিছু সংখ্যক হাদীস বিশারদ সমালোচনা করেছেন।

١٠ – بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدٰى ثَلاَثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ কোন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ নয়, তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতীত

١٤٠٢ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؛ إِلاَّ بِإِحْدٰى ثَلاَثٍ : اَلثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٣٤) ق.

১৪০২। আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ (প্রভু) নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহ্‌র রাসূল, তার রক্ত (তাকে খুন করা) বৈধ নয়, তিনটি অপরাধের মধ্যে কোন একটি ব্যতীত ঃ বিবাহিত হয়েও যিনা করলে, কোন লোককে খুন করলে তার কিসাস হিসেবে এবং নিজের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইসলামী জামা'আত হতে বিচ্ছিন্ন হলে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৩৪), নাসা-ঈ

উসমান, আইশা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١١ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهِدَةً

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কোন লোক যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক)-কে খুন করলে

١٤٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ –هُوَ الْبَصْرِيُّ–، عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "أَلاَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا، لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ؛ فَقَدْ أَخْفَرَ

بِذِمَّةِ اللّٰهِ؛ فَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ؛ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٨٧).

১৪০৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! যে লোক সন্ধি-চুক্তি করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা (নিরাপত্তা) নিয়েছে তাকে যে লোক খুন করল সে আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মাদারীকে ছিন্ন করল। সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও লাভ করবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ সত্তর বছরের দূরত্ব (পথ) হতেও পাওয়া যায়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৮৭)

আবূ বাক্রা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

١٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُكْمِ وَلِيِّ الْقَتِيْلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ নিহত ব্যক্তির অভিভাবক কিসাস গ্রহণ করতে পারে, ক্ষমাও করতে পারে

١٤٠٥ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى، قَالَا : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مَكَّةَ؛ قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللّٰهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : "وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ؛ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَّعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَّقْتُلَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٢٤) ق.

১৪০৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) মক্কা-বিজয় দান করলেন তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন ঃ যার আপন কেউ নিহত হয়েছে সে দু'টি বিকল্পের মধ্যে একটি গ্রহণ করতে পারে। সে চাইলে খুনীকে ক্ষমাও করতে পারে অথবা তাকে হত্যাও করতে পারে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬২৪)

ওয়াইল ইবনু হুজর, আনাস ও আবূ শুরাইহ্ খুয়াইলিদ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيْهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيْهَا شَجَرًا، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ؛ فَقَالَ : أُحِلَّتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ أَحَلَّهَا لِي، وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ إِنَّكُمْ -مَعْشَرَ خُزَاعَةَ!- قَتَلْتُمْ هٰذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ؛ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ".

- صحيح : "الإرواء" (٢٢٢٠).

১৪০৬। আবূ শুরাইহ আল-কাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন, কোন মানুষ একে হারাম

ঘোষণা করেনি। আল্লাহ ও পরকালের উপর যে লোক ঈমান রাখে সে যেন এখানে রক্তপাত (হত্যা) না করে এবং এখানকার কোন গাছপালা না কাটে। এখানে যদি কোন লোক (রক্ত প্রবাহের উদ্দেশ্যে) এই বলে অজুহাত খোঁজ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যও তো মক্কাকে হালাল করা হয়েছিল, তবে তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ শুধু আমার জন্যই একে হালাল করেছিলেন, অন্য কারো জন্য হালাল করেননি। আমার জন্যও শুধু একটা দিনের কিছু সময় হালাল করা হয়েছিল। তারপর তা কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত হারাম হয়ে গেছে। হে খুযাআ বংশের জনগণ! এরপরও হুযাইল গোত্রের এই লোককে তোমরা খুন করেছ। আমি তার রক্তপণ দিয়ে দিচ্ছি। আজকের পর হতে কোন লোকের কোন আপনজন নিহত হলে তার পরিবারের লোকজন দু'টি বিকল্পের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করবে ঃ হয় তারা খুনীকে মেরে ফেলবে না হয় রক্তপণ গ্রহণ করবে।

সহীহ্, ইরওয়া (২২২০)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। শাইবানও ইয়াহ্ইয়ার নিকট হতে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ শুরাইহ্ আল-খুযাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তির কোন আপনজন নিহত হল, সে চাইলে খুনীকে মেরে ফেলতে পারে অথবা ক্ষমা করতে পারে অথবা রক্তপণ নিতে পারে।" এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ) নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

١٤٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قُتِلَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَدُفِعَ الْقَاتِلُ إِلٰى وَلِيِّهِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ؛ دَخَلْتَ النَّارَ"، فَخَلّٰى عَنْهُ الرَّجُلُ، قَالَ : وَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ. قَالَ : فَخَرَجَ يَجُرُّ

نِسْعَتَهُ، قَالَ فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٩٠).

১৪০৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে এক লোক নিহত হল। তিনি খুনীকে মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিকট সোপর্দ করে দিলেন। খুনী ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র শপথ! তাকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের) বললেন ঃ যদি সে সত্য কথা বলে থাকে এবং এ অবস্থায় তুমি তাকে হত্যা কর তবে তুমি জাহান্নামে যাবে। এ কথার ফলে সে খুনীকে মুক্ত করে দিল। সে চামড়ার রশি দ্বারা পিছন দিক থেকে বাঁধা ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, সে রশি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বেরিয়ে গেল। এরপর হতে তার ডাকনাম হয়ে যায় রশিওয়ালা।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৯০)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। নিসআতুন ঃ রশি

١٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ অঙ্গচ্ছেদন (মুসলা) করা নিষেধ

١٤٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ؛ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْراً، فَقَالَ : "اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ، وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ، اُغْزُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا، وَلاَ تَغْدِرُوْا، وَلاَ تُمَثِّلُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٥٨) م.

১৪০৮। সুলাইমান ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (বুরাইদা) বলেন, যখন কোন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বাহিনীর আমীর করে পাঠাতেন তখন তাকে বিশেষকরে আল্লাহভীতির উপদেশ দিতেন এবং তার সাথের মুসলিমদের সাথে সৎ ও কল্যাণময় আচরণের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরীকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, খিয়ানাত ও প্রতারণা কর না, বিশ্বাসঘাতকতা কর না। মুসলা (নাক, কান ইত্যাদি কর্তন) কর না এবং শিশুদের হত্যা কর না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮৫৮), মুসলিম

এ হাদীসের সাথে একটি ঘটনা আছে। ইবনু মাসউদ, শাদ্দাদ ইবনু আওস, ইমরান ইবনু হুসাইন, আনাস, সামুরা, মুগীরা, ইয়ালা ইবনু মুররা ও আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। বন্দীদের বা নিহতের নাক, কান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি কাটতে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ নিষেধ করেছেন।

١٤٠٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٧٠) م.

১৪০৯। শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনের আবশ্যকতা গণ্য করেছেন। অতএব তোমরা (কিসাসে অথবা জিহাদে) কোন লোককে হত্যা করলে

উত্তম পন্থায় হত্যা করবে এবং কোন কিছু যবেহ করার সময় উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ যেন তার ছুঁরি ভালভাবে ধারালো করে নেয় এবং যবেহ করার পশুটিকে আরাম দেয়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৭০), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবুল আশআস-এর নাম শারাহীল, বাবার নাম আ-দাহ্।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ জানীন (গর্ভস্থ ভ্রূণ)-এর রক্তপণ

١٤١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ : أَيُعْطٰى مَنْ لاَّ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلْ، فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ هٰذَا لَيَقُوْلُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ! بَلْ فِيْهِ غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٣٩) ق.

১৪১০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ভ্রূণের (গর্ভস্থিত বাচ্চার) রক্তপণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন যুবক গোলাম অথবা বাঁদী দেওয়ার ফায়সালা করেছেন। যে লোককে তিনি রক্তপণের নির্দেশ দিলেন সে বলল, আপনি এরূপ বাচ্চার রক্তপণ প্রদান করাবেন কি, যে পানও করেনি, খায়ওনি এবং চিৎকারও করেনি? এরূপ (খুনের কিসাস) তো বাতিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ লোক তো কবিদের মত (প্রমাণহীন) কথা বলছে। হ্যাঁ, অবশ্যই এর রক্তপণ হিসেবে একজন যুবক গোলাম অথবা বাঁদী ধার্য হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৩৯), নাসা-ঈ

হামল ইবনু মালিক ইবনু নাবিগা এবং মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, এক 'গুর্‌রা' হল একজন গোলাম অথবা একজন ক্রীতদাসী অথবা পাঁচ শত দিরহাম। আবার কেউ বলেছেন, অথবা একটি ঘোড়া বা একটি খচ্চর।

١٤١١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ-أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ-، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ.

- صحيح : "الإرواء" (٢٢٠٦) ق.

১৪১১। মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, দু'জন স্ত্রীলোক একে অপরের সতীন ছিল। তাদের মধ্যে একে অন্যের উপর পাথর অথবা তাঁবুর খুঁটি ছুঁড়ে মারে। ফলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভ্রুণের রক্তপণ হিসেবে একটি যুবক অর্থাৎ গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা দেন। তিনি ঐ মহিলাটির পিতার বংশের লোকদের উপর তা পরিশোধের দায় অর্পণ করেন।

সহীহ্, ইরওয়া (২৬০৬), নাসা-ঈ

উপরোক্ত হাদীসের মত হাসান-যাইদ ইবনু হুবাব হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর (রাহঃ)-এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ কাফিরকে খুনের অপরাধে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না

١٤١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَنْبَأَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ جُحَيْفَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِيْ بَيْضَاءَ، لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ؟ قَالَ : لَا؛ وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ؛ مَا عَلِمْتُهُ؛ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللّٰهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ، قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ : اَلْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٥٨).

১৪১২। আবূ জুহাইফা (রাহঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের নিকট সাদা কাগজে কালো কিছু লেখা (কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা) আছে কি যা আল্লাহ্ তা'আলার গ্রন্থে নেই? তিনি উত্তরে বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি শস্য আবির্ভূত করেছেন এবং প্রাণের সৃষ্টি করেছেন! আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদ প্রসঙ্গে একজন মানুষকে যে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছেন এবং এই সহীফার মধ্যে যা কিছু আছে তার বেশি কিছু আমি জানি না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, সহীফার মধ্যে কি আছে? তিনি বললেন, তাতে রক্তপণ এবং দাসমুক্তি সম্পর্কিত বিধান আছে। তাতে আরো আছে, কাফিরের পরিবর্তে কোন মু'মিনকে (কিসাসস্বরূপ) হত্যা করা যাবে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৫৮)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীস মোতাবিক একদল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল

করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ) বলেছেন, কাফিরকে খুনের অপরাধে মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে না। অন্য এক দল বলেছেন, চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন কাফিরকে খুন করার দায়ে মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা বৈধ। কিন্তু প্রথম মতই অনেক বেশি সহীহ্।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دِيَةِ الْكُفَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ কাফিরের রক্তপণ বিষয়ে

١٤١٣ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : "لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٥٩).

১৪১৩। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাফিরের পরিবর্তে কোন মুসলমান ব্যক্তিকে মৃতুদণ্ড প্রদান করা যাবে না।

হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৫৯)

وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ؛ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ".

- حسن : "ابن ماجه" (٢٦٤٤).

একই সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ "কাফিরের দিয়াত হচ্ছে মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৬৪৪)

এই অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। বিশেষজ্ঞ আলিমদের মধ্যে ইয়াহূদী ও নাসারাদের দিয়াত প্রসঙ্গে মতপার্থক্য আছে। এ বিষয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে একদল আলিম সেটাই গ্রহণ করেছেন। উমার ইবনু আবদুল আযীয (রাহঃ) বলেছেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক হবে। একই কথা বলেছেন, আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ)-ও। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, চার হাজার দিরহাম হচ্ছে ইয়াহূদী ও নাসারাদের দিয়াত এবং আটশত দিরহাম হচ্ছে মাজুসীদের দিয়াত। একই কথা বলেছেন, ইমাম মালিক, শাফিঈ ও ইসহাকও। অন্য একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, ইয়াহূদী-নাসারাদের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের সমান। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের এই মত।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস স্ত্রী ভোগ করবে কি?

١٤١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَأَبُوْ عَمَّارٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ : اَلدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ؛ أَنْ : "وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٤٢).

১৪১৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, উমার (রাঃ) বলতেন, আকিলার (খুনীর পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়) উপর দিয়াত ধার্য হয়ে থাকে এবং স্বামীর দিয়াতের ক্ষেত্রে স্ত্রী ওয়ারিস হয় না। এরপর তাকে যাহ্‌হাক ইবনু সুফিয়ান (রাঃ) জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লিখে পাঠান ঃ আশ্‌ইয়াম আয-যুবাবীর স্ত্রীকে

তার স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস বানাও (তারপর তিনি পূর্বোক্ত অভিমত বাতিল করে দেন)।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬৪২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী **অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন।**

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِصَاصِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ কিসাস প্রসঙ্গে

١٤١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟! لاَ دِيَةَ لَكَ". فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : {وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ}

- **صحيح** : ق.

১৪১৬। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একজন লোক তার দাঁত দিয়ে অন্য একজনের হাত কামড়ে ধরে। ঐ লোক তার হাতকে টেনে ছাড়িয়ে নেওয়ার ফলে প্রথম লোকটির সামনের দু'টি দাঁত উপড়ে যায়। তারা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কোন লোক কি উটের মত দাঁত দিয়ে তার ভাইকে কামড় দেয়? তোমার কোন দিয়াত প্রাপ্য নেই। অনন্তর মহান আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "জখমের জন্যও রয়েছে কিসাস" (সূরা ঃ মাইদা– ৪৫)।

সহীহ্, নাসা-ঈ

ইয়ালা ইবনু উমাইয়্যা ও সালামা ইবনু উমাইয়্যা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। তারা দু'জন সহোদর ভাই। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ অপবাদ প্রদানের দোষে বন্দী করা

١٤١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ.

- حسن : "المشكاة" (٣٧٨٥).

১৪১৭। বাহ্য ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোককে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর অভিযোগে বন্দী করেন, তারপর তাকে ছেড়ে দেন।

হাসান, মিশকাত (৩৭৮৫)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বাহয ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম বাহ্য ইবনু হাকীমের সূত্রে আরো দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ
অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ নিজস্ব সম্পদ হিফাযাত করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ

١٤١٨ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، وَحَاتِمُ بْنُ سِيَاهِ الْمَرْوَزِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ؛ فَهُوَ

شَـهِيْـدٌ، وَمَنْ سَـرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِـبْـرًا؛ طُوِّقَـهُ يَوْمَ الْقِـيَـامَـةِ مِنْ سَـبْعِ أَرَضِيْنَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٥٨٠) ق.

১৪১৮। সাঈদ ইবনু যাইদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক নিজের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ। যে ব্যক্তি একবিঘত পরিমাণ যমি চুরি করবে কিয়ামাত দিবসে তার গলায় সাত তবক যমি ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৪৫৮০), নাসা-ঈ

হাতিম ইবনু সিয়াহ আল মারাযী এই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছেনঃ মা'মার বলেন, "যুহরী হতে আমার নিকট পৌঁছেছে, আমি তার নিকট সরাসরি শুনিনাই।" আর শুয়াইব ইবনু আবী হাম্যাহ বর্ণনা করেছেন যুহরী হতে, তিনি তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আমর হতে, তিনি সাঈদ ইবনু যাইদ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বর্ণনা করেছেন যুহরী হতে, তিনি তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ হতে, তিনি সাঈদ ইবনু যাইদ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। সুফিয়ান আব্দুর রহমান ইবনু আমরের উল্লেখ করেননি।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٤١٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيْدٌ".

– صحيح : "الأحكام" (٤١)، "الإرواء"(١٥٢٨) ق.

১৪১৯। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক নিজস্ব সম্পদ রক্ষার্থে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ।

সহীহ্, আল-আহকাম (৪১), ইরওয়া (১৫২৮), নাসা-ঈ

আলী, সাঈদ ইবনু যাইদ, আবূ হুরাইরা, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর তত্ত্বধানে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। একদল অভিজ্ঞ আলিম নিজের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করার সম্মতি দিয়েছেন। ইবনুল মুবারাক বলেছেন, কোন লোক নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে, তার পরিমাণ দুই দিরহামই হোক না কেন।

١٤٢٠ – حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْكُوْفِيُّ –شَيْخٌ ثِقَةٌ–، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ : حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ– قَالَ سُفْيَانُ : وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا –، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيْدٌ".

– صحيح : انظر ما قبله.

১৪২০। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জোরপূর্বক কোন লোকের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চাইলে সে যদি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে মৃতুবরণ করে তবে শহীদ হিসাব গণ্য হবে।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু

বাশ্‌শার আব্দুর রহমান হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান হতে, তিনি ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু তালহা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে **অনুরূপ বর্ণনা করেছেন**।

١٤٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ".

- **صحيح : "الأحكام" (٤٢).**

১৪২১। সাঈদ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক নিজের ধনমাল রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ। যে লোক নিজের দীনকে হিফাযাত করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে লোক নিজের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ। যে লোক তার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে মারা যায় সেও শহীদ।

সহীহ্, আল-আহকাম (৪২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। একাধিক বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনু সা'দ-এর নিকট হতে একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াকুবের আব্বা ইবরাহীম, দাদা সা'দ ইবন্ ইবরাহীম ইবনু আবদুর রাহ্‌মান ইবনু আওফ আয-যুহ্‌রী।

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ কাসামা (সম্মিলিত শপথ) প্রসঙ্গে

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ- قَالَ يَحْيٰى : وَحَسِبْتُ-، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ : خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ، حَتّٰى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ؛ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ، ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةَ وَجَدَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلاً قَدْ قُتِلَ، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ؛ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ -وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ-، ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "كَبِّرْ لِلْكُبْرِ"، فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ "أَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا، فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ -أَوْ قَاتِلَكُمْ-؟" قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ؛ وَلَمْ نَشْهَدْ؟! قَالَ : "فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا؟"، قَالُوْا : وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟! فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ أَعْطٰى عَقْلَهُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٧٧) ق.

১৪২২। সাহল ইবনু আবূ হাসমা ও রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তারা উভয়ে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু সাহল ইবনু যাইদ এবং মুহাইয়্যিসা ইবনু মাসউদ ইবনু যাইদ (রাঃ) সফরের উদ্দেশ্যে বের হন। তারা দু'জনে খাইবার নামক জায়গায় এসে পরস্পর এদিক-সেদিক বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়েন। পরে আবদুল্লাহ ইবনু সাহলকে মুহাইয়্যিসা (রাঃ) মৃত অবস্থায় দেখতে পান এবং তাকে দাফন করেন। তারপর মুহাইয়্যিসা, (তার বড় ভাই) হুওয়াইয়্যিসা ইবনু মাসউদ ও (নিহতের ভাই) আবদুর রহমান ইবনু সাহল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। দলের সবার মধ্যে আবদুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন। তিনি তার অপর দু'জন সঙ্গীর আগে কথা বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ বড়কে অগ্রাধিকার দাও। এতে তিনি চুপ থাকেন এবং তার অন্য দু'জন সঙ্গী কথা বলেন। অতঃপর তিনিও তাদের সাথে কথা বলেন, তারা আবদুল্লাহ ইবনু সাহলের মারা যাওয়ার কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বললেন। তাদেরকে তিনি বলেনঃ তোমাদের পঞ্চাশজন লোক কি শপথ করবে? এতে তোমরা তোমাদের সঙ্গীর অথবা তোমাদের মৃতের দিয়াতের অধিকারী হবে। তারা বলেন, আমরা কিভাবে শপথ করি, আমরা তো প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম না? তিনি বললেনঃ তাহলে পঞ্চাশজন ইয়াহূদী শপথ করে তোমাদের (খুনের অভিযোগ) হতে মুক্ত হয়ে যাবে। তারা বলেন, আমরা কিভাবে কাফির সম্প্রদায়ের শপথ গ্রহন করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্থিতি অনুধাবন করে নিজের (সরকারের) কাছ থেকেই তার দিয়াত আদায় করে দেন।

সহীহ্, ইবনু মা'জাহ (২৬৭৭), নাসা-ঈ

উপরোক্ত হাদীসের মত একই অর্থবোধক হাদীস আল-হাসান ইবনু আলী আল-খাল্লাল-ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি বুশাইর ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি সাহল ইবনু আবূ হাসমা ও রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে এইসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী কাসামার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। মাদীনার একদল আলিম অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যদি খুনের অপরাধ কাসামার মাধ্যমে স্বীকার করা হয় তবে কিসাস কার্যকর হবে। কূফার একদল আলিম এবং অন্যরা বলেছেন, কাসামার মাধ্যমে কিসাস ওয়াজিব হয় না, কিন্তু দিয়াত ওয়াজিব হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٥ - كِتَابُ الْحُدُوْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১৫ ঃ হাদ্দ বা দণ্ডবিধি

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ যে লোকের উপর হাদ্দ বাধ্যকর হয় না

١٤٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ حَتَّى يَعْقِلَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٤١-٢٠٤٢).

১৪২৩। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোক হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (শাস্তি থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে)ঃ ঘুমিয়ে থাকা লোক জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত; শিশু বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং নিষ্ক্রিয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের জ্ঞান না আসা পর্যন্ত।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২০৪১, ২০৪২)

আইশা (রাঃ)-এর নিকট হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। আলী (রাঃ) হতে আরো একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে ঃ “ওয়া আনিল গুলামি হাত্তা

ইয়াহ্‌তালিমা” (বালক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত)। আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ)-এর নিকট হতে হাসান বাসরী (রাহঃ) সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

এ হাদীস আতা ইবনু সাইব-আবূ যাবিয়ান হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সূত্রেও বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি আমাশ-আবূ যাবিয়ান হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ)-এর সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন, মারফূভাবে বর্ণনা করেননি। এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, হাসান বাসরী (রাহঃ) আলী (রাঃ)-কে জীবদ্দশায় পেয়েছেন কিন্তু তার কাছে কোন কিছু শুনতে পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবূ যাবিয়ানের নাম হলো হুসাইন, বাবার নাম জুনদাব।

٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা

١٤٢٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا؛ نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ؛ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٥) م.

১৪২৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক কোন মু'মিন ব্যক্তির দুনিয়াবী অসুবিধাগুলোর কোন একটি অসুবিধা দূর করে দেয়, তার পরকালের অসুবিধাগুলোর মধ্যে একটি অসুবিধা আল্লাহ

তা'আলা দূর করে দিবেন। কোন মুসলমান ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি যে লোক গোপন রাখে, তার দোষ-ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে গোপন রাখেন। যে পর্যন্ত বান্দাহ তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাও তাকে সাহায্য করতে থাকেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২৫), মুসলিম

উকবা ইবনু আমির ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ ঈসা বলেন, একাধিক বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর এ হাদীসটি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে আবূ আওয়ানার মতই বর্ণনা করেছেন। আসবাত ইবনু মুহাম্মাদ আ'মাশ হতে, বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আবূ সালিহ এর সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ধারণা করা হয় এই বর্ণনাটি প্রথম বর্ণনার তুলনায় অধিক সহীহ্। উবাইদ ইবনু আসবাত এটা বর্ণনা করেছেন তার বাবা হতে, তিনি আ'মাশ হতে।

١٤٢٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : "اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ؛ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً؛ فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا؛ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

– صحيح : "الصحيحة" (٥٠٤) ق.

১৪২৬। সালিম (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমান একজন অন্যজনের ভাই। সে তার উপর কোনরকম যুলুম-অত্যাচার করতে পারে

না এবং শত্রুর কাছেও তাকে সমর্পণ করতে পারে না বা তাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিতে পারে না। কোন লোক তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটানোর কাজে যে পর্যন্ত লেগে থাকে, আল্লাহ্ তা'আল্লাও তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। কোন মুসলমান ব্যক্তির কোন অসুবিধা যে লোক অপসারণ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তার অসুবিধাগুলোর মধ্য হতে একটি অসুবিধা দূর করে দিবেন। কোন মুসলমান ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি যে লোক গোপন করে রাখে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখবেন।

সহীহ্, সহীহাহ্ (৫০৪), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা ইবনু উমারের হাদীস হিসেবে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلتَّلْقِيْنِ فِي ٱلْحَدِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ হাদ্দের অপরাধের ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিকে বারবার বুঝানো

١٤٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزْ بْنِ مَالِكٍ : "أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ؟"، قَالَ : وَمَا بَلَغَكَ عَنِّيْ؟ قَالَ : "بَلَغَنِيْ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ؟"، قَالَ : نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ.

- صحيح : "الإرواء" (٣٥٥/٧) م.

১৪২৭। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মায়িয ইবনু মালিক (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার সম্পর্কে আমি যা কিছু জেনেছি তা কি সত্য? তিনি বললেন, আপনি আমার ব্যাপারে কি জেনেছেন ? তিনি বললেনঃ আমি জানতে পারলাম, তুমি অমুকের বাঁদীর উপর পতিত হয়েছ (যিনায় লিপ্ত হয়েছ)।

তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি চারবার স্বীকারোক্তি করেন। তিনি তার ব্যাপারে রায় দিলে সে মোতাবিক তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হয়।

সহীহ্, ইরওয়া (৭/৩৫৫), মুসলিম

সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি সাঈদ ইবনু জুবাইরের সূত্রে সিমাক ইবনু হার্ব মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ

অনুচ্ছেদ ৫ ॥ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে হাদ্দ বাস্তবায়ন না করা

١٤٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَنٰى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنٰى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنٰى، فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ، فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ؛ فَرَّ يَشْتَدُّ، حَتّٰى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ، فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتّٰى مَاتَ، فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ فَرَّ حِيْنَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، وَمَسَّ الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ؟!".

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٥٤).

১৪২৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মায়িয আল-আসলামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, এই লোক (মাইয) যিনা করেছে। তিনি তার কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিলেন। মায়িয (রাঃ)-ও অপর দিকে ঘুরে এসে বললেন, এই লোক যিনা করেছে। তিনি আবারও তার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নেন। মায়িয (রাঃ)-ও পুনরায় অপর দিক হতে ঘুরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই লোক যিনা করেছে। তিনি চতুর্থবারে তার ব্যাপারে হুকুম করলেন এবং সে মোতাবিক তাকে হাররার প্রান্তরে নেওয়া হয় এবং তার উপর পাথর ছুঁড়ে মারা হয়। সে পাথরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পালিয়ে এক লোককে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। ঐ লোকটির হাতে উটের চোয়ালের হাড় ছিল। সে তাকে তা দিয়ে আঘাত করে এবং অন্যান্য লোকজনও আঘাত করে। ফলে লোকটি মৃত্যুবরণ করে। লোকেরা এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করে যে, তিনি পাথরের আঘাতে এবং প্রত্যক্ষ মৃত্যুর স্পর্শ পেয়ে ভয়ে পালাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন?

হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৫৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবূ সালামা (রাহঃ) হতে জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে একইরকম হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٤٢٩ - حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتّٰى شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَبِكَ جُنُوْنٌ؟"، قَالَ : لاَ، قَالَ : "أَحْصَنْتَ؟"،

قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، فَرَّ، فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

– صحيح : "الإرواء" (٧/٣٥٣) ق.

১৩২৯। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম বংশের একজন লোক এসে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করে। তিনি তার সামনে থেকে মুখ সরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় তার পাপ কর্মের স্বীকারোক্তি করে। পুনরায় তিনি তার কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এমনিভাবে সে তার নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি পাগল নাকি? সে বলল, না। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি তার ব্যাপারে রায় দিলেন এবং সে মোতাবিক তাকে ঈদগাহের ময়দানে নিয়ে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হল। পাথরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে সে পালাতে থাকলে তাকে আটক করে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হয়। তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কথা বলেছেন (তার প্রশংসা করেছেন)। কিন্তু তিনি নিজে তার জানাযার নামায আদায় করেননি।

সহীহ্, ইরওয়া (৭/৩৫৩), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুসারে একদল অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। তারা বলেছেন, যিনাকারী ব্যক্তি নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করলে (স্বীকারোক্তি দিলে) তার উপর যিনার শাস্তি কার্যকর হবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও। অন্য আরেক দল অভিজ্ঞ আলিম বলেছেন, যিনার অপরাধ একবার স্বীকার করলেই শাস্তি কার্যকর হবে। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম মালিক ও শাফিঈ। শেষোক্ত দুইজন ইমাম আবূ হুরাইরা ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি নিজেদের মতের অনুকূলে দলীল হিসাবে নিয়েছেন। হাদীসটি এই ঃ "দু'জন লোক নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া সমাধানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা উপস্থাপন করে। তাদের মধ্যে একজন বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল!

এই লোকটির স্ত্রীর সাথে আমার ছেলে যিনা করেছে...... (দীর্ঘ হাদীস)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে উনাইস! তার স্ত্রীর নিকট যাও। সে যিনার পাপকে স্বীকার করলে তবে তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) কর"। এ হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথা বলেননি যে, সে চারবার স্বীকারোক্তি করলে তাকে রজম কর।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُّشَفَّعَ فِي الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ হাদ্দ-এর আওতাধীন অপরাধের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা নিষেধ

١٤٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوْا : مَنْ يُّكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالُوْا : مَنْ يَّجْتَرِئُ عَلَيْهِ؛ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ- حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ-؟! فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ؟!"، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ : "إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ؛ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللّٰهِ؛ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٤٧) ق.

১৪৩০। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মাখযূম বংশের একজন মহিলার চুরির ঘটনা কুরাইশদেরকে চিন্তিত করে তুলে। তারা একে অপরের সাথে বলাবলি করল, এ ব্যাপারটি নিয়ে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলোচনা করতে পারে? তারা বলল, এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলার সাহস উসামা ইবনু যাইদ ছাড়া আর কারো

নেই। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুবই প্রিয়। উসামা (রাঃ) তাঁর সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি শাস্তি প্রসঙ্গে তুমি সুপারিশ করছ? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো একারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন ধনী-মর্যাদাশালী লোক চুরি করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত এবং তাদের মাঝে কোন দুর্বল প্রকৃতির লোক চুরি করলে তার উপর শাস্তি কার্যকর করত। আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৪৭), নাসা-ঈ

মাসঊদ ইবনুল আজমাআ বা ইবনুল আজম, ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَحْقِيْقِ الرَّجْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ রজম (পাথর মেরে হত্যা)-এর প্রমাণ

١٤٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَرَجَمَ أَبُوْ بَكْرٍ، وَرَجَمْتُ، وَلَوْلَا أَنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ أَزِيْدَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ؛ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ؛ فَإِنِّيْ قَدْ خَشِيْتُ أَنْ تَجِيْءَ أَقْوَامٌ، فَلَا يَجِدُوْنَهُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ، فَيَكْفُرُوْنَ بِهِ.

- صحيح : "التعليق على ابن ماجه"، "الإرواء" (٨/٥٠٤).

১৪৩১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের আইন বাস্তবায়ন করেছেন, আবূ বাক্‌র (রাঃ)-ও রজমের আইন বাস্তবায়ন করেছেন এবং

রজমের আইন আমিও বাস্তবায়ন করছি। আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের মধ্যে যদি কোন কিছু যোগ করাকে আমি নিষিদ্ধ মনে না করতাম তবে অবশ্যই এই বিধান মাসহাফে (কুরআনে) লিখে দিতাম। কেননা আমার ভয় হয় যে, পরবর্তী সময়ে মানব জাতির এমন দল আসবে যারা এই হুকুম আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে না দেখতে পেয়ে তা অস্বীকার করবে।

সহীহ্, তা'লীক আলা ইবনু মা-জাহ, ইরওয়া (৮/৫০৪)

আলী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উল্লেখিত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٤٣٢ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَإِنِّيْ خَائِفٌ أَنْ يَّطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، فَيَقُوْلُ قَائِلٌ : لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّٰهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى إِذَا أَحْصَنَ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَبْلٌ، أَوِ اعْتِرَافٌ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٥٣) ق.

১৪৩২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট হতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি (উমার) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন। তিনি যা কিছু তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে রজম বিষয়ক আয়াতও ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের বিধান কার্যকর

করেছেন। আমরাও তাঁর মৃত্যুর পর রজমের বিধান কার্যকর করেছি। আমার ভয় হচ্ছে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ হয়ত বলবে, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে তো আমরা রজমের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি না। তারা এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত একটি বিধান ছেড়ে দিয়ে পথভ্রষ্ট হবে। সাবধান! যিনাকারীকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব দ্বারা প্রমাণিত, যদি সে সুরক্ষিত (বিবাহিত) হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমাণ থাকে অথবা অন্তঃসত্তা প্রকাশিত হয় অথবা নিজেই এর স্বীকারোক্তি করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৫৩), নাসা-ঈ

আলী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। উমার (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ বিবাহিত (যিনাকারী) লোকের শাস্তি রজম

١٤٣٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا، وَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ -: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي؛ فَأَتَكَلَّمَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَفَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ لَقِيتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَزَعَمُوا أَنَّ عَلَى

ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلٰى امْرَأَةِ هٰذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ : اَلْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ! عَلٰى امْرَأَةِ هٰذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ؛ فَارْجُمْهَا"، فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٤٩) ق.

১৪৩৩। উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আবূ হুরাইরা, যাইদ ইবনু খালিদ ও শিবল (রাঃ)-এর নিকট শুনেছেন। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত ছিলেন। এসময় দু'জন লোক ঝগড়া করতে করতে (তা সমাধানের উদ্দেশ্যে) তাঁর সামনে আসে। তাদের একজন দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমাদের দু'জনের মধ্যে আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব মোতাবিক সমাধান করে দিন। তার বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব মোতাবিক আমাদের দু'জনের মধ্যে সমাধান করে দিন এবং আমাকে কথা বলার সম্মতি দিন। আমার পুত্র তার কাছে মজুর হিসাবে ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। লোকজন আমাকে বলল, আমার ছেলের উপর রজম কার্যকর হবে। আমি এর পরিবর্তে আমার ছেলের পক্ষ হতে তাকে এক শত বকরী এবং একটি গোলাম প্রদান করি। তারপর কয়েকজন আলিমের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাদের মতে আমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত প্রদান করতে হবে। এবং এক বছরের নির্বাসন শাস্তি ধার্য হবে। আর এই ব্যক্তির স্ত্রীর উপর রজম কার্যকর হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেই মহান প্রভুর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী তোমাদের দু'জনের মাঝে ফায়সালা করব। তুমি একশত বকরী ও গোলাম ফিরত পাবে এবং তোমার ছেলেকে এক

শত বেত্রাঘাত করতে হবে ও এক বছরের নির্বাসনে পাঠাতে হবে। হে উনাইস! ভোরে তুমি তার স্ত্রীর কাছে যাবে। সে ব্যভিচার করার কথা স্বীকার করলে তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করবে। সেই স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলে সে তার পাপের কথা স্বীকার করে এবং তিনি তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৪৯), নাসা-ঈ

ইসহাক ইবনু মূসা আল-আনসারী-মা'ন হতে, তিনি মালিক হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের মত একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। মালিক (রাহঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থের হাদীস কুতাইবা-লাইস হতে, তিনি ইবনু শিহাব (রাহঃ) এ সনদ সূত্রে বর্ণিত আছে। আবূ বাক্‌রা, উবাদা ইবনুস সামিত, আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ, ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু সামুরা, হাযযাল, বুরাইদা, সালামা ইবনুল মুহাব্বিক, আবূ বারযা ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। মালিক ইবনু আনাস, মামার, প্রমুখ যুহরী হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ)-এর সনদসূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "ক্রীতদাসী যিনা করলে তাকে চাবুক মার। সে চতুর্থবার যিনা করলে তাকে বিক্রয় করে দাও পশমের একটি দড়ির বিনিময়ে হলেও"।

যথার্থ কথা হল, এখানে ভিন্ন দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর একটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আবূ হুরাইরা ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয় সনদে আবদুল্লাহ ইবনু মালিক (রাঃ)-এর সূত্রে শিবল ইবনু খালিদ (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'ক্রীতদাসী যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হলে.....'। এই শেষোক্ত সূত্রটিই হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট সহীহ্। উভয় হাদীসের বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনু উআইনা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাদীস দু'টিকে (একই হাদীস মনে করে) আবূ হুরাইরা,

যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) ও শিবল (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম.....। আসল কথা হল, শিবল (রাহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা পাননি। তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মালিক আওসীর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু উআইনার বর্ণিত হাদীস সুরক্ষিত নয়। তার কাছ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি নামোল্লেখ করতে গিয়ে ভুল করে বলেছেন শিবল ইবনু হামীদ। অথচ হবে শিবল ইবনু খালিদ এবং তিনি শিবল ইবনু খুয়াইলিদ নামেও পরিচিত।

١٤٣٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "خُذُوْا عَنِّيْ؛ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً : اَلثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ؛ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ الرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ؛ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٥٠)م.

১৪৩৪। উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট হতে তোমরা জেনে নাও। তাদের (যিনাকারীদের) জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি রাস্তা (ব্যবস্থা) করে দিয়েছেন। বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক পরস্পর যিনা করলে তাদের প্রত্যেককে একশত ঘা চাবুক মারতে হবে, তারপর পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীলোক যিনা করলে তাদের প্রত্যেককে একশত ঘা চাবুক মারতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসনে পাঠাতে হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৫০), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে আলী ইবনু আবী তালিব, উবাই ইবনু কা'ব, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও আরো

কয়েকজন সাহাবী আমল করেছেন। তারা বলেছেন, বিবাহিত যিনাকারীকে প্রথমে বেত্রাঘাত করতে হবে, তারপর রজম করতে হবে। এই মত দিয়েছেন ইমাম ইসহাকও। আবূ বাক্‌র, উমার (রাঃ) এবং আরো কিছু সাহাবী বলেছেন, বিবাহিত যিনাকারীকে রজম করতে হবে, তাকে বেতের শাস্তি প্রদান করবে না। কেননা মায়িযের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসে এবং আরো কিছু হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজম করার (পাথর মেরে হত্যার) হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু এর পূর্বে বেত্রাঘাত করার হুকুম দেননি। এই মত গ্রহণ করেছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, ও আহ্‌মাদও।

٩ - بَابُ تَرَبُّصِ الرَّجْمِ بِالْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সন্তান জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত গর্ভবতী নারীর শাস্তি বিলম্বিত হবে

١٤٣٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزِّنَا، فَقَالَتْ : إِنِّي حُبْلَى، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ : "أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا؛ فَأَخْبِرْنِي"، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! رَجَمْتَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا؟! فَقَالَ : "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً؛ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ؛ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ؟!".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٥٥) م.

১৪৩৫। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, জুহাইনা

বংশের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের যিনার কথা স্বীকার করে এবং বলে, আমি গর্ভবতী অবস্থায় আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে পাঠান এবং **বলেনঃ তার সাথে উত্তম আচরণ** কর এবং সে সন্তান প্রসব করার **পর আমাকে খবর দিও।** তার অভিভাবক তাই করল। তিনি তার ব্যাপারে **আদেশ করলেন** এবং সে মোতাবিক তাঁর দেহে তার কাপড় শক্তভাবে বাঁধা **হল।** তারপর তিনি তাকে রজম করার (পাথর মেরে হত্যার) হুকুম করলেন। অতএব তাকে রজম করা হল। তারপর তিনি তার জানাযার নামায আদায় করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তাকে রজমের নির্দেশ দিলেন আবার আপনিই তার জানাযার নামায আদায় করলেন! তিনি বললেনঃ সে এরূপ তাওবা করেছে যদি তা মাদীনার সত্তরজন লোকের মধ্যে বন্টন করা হয়, তবে সেই তাওবা তাদের সকলের (গুনাহ মাফের) জন্য যথেষ্ট হবে। হে উমার! সে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তার জীবনকে কুরবানী করে দিয়েছে। তুমি কি এর চেয়েও উত্তম কিছু পেয়েছ?

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَجْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ আহ্‌লে কিতাবের যিনাকারীকে রজম করা

١٤٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَيَهُوْدِيَّةً.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٤٧٦).

১৪৩৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যিনাকারী একজন ইয়াহূদী পুরুষ ও একজন ইয়াহূদী মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের নির্দেশ দেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৪৭৬)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সাথে আরো বিস্তারিত বিবরণ আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٤٣٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَيَهُوْدِيَّةً.

- صحيح بما قبله.

১৪৩৭। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনাকারী একজন ইয়াহূদী পুরুষ ও একজন মহিলাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দেন।

সহীহ্ পূর্বের হাদীসের সহায়তায়।

ইবনু উমার, বারাআ, জাবির, ইবনু আবী আওফা, আবদুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনু জাযই ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক বেশিরভাগ অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। তারা বলেছেন, আহলে কিতাবগণ নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে তার সমাধানের জন্য মুসলিম বিচারকের নিকট এলে–তিনি কুরআন-সুন্নাহ ও মুসলমানদের আইন-কানুন মতো বিচার করবেন। এই অভিমত প্রকাশ করেছেন আহমাদ ও ইসহাকও। অপর একদল অভিজ্ঞ আলিম বলেছেন, যিনার বেলায় তাদের উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠিত করা হবে না। প্রথমোক্ত মতই অনেক বেশি সহীহ্।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ নির্বাসন দণ্ড বিষয়ে

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

- صحيح : "الإرواء" (٢٣٤٤).

১৪৩৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যিনাকারীকে) বেত্রাঘাত করেছেন ও নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন, আবূ বাক্র (রাঃ) বেত্রাঘাত করেছেন ও নির্বাসন দিয়েছেন এবং উমার (রাঃ)-ও বেত্রাঘাত করেছেন এবং নির্বাসন দণ্ডও প্রদান করেছেন।

সহীহ্, ইরওয়া (২৩৪৪)

আবূ হুরাইরা, যাইদ ইবনু খালিদ ও উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি একাধিক বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীসের সূত্রে মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন। কিছু বর্ণনাকারী হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীস হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ হতে, তিনি নাফি হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বকর (রাঃ) প্রহার করেছেন ও নির্বাসন দিয়েছেন, উমার (রাঃ) প্রহার করেছেন ও নির্বাসন দিয়েছেন। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীসের তত্ত্বধান ছাড়াও মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক-নাফি-ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে কয়েকজন বর্ণনাকারী এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আবূ বাক্র (রাঃ) চাবুক পিটিয়েছেন এবং নির্বাসন শাস্তিও দিয়েছেন। উমার (রাঃ)-ও চাবুক পিটিয়েছেন এবং নির্বাসন শাস্তিও দিয়েছেন।" এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ নেই। নির্বাসন শাস্তির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে সহীহ্ সনদে হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আবূ হুরাইরা, যাইদ ইবনু খালিদ, উবাদা ইবনু সামিত ও অন্যান্য সাহাবীগণ এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস মোতাবিক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিজ্ঞ সাহাবী, যেমন আবূ বাক্র, উমার, আলী, উবাই ইবনু কা'ব, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবূ যার (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী আমল করেছেন। অনেক ফিক্হবিদ তাবিঈরও একইরকম অভিমত বর্ণিত আছে। অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও ।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْحُدُوْدَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ হাদ্দ প্রতিষ্ঠিত হলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়

١٤٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَجْلِسٍ، فَقَالَ : "تُبَايِعُوْنِيْ عَلٰى أَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوْا، وَلَا تَزْنُوْا - قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ -، فَمَنْ وَفّٰى مِنْكُمْ؛ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا، فَعُوْقِبَ عَلَيْهِ؛ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ؛ فَهُوَ إِلَى اللّٰهِ؛ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ".

- صحيح : "الإرواء" (٢٣٣٤)ق.

১৪৩৯। উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোন এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেনঃ তোমরা এই কথার উপর আমার নিকট বাই'আত করঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তোমরা কোন অংশীদার স্থাপন করবে না, চুরি করবে না এবং যিনা-ব্যভিচার করবে না। তারপর তিনি বাই'আত বিষয়ক পূর্ণ আয়াত তাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনালেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমাদের যে লোক এই বাই'আত পূর্ণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে তার জন্য তার পুরস্কার। আর কোন মানুষ এর কোন একটি অপরাধে জড়িয়ে পড়লে এবং এর জন্য তাকে শাস্তিও প্রদান করা হলে তাতে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। আর কোন মানুষ এর কোন একটি অপকর্ম করে বসলে এবং আল্লাহ তা'আলা সেটাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে দিলে তার প্রসঙ্গটি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ন্যস্ত। তাকে আল্লাহ তা'আলা চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন আবার মাফও করে দিতে পারেন।

সহীহ্, ইরওয়া (২৩৩৪), নাসা-ঈ

আলী, জারীর ইবনু আবদুল্লাহ ও খুযাইমা ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেন, "হাদ্দ বাস্তবায়িত হলে তা অপরাধীর গুনাহের কাফফারাস্বরূপ" –আমি এ প্রসঙ্গে এটা হতে উত্তম হাদীস আর কখনো শুনিনি। তিনি আরো বলেন, কোন মানুষ গুনাহে লিপ্ত হলে এবং সেটাকে আল্লাহ তা'আলা গোপন রাখলে আমি এই নীতি তার জন্য উত্তম মনে করি যে, অপরাধীও সেটাকে গোপন করে রাখবে এবং তার ও প্রভুর মধ্যকার বিষয়টি প্রসঙ্গে তাঁর নিকট তাওবা করতে থাকবে। আবূ বাক্‌র এবং উমার (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, একজন মানুষকে তারা দু'জনেই নিজের গুনাহের কথা গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْإِمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ ক্রীতদাসীদের উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠিত করা

١٤٤٠ – حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللّٰهِ؛ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٦٥) ق.

১৪৪০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কারো দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের নির্দেশ মোতাবেক তিনবার চাবুক পেটা কর। যদি এরপরও (চতুর্থবার) সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে বিক্রয় করে দাও একটি পশমের দড়ির পরিবর্তে হলেও।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৬৫), নাসা-ঈ

আবদুল্লাহ ইবনু মালিক (রাঃ)-এর সূত্রে আলী, আবূ হুরাইরা, যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) এবং শিব্ল (রাহঃ) হতে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মনে করেন, মালিক তার গোলামের উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করবে, শাসক নয়। এই অভিমত দিয়েছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও। তাদের অন্য একদল বলেছেন, মালিক নিজে হাদ্দ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। তাকে শাসকের নিকট সোপর্দ করতে হবে। প্রথম মতটিই অনেক বেশি সহীহ।

١٤٤١ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ، فَقَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلٰى أَرِقَّائِكُمْ؛ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَإِنْ أَمَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا؛ فَإِذَا هِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا – أَوْ قَالَ : تَمُوْتَ –، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ : "أَحْسَنْتَ".

– صحيح : "الإرواء" (٣٦٠/٧) م.

১৪৪১। আবূ আবদুর রাহমান আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) তার বক্তৃতায় বলেন, হে মানব মন্ডলী! তোমাদের গোলামদের উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠিত কর, তারা বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত যেটাই হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন দাসী যিনা করলে তাকে চাবুক পিটানোর জন্য তিনি আমাকে হুকুম করেন। আমি তার নিকট এসে দেখলাম, সে এইমাত্র

সন্তান প্রসব করেছে। আমার ভয় হল, আমি যদি তাকে চাবুক পেটা করি তাহলে হয়ত তাকে হত্যা করে ফেলব অথবা বলেছেন, সে মরে যেতে পারে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বলেনঃ (তার শাস্তি স্থগিত রেখে) তুমি ভালই করেছ।

সহীহ্, ইরওয়া (৭/৩৬০), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। সুদ্দীর নাম ইসমাঈল, পিতা আবদুর রাহমান, তিনি তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং হুসাইন ইবনু আলী ইবনি আবী তালিবকে দেখেছেন।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَدِّ السَّكْرَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ মাদকদ্রব্য সেবনকারীর শাস্তি (হাদ্দ)

١٤٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ؛ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَضَرَبَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِيْنَ، وَفَعَلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ؛ اِسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : كَأَخَفِّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

- صحيح : "الإرواء" (٢٣٧٧) م،خ مختصرا.

১৪৪৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একজন লোককে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হয়। সে মাদক সেবন করেছিল। তিনি দুইটি খেজুরের ডাল দিয়ে তাকে প্রায় চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ)-ও একইরকম শাস্তি দেন। উমার (রাঃ) খালীফা হওয়ার পর জনগণের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ) তখন বলেন, আশিটি বেত্রাঘাত হল সবচেয়ে

হালকা (সর্বনিম্ন) শাস্তি। অতএব উমার (রাঃ) আশিটি বেত্রাঘাতেরই আদেশ দিলেন।

সহীহ্, ইরওয়া (২৩৭৭), মুসলিম, বুখারী সংক্ষিপ্তভাবে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল অভিজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মনে করেন মাদকদ্রব্য সেবনকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করতে হবে।

١٥- بَابُ مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ، وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ যে লোক মাদকদ্রব্য সেবন করে তাকে চাবুক পেটা কর। সে চতুর্থবার মাদক সেবনে লিপ্ত হলে তাকে হত্যা করে ফেল

١٤٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ؛ فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ؛ فَاقْتُلُوْهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٧٢، ٢٥٧٣).

১৪৪৪। মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক সুরা পান করে তাকে চাবুক পেটা কর। যদি সে লোক চতুর্থবার সুরাপানে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে মেরে ফেল।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৭২, ২৫৭৩)

আবূ হুরাইরা, শারীদ, শুরাহ্বিল ইবনু আওস, জারীর, আবুর রামদা আল-বালাবী ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, মু'আবিয়ার হাদীসটি অনুরূপভাবে সাওরী বর্ণনা করেছেন আসিম হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি মু'আবিয়া

হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। ইবনু জুরাইজ এবং আমর বর্ণনা করেছেন সুহাইল ইবনু আবী সালিহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একই বিষয়ে আবূ সালিহ কর্তৃক আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় আবূ সালিহ কর্তৃক মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত এই হাদীসটি অত্যাধিক সহীহ। আবূ ঈসা বলেন, আমি ইমাম বুখারী (রাহঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি। তিনি আরো বলেছেন, পূর্বে মদ পানকারীকে মেরে ফেলার হুকুম ছিল। পরে সেটাকে বাতিল করা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক-মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদিরের সূত্রে, তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "যে লোক মাদকদ্রব্য সেবন করে সে লোককে চাবুক পেটা কর। যদি সে লোক চতুর্থবার তা সেবন করে তাহলে তাকে মেরে ফেল"। জাবির (রাঃ) বলেন, তারপর একজন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আনা হল। সে লোক চতুর্থবার সুরা পান করেছিল। তাকে তিনি বেত্রাঘাত করলেন কিন্তু হত্যা করেননি। ইমাম যুহ্রীও কাবীসা ইবনু যুয়াইব (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে একই কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি (কাবীসা) বলেছেন, প্রথমে হত্যার হুকুম ছিল, পরবর্তীতে তা বাতিল করা হয়েছে।

অভিজ্ঞ আলিমগণ এরূপ আমল করেছেন। আমরা এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনরকম দ্বিমত দেখতে পাইনি। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ একমত যে, মদ্য পানকারীকে মেরে ফেলা যাবে না। তাছাড়া এই বক্তব্যকে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস আরো বেশি মজবুত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে লোক এরকম সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই এবং আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল' –তার রক্তপাত (হত্যা) করা বৈধ হবে না। তবে এ ধরণের তিন প্রকার মানুষকে হত্যা করা যাবেঃ কোন মানুষের হত্যাকারী, বিবাহিত যিনাকারী এবং নিজের দীন পরিত্যাগকারী (মুরতাদ)।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ যে পরিমাণ (মাল) চুরি করলে হাত কেটে ফেলা বৈধ হবে

١٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَتْهُ عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِيْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

- صحيح : "الإرواء" (٢٤٠٢) م،خ نحوه.

১৪৪৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি চুরি করার অপরাধে (চোরের) হাত কাটার হুকুম দিতেন।

সহীহ্, ইরওয়া (২৪০২), মুসলিম, বুখারী অনুরূপ

আবূ ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। আইশা (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি মারফূভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য তার নিকট হতে কয়েকজন বর্ণনাকারী এটা মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٤٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مِجَنٍّ؛ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٨٤) ق.

১৪৪৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি ঢাল চুরির দায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (চোরের) হাত কাটার হুকুম দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৮৪), নাসা-ঈ

সা'দ, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা ও

আইমান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল অভিজ্ঞ সাহাবী আমল করেছেন। তাদের মধ্যে আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত। তিনি পাঁচ দিরহাম পরিমাণ চুরির দায়ে চোরের হাত কেটেছেন। উসমান ও আলী (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তারা দু'জনেই এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চুরির দায়ে চোরের হাত কেটেছেন। আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ (রাঃ) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তারা উভয়ে বলেছেন, পাঁচ দিরহাম চুরি করলে হাত কেটে ফেলা বৈধ হবে। একদল ফিকহ্‌বিদ তাবিঈ এই বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দিয়েছেন ইমাম মালিক ইবনু আনাস, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক। তারা মনে, করেন এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি চুরি করলে হাত কাটা বৈধ হবে।

ইবনু মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "এক দীনার অথবা দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করলেই কেবল হাত কাটা যাবে।" এটি মুরসাল হাদীস। এ হাদীসটি ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট হতে কাসিম ইবনু আবদুর রাহ্‌মান বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ আছে। অথচ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট কাসিম (রাহঃ) কিছুই শুনেননি। এ হাদীস মোতাবিক একদল অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। এই অভিমত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীগণ। তারা বলেছেন, দশ দিরহামের কম পরিমাণ চুরিতে হাত কাটা বৈধ হবে না। আলী (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, দশ দিরহামের কম পরিমাণ চুরিতে হাত কাটা যাবে না। এর সনদ সূত্র মুত্তাসিল নয়।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী ও লুণ্ঠনকারীদের প্রসঙ্গে

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ

اِبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلاَ مُنْتَهِبٍ، وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٨٩).

১৪৪৮। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারীর ব্যাপারে হাত কেটে ফেলার দণ্ড নেই।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৮৯)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ মনে করেন, এ হাদীস মোতাবিক আমল করতে হবে। ইবনু জুরাইজের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মত হাদীস মুগীরা ইবনু মুসলিম-আবূ যুবাইর ও জাবির (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণিত আছে। আলী ইবনুল মাদীনীর বক্তব্য অনুযায়ী মুগীরা ইবনু মুসলিম আল-বাসরী (রাহঃ) আবদুল আযীয আল-কাসমালীর ভাই।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ لاَ قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ ফল ও গাছের মাথার মজ্জা চুরি করার দায়ে হাত কাটার হুকুম নেই

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لاَ قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ، وَلاَ كَثَرٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٩٣).

১৪৪৯। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ গাছের ফল ও গাছের মজ্জা (তাল, খেজুর, নারিকেল ইত্যাদি গাছের মাথার নরম ও কচি অংশ) চুরির দায়ে হাত কাটার বিধান নেই।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৯৩)

আবূ ঈসা বলেন, কিছু বর্ণনাকারী হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাব্বান হতে, তিনি তার চাচা ওয়াসি' ইবনু হাব্বান হতে, তিনি রাফি ইবনু খাদীজ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে লাইস ইবনু সা'দের মতই বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবনু আনাস এবং আরও অনেকে এই হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাব্বান হতে, তিনি রাফি ইবনু খাদীজ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তারা ওয়াসি ইবনু হাব্বানের উল্লেখ করেন নাই।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لَا تُقْطَعُ الأَيْدِيْ فِي الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদঃ ২০ ॥ সামরিক অভিযান চলাকালে হাত কাটা যাবে না

١٤٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ ابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : "لَا تُقْطَعُ الأَيْدِيْ فِي الْغَزْوِ".

- صحيح : "المشكاة" (٣٦٠١).

১৪৫০। বুসর ইবনু আরতাত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সামরিক অভিযান চলা অবস্থায় হাত কাটা যাবে না।

সহীহ, মিশকাত (৩৬০১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। এই সনদসূত্রে ইবনু লাহীআ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণও একইরকম বর্ণনা করেছেন। বুসর ইবনু আরতাত (রাঃ) বুসর ইবনু আবী আরতাত নামেও পরিচিত। এ হাদীস মোতাবিক কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। আওযাঈ তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছেন। তারা মনে করেন, যুদ্ধ চলা অবস্থায় এবং শত্রু বাহিনীর উপস্থিতিতে হাদ্দ কার্যকর করা স্থগিত রাখতে হবে। কেননা

অভিযুক্ত লোকটি শাস্তির ভয়ে পালিয়ে শত্রু বাহিনীর সাথে যোগ দিতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্র হতে দেশে ফিরার পর ইমাম শাস্তিযোগ্য লোকের উপর হাদ্দ বাস্তবায়ন করবেন। ইমাম আওযাঈ এরকমটিই বলেছেন।

٢٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ জোরপূর্বক যে নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে

١٤٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ :أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُرِيْدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ، فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ :إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَقَالَتْ : إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوْا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِيْ ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ : نَعَمْ هُوَ هٰذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ؛ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا : "اِذْهَبِيْ؛ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ"، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا : "اِرْجُمُوْهُ"، وَقَالَ : "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ؛ لَقُبِلَ مِنْهُمْ".

– حسن : دون قوله : "ارجموه"؛ والأرجح أنه لم يرجم : "المشكاة" (٣٥٧٢)، "الصحيحة" (٩٠٠).

১৪৫৪। আলকামা ইবনু ওয়াইল (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় একজন মহিলা নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। রাস্তায় একজন লোক তার সামনে পড়ে এবং সে তাকে তার পোশাকে ঢেকে নিয়ে (জাপটে ধরে) নিজের প্রয়োজন মিটায় (ধর্ষণ করে)। মহিলাটি চিৎকার করলে লোকটি পালিয়ে গেল। তারপর আর একজন লোক তার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল। মহিলাটি বলল ঐ লোকটি আমার সাথে এই এই করেছে। ইতোমধ্যে মুহাজির সাহাবীদের একটি দলও সে স্থান দিয়ে যাচ্ছিল। মহিলাটি বলল, ঐ লোকটি আমার সাথে এই এই করেছে। যে লোকটি তাকে ধর্ষণ করেছে বলে সে ধারণা করল, তারা (দৌড়ে) গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন। তাকে নিয়ে তারা মহিলাটির সামনে ফিরে আসলে সে বলল, হ্যাঁ, এই সেই লোক। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাকে নিয়ে আসেন। তিনি যখন তাকে রজমের (পাথর মেরে হত্যা) হুকুম দিলেন, সে সময়ে তার আসল ধর্ষণকারী উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার ধর্ষণকারী (ঐ লোকটি নয়)। তিনি মহিলাটিকে বললেনঃ যাও, তোমাকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি (সন্দেহজনকভাবে) ধৃত লোকটির সম্বন্ধে ভাল কথা বললেন। মহিলাটির আসল ধর্ষণকারীর সম্পর্কে তিনি হুকুম করলেন ঃ একে রজম কর। তিনি আরো বললেন ঃ সে এমন ধরণের তাওবা করেছে, যদি মাদীনার সকল জনগণ এমন তাওবা করে তবে তাদের সেই তাওবা কবূল করা হবে।

হাসান, তাকে রজম কর বাক্য ব্যতীত। সঠিক বক্তব্য হল তাকে রজম করা হয় নাই। মিশকাত (৩৫৭২) সহীহাহ (৯০০)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব সহীহ্ বলেছেন। আলকামা (রাহঃ) তার পিতা ওয়াইল (রাঃ)-এর কাছে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি বয়সে তার ভাই আবদুল জাব্বারের চেয়ে বড় ছিলেন। আবদুল জাব্বার (রাহঃ) তার আব্বা ওয়াইল (রাঃ)-এর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করেননি।

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ কোন মানুষ পশুর সাথে কু-কর্মে লিপ্ত হলে

١٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ وَقَعَ عَلٰى بَهِيْمَةٍ؛ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ".

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٦٤).

১৪৫৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যে মানুষকে পশুর সাথে কু-কর্মে লিপ্ত দেখ, তাকে এবং পশুটিকে হত্যা কর।

হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৬৪)

فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا شَأْنُ الْبَهِيْمَةِ؟! قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا، وَلٰكِنْ أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرِهَ أَنْ يُّؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا، أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا، وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذٰلِكَ الْعَمَلُ.

- حسن.

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলা হল, পশুটির অপরাধ কি? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু শুনিনি। তবে আমার ধারণামতে যে পশুটির সাথে এরূপ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গোশ্ত খাওয়া বা এটাকে কোন কাজে ব্যবহার করাকে লোকদের জন্য পছন্দ করেননি।

হাসান

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ইকরিমা (রাহঃ)-এর সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমর ইবনু আবী আমর ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে এটাকে সুফিয়ান সাওরী আসিম হতে, তিনি আবূ রাযীন

হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি পশুর সাথে কুকর্ম করল, তার কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নেই।

এটি পূর্ববর্তী হাদীসের চেয়ে অনেক বেশি সহীহ্। এ হাদীস মোতাবেক অভিজ্ঞ আলিমগণ মতামত দিয়েছেন। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক ।

٢٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَدِّ اللُّوطِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ পায়ুকামী বা সমকামীর শাস্তি

١٤٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ؛ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٦١).

১৪৫৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যে মানুষকে লূত সম্প্রদায়ের কুকর্মে (সমকামিতায়) নিয়োজিত পাবে সেই কুকর্মকারীকে এবং যার সাথে কুকর্ম করা হয়েছে তাকে মেরে ফেলবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৬১)

জাবির ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রেই আমরা জেনেছি। এ হাদীসটি আমর ইবনু আবী আমরের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে মানুষ লূত সম্প্রদায়ের কুকর্ম করে সে অভিশপ্ত।"

এই বর্ণনায় 'হত্যা করার' উল্লেখ নেই। এতে আরো আছে ঃ "যে মানুষ পশুর সাথে কুকর্ম করে সেও অভিশপ্ত"।

উপরে উল্লেখিত হাদীসটিকে আসিম ইবনু উমার সুহাইল ইবনু আবূ সালিহ-এর সূত্রে, তিনি তার বাবার সূত্রে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "এ কাজের কর্তা ও কর্ম দুজনকেই মেরে ফেল"।

এ হাদীসের সনদ বিতর্কিত। সুহাইলের সূত্রে এ হাদীসটি আসিম ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আসিমের স্মরণশক্তি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে সমালোচিত।

অভিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে লাওয়াতাতকারীর (সমকামীর) শাস্তির ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সমকামীকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করতে হবে, সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক। অন্য একদল ফিকহ্‌বিদ তাবিঈ, যেমন হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখঈ, আতা ইবনু আবূ রাবাহ প্রমুখ বলেছেন, সমকামীর শাস্তি যিনাকারীর শাস্তির মতই। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের।

١٤٥٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ".

– حسن : "ابن ماجه" (٢٥٦٣).

১৪৫৭। আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আকীল (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাবির (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যে কুকর্মটি আমার উম্মাতের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সর্বাধিক ভয় করি তা হল লূত সম্প্রদায়ের কুকর্ম।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৫৬৩)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আকীল ইবনু আবূ তালিব হতে জাবির (রাঃ)-এর সূত্রেই হাদীসটি এভাবে জেনেছি।

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী) প্রসঙ্গে

١٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيِّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ : "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ؛ فَاقْتُلُوْهُ"، وَلَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : "لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ"، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ : صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ!

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٣٥).

১৪৫৮। ইকরিমা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদল মানুষ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে (মুরতাদ্দ হয়ে গেলে) আলী (রাঃ) তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী মোতাবিক হত্যা করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ “যে মানুষ তার দীন পরিবর্তন করে তাকে মেরে ফেল”। আমি (ইবনু আব্বাস) কখনো তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে মারতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আযাব (আগুন) দ্বারা (কাউকে) শাস্তি দিও না।” একথা আলী (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, ইবনু আব্বাস সঠিক বলেছে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৩৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা- হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ ধর্মত্যাগীর হুকুমের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন মহিলা ইসলাম ধর্ম বর্জন করলে তার কি শাস্তি হবে এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে দ্বিমত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, তাকে মৃতুদণ্ড প্রদান করা হবে। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম আওযাঈ,

আহমাদ ও ইসহাক। অপর একদল বলেছেন, তাকে বন্দী করা হবে, মেরে ফেলা যাবে না। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের।

٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السِّلاَحَ
অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ যে মানুষ (রক্তপাতের উদ্দেশ্যে) অস্ত্র উঠায়

١٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ؛ فَلَيْسَ مِنَّا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٧٥، ٢٥٧٧) م.

১৪৫৯। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের বিপক্ষে যে মানুষ অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৭৫, ২৫৭৭), মুসলিম

ইবনু উমার, ইবনুয যুবাইর, আবূ হুরাইরা ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيْرِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ তা'যীর প্রসঙ্গে

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ ﷺ : "لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ؛ إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللَّهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٠١).

১৪৬৩। আবূ বুরদা ইবনু নিয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হাদ্দের অন্তর্ভুক্ত কোন অন্যায় ছাড়া (অন্য অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে) দশটির বেশি বেত্রাঘাত প্রদান করা যাবে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬০১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ বিষয়ে শুধুমাত্র বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ-এর হাদীসের মাধ্যমে জেনেছি। অভিজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে তা'যীর বিষয়ে দ্বিমত আছে। উপরোক্ত হাদীসটি তা'যীর বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। হাদীস বুকাইরের সূত্রে ইবনু লাহীআ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এতে ভুলের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেছেন, আবদুর রাহমান ইবনু জাবির ইবনু আবদুল্লাহর সূত্রে, তিনি তার বাবার সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা ভুল। লাইস ইবনু সা'দের সনদে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্। তা হলঃ আবদুর রাহমান ইবনু জাবির ইবনু আবদুল্লাহ-আবূ বুরদা ইবনু নিয়ার (রাঃ) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٦ - كِتَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

অধ্যায় ১৬ ঃ শিকার

١ - بَابُ مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ কুকুরের কোন্ ধরণের শিকার খাওয়ার যোগ্য এবং কোন্ ধরণের শিকার খাওয়ার অযোগ্য

١٤٦٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ. (ح) وَالْحَجَّاجُ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَائِذِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ؟ قَالَ : "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ؛ فَكُلْ". قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ : "وَإِنْ قَتَلَ"، قُلْتُ : إِنَّا أَهْلُ رَمْيٍ؟ قَالَ : "مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ؛ فَكُلْ"، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ؛ فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ : "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا؛ فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ، ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٠٧) ق.

১৪৬৪। আইযুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা শিকারকারী সম্প্রদায়। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি

আল্লাহ্ তা'আলার নামে তোমার কুকুর ছেড়ে থাক এবং তোমার জন্য সে শিকার ধরে তাহলে তুমি তা খেতে পার। আমি বললাম, সে যদি তা মেরে ফেলে? তিনি বললেনঃ মেরে ফেললেও। আমি বললাম, আমরা তীর নিক্ষেপকারী সম্প্রদায়। তিনি বললেন ঃ তোমার তীর তোমাকে যা ফিরত দেয় তা খাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমরা ভ্রমণে বের হয়ে থাকি; ইয়াহূদী, নাসারা ও মাজূসীদের এলাকা দিয়ে চলাচল করে থাকি। আমরা তাদের পাত্র ব্যতীত অন্য কোন পাত্র আমাদের ব্যবহারের জন্য জোগাড় করতে পারি না। তিনি বললেন ঃ এদের পাত্র ব্যতীত তোমরা অন্য পাত্র জোগাড় করতে না পারলে এগুলোকে পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নাও, তারপর এতে পানাহার কর।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২০৭), নাসা-ঈ

আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আইযুল্লাহ্র ডাকনাম আবূ ইদরীস আল-খাওলানী। আবূ সালাবা আল-খুশানী (রাঃ)-এর নাম জুরছূম, তাকে জুরছূম ইবনু নাশিদ মতান্তরে ইবনু কাইসও বলা হয়।

١٤٦٥ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا نُرْسِلُ كِلاَبًا لَّنَا مُعَلَّمَةً؟ قَالَ : "كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ"، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ : "وَإِنْ قَتَلْنَ؛ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ غَيْرُهَا"، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ؟ قَالَ : "مَا خَزَقَ؛ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ؛ فَلاَ تَأْكُلْ".

– صحيح: "ابن ماجه" (٣٢٠٨ و ٣٢١٢ و ٣٢١٤ و ٣٢١٥) ق.

১৪৬৫। আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেই। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য এরা যা ধরে

রাখে তা খাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা যদি শিকার হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন ঃ এরা হত্যা করলেও খেতে পার যদি এর সাথে অন্য কুকুর অংশ গ্রহণ না করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা বর্শা (বা লাঠি) ছুড়ে থাকি। তিনি বলেন ঃ তার তীক্ষ্ম অগ্রভাগ শিকারকে জখম করলে তা খাও, কিন্তু তার পার্শ্বদেশের আঘাতে শিকার হলে তা খেও না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২০৮, ৩২১২, ৩২১৪, ৩২১৫), নাসা-ঈ

উপরোক্ত হাদীসের মত মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া-মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর (রাহঃ) হতে এই সূত্রেবর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আছে ঃ "তাঁকে বর্শা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হল"। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ শিকারের প্রতি কোন লোক তীর ছোড়ার পর তা অদৃশ্য হয়ে গেলে

١٤٦٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرْمِي الصَّيْدَ، فَأَجِدُ فِيْهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِيْ؟ قَالَ : "إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ، وَلَمْ تَرَ فِيْهِ أَثَرَ سَبُعٍ؛ فَكُلْ".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٥٣٩)ق نحوه.

১৪৬৮। আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি শিকারের দিকে তীর ছুড়ে থাকি। পরবর্তী দিন সেটাতে আমার তীর বিদ্ধ অবস্থায় দেখি। তিনি বললেন ঃ তুমি যদি জানতে পার যে, তোমার তীরই এটাকে মেরেছে এবং এতে কোন হিংস্র পশুর চিহ্ন না দেখ তাহলে তা খাও।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাঊদ (২৫৩৯), নাসা-ঈ অনুরূপ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। শুবা-আবূ বিশর ও আবদুল মালিক ইবনু মাইসারা হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ)-এর সূত্রেও আদী ইবনু হাতিমের এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রটিও সহীহ্। আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتاً فِي الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ কোন লোক শিকারকে লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার পর তা পানির মধ্যে মৃত পেলে

١٤٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ : "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ؛ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ؛ فَكُلْ؛ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ؛ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي : اَلْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ؟".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٥٤٠) ق.

১৪৬৯। আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিকারের বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার তীর ছোঁড়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলার নাম স্মরণ কর। তুমি যদি শিকারকে মৃত পাও তবুও তা খেতে পার। কিন্তু তুমি তা পানিতে পড়ে থাকা অবস্থায় পেলে তা খাওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা তোমার জানা নেই, এটাকে পানি হত্যা করেছে না তোমার তীর হত্যা করেছে।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৫৪০), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ কুকুর তার শিকার হতে কিছু খেলে

١٤٧٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ؟ قَالَ : "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ؛ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَإِنْ أَكَلَ؛ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهِ"، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخَرُ؟ قَالَ : "إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْ عَلٰى غَيْرِهِ".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٥٣٨ و٢٥٤٣)، "الإرواء" (٢٥٤٦) ق.

১৪৭০। আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকারের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার শিকারী কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলার নাম স্মরণ করে থাকলে সে তোমার জন্য যা ধরে রাখে তা খাও। যদি সে শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তা খেও না। কেননা সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমাদের কুকুরের সাথে অন্য কুকুর এসে মিলিত হয়ে যায়? তিনি বললেন ঃ তুমি তো আল্লাহ্র নাম নিয়েছ তোমার কুকুরের ক্ষেত্রে, অন্য কারো কুকুরের বেলায় তো নাওনি।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৫৩৮, ২৫৪৩), ইরওয়া (২৫৪৬), নাসা-ঈ

এটা খাওয়াকে সুফিয়ান সাওরী মাকরূহ বলেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীস মোতাবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ আমল করেছেন। তাদের মতে শিকারকৃত এবং

যবেহ কৃত পশু পানিতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে তা খাওয়া বৈধ নয়। তাদের অপর একদল বলেছেন, কণ্ঠনালী কাটার পর পানিতে পড়ে গিয়ে মারাগেলে তা খাওয়া যাবে। এই অভিমত ইবনুল মুবারাকেরও।

কুকুর শিকারের কিছু অংশ খাওয়ার পর তা খাওয়া বৈধ হবে কি-না এ বিষয়েও অভিজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। বেশিরভাগ অভিজ্ঞ আলিম বলেছেন, কুকুর শিকার হতে কিছু অংশ খেয়ে নিলে সেই শিকার খাওয়া বৈধ নয়। এই কথা বলেছেন সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। অন্যদিকে এটা খাওয়ার পক্ষে একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ সম্মতি দিয়েছেন।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ বর্শা দিয়ে শিকার করা

١٤٧١ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيسٰى : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ : "مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ؛ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ؛ فَهُوَ وَقِيْذٌ".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٥٤٣)ق.

১৪৭১। আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বর্শা দিয়ে শিকার করা প্রসঙ্গে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেনঃ এর তীক্ষ্ম অগ্রভাগ দিয়ে যেটা শিকার করেছ তা খাও। আর যেটা এর পার্শ্বদেশ দ্বারা শিকার করেছ তা মৃত পশুর সমতুল্য (নিষিদ্ধ)।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৫৪৩), নাসা-ঈ

এ হাদীসটি ইবনু আবূ উমার-সুফিয়ান হতে, তিনি যাকারিয়া হতে, তিনি শাবী (রাহঃ)-এর সূত্রেও আদী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক আলিমগণ আমল করেছেন।

٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِيْحَةِ بِالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ চকমকি (সাদা) পাথর দিয়ে যবেহ করা

١٤٧٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا، أَوِ اثْنَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَعَلَّقَهُمَا، حَتّٰى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٧٥).

১৪৭২। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তার বংশের একজন লোক একটি অথবা দু'টি খরগোশ শিকার করার পর একটি সাদা পাথর দ্বারা তা যবেহ্ করে। সে শিকার দু'টি ঝুলানো অবস্থায় রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করে। সে এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করে। তিনি তাকে এটা খাওয়ার নির্দেশ দেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৭৫)

আবূ ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সাফওয়ান, রাফি ও আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। সাদা পাথর দ্বারা যবেহ করার পক্ষে একদল আলিম অনুমতি প্রদান করেছেন। তারা খরগোশ খাওয়াতে কোন আপত্তি আছে বলে মনে করেন না। বেশিরভাগ আলিমের এই অভিমত। খরগোশের গোশত খাওয়াকে কিছু আলিম মাকরূহ্ বলেছেন। এ হাদীস বর্ণনায় (সনদসূত্রে) শাবী (রাহঃ)-এর শাগরিদগণ মতপার্থক্য করেছেন। দাঊদ ইবনু আবূ হিন্দ-আশ-শাবী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সাফওয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আসিম আল-আহ্ওয়াল-শাবী হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ অথবা মুহাম্মাদ ইবনু সাফওয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু সাফওয়ান অনেক বেশি সহীহ্। কাতাদা-শাবী-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মত জাবির

আল-জুফী-শাবী হতে, তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হয়ত একই হাদীস দু'জনেই শাবীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেছেন, জাবিরের সূত্রে শাবি হতে বর্ণিত হাদীসটি অরক্ষিত।

٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُوْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ কোন পশুকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর ছুড়ে মারা হলে তা খাওয়া নিষেধ

١٤٧٣ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَفْرِيْقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ؛ وَهِيَ الَّتِيْ تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ.

– صحيح : "الصحيحة" (٢٣٩١).

১৪৭৩। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'মুজাস্‌সামা' খাওয়াকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। যে পশুকে চাঁদমারির নিশানা বানিয়ে তীর ছুড়ে হত্যা করা হয় তাকে 'মুজাসসামা' বলে।

সহীহ, সহীহা (২৩৯১)

ইরবায ইবনু সারিয়া, আনাস, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস জাবির ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন।

١٤٧٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ وَهْبٍ أَبِيْ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ

–وَهُوَ اِبْنُ سَارِيَةَ–، عَنْ أَبِيْهَا. أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مَخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الْخَلِيْسَةِ. وَأَنْ تُوْطَأَ الْحَبَالَى حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِيْ بُطُوْنِهِنَّ.

– صحيح : صحيح مفرقا؛ إلا الخليسة : "الصحيحة" (٤/٢٣٨-٢٣٩) و (١٦٧٣) (٢٣٥٨) (٢٣٩١)،و «الإيرواء» (٢٤٨٨)، "صحيح أبي داود" (١٨٨٣ ، ٢٥٠٧).

১৪৭৪। উম্মু হাবীবা বিনতু ইরবায ইবনু সারিয়া (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের পশুগুলো খাওয়া অবৈধ ঘোষণা করেছেন ঃ শিকারী দাঁতওয়ালা হিংস্র পশু, নখর ও থাবাযুক্ত হিংস্র পাখি, গৃহপালিত গাধা, মুজাসসামা এবং খালীসা। তিনি (সদ্য হস্তগত) গর্ভবতী বাঁদীর সাথে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত সহবাস করতেও বারণ করেছেন।

সহীহ্, খালীসা ব্যতীত অন্যগুলি পৃথক পৃথকভাবে সহীহ্, সহীহা (৪/২৩৮-২৩৯), (১৬৭৩), (২৩৫৮), (২৩৯১), ইরওয়া (২৪৮৮), সহীহ্ আবূ দাউদ (১৮৮৩, ২৫০৭)

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া বলেন, মুজাসসামার ব্যাপারে আবূ আসিমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যে পাখি অথবা পশুকে চাঁদমারির নিশানা বানিয়ে তীর ছুড়ে মেরে ফেলা হয় তাকে 'মুজাসসামা' বলে। 'খালীসা' বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বাঘ অথবা কোন হিংস্র পশু কোন প্রাণী ধরে নিলে কোন মানুষ তা ছিনিয়ে আনল, কিন্তু তা যবেহ করার আগেই তার হাতে মারা গেলে এটাকে 'খালীসা' বলে।

١٤٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ

الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٨٧) م.

১৪৭৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জীবন্ত পশুকে তীর ছুড়ে মারার জন্য লক্ষ্যবস্তু (চাঁদমারি) বানাতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (৩১৮৭), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুযায়ী অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করার কথা বলেছেন।

١٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ জানীন (পশুর গর্ভস্থ ভ্রূণ) যবেহ করা বিষয়ে

١٤٧٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، (ح) قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٩٩).

১৪৭৬। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জানীন (গর্ভস্থ ভ্রূণ)-এর মাকে যবেহ করাই এর জন্য যথেষ্ট।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৯৯)

জাবির, আবূ উমামা, আবুদ দারদা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ এবং ইসহাকও এই মত ব্যক্ত করেছেন (গর্ভবতী পশু যবেহ করলে তার গর্ভস্থ বাচ্চা আলাদা করে যবেহ করার দরকার হবে না)। আবুল ওয়াদ্দাক-এর নাম জাব্‌র, পিতা নাওফ।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ وَذِيْ مِخْلَبٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ থাবা ও শিকারী দাঁতওয়ালা হিংস্র পশু ও নখরযুক্ত শিকারী পাখি খাওয়া নিষেধ

١٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٣٢) ق.

১৪৭৭। আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, থাবা ও শিকারী দাঁতওয়ালা হিংস্র পশু (খেতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৩২), নাসা-ঈ

উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ সাঈদ ইবনু আবদুর রাহ্‌মান আল-মাখযূমী ও অন্যান্যরা-সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে, তিনি আবূ ইদরীস আল-খাওলানীর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ ইদরীস আল-খাওলানীর নাম আইযুল্লাহ, পিতা আবদুল্লাহ।

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ

سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - يَعْنِيْ : يَوْمَ خَيْبَرَ - اَلْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ.

- صحيح : "الإرواء" (١٣٨/٨).

১৪৭৮। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম ঘোষণা করেছেন গৃহপালিত গাধা, খচ্চরের গোশত, প্রত্যেক শিকারী দাঁতওয়ালা হিংস্র পশু এবং পাঞ্জাধারী শিকারী পাখিকে (খাওয়াকে)।

সহীহ্, ইরওয়া (৮/১৩৮)

আবূ হুরাইরা, ইরবায ইবনু সারিয়া ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

١٤٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ كُلَّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٣٣) م.

১৪৭৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শিকারী দাঁতওয়ালা হিংস্র পশু (খাওয়া) অবৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৩৩), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ অভিজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ আমল করেছেন। এই কথা বলেছেন, (এসব পশুর গোশত হারাম) আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও।

١٢ - بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ জীবিত পশুর শরীরের কোন অংশ কেটে আলাদা হয়ে গেলে তা মৃত (এবং খাওয়া হারাম)

١٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ؛ وَهُمْ يَجِبُّوْنَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُوْنَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ : "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ؛ فَهِيَ مَيِّتَةٌ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٢١٦).

১৪৮০। আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনায় আসলেন। এখানকার জনগণ জীবিত উটের কুঁজ ও মেষের লেজের গোড়ার গোশত পিন্ডের অংশ কেটে খেত। তিনি বলেন, জীবিত পশুর শরীরের কোন অংশ কেটে আলাদা করা হলে তা মৃত হিসেবেই গণ্য।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২১৬)

পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ ইবরাহীম ইবনু ইয়াকূব আল-জাওযাজানী-আবুন নাযর হতে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু দীনার (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধু যাইদ ইবনু আসলামের সূত্রেই জেনেছি। এ হাদীস মোতাবিক আলিমগণ আমল করেছেন (অর্থাৎ পশুর শরীরের কাটা অংশ খাওয়া মৃত প্রাণীর ন্যায় অবৈধ)। আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসীর নাম আল-হারিস, পিতা আওফ।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ الْوَزَغِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ গিরগিটি (টিকটিকি) জাতীয় প্রাণী মেরে ফেলা বিষয়ে

١٤٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً بِالضَّرْبَةِ الْأُوْلٰى؛ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ؛ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ؛ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً".

- صحيح : م(٧/٤٢).

১৪৮২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম আঘাতেই যে লোক একটি গিরগিটি (টিকটিকি) মারতে পারে তার জন্য এই এই পরিমাণ সাওয়াব। সে এটাকে দ্বিতীয় আঘাতে মারতে পারলে তার জন্য এই এই পরিমাণ সাওয়াব। সে তা তৃতীয় আঘাতে মারতে পারলে তার জন্য এত এত সাওয়াব।

সহীহ্, মুসলিম (৭/৪২)

ইবনু মাসউদ, সা'দ, আইশা ও উম্মু শারীক (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ সাপ মারা

١٤٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ

ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْحُبْلَى".

– صحيح : ق.

১৪৮৩। সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাপ মার। পিঠে দু'টি দাগ বিশিষ্ট সাপ ও লেজকাটা সাপকে তোমরা মেরে ফেল। কেননা এ দু'টি সাপ দৃষ্টিশক্তি ধ্বংস করে এবং (মহিলাদের) গর্ভপাত ঘটায়।

সহীহ্, নাসা-ঈ

ইবনু মাসঊদ, আইশা, আবূ হুরাইরা ও সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ লুবাবা (রাঃ)-এর সূত্রে ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "পরবর্তীতে ঘরে বসবাসকারী সাপ মারতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন"। এ ধরণের সাপকে 'আওয়ামির' বলা হয়। এ সম্পর্কিত হাদীস যাইদ ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতেও ইবনু উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মুবারাক বলেন, হালকা ধরণের সাদা সাপ যা চলার সময় কুঁকড়ায় না তা মারা নিষিদ্ধ।

١٤٨٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ لِبُيُوْتِكُمْ عُمَّارًا، فَحَرِّجُوْا عَلَيْهِنَّ ثَلاَثًا، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ؛ فَاقْتُلُوهُنَّ".

– صحيح : "الضعيفة" (تحت الحديث ٣١٦٣) م.

১৪৮৪। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরে বসবাসকারী অন্য প্রাণীও আছে। এদেরকে তিনবার সাবধান কর। এরপরও তা হতে তোমাদের জন্য (ক্ষতিকর কিছু) প্রকাশ পেলে তবে এটাকে মেরে ফেল।

সহীহ্, যঈফা (৩১৬৩ নং হাদীসের অধীনে), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, অনুরূপভাবে হাদীসটি উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার বর্ণনা করেছেন, সাইফী হতে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে। মালিক ইবনু আনাস বর্ণনা করেছেন সাইফী হতে, তিনি আবুস সাইব হতে, তিনি আবূ সাঈদ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। এই হাদীসটির একটি ঘটনা আছে। এই হাদীসটি উবাইদুল্লাহ ইবনু উমারের হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ্। মুহাম্মাদ ইবনু আজলান সাইফী হতে মালিকের মতই বর্ণনা করেছেন।

١٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ الْكِلَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ কুকুর নিধন প্রসঙ্গে

١٤٨٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا مَنْصُوْرُ ابْنُ زَاذَانَ، وَيُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمَمِ؛ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا؛ فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيْمٍ".

– صحيح : "المشكاة" (٤١٠٢– التحقيق الثاني)، "غاية المرام" (١٤٨)، "صحيح أبي داود" (٢٥٣٥).

১৪৮৬। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুকুর (আল্লাহ্ তা'আলার) সৃষ্ট প্রাণীগুলোর একটি প্রাণী না হলে আমি এর সবগুলোকে মেরে ফেলার হুকুম করতাম। অতএব এগুলোর মধ্যে যে কুকুরগুলো অত্যাধিক কালো সেগুলোকে তোমরা মেরে ফেল।

সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (৪১০২), গাইয়াতুল মারাম (১৪৮), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৫৩৫)

ইবনু উমার, জাবির, আবূ রাফি ও আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় আছে ঃ "কালো রং-এর কুকুরগুলো শাইতান"।

সেগুলোই ঘোর কালো কুকুরের পর্যায়ে পরে যেগুলোর মধ্যে সাদা রং-এর কোন চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না। কালো কুকুরের শিকার খাওয়াকে একদল আলিম মাকরূহ্ মনে করেন।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا مَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

অনুচ্ছেদঃ ১৭॥ কুকুর পালনকারীর কি পরিমাণ সাওয়াব কমে যায়

١٤٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، أَوِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ، وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ؛ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٥٣٤) ق.

১৪৮৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক শিকারী কুকুর অথবা গবাদিপশু পাহারাদার কুকুর ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্যে কুকুর লালন-পালন করে থাকে, তার সাওয়াব হতে প্রতিদিন দুই কীরাত (উহুদ পর্বতের সমতুল্য নেকি) পরিমাণ কমে যায়।

সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (২৫৩৪), নাসা-ঈ

আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল, আবূ হুরাইরা ও সুফিয়ান ইবনু আবূ যুহাইর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আও কালবা যারইন' (অথবা ফসলাদি পাহারাদার কুকুর ব্যতীত)।

١٤٨٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ؛ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ. قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ : أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ؟! فَقَالَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ.

– صحيح : "الإرواء" (٢٥٤٩) م.

১৪৮৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী কুকুর অথবা গবাদিপশু পাহারাদার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর মারার হুকুম দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে বলা হল, আবূ হুরাইরা বলেন, "অথবা ফসলাদি পাহারাদার কুকুর" বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর কৃষিভূমি ছিল।

সহীহ্, ইরওয়া (২৫৪৯), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٤٨٩ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ : إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ : "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمَمِ؛ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا؛ فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُوْنَ كَلْبًا؛ إِلاَّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ؛ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٠٥).

১৪৮৯। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিচ্ছিলেন

তখন তাঁর চেহারার সম্মুখ থেকে যারা খেজুর গাছের ডাল সরিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ কুকুর যদি (আল্লাহ্ তা'আলার) সৃষ্ট প্রজাতিসমূহের মধ্যে একটি প্রজাতি না হতো তবে আমি এগুলোকে ধ্বংসের জন্য নির্দেশ দিতাম। অতএব এদের মধ্যে যে কুকুরগুলো মিশমিশে কালো তাদেরকে মেরে ফেল। যে বাড়ীর মানুষেরা শিকারের উদ্দেশ্যে, ফসলাদি ও মেষপাল পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর পালন করে থাকে তাদের সৎআমল হতে প্রতিদিন এক কীরাত করে (সাওয়াব) কমে যায়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২০৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে হাসান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফান হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সনদেও বর্ণিত আছে।

١٤٩٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ؛ اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٠٤) ق. لكن ليس عند خ : "أو صيد"؛ إلا معلقا.

১৪৯০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গবাদিপশু পাহারাদার কুকুর, শিকারী কুকুর অথবা কৃষিক্ষেত পাহারাদার কুকুর ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে যে লোক কুকুর লালন-পালন করে থাকে তার সাওয়াব হতে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ কমে যায়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২০৪) নাসা-ঈ, বুখারীতে শিকারী কুকুরের উল্লেখ আছে মুয়াল্লাকভাবে।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। কেবলমাত্র একটি

ছাগলের মালিককেও আতা ইবনু আবূ রাবাহ (রাহঃ) কুকুর পালনের সম্মতি প্রদান করেছেন। ইসহাক ইবনু মানসূর-হাজ্জাজ ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি আতা (রাহঃ) হতে এইসূত্রে তা বর্ণিত।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদঃ ১৮ ॥ বাঁশ ইত্যাদির চোকলা বা ফালি দ্বারা যবেহ করা

١٤٩١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَكُلُوهُ؛ مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُّ؛ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ؛ فَمُدَى الْحَبَشَةِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٨٧) ق.

১৪৯১। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আগামী কাল আমরা শত্রু পক্ষের মুখোমুখি হব। অথচ আমাদের নিকট ছুরি নেই (কিভাবে যবেহ করব)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দাঁত ও নখ ছাড়া রক্ত প্রবাহিত করতে সক্ষম এমন যে কোন জিনিস দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে যবেহ করলে তোমরা তা খাও। আমি তোমাদের দাঁত ও নখ প্রসঙ্গে বলছি যে, দাঁত হল হাড্ডি এবং নখ হল হাবশীদের (ইথিওপিয়ার বসবাসকারীদের) ছুরি।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৮৭), নাসা-ঈ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের মত

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি সুফিয়ান সাওরী হতে, তিনি তার বাবা আবাইয়া ইবনু রিফাআ ইবনু রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে এইসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রের মধ্যে 'আবাইয়া হতে তার বাবার সূত্রে' কথাটি নেই এবং এটাই অনেক বেশি সহীহ। রাফি (রাঃ)-এর নিকটে আবাইয়া সরাসরি হাদীস শুনেছেন। এ হাদীস মোতাবিক আলিমগণ আমল করেছেন। দাঁত ও হাড় দিয়ে যবেহ করাকে তারা জায়িয মনে করেন না।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَعِيرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِذَا نَدَّ فَصَارَ وَحْشِيًّا؛ يُرْمَى بِسَهْمٍ أَمْ لَا؟

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ উট, গরু, মেষ-ছাগল ইত্যাদি ছুটে পালিয়ে গিয়ে বন্য হয়ে গেলে তা তীর মেরে শিকার করা যাবে কি-না?

١٤٩٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا؛ فَافْعَلُوا بِهِ هٰكَذَا".

- صحيح : وهو تمام الحديث الذي قبله.

১৪৯২। আবাইয়া ইবনু রিফাআ ইবনু রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (রাফি) বলেন, এক ভ্রমণে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, দলের একটি উট বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। তাদের সাথে

কোন ঘোড়া ছিল না। **একজন** লোক (এর প্রতি) তীর মারলে আল্লাহ তা'আলা এটাকে **থামিয়ে** দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **বললেন ঃ বন্য পশুর** মত এসব পশুর মধ্যেও পালিয়ে যাওয়ার **স্বভাব আছে। অতএব যে পশু** ঐ রকম করবে তোমরাও তার সাথে একই **ব্যবহার কর।**

সহীহ্, এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসের পরিপুরক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস মাহ্মূদ ইবনু গাইলান-ওয়াকী হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবাইয়া ইবনু রিফাআ হতে, তিনি তার দাদা রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে এ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রটিতে "আবাইয়া-তার আব্বা" এরকম কথা নেই এবং এটাই অনেক বেশি সহীহ্। এ হাদীস মোতাবিক আলিমগণ আমল করেছেন। সুফিয়ানের বর্ণনার মত শুবা (রাহঃ) ইবনু মাসরূকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٧ - كِتَابُ الْأَضَاحِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১৭ ঃ কুরবানী

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ দু'টি মেষ কুরবানী করা

١٤٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٢٠) ق.

১৪৯৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শিংযুক্ত ধুসর রং-এর দু'টি মেষ কুরবানী করেছেন। তিনি এ দু'টিকে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে নিজ হাতে যবেহ করেছেন– এর পাঁজরে নিজের পা রেখে চেপে ধরে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১২০), নাসা-ঈ

আলী, আইশা, আবূ হুরাইরা, আবূ আইয়ূব, জাবির, আবুদ দারদা, আবূ রাফি, ইবনু উমার ও আবূ বাকরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ যে ধরণের পশু কুরবানীর জন্য উত্তম

١٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيْلٍ، يَأْكُلُ فِيْ سَوَادٍ، وَيَمْشِيْ فِيْ سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٢٨).

১৪৯৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিং বিশিষ্ট ও মোটাতাজা (শক্তিশালী) একটি মেষ কুরবানী করেছেন। এর চেহারা, পা ও চোখ ছিল মিটমিটে কালো।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১২৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। আমরা শুধু হাফ্স ইবনু গিয়াসের সূত্রেই তা জেনেছি।

٥ - بَابُ مَا لاَ يَجُوْزُ مِنَ الأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ যে ধরণের পশু কুরবানী করা জায়িয নয়

١٤٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَفَعَهُ-، قَالَ : "لاَ يُضَحّٰى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَلاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَلاَ بِالْمَرِيْضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ الَّتِيْ لاَ تُنْقِيْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٤٤).

১৪৯৭। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) মারফূ হাদীস (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী) হিসাবে বর্ণনা করেছেনঃ খোঁড়া জন্তু যার খোঁড়ামী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব সম্পূর্ণভাবে

প্রকাশিত; রুগ্ন পশু যার রোগ দৃশ্যমান এবং ক্ষীণকায় পশু যার হারের মজ্জা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে– তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৪৪)

হান্নাদ-ইবনু আবূ যাইদা হতে, তিনি শুবা হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আবদুর রাহমান হতে, তিনি উবাইদ ইবনু ফাইরূয হতে, তিনি আল-বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আমরা শুধুমাত্র উবাইদ ইবনু ফাইরূযের সূত্রেই বারাআর এ হাদীসটি জেনেছি। এ হাদীস মোতাবিক আমল করার পক্ষে আলিমগণ মতামত দিয়েছেন। অর্থাৎ এ ধরণের ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা কুরবানী আদায় হবে না।

٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ ছয় মাসের মেষকে (ভেড়া, দুম্বা, ছাগল) কুরবানী করা প্রসঙ্গে

١٥٠٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُوْدٌ –أَوْ جَدْيٌ–، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ : "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٣٨).

১৫০০। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কয়েকটি ছাগল দিলেন কুরবানীর উদ্দেশ্যে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য। বিলিয়ে দেওয়ার পর ছয় মাস বা এক বছর বয়সের একটি বাচ্চা রয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, তুমিই এটাকে কুরবানী কর।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৩৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ওয়াকী বলেছেন, এক বৎসর অথচ সাত মাসের বাচ্চাকে 'জাযাআ' বলে।

অন্য সূত্রে উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদের মধ্যে) কুরবানীর পশু বন্টন করে দিলেন। একটি ছয় মাস বয়সের বাচ্চা রয়ে গেলে আমি (এ প্রসঙ্গে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমিই এটাকে কুরবানী কর। এটা বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার ইয়াযীদ ইবনু হারুন ও আবূ দাঊদ হতে, তারা উভয়ে হিশাম দাস্তুয়াঈ হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, বা'জাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বাদ্র হতে, তিনি উকবা ইবনু আমির হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَّةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ কুরবানীর পশুতে অংশগ্রহণ করা

١٥٠١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحٰى، فَاشْتَرَكْنَا : فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيْرِ عَشَرَةً.

– صحيح : وقد مضى برقم (٨٩٨).

১৫০১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ভ্রমণে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এরকম পরিস্থিতিতে কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হল। তখন আমরা একটি গরুতে সাতজন অংশীদার হয়ে এবং একটি উটে দশজন অংশীদার হয়ে কুরবানী আদায় করলাম।

সহীহ্, পূর্বে ৮৯৮ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আবুল আসাদ আস-সুলামী পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে

এবং আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীস বিষয়ে শুধুমাত্র ফাযল ইবনু মূসার সূত্রেই জেনেছি।

١٥٠٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ : اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٣٢) م.

১৫০২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়া নামক জায়গাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি উটে সাতজন অংশীদার হয়ে এবং একটি গরুতেও সাতজন অংশীদার হয়ে কুরবানী সম্পন্ন করেছি।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৩২), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ আমল করেছেন। একই অভিমত সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের (সাতজন পর্যন্ত উট-গরুতে অংশীদার হওয়া যায়)। ইসহাক (রাহঃ) আরো বলেন, দশজন মানুষও একটি উটে অংশীদার হতে পারে। তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসকে তার এ মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

٩ – بَابُ فِي الضَّحِيَّةِ بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ শিংভাঙ্গা ও কানফাটা পশু দিয়ে কুরবানী করা

١٥٠٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ : فَإِنْ

وَلَدَتْ؟ قَالَ : اِذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا، قُلْتُ : فَالْعَرْجَاءُ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ، قُلْتُ : فَمَكْسُوْرَةِ الْقَرْنِ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ؛ أُمِرْنَا - أَوْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ.

- حسن : "ابن ماجه" (٣١٤٣).

১৫০৩। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাতজন ব্যক্তি পর্যন্ত একটি গরুতে অংশীদার হওয়া যায়। আমি (হুযাইয়্যা) বললাম, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে (অর্থাৎ পেটে বাচ্চা পাওয়া গেলে)? তিনি বললেন, বাচ্চাটিকেও এর সাথে যবেহ কর। আমি বললাম, গরুটি খোঁড়া হলে? তিনি বললেন, যদি তা কুরবানীর স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে (তবে তা কুরবানী করা যাবে)। আমি বললাম, তার শিং ভাঙ্গা হলে? তিনি বললেন, এতে কোন সমস্যা নেই। আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে অথবা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন— আমরা যেন কুরবানীর পশুর (কেনার সময়) দুই চোখ ও দুই কান ভালভাবে দেখে নেই।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৩১৪৩)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটিকে সুফিয়ান সাওরী ও সালামা ইবনু কুহাইলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٠ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِيْ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ একটি ছাগলই একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট

١٥٠٥ - حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ : حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ : كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّيْ بِالشَّاةِ

عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُوْنَ، وَيُطْعِمُوْنَ، حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرٰى.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٤٧).

১৫০৫। আতা ইবনু ইয়াসার (রাহঃ) বলেন, আবূ আইয়ূব (রাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় কুরবানীর বিধান কেমন ছিল। তিনি বললেন, কোন লোক তার ও তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষে একটি ছাগল দ্বারা কুরবানী আদায় করত এবং তা নিজেরাও খেত, অন্যান্য লোকদেরকেও খাওয়াত। অবশেষে মানুষেরা গর্ব ও আভিজাত্যের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৪৭)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উমারা ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) মাদীনার বাসিন্দা ছিলেন। তার সূত্রে মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস মোতাবেক কিছু অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। এই অভিমত দিয়েছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (পুরো পরিবারের জন্য একটি কুরবানীই যথেষ্ট)। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটিকে নিজেদের মতের সমর্থনে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন ঃ "তিনি একটি মেষ কুরবানী করলেন এবং বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কুরবানী করতে অক্ষম তাদের পক্ষে এই কুরবানী"। অপর একদল অভিজ্ঞ আলিম বলেছেন, একটি ছাগল শুধু একজনের পক্ষে যথেষ্ট। এই মতটি দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক এবং অন্যান্য আলিমগণ।

١٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ কুরবানী করতে হবে ঈদের নামায আদায়ে পর

١٥٠٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ،

عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : خَطَبْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ : "لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُصَلِّيَ"، قَالَ : فَقَامَ خَالِيْ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا يَوْمٌ؛ اَللَّحْمُ فِيْهِ مَكْرُوْهٌ؛ وَإِنِّيْ عَجَّلْتُ نُسُكِيْ؛ لأُطْعِمَ أَهْلِيْ، وَأَهْلَ دَارِيْ -أَوْ جِيْرَانِيْ-؟ قَالَ : "فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ"، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ!، عِنْدِيْ عِنَاقُ لَبَنٍ؛ وَهِيَ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْمٍ؛ أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ : "نَعَمْ؛ وَهِيَ خَيْرُ نَسِيْكَتَيْكَ، وَلاَ تُجْزِئُ جَذَعَةٌ بَعْدَكَ".

- صحيح : "الإرواء" (٢٤٩٥)، "صحيح أبي داود" (٢٤٩٥-٢٤٩٦) م خ نحوه.

১৫০৮। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুৎবা প্রদান করলেন। তিনি বললেন ঃ (ঈদের) নামায আদায়ের আগে তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন কুরবানী না করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মামা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আজকের দিন তো এমন যে, পরে গোশত অপছন্দ লাগে। তাই আমি আমার পরিবারের সদস্যদের এবং প্রতিবেশীদেরকে খাওয়ানোর জন্য কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, তুমি আবার একটি পশু যবেহ করে দাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দুধ খায় এমন একটি বকরীর বাচ্চা এখনও আমার নিকট আছে, যা দু'টি হৃষ্টপুষ্ট বকরীর চাইতেও উত্তম। আমি কি এটাকে যবেহ করে দেব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার জন্য এটা উত্তম কুরবানী। তবে বকরীর এরূপ বাচ্চা কুরবানী করা তোমার পর আর কারো জন্য বৈধ হবে না।

সহীহ্, ইরওয়া (২৪৯৫), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৪৯৫-২৪৯৬), মুসলিম, বুখারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

জাবির, জুনদাব, আনাস, উয়াইমির ইবনু আশকার, ইবনু উমার ও

আবূ যাইদ আল-আনসারী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক বেশির ভাগ অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। তাদের মত অনুযায়ী শহরবাসী জনগণের জন্য ইমামের নামায সমাপ্তির পূর্বে কুরবানী করা বৈধ নয়। একদল আলিম গ্রামবাসীদের জন্য ফজরের নামাযের সময় হওয়ার পরই কুরবানীর সম্মতি দিয়েছেন। এই মত দিয়েছেন ইবনুল মুবারাকও। এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, ছয় মাসের বকরীর বাচ্চা কুরবানী করা হলে তা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু ছয় মাসের মেষের বাচ্ছা কুরবানী করলে তা বৈধ হবে।

١٣ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত খাওয়া মাকরূহ

١٥٠٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".

– صحيح : "الإرواء" (١١٥٥) م خ نحوه، وهو منسوخ بما بعده.

১৫০৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তার কুরবানীর গোশত যেন তিন দিনের অধিক না খায়।

সহীহ, ইরওয়া (১১৫৫), বুখারী, মুসলিম অনুরূপ এই বিধান পরবর্তী হাদীসের দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে।

আইশা ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। তিন দিনের পরে কুরবানীর গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় নিষেধ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তা (বেশি দিন) খাওয়ার সম্মতি দেন।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ কুরবানীর গোশত তিন দিনের পরেও খাওয়ার সম্মতি প্রসঙ্গে

١٥١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلٰى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ؛ فَكُلُوْا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوْا، وَادَّخِرُوْا".

- صحيح : "الإرواء" (٤/٣٦٨-٣٦٩) م.

১৫১০। সুলাইমান ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরবানীর গোশত তিন দিনের পরেও রাখতে (খেতে) আমি তোমাদেরকে বারণ করেছিলাম, যেন সম্পদশালীরা উদারহস্তে তাদের গোশত দরিদ্রদের মধ্যে দান করে। এখন তোমরা ইচ্ছামত তৃপ্তিসহকারে তা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং জমা করেও রাখতে পার।

সহীহ্, ইরওয়া (৪/৩৬৮-৩৬৯), মুসলিম

ইবনু মাসঊদ, আইশা, নুবাইশা, আবূ সাঈদ, কাদাতা ইবনু নু'মান, আনাস ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিজ্ঞ সাহাবী এবং অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ ফারাআ ও আতীয়াহ্ বিষয়ে

١٥١٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اِبْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيْرَةَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٦٨) ق.

১৫১২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (এখন আর কোন) ফারাআ নেই, আতীরাহ্ও নেই।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৬৮), নাসা-ঈ

উট বা ছাগল-ভেড়ার প্রথম বাচ্চাকে ফারাআ বলে। আরব মুশরিকরা এটাকে তাদের দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে যবেহ করত।

নুবাইশা, মিখনাফ ইবনু সুলাইম ও আবিল উশারার পিতা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। রজাব মাস হারাম মাসগুলোর মধ্যে প্রথম মাস হওয়ার কারণে এর সম্মানার্থে আরব মুশরিকরা পশু যবেহ করত। এ উদ্দেশ্যে যবেহকৃত পশুকে আতীরাহ বলে। হারাম মাসগুলো হচ্ছে ঃ রজব, যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররাম। হাজ্জের মাসগুলো হচ্ছে ঃ শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জের প্রথম দশদিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবী ও তৎপরবর্তীদের হতে হাজ্জের মাসগুলি প্রসঙ্গে এমতই বর্ণিত আছে।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيْقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ আকীকা প্রসঙ্গে

١٥١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ

الْمُفَضَّلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ : أَنَّهُمْ دَخَلُوْا عَلٰى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَسَأَلُوْهَا عَنِ الْعَقِيْقَةِ؟ فَأَخْبَرَتْهُمْ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَهُمْ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٦٣).

১৫১৩। ইউসুফ ইবনু মাহাক (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তারা কয়েকজন একত্রিত হয়ে আবদুর রাহমানের মেয়ে হাফসার নিকট গেলেন। তারা তাকে আকীকার ব্যপারে প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে জানান যে, তাকে আইশা (রাঃ) জানিয়েছেন, ছেলে সন্তানের পক্ষে একই বয়সের দু'টি বকরী এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষে একটি বকরী আকীকা দেওয়ার জন্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৬৩)

আলী, উম্মু কুরয, বুরাইদা, সামুরা, আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আনাস, সালমান ইবনু আমির ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ)-এর হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। হাফসা হচ্ছেন আবূ বাক্র (রাঃ)-এর ছেলে আবদুর রাহমানের মেয়ে।

١٧ – بَابُ الْأَذَانِ فِيْ أُذُنِ الْمَوْلُوْدِ؟

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ সদ্য প্রসূত শিশুর কানে আযান দেওয়া

١٥١٥ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ

سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ؛ فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذَى.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٦٤).

১৫১৫। সালমান ইবনু আমির আয-যাব্বী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক শিশুর পক্ষেই আকীকা করা দরকার। অতএব তার পক্ষ হতে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর (পশু যবেহ কর) এবং তার হতে ময়লা (বা কষ্টদায়ক বস্তু, যেমন চুল) দূর কর।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৬৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ হাদীস আল-হাসান ইবনু আ'ইয়ান-আবদুর রায্যাক হতে, তিনি ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি আসিম ইবনু সুলাইমান আল-আহ্ওয়াল হতে, তিনি হাফসা বিনতু সীরীন হতে, তিনি আর-রিবাব হতে, তিনি সালমান ইবনু আমির (রাঃ) হতে এইসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٥١٦ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ يَزِيْدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ؟ فَقَالَ : "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا".

– صحيح : "الإرواء" (٤/٣٩١).

১৫১৬। উম্মু কুর্য (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি আকীকার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। তিনি

বললেন ঃ ছেলে সন্তানের পক্ষে দু'টি বকরী এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষে একটি বকরী (আকীকা দিতে হবে)। আকীকার পশু নর বা মাদী যাই হোক না কেন তাতে তোমাদের কোন অসুবিধা নেই।

সহীহ্, ইরওয়া (৪/৩৯১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٩ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ (প্রতি বছর প্রতিটি পরিবার কুরবানী করবে)

١٥١٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا اِبْنُ عَوْنٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ رَمْلَةَ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ : كُنَّا وُقُوْفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ- أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيْرَةٌ؛ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ؟ هِيَ الَّتِيْ تَسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٢٥).

১৫১৮। মিখনাফ ইবনু সুলাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের মাঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ হে জনসমষ্টি! প্রতি বছর প্রতিটি পরিবারের পক্ষ হতে কুরবানী ও আতীরা রয়েছে। তোমরা কি জান, আতীরা কী? তোমরা যাকে রাজাবিয়া বল এটা তাই।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১২৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই ইবনু আওনের রিওয়ায়াত হিসাবে জেনেছি।

٢٠ - بَابُ الْعَقِيْقَةِ بِشَاةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ একটি ছাগল দ্বারা আকীকা

١٥١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : عَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ : "يَا فَاطِمَةُ! اِحْلِقِيْ رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً". قَالَ : فَوَزَنْتُهُ، فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا، أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ.

- حسن : "الإرواء" (١١٧٥).

১৫১৯। আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়।

হাসান, ইরওয়া (১১৭৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এর সনদ পরস্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়। বর্ণনাকারী আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনুল হুসাইন (রাঃ) আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ)-এর সাক্ষাত পাননি।

٢١ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ (ঈদের নামায আদায়ের পর কুরবানী করা প্রসঙ্গে)

١٥٢٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ

السَّمَّانَ، عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَدَعَا بِكَبْشَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا.

– صحيح : م (١٠٨/٥).

১৫২০। আবদুর রাহমান ইবনু আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে তার বাবার **সূত্রে বর্ণিত আছে,** নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের **(পর) খুৎবা প্রদান** করলেন। তারপর মিম্বার হতে নেমে দু'টি মেষ আনতে **বললেন।** তারপর এ দু'টোকে তিনি যবেহ করলেন।

সহীহ্, মুসলিম (৫/১০৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٢ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মাতের পক্ষে কুরবানী)

١٥٢١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَبِيْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَلْأَضْحٰى بِالْمُصَلّٰى، فَلَمَّا قَضٰى خُطْبَتَهُ؛ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ، فَأُتِيَ بِكَبْشٍ، فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَقَالَ : "بِسْمِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، هٰذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ".

– صحيح : "الإرواء" (١١٣٨)، "صحيح أبي داود" (٢٥٠١).

১৫২১। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি **বলেন,** আমি মাঠে হাযির হলাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের **সাথে ঈদুল** আযহার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে। তিনি খুৎবা সমাপ্তির পর **তাঁর মিম্বার** হতে নামলেন। তারপর একটি ভেড়া আনা হলে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার নামে, আল্লাহ মহান, এই কুরবানী আমার পক্ষ হতে এবং আমার উম্মাতের যে সকল ব্যক্তিরা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ হতে।

সহীহ্, ইরওয়া (১১৩৮), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৫০১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদ সূত্রে গারীব বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মনে করেন যবাহের সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলতে হবে। এই মত দিয়েছেন ইবনুল মুবারাকও। মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু হানতাব প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, জাবির (রাঃ)-এর নিকট হতে তিনি কিছু শুনার সুযোগ লাভ করেননি।

٢٣ - بَابٌ مِنَ الْعَقِيْقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ (শিশুর জন্মের সপ্তম, চতুর্দশ বা একবিংশ দিনে আকীকা করা)

١٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٦٥).

১৫২২। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত অ ছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকল শিশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা নেড়া করতে হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৬৫)

আল-হাসান ইবনু আলী আল-খাল্লাল-ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি সাঈদ ইবনু আবূ আরূবা হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি আল হাসান হতে, তিনি সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রেও উপরে বর্ণিত হাদীসের মতো বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মনে করেন শিশু জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে আকীকা করাটা মুস্তাহাব, সপ্তম দিনে অক্ষম হলে চৌদ্দতম দিনে এবং সেই তারিখেও অক্ষম হলে একুশতম দিনে। তারা আরো বলেন, যে ধরনের বকরী কুরবানীর জন্য বৈধ সেই ধরনের বকরী আকীকার জন্যও বৈধ।

٢٤ - بَابُ تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّضَحِّيَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ যে লোক কুরবানীর আশা রাখে যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর তার চুল না কাটা

١٥٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرٍو -أَوْ عُمَرَ - بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُّضَحِّيَ؛ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٤٩) م.

১৫২৩। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক যিলহাজ্জের নতুন চাঁদ দেখেছে এবং কুরবানীর নিয়াত করেছে সে যেন নিজের চুল ও নখ (কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত) না কাটে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৪৯), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। সহীহ বর্ণনামতে নামটি হবে আমর ইবনু মুসলিম (উমার ইবনু মুসলিম নয়)। তার নিকট হতে মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আলকামা ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি একাধিকভাবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হতে, তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

একদল আলিমের এই অভিমত (তারা কুরবানী করার আগে নখ-চুল না কাটার কথা বলেছেন)। এ কথা বলেছেন সাঈদ ইবনুল মুসইয়্যিবও। এ হাদীস মোতাবিক আহ্মাদ ও ইসহাকও আমল করেছেন। নখ-চুল কাটার পক্ষে অন্য একদল আলিম সম্মতি প্রদান করেছেন। তারা বলেছেন, (কুরবানী করার পূর্বে) নখ-চুল কাটায় সমস্যা নেই। একথা বলেছেন শাফিঈ। তিনি দলীল হিসাবে আইশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দেখিয়েছেন। "মাদীনা হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কায়) কুরবানীর পশু পাঠাতেন। কিন্তু যেসব কাজ হতে মুহরিম লোক বিরত থাকে তিনি তা হতে বিরত থাকতেন না।"

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٨ - كِتَابُ النُّذُوْرِ وَالْأَيْمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
অধ্যায় ১৮ ঃ মানত ও শপথ

١ - بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنْ لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ
অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ গুনাহের কাজের উদ্দেশ্যে মানত করা বৈধ নয়

١٥٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ صَفْوَانَ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٢٥).

১৫২৪। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গুনাহের কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মানত করা বৈধ হবে না। শপথ ভঙ্গের কাফফারার অনুরূপ এর কাফফারা।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১২৫)

ইবনু উমার, জাবির ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীস সহীহ নয়। কেননা আবূ সালামার নিকট হতে এ হাদীস ইমাম যুহ্‌রী শুনেননি। আমি ইমাম বুখারীকে এভাবে বলতে শুনেছিঃ মূসা ইবনু উকবা, আবূ 'আতীক প্রমুখ যুহ্‌রী হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আরকাম হতে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবূ কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে এবং তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, এটাই সেই হাদীস।

١٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ التِّرْمِذِيُّ -وَاسْمُهُ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ يُوْسُفَ-: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ عَتِيْقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ".

- صحيح بما قبله.

১৫২৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করার উদ্দেশ্যে মানত করা যাবে না এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারার মতই তার কাফফারা।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ্

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। এটা ইউনুস হতে আবূ সাফওয়ান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের চাইতে অনেক বেশি সহীহ। আবূ সাফওয়ান মক্কার অধিবাসী। তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান। তার নিকট হতে হুমাইদী এবং আরো একাধিক হাদীস বিশারদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ বলেছেন, আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ সম্পর্কিত কোন কাজের উদ্দেশ্যে মানত করা যাবে না। কেউ ব্যক্তি এ ধরনের মানত করলে তবে শপথ ভঙ্গের কাফফারার অনুরূপ তার কাফফারা দিতে হবে। এই কথা বলেছেন আহমাদ ও ইসহাক। আবূ সালামার সূত্রে আইশা (রাঃ)-এর যে হাদীস যুহ্রী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন, তারা দুজনেই সেটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অপর একদল সাহাবী এবং অপরাপর আলিম বলেছেন, গুনাহের কাজ সম্পাদনের জন্য মানতও নেই এবং কাফফারাও নেই। এই মত ইমাম মালিক ও শাফিঈরও।

٢ - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُّطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মানত করল সে যেন তার আনুগত্য করে

١٥٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُّطِيْعَ اللهَ؛ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَّعْصِيَ اللهَ؛ فَلَا يَعْصِهِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٢٦) خ.

১৫২৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে কোন লোক মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ করে। আর কোন লোক আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যাচরণের উদ্দেশ্যে মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ না করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১২৬), বুখারী

হাসান ইবনু আলী আল-খাল্লাল-আবদুল্লাহ ইবনু নুমাইর হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার হতে, তিনি তালহা ইবনু আবদুল মালিক হতে, তিনি কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আইশা (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। কাসিম ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ কাসীরও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই মত দিয়েছেন একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ। ইমাম মালিক এবং শাফিঈরও এই মত। তারা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করা চলবে না, নাফরমানীর জন্য মানত করলেও তা পূর্ণ করা জায়িয নয় এবং তার জন্য কাফফারাও দিতে হবে না।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ لاَ نَذْرَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ যে জিনিসে আদম সন্তানের মালিকানা নেই তার মানত করা যায় না

١٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ".

– صحيح : "الإرواء" (٢٥٧٥) ق.

১৫২৭। সাবিত ইবনু যাহ্হাক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে জিনিসে বান্দার মালিকানা নেই তার মানত হয় না।

সহীহ্, ইরওয়া (২৫৭৫), নাসা-ঈ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٥ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ শপথের বিপক্ষে কাজ করাকে কল্যাণকর মনে করলে

١٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ –هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ : – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ؛ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَتْكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ؛ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا؛ فَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ".

– صحيح : "الإرواء" (١٦٦/٧) و (٢٦٠١/٢٢٨/٨)، "صحيح أبي داود" (٢٦٠١) ق.

১৫২৯। আবদুর রাহমান ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবদুর রাহমান! শাসকের পদ চেয়ে নিও না। কেননা এ পদ চাওয়ার কারণে তোমার আয়ত্বে এলে তোমাকে এর যিম্মায় (সহায়হীনভাবে) ছেড়ে দেয়া হবে। এ পদটি যদি না চাইতেই তোমার আয়ত্বে আসে তবে তুমি (দায়িত্বভার বহনে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। তুমি কোন কাজের মানত করার পরে তার বিপরীত করার মধ্যে কল্যাণ দেখতে পেলে কল্যাণকর কাজটিই করবে এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারা প্রদান করবে।

সহীহ্, ইরওয়া (৭/১৬৬), (৮/২২৮, ২৬০১) সহীহ্ আবূ দাঊদ (২৬০১), নাসা-ঈ

আলী, জাবির, আদী ইবনু হাতিম, আবুদ দারদা, আনাস, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবূ হুরাইরা, উম্মু সালামা ও আবূ মূসা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ শপথ ভঙ্গের আগেই কাফফারা প্রদান করা

١٥٣٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلٰى

يَمِيْنٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَفْعَلْ".

– صحيح : "الإرواء" (٢٠٨٤)، "الروض النضير" (١٠٢٩) م.

১৫৩০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বিষয়ে কেউ শপথ করার পর তার বিপক্ষে কাজ করার মধ্যে মঙ্গল দেখতে পেলে সে যেন তার শপথ ভঙ্গের কাফফারা প্রদান করে এবং কল্যাণকর কাজটি সম্পাদন করে।

সহীহ, ইরওয়া (২০৮৪), রাওযুন নাযীর (১০২৯), মুসলিম

উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশির ভাগ অভিজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ আমল করেছেন। তারা বলেছেন, শপথ ভঙ্গের আগে কাফফারা আদায় করা যায়। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকও। অপর কয়েকজন অভিজ্ঞ আলিম বলেছেন, শপথ ভঙ্গের আগে কাফফারা আদায় করবে না। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, আমি শপথ ভঙ্গের পর কাফফারা প্রদানকে উত্তম মনে করি। তবে কোন লোক শপথ ভঙ্গের আগেই অগ্রিম কাফফারা প্রদান করলে তাও যথেষ্ট হবে।

٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ শপথে ইনশাআল্লাহ বলা

١٥٣١ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنِي أَبِي، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ؛ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٠٥).

১৫৩১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক শপথ করার সময় ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) বললে শপথ ভঙ্গের অপরাধ তার উপর আসবে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১০৫)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। ইবনু উমারের এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার এবং আরো কয়েকজন বর্ণনাকারী নাফির সূত্রে ইবনু উমার হতে মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে সালিমও এটি মাওকূফ হাদীস হিসাবে ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন। এটিকে আইয়্যূব সাখতিয়ানী ব্যতীত আর কেউ মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম বলেন, আইয়্যূব এটাকে কখনো মারফূভাবে বর্ণনা করতেন, আবার কখনো মাওকূফভাবে বর্ণনা করতেন।

এ হাদীস মোতাবিক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশির ভাগ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। তারা বলেছেন, শপথের সাথে ইনশাআল্লাহ শব্দটি যোগ করলে অর্থাৎ শপথ করার সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ বললে শপথের বিপক্ষে কোন কিছু সংঘটিত হলে তাতে শপথ ভঙ্গ হবে না এবং কাফফারাও আদায় করতে হবে না। এই মত প্রদান করেছেন সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, মালিক ইবনু আনাস, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক।

١٥٣٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللّٰهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ".

– **صحيح : "ابن ماجه" (٢١٠٤).**

১৫৩২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ শপথ করে ইনশা-আল্লাহ বললে তার শপথ ভঙ্গের কারণে কোন অপরাধ হবে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১০৪)

আমি (আবূ ঈসা) এ হাদীস বিষয়ে ইমাম বুখারীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এ হাদীসটি ভুল বর্ণনা করা হয়েছে। আবদুর রাযযাক এটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে অন্য একটি হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। সেই হাদীসটি এই ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুলাইমান ইবনু দাউদ (আঃ) বললেন ঃ আমি আজকের রাত্রিতে সত্তরজন স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী হব। প্রত্যেক স্ত্রীই একটি করে ছেলে সন্তান প্রসব করবে। তিনি সকল স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী হলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই সন্তান প্রসব করল না। শুধুমাত্র একজন স্ত্রী একটি অর্ধাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তিনি যদি ইনশাআল্লাহ বলতেন তাহলে তিনি যেরূপ বলেছিলেন সেরূপই হত।

আবদুর রাযযাক লম্বা হাদীসটি উল্লেখিত সনদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীর পরিমাণও তিনি সত্তরজন বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সুলাইমান ইবনু দাউদ (আঃ) বললেন, আমি আজ রাতে একশতজন স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী হব"।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা নিষেধ

١٥٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ؛ وَهُوَ يَقُوْلُ : وَأَبِيْ، وَأَبِيْ، فَقَالَ : "أَلَا إِنَّ

اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ". فَقَالَ عُمَرُ : فَوَاللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ؛ ذَاكِرًا، وَلاَ آثِرًا.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٩٤) ق.

১৫৩৩। সালিম (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রাঃ)-কে 'আমার পিতার শপথ, আমার পিতার শপথ' বলতে শুনলেন। তিনি বললেনঃ সাবধান! অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের বাবার নামে শপথ করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি এরপর হতে আর কখনো এভাবে শপথ করিনি বা অন্যের বরাতেও তা উল্লেখ করিনি।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২০৯৪), নাসা-ঈ

সাবিত ইবনু যাহহাক, ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা, কুতাইলা ও আবদুর রাহমান ইবনু সামুরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ উবাইদ বলেন, 'ওলা আছিরান' -এর অর্থ অন্যের বরাতেও আমি তা উল্লেখ করিনি।

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ؛ وَهُوَ فِيْ رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ؛ لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللّٰهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ".

- صحيح : المصدر نفسه ق.

১৫৩৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কাফেলার সাথে উমার (রাঃ)-কে এরূপ অবস্থায় পেলেন যে, সে সময় তিনি তার বাবার নামে শপথ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অবশ্যই তোমাদেরকে

তোমাদের বাবার নামে শপথ করতে আল্লাহ্ তা'আলা বারণ করছেন। হয় শপথকারী আল্লাহ্ তা'আলার নামে শপথ করবে না হয় নিরব থাকবে।

সহীহ্, প্রাগুক্ত, নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٥٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ : لَا؛ وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ؛ فَقَدْ كَفَرَ -أَوْ أَشْرَكَ-".

- صحيح : "الإرواء" (٢٥٦١)، "الصحيحة" (٢٠٤٢).

১৫৩৫। সা'দ ইবনু উবাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু উমার (রাঃ) একজন লোককে বলতে শুনলেন, না, কাবার শপথ! ইবনু উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যে লোক শপথ করল সে যেন কুফরী করল অথবা শিরক করল।

সহীহ্, ইরওয়া (২৫৬১), সহীহা (২০৪২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কয়েকজন অভিজ্ঞ আলিম বলেছেন, 'সে কুফরী করল অথবা শিরক করল' কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধমকি এবং শাসনের সুরে বলেছেন। তারা নিম্নের হাদীসটি নিজেদের দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন ঃ উমার (রাঃ)-কে তার আব্বার নামে শপথ করতে শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সাবধান! তোমাদেরকে নিজেদের আব্বার নামে শপথ করতে আল্লাহ তা'আলা বারণ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যে লোক নিজের শপথে বলে, লাতের শপথ! উযযার শপথ! সে যেন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!" আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের তাৎপর্য এরূপ যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন ঃ “লোক দেখানোর মনোবৃত্তি শিরকের সমতুল্য।” যেমন কয়েকজন অভিজ্ঞ আলিম সূরা কাহ্ফের সর্বশেষ আয়াত– “যে লোক তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদাতের মধ্যে অন্য কাউকে শরীক না করে”-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যেন ইবাদাত না করে।

٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيْعُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ কেউ হাঁটার শপথ করল অথচ সে হাঁটতে অক্ষম

١٥٣٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ، فَسُئِلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ : "إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا؛ مُرُوْهَا فَلْتَرْكَبْ".

– حسن صحيح : ق.

১৫৩৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একজন মহিলা পায়ে হেঁটে বাইতুল্লাহ শারীফে যাওয়ার মানত করে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তার হাঁটার মুখাপেক্ষী নন। তোমরা তাকে সাওয়ার হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দাও।

হাসান সহীহ্, নাসা-ঈ

আবূ হুরাইরা, উকবা ইবনু আমির ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা এই সূত্রে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক কয়েকজন অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। তারা বলেছেন, কোন মহিলা পায়ে হেটে হাজ্জ করার মানত করলেও সে সাওয়ারীতে চড়ে যাবে এবং একটি বকরী কুরবানী করবে।

١٥٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْخٍ كَبِيْرٍ، يَتَهَادٰى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ : "مَا بَالُ هٰذَا؟"، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! نَذَرَ أَنْ يَّمْشِيَ، قَالَ : "إِنَّ اللّٰهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ"، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَّرْكَبَ.

- صحيح : ق.

১৫৩৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অতি বৃদ্ধ লোকের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে যাচ্ছিল। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ তার কি হয়েছে ? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে (বাইতুল্লাহ শারিফে) হেঁটে যাওয়ার মানত করেছে। তিনি বললেন ঃ এ লোকের নিজেকে কষ্টে নিক্ষেপ করা হতে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে সাওয়ারীতে চড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এ হাদীস আনাস (রাঃ) হতে অন্য এক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

সহীহ্, নাসা-ঈ

١٠ - بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ মানত করা অপছন্দনীয়

١٥٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا تَنْذِرُوْا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا؛ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٢٣) ق.

১৫৩৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মানত কর না। কেননা মানত ভাগ্যের পরিবর্তন করতে অক্ষম। এর দ্বারা কৃপণ লোকের কিছু আর্থিক খরচ হয় মাত্র।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১২৩), নাসা-ঈ

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল অভিজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তী আলিমগণ আমল করেছেন। তারা মানতকে মাকরূহ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, 'মানত করা মাকরূহ' কথার তাৎপর্য এই যে, আনুগত্য এবং নাফরমানী উভয় ক্ষেত্রেই মানত করা মাকরূহ। কোন লোক আনুগত্যমূলক কাজে নযর মানার পর তা সম্পন্ন করলে সে সাওয়াবের অধিকারী হলেও এ ধরনের মানত মাকরূহ।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَفَاءِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ মানত পুরো করা

١٥٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ : "أَوْفِ بِنَذْرِكَ".

- صحيح : ق.

১৫৩৯। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহিলী আমলে আমি এক রাত মাসজিদুল হারামে ইতিকাফের মানত করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।

সহীহ্, নাসা-ঈ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক কয়েকজন অভিজ্ঞ আলিম বলেছেন, যদি কোন লোক ইসলাম ক্ববূল করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যমূলক কাজের মানত যদি তার উপর থেকে যায় তবে সে এ মানত পুরো করবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ বলেছেন, তাকে রোযা সহকারে ইতিকাফ করতে হবে। তারা মনে করেন রোযা ব্যতীত ইতিকাফ সম্পন্ন হয় না। অপর কয়েকজন অভিজ্ঞ আলিম বলেছেন, ইতিকাফ আদায়কারীর জন্য রোযা রাখা জরুরী নয়। তবে সে লোক ইতিকাফের সাথে রোযা রাখার মানতও করলে তবে তাকে রোযাও আদায় করতে হবে। তাদের দলীল ঃ "উমার (রাঃ) মুসলমান হওয়ার আগে কা'বা শারীফে এক রাত ইতিকাফের মানত করেছিলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মানত পুরো করার নির্দেশ দেন" (অথচ রাতে রোযা হয় না সুতরাং রোযা ব্যতীতও ইতিকাফ হয়)। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাকও।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَمِيْنُ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথ কিরূপ ছিল?

١٥٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كَثِيْرًا مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْلِفُ بِهٰذِهِ الْيَمِيْنِ : "لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٩٢) خ.

১৫৪০। সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে

বর্ণিত আছে, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, বেশির ভাগ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে শপথ করতেনঃ 'লা ওয়া মুকাল্লিবিল কুলূবি" (না! অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারীর শপথ!)।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২০৯২), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ দাসমুক্তকারীর সাওয়াব

١٥٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ اِبْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً؛ أَعْتَقَ اللّٰهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ عُضْوًا مِّنَ النَّارِ، حَتّٰى يَعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".

- صحيح : "الإرواء" (١٧٤٢)، "الروض النضير" (٣٥٣) ق.

১৫৪১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ যদি কেউ কোন মুমিন গোলাম মুক্ত করে তবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (আযাদকারীর) প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দেন। এমনকি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে আযাদকারীর লজ্জাস্থানকে মুক্ত করেন।

সহীহ্, ইরওয়া (১৭৪২), রাওযুন নাযীর (৩৫৩), নাসা-ঈ

আইশা, আমর ইবনু আবাসা, ইবনু আব্বাস, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা', আবূ উমামা, উকবা ইবনু আমির ও কা'ব ইবনু মুররা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা এই সূত্রে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। ইবনুল

হাদের নাম ইয়াযীদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উসামা ইবনুল হাদ। তিনি মাদীনার অধিবাসী এবং সিকাহ্ বর্ণনাকারী। তার নিকট হতে মালিক ইবনু আনাস ও আরো একাধিক অভিজ্ঞ আলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ কোন লোক তার খাদেমকে থাপ্পড় মারলে

١٥٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ، مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا.

- صحيح : م.

১৫৪২। সুয়াইদ ইবনু মুকাররিন আল-মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা সাত ভাই ছিলাম। আমাদের মাত্র একজন খাদিম ছিল। আমাদের এক ভাই তাকে থাপ্পর মারে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম করলেন তাকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য।

সহীহ্, মুসলিম

ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উল্লেখিত হাদীসটি একাধিক বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনু আবদুর রাহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউ কেউ এতে "লাতামাহা আলা ওয়াজহিহা" (সে তার মুখে থাপ্পর মারে) বর্ণনা করেছেন।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের শপথ করা নিষেধ

١٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٩٨) ق.

১৫৪৩। সাবিত ইবনু যাহহাক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মানুষ ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের নামে মিথ্যা শপথ করল, সে যেরূপ বলেছে সে তদ্রূপ।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২০৯৮), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ইসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। যে মানুষ ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের শপথ করে তার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে দ্বিমত আছে। যেমন সে বলল, যদি সে এরূপ করে বা এটা করে তবে ইয়াহূদী অথবা নাসারা হয়ে যাবে। শপথের পর সে অনুরূপ কাজ করল। এ ব্যক্তির ব্যাপারে একদল আলিম বলেন, সে একটা মারত্মক কথা বলেছে। তবে তার উপর কোন কাফফারা ধার্য হবে না। এই মত দিয়েছেন মদীনার আলিমগণও। মালিক ইবনু আনাসেরও এই মত। আবূ উবাইদেরও একই মত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তীগণ মনে করেন তাকে কাফফারা প্রদান করতে হবে। এই মত প্রকাশ করেছেন সুফিয়ান সাওরী, আহ্মাদ ও ইসহাকও।

١٧ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (জুয়া খেলার প্রস্তাবেও দান-খাইরাত করতে হবে)

١٥٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِيْ حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ، وَالْعُزّٰى؛ فَلْيَقُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَمَنْ قَالَ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ" فَلْيَتَصَدَّقْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠٩٦) ق.

১৫৪৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদে মধ্যে কোন লোক হলফ করলে এবং লাতের শপথ, উযযার শপথ ইত্যাদি বললে তবে সে যেন সাথে সাথে উচ্চারণ করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন প্রভু নেই)। আর যে লোক অন্য লোককে প্রস্তাব দেয়, এসো আমরা জুয়া খেলি, সে যেন (জরিমানাস্বরূপ) দান-খাইরাত করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২০৯৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবুল মুগীরার নাম আবদুল কুদ্দূস ইবনুল হাজ্জাজ। তিনি হিম্‌সে বসবাস করতেন।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ মৃত ব্যক্তির পক্ষে মানত আদায় করা

١٥٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى أُمِّهِ؛ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اِقْضِ عَنْهَا".

– صحيح : ق.

১৫৪৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, সা'দ ইবনু উবাদা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার মায়ের একটি মানতের ব্যাপারে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করেন, যা আদায়ের আগেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি তার পক্ষে এটা পূর্ণ কর।

সহীহ্, নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ দাস আযাদকারীর মর্যাদা

١٥٤٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ – هُوَ أَخُوْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ –، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا؛ كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِيْ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ؛ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِيْ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً؛ كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِيْ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٢٢).

১৫৪৭। আবূ উমামা (রাঃ)-সহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে আযাদ করলে সে তার জন্য জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় হবে। আযাদকৃত ব্যক্তির একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুক্তির জন্য আযাদকারীর এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথেষ্ট হবে। কোন মুসলমান দু'জন মুসলমান মহিলাকে আযাদ করলে তারা উভয়ে তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম হবে। তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুক্তির জন্য এদের উভয়ের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথেষ্ট হবে। কোন মুসলমান মহিলাকে কোন মুসলমান মহিলা আযাদ করলে সে আযাদকারীণীর জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তির উপায় হবে। তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুক্তির জন্য এর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যাপ্ত হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫২২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা এই সূত্রে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীস হতে জানা যায় যে, পুরুষের ক্ষেত্রে দাসীর তুলনায় দাস মুক্ত করাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কেউ মুসলিম দাস মুক্ত করলে তার জন্য সে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় হবে। প্রতিটি অঙ্গ তার প্রতিটি অঙ্গ মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে"। হাদীসটি সব সনদসূত্রেই সহীহ।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١٩ - كِتَابُ السِّيَرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ১৯ : যুদ্ধাভিযান

٣ - بَابٌ فِي الْبَيَاتِ وَالْغَارَاتِ

অনুচ্ছেদ : ৩ ॥ রাতের বেলা অথবা অতর্কিতে হামলা

١٥٥٠ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ إِلٰى خَيْبَرَ؛ أَتَاهَا لَيْلاً، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ؛ لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ خَرَجَتْ يَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ؛ قَالُوْا : مُحَمَّدٌ! وَافَقَ -وَاللّٰهِ- مُحَمَّدٌ الْخَمِيْسَ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَللّٰهُ أَكْبَرُ؛ خَرِبَتْ خَيْبَرُ؛ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ}".

- صحيح : ق.

১৫৫০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার অভিযানের যাত্রা করে সেখানে রাতের বেলা গিয়ে পৌঁছান। তিনি রাতের বেলা কোন সম্প্রদায়ের এলাকায় পৌঁছালে ভোর না হলে হামলা করতেন না। ইয়াহূদীরা ভোর হলে তাদের চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবিক কোদাল ও ঝুড়িসহ (কৃষিকাজে) বের হল। তাঁকে **দেখে** এরা বলল, মুহাম্মাদ এসে গেছেন। আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদ তাঁর **সমস্ত** বাহিনীসহ এসে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! খাইবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের এলাকায় যাই তখন সতর্ককৃত লোকদের ভোর বেলাটা খুবই শোচনীয় হয়ে থাকে।

সহীহ্, নাসা-ঈ

١٥٥١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ؛ أَقَامَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاَثًا.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٤١٤) ق.

১৫৫১। আনাস (রাঃ) হতে আবূ তালহা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী হলে তাদের এলাকায় তিন দিন অবস্থান করতেন।

সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (২৪১৪), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আনাসের সূত্রে হুমাইদের হাদীসটিও হাসান সহীহ। রাতে শত্রুর এলাকায় গিয়ে অতর্কিত হামলার পক্ষে একদল অভিজ্ঞ আলিম সম্মতি প্রদান করেছেন। এটাকে অন্য একদল অভিজ্ঞ আলিম মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক বলেন, রাতের বেলা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় কোন সমস্যা নেই। 'ওয়াফাকা মুহাম্মাদ আল-খামীস" -এর অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ সেনাবাহিনী।

٤ – بَابُ فِي التَّحْرِيْقِ وَالتَّخْرِيْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ অগ্নিসংযোগ ও (বাড়িঘর) ধ্বংস সাধন

١٥٥٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ، وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ

اللّٰهُ {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ}.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٤٤) ق.

১৫৫২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, বানূ নাযীরের বুওয়ায়রাস্থ খেজুর বাগানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্নিসংযোগ করেন এবং গাছগুলো কেটে ফেলেন। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "তোমরা যেসব খেজুরের গাছ কেটেছ বা এদের কাণ্ডের উপর যেগুলোকে স্বঅবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমেই করেছ, যাতে তিনি ফাসেকদের লাঞ্ছিত করতে পারেন"(সূরা ঃ হাশর- ৫)।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮৪৪), নাসা-ঈ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস মোতাবিক একদল অভিজ্ঞ আলিম মত দিয়েছেন। যুদ্ধাবস্থায় গাছপালা কর্তন এবং দুর্গসমূহের ধ্বংস করায় কোন সমস্যা নেই বলে তারা মনে করেন। কিছু আলিম তা মাকরূহ বলেছেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম আওযাঈও। তিনি বলেন, ফলবান বৃক্ষ কাটতে এবং জনপদ ধ্বংস করতে আবূ বাক্র (রাঃ) বারণ করেছেন। মুসলমানগণও তাঁর পরবর্তী সময়ে এই নীতির অনুসরণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, শত্রু বাহিনীর কৃষিক্ষেত্রে আগুন লাগিয়ে দেওয়া এবং ফলবান বা যে কোন ধরনের গাছ কাটাতে কোন সমস্যা নেই। ইমাম আহ্মাদ বলেন, প্রয়োজনবোধে তা করা যাবে, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে আগুন লাগানো যাবে না। ইমাম ইসহাক বলেন, শত্রুর প্রতি প্রবল আক্রমণের উদ্দেশ্যে এরূপ করাই সুন্নাত।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَنِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ মাল) বিষয়ে

١٥٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ

مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ- أَوْ قَالَ : -أُمَّتِي عَلَى الْأُمَمِ-، وَأَحَلَّ لِيَ الْغَنَائِمَ".

- صحيح : "المشكاة" (٤٠٠١- التحقيق الثاني)، "الإرواء" (١٥٢) و (٢٨٥).

১৫৫৩। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে আল্লাহ তা'আলা সকল নাবীদের উপর মার্যাদা দিয়েছেন; অথবা তিনি বলেছেন ঃ সকল উম্মাতের উপর আমার উম্মাতকে মার্যাদা দিয়েছেন এবং গানীমাতের সম্পদকে আমার জন্য বৈধ করেছেন।

সহীহ্, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৪০০১), ইরওয়া (১৫২, ২৮৫)

আলী, আবূ যার, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবূ মূসা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। সাইয়্যারের ব্যাপারে কথিত আছে যে, তিনি বানূ মুআবিয়ার মুক্তদাস ছিলেন। তার নিকট হতে সুলাইমান আত-তাইমী, আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইর এবং আরো কয়েকজন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ".

- صحيح : "الإرواء" (٢٨٥) م.

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে সকল নাবীর উপর ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। ব্যাপকার্থক ভাবকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশের যোগ্যতা আমাকে দেওয়া হয়েছে, প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে, আমার জন্য সকল যমীন মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করা হয়েছে, সকল সৃষ্টির জন্য আমাকে নাবী করে পাঠানো হয়েছে এবং নাবীদের আগমণধারা আমাকে দিয়ে শেষ করা হয়েছে।

সহীহ্, ইরওয়া (২৮৫), মুসলিম

এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦ - بَابُ فِيْ سَهْمِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ গানীমাতের মধ্যে ঘোড়ার প্রাপ্য পরিমাণ

١٥٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَ فِيْ النَّفَلِ: لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٥٤) ق.

১৫৫৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গানীমাতের মধ্যে দুই অংশ ঘোড়ার জন্য এবং এক অংশ সৈনিকের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮৫৪), নাসা-ঈ

মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী হতে, তিনি সুলাইম ইবনু আখযার হতে এই সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুজাম্মি ইবনু জারিয়া, ইবনু আব্বাস ও ইবনু আবূ আম্রাহ্ হতে তার বাবার সূত্রে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে

বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশির ভাগ অভিজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। একই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, মালিক ইবনু আনাস, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও। তারা বলেন, গানীমাতের মধ্যে অশ্বারোহী যোদ্ধা তিন অংশ পাবে। তার নিজের জন্য এক অংশ এবং তার ঘোড়ার জন্য দুই অংশ। আর পদাতিক যোদ্ধা এক অংশ পাবে।

٨ - بَابُ مَنْ يُعْطَى الْفَيْءَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ ফাই-এর প্রাপক কে?

١٥٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ : أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُوْرِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ يَسْأَلُهُ : هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ، وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي : هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ؟ وَكَانَ يَغْزُوْ بِهِنَّ، فَيُدَاوِيْنَ الْمَرْضَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيْمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ؛ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٤٣٨) م.

১৫৫৬। ইয়াযীদ ইবনু হুরমুয (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে হারূরা এলাকার (খারিজী নেতা) নাজদা চিঠির মাধ্যমে প্রশ্ন করে যে, মহিলাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের মাঠে নিয়ে যেতেন এবং তাদের জন্য কি গানীমাতে অংশ নির্ধারণ করতেন? উত্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে লিখলেন, তুমি আমাকে চিঠির মাধ্যমে প্রশ্ন করেছ যে, মহিলাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের মাঠে অংশগ্রহণ করাতেন কি-না এবং গানীমতের অংশ তাদের জন্য নির্ধারণ করতেন কি-না। তিনি তাদেরকে

যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতেন। তারা অসুস্থ যোদ্ধাদের সেবাযত্ন করত। গানীমাতের সম্পদ হতে তাদেরকে প্রদান করা হত, কিন্তু তিনি তাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করেননি।

সহীহ্, সহীহ আবূ দাঊদ (২৪৩৮), মুসলিম

আনাস ও উম্মু আতিয়্যা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস মোতাবিক বেশির ভাগ অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী এবং শাফিঈও (গানীমাতের কোন অংশ মহিলারা পাবে না)। কয়েকজন আলিম বলেছেন, গানীমাতের ভাগ মহিলা এবং শিশুদেরকেও প্রদান করতে হবে। আওযাঈর এই মত। তিনি বলেন, খাইবারের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদেরকে গানীমাতের ভাগ প্রদান করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ শিশুদেরকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ গানীমাতের ভাগ প্রদান করেছেন। আওযাঈ আরো বলেন, খাইবারের যুদ্ধে মহিলাদের জন্যও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গানীমাতে অংশ নির্ধারণ করেছেন। মুসলমানগণ পরবর্তীতে এ নীতিই অনুসরণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমাদের নিকট একথাগুলো আলী ইবনু খাশরামের সূত্রে, তিনি ঈসা ইবনু ইউনুসের সূত্রে, তিনি আওযাঈর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। "ইউহ্যাইনা মিনাল গানীমাহ"-এর অর্থ "তাদেরকে (মহিলাদেরকে) গানীমাত হতে অল্প কিছু দেয়া হল, তাদেরকে কিছু দেয়া হল"।

٩ – بَابُ هَلْ يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ؟

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ গোলামকে (গানীমাতের) অংশ দেওয়া হবে কি?

١٥٥٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ –مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ–، قَالَ : شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي. فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَكَلَّمُوْهُ أَنِّي مَمْلُوْكٌ، قَالَ : فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ

السَّيْفَ؛ فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِيْنَ، فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا، وَحَبْسِ بَعْضِهَا.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٤٤٠).

১৫৫৭। আবুল লাহমের মুক্তদাস উমাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি খাইবারের যুদ্ধে আমার মনিবদের সাথে অংশগ্রহণ করি। তারা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বললেন। তারা তাঁকে আরো জানান যে, আমি ক্রীতদাস। বর্ণনাকারী উমাইর (রাঃ) বলেন, আমার ব্যপারে তাঁর হুকুম মোতাবিক আমার গলায় তরবারি ঝুলিয়ে দেয়া হল। তরবারিটিকে আমি মাটিতে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে হাটছিলাম। তিনি গানীমাতের মধ্য হতে কিছু তৈজসপত্র আমাকে দিতে বললেন। আমি তাঁকে কয়েকটি মন্ত্র শুনালাম, যেগুলো দিয়ে আমি পাগলদের ঝাড়ফুঁক করতাম। তিনি এর কিছু বাদ দেয়ার এবং কিছু রাখার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন।

সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (২৪৪০)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস মোতাবিক একদল অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। তারা মনে করেন গোলামের জন্য গানীমাতের সম্পদে কোন নির্ধারিত অংশ নেই, তবে অল্পপরিমাণ দেওয়া যায়। এই মত দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ এবং ইসহাকও।

١٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُوْنَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) অংশ নিলে তাকে গানীমাতের অংশ দেওয়া হবে কি না?

١٥٥٨ – حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،

عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نِيَارٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلٰى بَدْرٍ، حَتّٰى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ؛ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً-، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "أَلَسْتَ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ؟!"، قَالَ : لَا، قَالَ : "اِرْجِعْ؛ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٣٢) م.

১৫৫৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে রাওনা হলেন। তিনি ওয়াবরার প্রস্তরময় এলাকায় পৌঁছলে মুশরিক সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে মিলিত হল। তার সাহসিকতা ও বীরত্বের খ্যাতি ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাসী নও? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও, আমি কখনো কোন মুশরিকের সাহায্য নিব না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮৩২), মুসলিম

এ হাদীসে আরো বক্তব্য আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম এ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বলেন, যিম্মীদেরকে গানীমাতের অংশ দেওয়া যাবে না যদিও তারা শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তাদেরকে গানীমাতের অংশ দেয়া হবে।

١٥٥٩ – حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الأَشَجُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ : حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسٰى، قَالَ : قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِّنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ خَيْبَرَ،

فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِيْنَ افْتَتَحُوْهَا.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٤٣٦) ق.

১৫৫৯। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি খাইবার নামক অঞ্চলে আশআরী বংশের একদল লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হই। তিনি খাইবারের যুদ্ধের বিজয়দের সাথে আমাদেরকেও (গানীমাতের) ভাগ দিয়েছেন।

সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (২৪৩৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। এ হাদীস মোতাবিক কিছু অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। আওযাঈ বলেন, গানীমাতের অংশ যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টিত হওয়ার পূর্বে যারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হবে তাদেরকেও গাণীমাতের অংশ প্রদান করা হবে। বুরাইদের উপনাম আবূ বুরাইদাহ। তিনি একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। সুফিয়ান সাওরী, ইবনু উয়াইনা এবং আরো অনেকে তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِنْتِفَاعِ بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ মুশরিকদের হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার প্রসঙ্গে

١٥٦٠ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ؟ فَقَالَ : "أَنْقُوْهَا غَسْلاً، وَاطْبُخُوْا فِيْهَا"، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ، وَذِيْ نَابٍ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٠٧ و ٣٢٣٢) ق.

১৫৬০। আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মাজূসীদের (অগ্নি উপাসক) হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন

ঃ এগুলো পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও, তারপর এতে রান্নাবান্না কর। তিনি নখর ও শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণীও (খেতে) নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২০৭, ৩২৩২), নাসা-ঈ

এ হাদীসটি আবূ সা'লাবা (রাঃ)-এর নিকট হতে অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি আবূ সা'লাবা (রাঃ) হতে আবূ ইদরীস আল খাওলানীও বর্ণনা করেছেন। আবূ সালাবা (রাঃ)-এর নিকট হতে আবূ কিলাবা (রাহঃ) কখনো হাদীস শুনেননি। বরং এ হাদীসটি তিনি আবূ আসমার মাধ্যমে আবূ সালাবা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُوْلُ : أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ عَائِذُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُوْلُ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ؛ نَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ : "إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ؛ فَلَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا؛ فَاغْسِلُوْهَا، وَكُلُوْا فِيْهَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٠٧) ق.

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আহ্লে কিতাবের এলাকায় থাকি। আমরা কি তাদের পাত্রে আহার করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা তাদের পাত্র ব্যতীত অন্য পাত্র সেটাতে খাওয়া-দাওয়া করা থেকে বিরত থাক। আর অন্য পাত্র যোগাতে না পারলে এগুলো পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নাও, তারপর এতে খাও।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২০৭), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٢ - بَابُ فِي النَّفَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ কোন যোদ্ধাকে নাফল (অতিরিক্ত) প্রদান

١٥٦١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الْقُفُوْلِ الثُّلُثَ.

- صحيح : وهو ضعيف الإسناد، لكن له شاهد في : صحيح أبي داود" (٢٤٥٥).

১৫৬১। উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্রমণের প্রথম ভাগে এক-চতুর্থাংশ এবং ফিরতি আক্রমণের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ নাফল (অতিরিক্ত) দান করতেন।

সহীহ্, হাদীসটির সনদ দুর্বল, কিন্তু সহীহ্ আবূ দাউদে এর শাহিদ আছে। হাদীস নং (২৪৫৫)

এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাস, হাবীব ইবনু মাসলামা, মাআন ইবনু ইয়াযীদ, ইবনু উমার ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, উবাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীটি হাসান। উল্লেখিত হাদীসটি আবূ সাল্লাম হতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর বরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত আছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাফল (নির্দিষ্ট অংশ হতে অতিরিক্ত) হিসাবে তাঁর 'যুল-ফাকার' নামক তলোয়ারখানা তাকে দিয়েছিলেন। তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন এ বিষয়ে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন।

সনদ হাসান

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই ইবনু আবিয যিনাদের হাদীস হিসাবে জেনেছি। অভিজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে পুরস্কার হিসাবে অতিরিক্ত দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) বলেন, কোন বর্ণনা আমার নিকট পৌঁছেনি যে, সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরস্কার দিয়েছেন। আমি এ ধরণের বর্ণনাই পেয়েছি যে, তিনি যোদ্ধাদের কোন কোন যুদ্ধে পুরস্কৃত করেছেন। ইমামের বিশেষ বিবেচনার উপর বিষয়টি নির্ভরশীল। তিনি চাইলে প্রাথমিকভাবে অথবা শেষ গানীমাত হিসাবে তা দিতে পারেন। ইসহাক ইবনু মানসূর বলেন, আমি ইমাম আহ্মাদকে বললাম সন্দেহহীনভাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-পঞ্চমাংশের পর এক-চতুর্থাংশ যুদ্ধের প্রারম্ভভাগে এবং এক-পঞ্চমাংশের পর এক-তৃতীয়াংশ প্রত্যাবর্তনের সময় দান করেছেন। ইমাম আহ্মাদ বললেন, হ্যাঁ, প্রথমে গানীমাত হতে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আলাদা করতে হবে। তারপর বাকি সম্পদ হতে পুরস্কার (নাফল) দেওয়া যায় এবং তা যেন এই পরিমাণকে ছাড়িয়ে না যায়। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসে ইবনুল মুসাইয়্যিবের উক্তির উপর এই কথা বলা যায় যে, খুমুস হতে পুরস্কার প্রদান করা হবে। ইসহাকও একই কথা বলেছেন।

١٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ হত্যাকারী নিহতের মালপত্র পাবে

١٥٦٢ – حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ –مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ–، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؛ فَلَهُ سَلَبُهُ".

– صحيح : "الإرواء" (٥/٥٢–٥٣)، "صحيح أبي داود: (٢٤٣) ق

১৫৬২। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শুত্রু পক্ষের কোন সৈনিককে কোন লোক হত্যা করলে এবং এর প্রমাণ তার নিকট থাকলে সে নিহতের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র পাবে।

সহীহ্, ইরওয়া (৫/৫২-৫৩), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৪৩), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সাথে আরও ঘটনা আছে।

ইবনু আবী উমার হতে সুফিয়ানের বরাতে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদের সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আওফ ইবনু মালিক, খালিদ ইবনূল ওয়ালীদ, আনাস ও সামুরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ মুহাম্মাদের নাম নাফি, তিনি আবূ কাতাদা (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম। এ হাদীস মোতাবিক একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। এই অভিমত (হত্যাকারী নিহতের মালপত্র পাবে) দিয়েছেন ইমাম আওযাঈ, শাফিঈ এবং আহমাদও। আরেক দল অভিজ্ঞ আলিম বলেন, দলনেতার এই মালপত্র হতে খুমুস বের করে নেওয়ার অধিকার আছে। সুফিয়ান সাওরী বলেন, যে লোক যা পেয়েছে তা তারই হবে এবং শত্রুপক্ষের কোন লোককে যে ব্যক্তি খুন করল সে তার মালপত্রের অধিকারী হবে। দলনেতার এরূপ ঘোষণাই হল নাফল (পুরস্কার) এবং তাতে কোন খুমুস নেই। ইসহাক (রাহঃ) বলেছেন, হত্যাকারী নিহতের মালপত্রের অধিকারী হবে। তবে যদি মালপত্রের পরিমাণ অধিক হয় তবে দলনেতা চাইলে সেটা হতে খুমুস বের করতে পারেন, যেভাবে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বের করেছেন।

١٤ – بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ بَيْعُ الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ গানীমাতের সম্পদ বণ্টনের আগে বিক্রয় করা নিষেধ

١٥٦٣ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ

حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ، حَتّٰى تُقْسَمَ.

– صحيح : "المشكاة" (٤٠١٥-٤٠١٦ – التحقيق الثاني).

১৫৬৩। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, গানীমাতের মাল ভাগ করার আগে তা বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (৪০১৫-৪০১৬)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন।

١٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الْحَبَالٰى مِنَ السَّبَايَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ গর্ভবতী বন্দিনীদের সাথে সহবাস করা নিষেধ

١٥٦٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى أَنْ تُوْطَأَ السَّبَايَا، حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِيْ بُطُوْنِهِنَّ.

– صحيح : انظر الحديث (١٤٧٤).

১৫৬৪। উম্মু হাবীবা বিনতু ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাকে তার বাবা (ইরযায) জানিয়েছেন যে, গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে সন্তান প্রসব হওয়ার আগ পর্যন্ত সহবাস করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

সহীহ্, দেখুন হাদীস নং (১৪৭৪)

আবূ ঈসা বলেন, রুয়াইফি ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আর ইরবাযের হাদীসটি গারীব। এ হাদীস অনুসারে

আলিমগণ আমল করেছেন। ইমাম আওযাঈ বলেন, গর্ভবতী বন্দিনী দাসী কোন লোক কিনলে সেই ব্যাপারে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, সন্তান প্রসব হওয়ার আগ পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা যাবে না। আওযাঈ আরো বলেন, মুক্ত যুদ্ধবন্দিনীর বিষয়ে বিধান হল, তাদের সাথে ইদ্দাত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সহবাস করা যাবে না। আলী ইবনু খাশরাম ঈসা ইবনু ইউনুসের সূত্রে আওযাঈ হতে এই উক্তিটি বর্ণনা করেছেন।

١٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَعَامِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ মুশরিকদের খাবার প্রসঙ্গে

١٥٦٥ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ : أَخْبَرَنِيْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ قَبِيْصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارٰى؟ فَقَالَ : "لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِيْ صَدْرِكَ طَعَامٌ، ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ".

– حسن : "ابن ماجه" (٢٨٣٠).

১৫৬৫। কাবীসা ইবনু হুল্ব (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (পিতা) বলেন, নাসারাদের বানানো খাবারের প্রসঙ্গে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার মনে কোন খাবারের ব্যাপারে (অযথা) সন্দেহ ও দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয়। তুমি এরকম অমূলক সংশয়ে পড়ে গেলে নাসারাদের অনুরূপ হয়ে গেলে।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৮৩০)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমি মাহমূদকে বলতে শুনেছি উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা বলেছেন, ইসরাঈল সিমাক হতে, তিনি কাবীসা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ওয়াহাব ইবনু জারীর বলেন,

শুবা সিমাক হতে, তিনি মুরাই ইবনু ক্বাত্বারী হতে, তিনি আদী ইবনু হাতিম হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস মোতাবিক আলিমগণ আমল করেছেন। ইয়াহূদী-নাসারাদের খাদ্য খাওয়ার অনুমতি আছে বলে তারা মনে করেন।

١٧ - بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ السَّبْيِ

অনুচ্ছেদ ১৭ ॥ কয়েদীদের একে অপর থেকে আলাদা করা নিষেধ

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِيْ حُيَيٌّ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

- حسن : "المشكاة" (٣٣٦١).

১৫৬৬। আবূ আইয়্যূব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (বন্দিনী) মা ও তার সন্তানকে একে অপর হতে যে লোক আলাদা করল, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তার এবং তার প্রিয়জনদের পরস্পর হতে আলাদা করবেন।

হাসান, মিশকাত (৩৩৬১)

আবূ ঈসা বলেন আলী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আর এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ আমল করেছেন। বন্দিনী মা-সন্তান, পিতা-পুত্র এবং ভাইদেরকে পরস্পর হতে আলাদা করাকে তারা নিষিদ্ধ বলেছেন।

١٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ الْأُسَارٰى وَالْفِدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ বন্দীদের মেরে ফেলা বা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়া (বা বিনিময় আদায় করা)

١٥٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ – وَاسْمُهُ : أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوْفِيُّ–، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ جِبْرَائِيْلَ هَبَطَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ : خَيِّرْهُمْ – يَعْنِيْ : أَصْحَابَكَ – فِيْ أُسَارٰى بَدْرٍ : اَلْقَتْلَ، أَوِ الْفِدَاءَ؛ عَلٰى أَنْ يُّقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلاً مِثْلُهُمْ"، قَالُوْا : اَلْفِدَاءَ، وَيُقْتَلُ مِنَّا.

– صحيح : "المشكاة" (٣٩٧٣ – التحقيق الثاني)، "الإرواء" (٥/٤٨-٤٩).

১৫৬৭। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট এসে বলেন, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে তাদেরকে অর্থাৎ আপনার সাহাবীদেরকে ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দিন। হয় তাদেরকে তারা মেরে ফেলুক অথবা তাদের (সাহাবীদের) সমান সংখ্যক লোক আগামী বছর নিহত হওয়ার শর্তে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিক। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, আমাদের মধ্য হতে সম-সংখ্যক লোক মারা গেলেও আমরা তাদেরকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দিব।

সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৯৭৩), ইরওয়া (৫/৪৮-৪৯)

ইবনু মাসউদ, আনাস, আবূ বারযা ও জুবাইর ইবনু মুতঈম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা

সাওরীর সূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র ইবনু আবী যাইদা বর্ণিত হাদীস হিসাবেই জেনেছি। আবূ উসামা-হিশাম হতে, তিনি ইবনু সীরীন হতে, তিনি উবাইদা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে একইরকম বর্ণিত হয়েছে। এটি মুরসাল হাদীসরূপে ইবনু আওন-ইবনু সীরীন হতে, তিনি উবাইদা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাঊদ আল-হাফারীর নাম উমার, পিতা সা'দ।

١٥٦٨ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدٰى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

– صحيح : م(٥/٧٨).

১৫৬৮। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, দু'জন মুসলমান বন্দীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুশ্‌রিক বন্দীর সাথে বিনিময় করেছেন।

সহীহ্, মুসলিম (৫/৭৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ কিলাবার চাচার নাম আবুল মুহাল্লাব আব্দুর রাহমান ইবনু আমর, মতান্তরে তার নাম মুআবিয়া ইবনু উমার। আর আবূ কিলাবার নাম আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ আল-জারমী। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈগণ আমল করেছেন। তাদের মতে নেতা চাইলে কোন বন্দীকে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক মুক্তি দিতে পারেন, মেরে ফেলতে পারেন অথবা বিনিময় গ্রহণ করে ছেড়েও দিতে পারেন। বিনিময় নিয়ে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে মেরে ফেলাকেই কিছু অভিজ্ঞ আলিম উত্তম মনে করেন। আওযাঈ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, নিম্নলিখিত আয়াত মানসূখ (বাতিল) হয়ে গেছে ঃ "তারপর হয় অনুগ্রহ করবে অথবা বিনিময় গ্রহণ করে মুক্ত করে দিবে" (সূরা ঃ মুহাম্মাদ– ৪)। নাসিখ (বাতিলকারী) আয়াত হল ঃ "তাদেরকে যে জায়গাতেই পাও

সেখানেই মেরে ফেল” (সূরা ঃ বাকারা– ১৯১, সূরা ঃ নিসা– ৯১)। ইবনুল মুবারাক আওযাঈ হতে এই উক্তি বর্ণনা করেছেন।

ইসহাক ইবনু মানসুর বলেন, আহ্‌মাদকে আমি প্রশ্ন করলাম, কাফির যোদ্ধা বন্দী অবস্থায় এলে আপনি তাকে মেরে ফেলা পছন্দ করেন না বিনিময় নিয়ে মুক্তি দেওয়া পছন্দ করেন? তিনি উত্তরে বললেন, বিনিময় দিতে রাযি হলে তা নিয়ে তাকে মুক্তি দেওয়াতেও কোন সমস্যা নেই অথবা মেরে ফেলতেও কোন আপত্তি নেই। ইসহাক বলেন, তাকে মেরে ফেলাটাই আমি উত্তম বলে মনে করি। তবে সে প্রসিদ্ধি লাভ করলে এবং তার ব্যাপারে নানাবিধ আশা করার সুযোগ থাকলে (তাকে মুক্তি দেওয়াই উচিত)।

١٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ নারী ও শিশুদের মেরে ফেলা নিষেধ

١٥٦٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَقْتُوْلَةً، فَأَنْكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٤١) ق.

১৫৬৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একজন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক যুদ্ধে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং নারী ও শিশুদের মেরে ফেলতে বারণ করেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮৪১), নাসা-ঈ

বুরাইদা, রাবাহ তাকে রিয়াহ ইবনুর রাবীও বলা হয়। আসওয়াদ ইবনু সারী', ইবনু আব্বাস ও সা'ব ইবনু জাস্‌সামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্য অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। নারী ও শিশুদের মেরে ফেলাকে তারা জঘন্য কাজ বলেছেন। এই মতটি দিয়েছেন সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈও। রাতের বেলা আক্রমণ এবং এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদের মেরে ফেলার পক্ষে অন্য একদল অভিজ্ঞ আলিম সম্মতি প্রদান করেছেন। *এই অভিমত দিয়েছেন আহ্‌মাদ ও* ইসহাক। রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ তারা দু'জনেই রেখেছেন।

١٥٧٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ خَيْلَنَا أُوْطِئَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَوْلَادِهِمْ؟ قَالَ : "هُمْ مِنْ آبَاءِهِمْ".

- حسن : "ابن ماجه" (٢٨٣٩) ق.

১৫৭০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সা'ব ইবনু জাসসামা (রাঃ) আমাকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুশ্‌রিকদের নারী ও শিশুদেরকে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী পদদলিত করেছে। তিনি বললেন ঃ তারা তাদের বাপ-দাদার সাথেই সম্পৃক্ত।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৮৩৯), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٠ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ (কোন লোককে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা বৈধ নয়)

١٥٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْثٍ، فَقَالَ : "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا، وَفُلَانًا -لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ-: فَأَحْرِقُوْهُمَا

بِالنَّارِ". ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ -حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ-: "إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا؛ فَاقْتُلُوْهُمَا".

- صحيح : خ.

১৫৭১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি যুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি বলে দেন, তোমরা কুরাইশ বংশের অমুক অমুক লোকের নাগাল পেলে তাদের দু'জনকেই আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। যখন আমরা যাত্রা শুরু করলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন ঃ আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, অমুক অমুক লোককে তোমরা আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ নয়। অতএব তোমরা অমুক ও অমুকের নাগাল পেলে তবে তাদের দু'জনকেই মেরে ফেলবে।

সহীহ্ বুখারী

ইবনু আব্বাস ও হামযা ইবনু আমর আল-আসলামী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। এই হাদীসের সনদে সুলাইমান ইবনু ইয়াসার ও আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর মাঝখানে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আরও একজন বর্ণনাকারীর উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটি একাধিক বর্ণনাকারী লাইসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লাইস ইবনু সা'দের হাদীস অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহীহ্।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُوْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ গানীমাতের সম্পদ আত্মসাৎ করা

١٥٧٢ - حَدَّثَنِيْ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ

ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِّنْ ثَلَاثٍ : اَلْكِبْرِ، وَالْغُلُوْلِ، وَالدَّيْنِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٤١٢).

১৫৭২। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক তিনটি বিষয়ে অর্থাৎ অহংকার, গানীমাতের সম্পদ আত্মসাৎ ও ঋণ হতে মুক্ত অবস্থায় মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৪১২)

আবূ হুরাইরা ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٥٧٤ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا سِمَاكٌ أَبُوْ زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ : قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ فُلَانًا قَدِ اسْتُشْهِدَ؟ قَالَ : "كَلَّا! قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ غَلَّهَا". قَالَ : "قُمْ يَا عُمَرُ! فَنَادِ : إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ" – ثَلَاثًا –.

– صحيح : م.

১৫৭৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অমুক লোক শহীদ হয়েছে। তিনি বললেনঃ কোন অবস্থাতেই নয়, গানীমাতের একটি আলখাল্লা (লম্বা ঢিলা জামা) আত্মসাৎ করায় আমি তাকে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেনঃ হে উমার! উঠ এবং তিনবার ঘোষণা দাও– ঈমানদার লোক ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।

সহীহ্, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِأُمِّ سُلَيْمٍ، وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ؛ يَسْقِيْنَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٢٨٤) م.

১৫৭৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম (রাঃ) ও তার সাথের আনসার মহিলাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা পানি পান করাতেন এবং আহতদের জখমে ঔষধ লাগিয়ে দিতেন।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২২৮৪), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেছেন, রুবাই বিনতি মুআওয়্যিয (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আর এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٤ - بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ মুশ্‌রিকদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করা প্রসঙ্গে

١٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ -هُوَ ابْنُ الشِّخِّيْرِ-، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ : أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ هَدِيَّةً لَهُ- أَوْ نَاقَةً-، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَسْلَمْتَ؟"، قَالَ : لَا، قَالَ : "فَإِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ".

- حسن صحيح : المصدر نفسه (١٦٤/٢).

১৫৭৭। ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি তার

একটি উষ্ট্রী বা অন্য কিছু উপহার হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থাপন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি ইসলাম ধর্ম ক্ববূল করেছ? তিনি বলেন, না (পরে তিনি ইসলাম ধর্ম ক্ববূল করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মুশরিকদের উপহার নিতে আমাকে বারণ করা হয়েছে।

হাসান সহীহ্, প্রাগুক্ত (২/১৬৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। 'যাব্‌দুল মুশ্‌রিকীন' অর্থ 'মুশরিকদের দেওয়া উপহার'। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এও বর্ণিত আছে যে, মুশ্‌রিকদের উপহার তিনি নিতেন। এ হাদীসে মাকরূহ্ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে উপহার নিতেন। তারপর তা নিতে তাঁকে বারণ করে দেওয়া হয়েছে।

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ কৃতজ্ঞতার সিজদা

١٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ أَمْرٌ، فَسُرَّ بِهِ، فَخَرَّ لِلّٰهِ سَاجِدًا.

- حسن : "ابن ماجه" (١٣٩٤).

১৫৭৮। আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন একটি সুখবর আসে যে, তিনি তাতে খুবই আনন্দিত হন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (১৩৯৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা শুধুমাত্র উল্লেখিত সনদ সূত্রেই বাক্কার ইবনু আবদুল আযীযের বর্ণিত হাদীসে তা

জেনেছি। এ হাদীস মোতাবিক বেশির ভাগ আলিম আমল করেছেন। কৃতজ্ঞতার সিজদা বৈধ হওয়ার পক্ষে তারা অভিমত দিয়েছেন। বাক্কার ইবনু আব্দুল আজীজ ইবনু আবী বাকরাহ হাদীসের (বর্ণনার) উপযোগী।

٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَمَانِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ স্ত্রীলোক বা ক্রীতদাস কর্তৃক (কাউকে) নিরাপত্তা দান

١٥٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ"؛ يَعْنِيْ : تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

- حسن : "المشكاة" (٣٩٧٨) التحقيق الثاني.

১৫৭৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিলারাও তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষে (কাউকে) আশ্রয় দিতে পারে।

হাসান, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৯৭৮)

উম্মু হানী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। ইমাম বুখারীর নিকট আমি প্রশ্ন করলে তিনি এটিকে সহীহ হাদীস বলেন।

কাছীর ইবনু যাইদ আল-ওয়ালীদ ইবনু রাবাহ-এর নিকট হাদীস শুনেছেন। আর আল-ওয়ালীদ ইবনু রাবাহ আবূ হুরাইরার নিকট হাদীস শুনেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করার উপযোগী।

- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ : أَخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ مُرَّةَ -مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ أَبِيْ

طَالِبٍ-، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٤٦٨)، الصحيحة (٢٠٤٩) ق مختصرا نحوه.

আবূ তালিবের কন্যা উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়দের মধ্যে দুইজন লোককে আমি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে লোককে তুমি নিরাপত্তা প্রদান করেছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৪৬৮), সহীহা (২০৪৯), নাসা-ঈ সংক্ষিপ্তভাবে।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। নারীরাও কোন লোককে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে বলে তারা মনে করেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাকও। নারী ও গোলামদের দ্বারা কোন লোকের নিরাপত্তা দানকে তারা দু'জনেই বৈধ বলেছেন। অন্যান্য সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবূ মুররা (রাহঃ) আকীল ইবনু আবূ তালিবের মুক্ত দাস, তাকে উম্মু হানী (রাঃ)-এর মুক্তদাসও বলা হয়। তার নাম ইয়াযীদ। উমার (রাঃ)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, গোলাম কর্তৃক নিরাপত্তা দান করাকে তিনি অনুমোদন করেছেন। আলী ইবনু আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মুসলমানদের যিম্মা এক সমান, তাদের সাধারণ লোকও (কাউকে) নিজ দায়িত্বে নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকারী"। আবূ ঈসা বলেনঃ অভিজ্ঞ আলিমগণের মতে এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে কোন মুসলমান লোক যদি (শত্রু পক্ষের) কোন লোককে মুসলমানদের পক্ষে নিরাপত্তার ওয়াদা দেয় তবে তা সমগ্র মুসলিম সমাজের পক্ষে গণ্য হবে।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَدْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গে

١٥٨٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّوْمِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيْرُ فِيْ بِلاَدِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ؛ أَغَارَ عَلَيْهِمْ؛ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ -أَوْ عَلَى فَرَسٍ-، وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ، وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ؛ فَلاَ يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلاَ يَشُدَّنَّهُ، حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ"، قَالَ : فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٤٦٤).

১৫৮০। সুলাইম ইবনু আমির (রাহঃ) বলেন, একটি সন্ধিচুক্তি মুআবিয়া (রাঃ) ও রূমবাসীদের মধ্যে কার্যকর ছিল। তিনি (মুআবিয়া) তাদের জনপদে (সৈন্যসহ) চলাফেরা করতেন। এমতাবস্থায় চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে অতর্কিতে তাদেরকে আক্রমণ করেন। এমন সময় শোনা গেল, পশুর পিঠে অথবা ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে একজন লোক বলছে, 'আল্লাহু আকবার'। চুক্তির সময় পূর্ণ কর, বিশ্বাসঘাতকতা কর না। আমর ইবনু আবাসা (রাঃ) ছিলেন এই আরোহী ব্যক্তি। এ বিষয়ে মুআবিয়া (রাঃ) তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন জাতির সাথে যে লোকের চুক্তি আছে সে যেন এই চুক্তি ভঙ্গ না করে এবং তার বিপরীত কিছু না করে। চুক্তির সময় শেষ না হওয়ার আগ পর্যন্ত অথবা প্রতিপক্ষকে

পরিষ্কারভাবে জানানোর আগ পর্যন্ত এটা ভঙ্গ করা যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর মুআবিয়া (রাঃ) নিজের লোকদের নিয়ে ফিরে আসেন।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৪৬৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের হাতে কিয়ামাতের দিন একটি করে পতাকা থাকবে

١٥٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٤٦١).

১৫৮১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যে কিয়ামাত দিবসে একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৪৬১)

আলী, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবূ সাঈদ আল-খুদরী ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। তিনি আরও বলেনঃ "প্রত্যেক বিশ্বাস ঘাতকের জন্য পতাকা থাকবে" আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত এই হাদীস সম্পর্কে আমি মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এ হাদীসটি মারফূ' হিসাবে আমার জানা নেই।

٢٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّزُوْلِ عَلَى الْحُكْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ সালিশ মেনে আত্মসমর্পণ

١٥٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ : رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَطَعُوْا أَكْحَلَهُ -أَوْ أَبْجَلَهُ، فَحَسَمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّارِ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَتَرَكَهُ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَحَسَمَهُ أُخْرٰى، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ؛ قَالَ : "اَللّٰهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِيْ، حَتّٰى تُقِرَّ عَيْنِيْ مِنْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ، فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً، حَتّٰى نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ؛ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ، وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ، يَسْتَعِيْنُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَصَبْتَ حُكْمَ اللّٰهِ فِيْهِمْ"، وَكَانُوْا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ؛ اِنْفَتَقَ عِرْقُهُ، فَمَاتَ.

- صحيح : "الإرواء" (٥/٣٨-٣٩) طرفه الأول.

১৫৮২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সা'দ ইবনু মুআয (রাঃ) আহ্যাব যুদ্ধের দিন তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এতে তার বাহুর মাঝখানের রগ কেটে যায়। তার ক্ষতস্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগুনের সেঁক দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করেন। তারপর তার হাত ফুলে যায়। আগুনের সেঁক দেওয়া বন্ধ করলে আবার রক্তক্ষরণ হতে থাকে। আবার তিনি তার ক্ষতস্থানে আগুনের সেঁক দেন। তার হাত পুনরায় ফুলে উঠে। তিনি (সা'দ) নিজের এ অবস্থা দেখে বলেন, 'হে আল্লাহ! আমার জীবনকে কেড়ে নিও না বানূ কুরাইযার চরম পরিণতি দেখে আমার চোখ না জুড়ানো পর্যন্ত।" তার জখম হতে সাথে সাথে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। এরপর আর একটি ফোঁটাও বের হয়নি। সা'দ

ইবনু মুআয (রাঃ)-কে তারা (বানূ কুরাইযা) সালিশ মানতে রাজী হয়। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার (সা'দের) নিকট লোক পাঠালেন (সমাধানের জন্য)। তিনি সমাধান দিলেন যে, বানূ কুরাইযা গোত্রের পুরুষদেরকে মেরে ফেলা হবে এবং মহিলাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। মুসলমানগণ তাদের দ্বারা বিভিন্ন রকম কাজ আদায় করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাদের ব্যাপারে তোমার মত সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার মতের অনুরূপ হয়েছে। তারা (পুরুষগণ) সংখ্যায় ছিল চার শত। লোকেরা তাদেরকে মেরে ফেলা সমাপ্ত করলে, তার ক্ষতস্থান হতে আবার রক্ত পড়া আরম্ভ হল এবং তিনি মৃত্যু বরণ করলেন।

সহীহ্, ইরওয়া (৫/৩৮-৩৯)

আবূ সাঈদ ও আতিয়্যা আল-কুরাযী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٥٨٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ : عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٤١).

১৫৮৪। আতিয়্যা আল-কুরাযী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে বানূ কুরাইযার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনা হল। যাদের লজ্জাস্থানের লোম উঠেছে (বালেগদের) তাদেরকে হত্যা করা হল, আর যাদের তা উঠেনি (নাবালেগদের) তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হল। আমার লজ্জাস্থানে তখনও লোম উঠেনি। একারণে আমাকে মুক্ত করে দেওয়া হল।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৫৪১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীস

মোতাবিক একদল অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। তাদের মতে, যে লোকের বয়স এবং বীর্যপাতের ব্যাপারে সঠিকভাবে অনুমান করা না যাবে– তার নাভির নীচের লোম উঠাই বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ বলে গণ্য হবে। এই অভিমত দিয়েছেন ইমাম আহ্মাদ এবং ইসহাকও।

٣٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِلْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ বন্ধুত্বের চুক্তি প্রসঙ্গে

١٥٨٥ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ خُطْبَتِهِ : "أَوْفُوْا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزِيْدُهُ – يَعْنِيْ : الْإِسْلَامَ – إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تُحْدِثُوْا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ".

– حسن : "المشكاة" (٣٩٨٣– التحقيق الثاني).

১৫৮৫। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক খুতবায় বলেন ঃ জাহিলী আমলের চুক্তিসমূহকে তোমরা পূর্ণ কর। কেননা ইসলাম এটাকে আরো মজবুত করবে। তোমরা আর নতুন করে ইসলামে একইরকম চুক্তি করবে না।

হাসান, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৯৮৩)

আবদুর রাহ্মান ইবনু আওফ, উম্মু সালামা, জুবাইর ইবনু মুতঈম, আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস ও কাইস ইবনু আসিম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣١ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ অগ্নিপূজকদের নিকট হতে কর আদায় প্রসঙ্গে

١٥٨٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا

الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ، قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنَاذِرَ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ : أُنْظُرْ مَجُوْسَ مَنْ قِبَلَكَ، فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ؛ فَإِنَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ.

– صحيح : "الإرواء" (١٢٤٩) خ.

১৫৮৬। বাজালা ইবনু আবদা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মানাযির নামক অঞ্চলে আমি জায ইবনু মুআবিয়ার সচিব ছিলাম। আমাদের নিকট উমার (রাঃ)-এর চিঠি আসল। তিনি লিখেছেন, তোমাদের এ অঞ্চলের অগ্নিপূজকদের দেখ এবং তাদের নিকট হতে কর সংগ্রহ কর। আমাকে আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ) জানিয়েছেন যে, হাজার এলাকার অগ্নিপূজকদের নিকট হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর আদায় করেছেন।

সহীহ্, ইরওয়া (১২৪৯), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

١٥٨٧ – حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ، حَتّٰى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ.

– صحيح : انظر ما قبله

১৫৮৭। বাজালা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, অগ্নিপূজকদের হতে উমার (রাঃ) কর সংগ্রহ করতেন না যে পর্যন্ত না তাকে আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ) জানান যে, হাজার এলাকার অগ্নিপূজকদের নিকট হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর সংগ্রহ করেছেন।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসে আরো অনেক কথা আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٣٢ - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ যিম্মীদের (অমুসলিম নাগরিক) সম্পদ হতে যা নেওয়া যাবে

١٥٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ، فَلاَ هُمْ يُضَيِّفُونَا، وَلاَ هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، وَلاَ نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنْ أَبَوْا إِلاَّ أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهًا؛ فَخُذُوا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٦٧٦) ق.

১৫৮৯। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমন একটি সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে আমরা চলাচল করি যারা আমাদের মেহমানদারীও করে না এবং তাদের উপর আমাদের প্রাপ্য অধিকারও আদায় করে না। আমরাও তাদের নিকট হতে জোরপূর্বক আমাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা তোমাদের বল প্রয়োগ ব্যতীত মেহমানদারী করতে না চাইলে তোমরা জোরপূর্বকই তা আদায় কর।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬৭৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এটিকে ইয়াযীদ ইবনু হাবীবের সূত্রেও লাইস ইবনু সা'দ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের তাৎপর্য হল, মুসলিম যোদ্ধারা অভিযানে গমন করত। তখন এমন সব যিম্মীদের লোকালয় পেরিয়ে যেতে হত যেখানে ইচ্ছা করলেও খাবার-দাবার কিনতে পাওয়া যেত না। এরূপ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ছিল ঃ তারা খাবার বিক্রয় করতে অস্বীকার করলে এবং জোরখাটিয়ে আদায় করা ছাড়া আর কোন উপায় না থাকলে তবে তাদের

নিকট হতে শক্তি খাটিয়েই তা কিনে নাও। কয়েকটি হাদীসে এরূপ ব্যাখ্যার উল্লেখ আছে। এরকম পরিস্থিতিতে উমার (রাঃ)-ও এরূপ নির্দেশই দিতেন।

٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ হিজরাত প্রসঙ্গে

١٥٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ-يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ-: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ؛ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ؛ فَانْفِرُوا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٧٣) ق.

১৫৯০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই বিজয়ের পর আর হিজরাত নেই। হ্যাঁ জিহাদ ও (তার) সংকল্প বজায় থাকবে। অতএব যখন জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা তার জন্যে বেরিয়ে পড়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৭৩), নাসা-ঈ

আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আবদুল্লাহ ইবনু হুবশী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি সুফিয়ান সাওরীও মানসূরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথের বর্ণনা

١٥٩١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ : حَدَّثَنَا

عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -:{لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}؛ قَالَ جَابِرٌ : بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

- صحيح : م دون الآية.

১৫৯১। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে ঃ "আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মু'মিন লোকদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন গাছের নীচে তোমার নিকট তারা শপথ করছিল। তাদের অন্তরের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। এজন্যই তাদের উপর তিনি প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান করেন" (সূরা ঃ ফাত্হ- ১৮)। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমরা শপথ করলাম (প্রতিজ্ঞা করলাম) যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালাবো না। কিন্তু আমরা তাঁর নিকট মৃত্যুর বাই'আত করিনি।

সহীহ্, মুসলিম আয়াতের উল্লেখ ব্যতীত

সালামা ইবনুল আকওয়া, ইবনু উমার, উবাদা ও জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বরেন, এ হাদীসটি অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত আছে। কিন্তু আবূ সালামার নাম তাতে উল্লেখ নেই।

١٥٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ : قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ : عَلَى الْمَوْتِ.

- صحيح : ق.

১৫৯২। ইয়াযীদ ইবনু আবূ উবাইদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে,

তিনি বলেন, সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম ঃ হুদাইবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আপনারা কি বিষয়ে শপথ করেছিলেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর শপথ করেছিলাম (যে পর্যন্ত জীবন থাকবে যুদ্ধ করতে থাকব, পালিয়ে যাবো না)।

সহীহ্, নাসা-ঈ

এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٥٩٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَيَقُوْلُ لَنَا : "فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٦٠٦) ق.

১৫৯৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (নির্দেশ) শুনার ও সে মোতাবিক আনুগত্যের শপথ নিতাম। তিনি আমাদের বলতেন ঃ তোমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৬০৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উভয় হাদীসের অর্থই সঠিক। কেননা তাঁর নিকট প্রয়োজনবোধে মৃত্যুবরণের জন্য তাঁর একদল সাহাবী শপথ (বাই'আত) করেছেন। তারা বলেছেন, 'আমরা মৃত্যুবরণ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আপনার আগে আগে প্রতিরক্ষা রচনা করে চলব'। সাহাবীদের অন্য দল তাঁর নিকট প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে না পালানোর শপথ করেছেন।

١٥٩٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : لَمْ نُبَايِعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى

الْمَوْتِ؛ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ.

– صحيح : م، يومضى برقم (١٥٩١).

১৫৯৪। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমরা কোন সময়ই মৃত্যুর শপথ করিনি, বরং আমরা তাঁর নিকট যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে না যাওয়ার শপথ করেছি।

সহীহ্, মুসলিম ১৫৯১ নং হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَكْثِ الْبَيْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ শপথ (বাই'আত) প্রত্যাখ্যানের পরিণতি

١٥٩٥ – حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا : فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٢٠٧) ق.

১৫৯৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে খুবই বেদনাদায়ক শাস্তি। এদের মধ্যকার একজন হল ঃ ইমামের নিকট যে লোক আনুগত্যের শপথ করেছে। ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) তাকে কোন সুযোগ-সুবিধা দিলে তবে সে শপথ ঠিক রাখে। তিনি তাকে কোন সুযোগ-সুবিধা না দিলে তবে সে শপথ পূর্ণ করে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২২০৭), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীসের বক্তব্য সম্পর্কে কোন মতবিরোধ নেই।

٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعَةِ الْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ গোলামের শপথ প্রসঙ্গে

١٥٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ؛ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "بِعْنِيْهِ"، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: "أَعَبْدٌ هُوَ؟".

- صحيح : م.

১৫৯৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন গোলাম এসে হিজরাতের শপথ নিল। সে যে গোলাম তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না। তার মনিব এসে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ আমার নিকট একে বিক্রয় করে দাও। তিনি দু'টি কালো গোলামের বিনিময়ে তাকে কিনলেন। এরপর হতে তিনি কোন লোককে শপথ করাতেন না সে গোলাম কি-না তা প্রশ্ন না করা পর্যন্ত।

সহীহ্, মুসলিম

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব সহীহ্ বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আবুয যুবাইরের সূত্রে জেনেছি।

٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ মহিলাদের শপথ প্রসঙ্গে

١٥٩٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُوْلُ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا : "فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ"، قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا! قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! بَايِعْنَا -قَالَ سُفْيَانُ : تَعْنِيْ : صَافِحْنَا-، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ؛ كَقَوْلِيْ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٧٤).

১৫৯৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রুকাইকার মেয়ে উমাইমা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকজন মহিলার সাথে শপথ গ্রহণ করি। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের যোগ্যতা ও শক্তি মোতাবিক (দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করবে)। আমি বললাম, আমাদের নিজেদের চাইতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের উপর অনেক বেশি অনুগ্রহশীল। আমি আরো বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে শপথ করান। সুফিয়ান বলেন, তার কথার অর্থ ছিল, আমাদের হাত স্পর্শ করুন (যেভাবে পুরুষদের হাত স্পর্শ করে শপথ করা হয়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার বক্তব্য একজন মহিলার প্রতি যেমন এক শতজন মহিলার উপরেও ঠিক তেমনই।

সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (২৮৭৪)

আইশা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের সূত্রেই জেনেছি। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও অন্যান্যরা মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের সূত্রে এ হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন।

আমি এ হাদীস বিষয়ে মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, উমাইমা বিনতু রুকাইকা (রাঃ) হতে বর্ণিত এটি ব্যতীত আর কোন হাদীস আছে কি-না তা আমার জানা নেই। উমাইমা (রাঃ) নামক আরো একজন মহিলা আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عِدَّةِ أَصْحَابِ أَهْلِ بَدْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা

١٥٩٨ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ كَعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوْتَ؛ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا.

- صحيح : خ.

১৫৯৮। বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা একে অপরের সাথে বলাবলি করতাম যে, বদরের যুদ্ধে বাদরী বাহিনীতে সাহাবীগণের পরিমাণ ছিল তালূত বাহিনীর মত তিন শত তেরজন।

সহীহ্, বুখারী

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি আবূ ইসহাকের সূত্রে সুফিয়ান সাওরী এবং অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন।

٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُمُسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ)-এর বিবরণ

١٥٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ : "آمُرُكُمْ أَنْ

تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ.

– صحيح : "مختصر البخاري" (٤٠)، "الإيمان" لأبي عبيد (١/٥٩) ق.

১৫৯৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবদুল কাইস বংশের প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা গানীমাতের যে সম্পদ লাভ করবে তার মধ্য হতে এক-পঞ্চমাংশ (বাইতুল মালে) দিয়ে দেবে।

সহীহ্, সংক্ষিপ্ত বুখারী (৪০), আল ঈমান, আবূ উবাইদ (৫৯/১), নাসা-ঈ

এ হাদীসের সাথে একটি ঘটনা আছে।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উপরোক্ত হাদীসের মত অন্য একটি সূত্রেও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

٤٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النُّهْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ গানীমাতের সম্পদ হতে বণ্টনের আগে নেওয়া নিষেধ

١٦٠٠ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَتَقَدَّمَ سَرْعَانُ النَّاسِ، فَتَعَجَّلُوْا مِنَ الْغَنَائِمِ، فَاطَّبَخُوْا؛ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ أُخْرَى النَّاسِ، فَمَرَّ بِالْقُدُوْرِ، فَأَمَرَ بِهَا، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣١٣٧) ق.

১৬০০। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক (যুদ্ধের) ভ্রমণে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। কয়েকটি দ্রুতগামী লোক আগে চলে গেল। তারা দ্রুততার

সাথে গানীমাতের সম্পদ হতে কিছু নিয়ে তা রান্না করা শুরু করে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনের দলের সাথে ছিলেন। এই হাঁড়িগুলোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি নির্দেশ দিলেন এবং সে অনুযায়ী সেগুলো উলটিয়ে দেওয়া হল। তারপর তিনি গানীমাতের সম্পদ বণ্টন করলেন এবং দশ দশটি বকরীর সমান ধরলেন এক একটি উটকে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৩৭), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, সুফিয়ান সাওরী-তার পিতা হতে, তিনি আবাইয়া হতে, তিনি তার দাদা রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ)-এর সূত্রে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন, এতে আবাইয়ার পরে তার পিতা রিফাআর কোন উল্লেখ নেই। মাহ্‌মূদ ইবনু গাইলান-ওয়াকী হতে, তিনি সুফিয়ানের সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটি অনেক বেশি সহীহ।

সালাবা ইবনুল হাকাম, আনাস, আবূ রাইহানা, আবুদ দারদা, আবদুর রাহমান ইবনু সামুরা, যাইদ ইবনু খালিদ, জাবির, আবূ হুরাইরা ও আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে অধিক সহীহ্ বলেছেন। আর আবাইয়া ইবনু রিফাআ সরাসরিভাবে তার দাদা রাফি (রাঃ) হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

١٦٠١ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنِ انْتَهَبَ؛ فَلَيْسَ مِنَّا".

– صحيح : "المشكاة" (٢٩٤٧ – التخريج الثاني).

১৬০১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বণ্টনের পূর্বে যে ব্যক্তি গানীমাতের সম্পদ হতে কিছু গ্রহণ করে সে আমাদের দল ভুক্ত নয়।

সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (২৯৪৭)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ এবং আনাস (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব বলেছেন।

٤١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ التَّسْلِيْمِ عَلٰى أَهْلِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ আহলে কিতাবদের সালাম প্রদান প্রসঙ্গে

١٦٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا تَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيْقِ؛ فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلٰى أَضْيَقِهِ".

- صحيح : "الصحيحة" (٧٠٤)، "الإرواء" (١٢٧١) م، خد، وسيأتي برقم (٢٨٥٥).

১৬০২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ইয়াহূদী-নাসারাদের প্রথমে সালাম প্রদান করো না। তোমরা রাস্তায় চলাচলের সময় তাদের কারো সাথে দেখা হলে তাকে রাস্তার কিনারায় ঠেলে দিও।

সহীহ্, সহীহা (৭০৪), ইরওয়া (১২৭১), মুসলিম, বুখারী আদাবুল মুফরাদ, ২৮৫৫ নং হাদীসটির আলোচনা আসবে।

ইবনু উমার, আনাস ও আবূ বাসরা আল-গিফারী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ؛ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ : اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ : عَلَيْكَ".

- صحيح : "الإرواء" (١١٢/٥) ق.

১৬০৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদেরকে

কোন ইয়াহূদী সালাম করে তখন বলে, 'আসসামু আলাইকুম' (তোমার মৃত্যু হোক)। তুমি উত্তরে বল, "আলাইকা" (তোমার হোক)।

সহীহ্, ইরওয়া (৫/১১২), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٤٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ মুশরিকদের সাথে বসবাস করা নিষেধ

١٦٠٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلٰى خَثْعَمٍ، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُوْدِ، فَأَسْرَعَ فِيْهِمُ الْقَتْلُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ : "أَنَا بَرِيْءٌ مِّنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ"، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَلِمَ؟ قَالَ : "لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا".

– صحيح دون الأمر بنصف العقل : "الإرواء" (١٢٠٧)، "صحيح أبي داود" (٢٣٧٧).

১৬০৪। জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, খাসআমদের অঞ্চলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট বাহিনী প্রেরণ করেন। সিজদার মাধ্যমে সেখানকার জনগণ আত্মরক্ষা করতে চাইল। কিন্তু দ্রুততার সাথে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি তাদের অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) দেওয়ার জন্য হুকুম দেন। তিনি আরো বলেন, মুশ্‌রিকদের সাথে যে সকল মুসলমান বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হতে মুক্ত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কেন? তিনি বললেন ঃ এইটুকু দূরে থাকবে যেন উভয়ের আগুন না দেখা যায়।

"অর্ধেক দিয়াত দেওয়ার হুকুম দেন" এই অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ্, ইরওয়া (১২০৭), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৩৭৭)

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ . . . مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ : عَنْ جَرِيْرٍ. وَهٰذَا أَصَحُّ.

১৬০৫। আবূ মুআবিয়ার হাদীসের মত হাদীস হান্নাদ-আবদাহ হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদ হতে, তিনি কাইস ইবনু আবূ হাযিম (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে। তবে এই সূত্রে জারীর (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই এবং এটিই অনেক বেশি সহীহ্। সামুরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইসমাঈলের বেশিরভাগ সঙ্গী তার হতে, তিনি কাইস ইবনু আবূ হাযিমের সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট বাহিনী পাঠান। এ সূত্রেও জারীরের উল্লেখ নেই। আবূ মুআবিয়ার হাদীসের মত হাদীস হাম্মাদ ইবনু সালামা-হাজ্জাজ ইবনু আরতাত হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদ হতে, তিনি কাইস হতে, তিনি জারীর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, সঠিক কথা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কাইসের বর্ণনাটি মুরসাল। সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস কর না, তাদের সংসর্গেও যেও না। যে মানুষ তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে।"

٤٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ আরব উপদ্বীপ হতে ইয়াহূদী-নাসারাদের বের করে দেওয়া প্রসঙ্গে

١٦٠٦ - حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ

الْحُبَابِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَئِنْ عِشْتُ - إِنْ شَاءَ اللّٰهُ -؛ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ".

- صحيح : انظر ما قبله.

১৬০৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইনশাআল্লাহ আমি জীবিত থাকলে ইয়াহূদী-নাসারাদের অবশ্যই আরব উপদ্বীপ হতে বের করে দিব।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

١٦٠٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ؛ فَلاَ أَتْرُكُ فِيْهَا إِلاَّ مُسْلِمًا".

- صحيح : "الصحيحة" (١١٣٤)، "صحيح أبي داود"، م.

১৬০৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি ইহূদী ও নাসারাদের আরব উপদ্বীপ হতে অবশ্যই বহিষ্কার করব। মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে সেখানে বসবাস করতে দিব না।

সহীহ্, সহীহা (১১৩৪), সহীহ্ আবূ দাউদ, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٤٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرِكَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া সম্পত্তি প্রসঙ্গে

١٦٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ، فَقَالَتْ : مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ : أَهْلِيْ وَوَلَدِيْ، قَالَتْ : فَمَا لِيْ لَا أَرِثُ أَبِيْ؟! فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لَا نُوْرَثُ"، وَلٰكِنِّيْ أَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْلُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ.

- صحيح : "مختصر الشمائل المحمدية" (٣٣٧).

১৬০৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর নিকট ফাতিমা (রাঃ) এসে বললেন, আপনার উত্তরাধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, আমার স্ত্রী এবং সন্তানগণ। তিনি (ফাতিমা) বললেন, তাহলে আমার পিতার উত্তরাধিকারী আমি হব না কেন? আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "আমাদের (নাবীদের) কোন উত্তরাধিকারী হয় না।" তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ভরণ-পোষণের যোগার করতেন আমিও তাদের ভরণ-পোষণের যোগার করে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের খরচপাতি বহন করতেন আমিও তাদের খরচপাতি বহন করতে থাকব।

সহীহ্‌, মুখতাসার শামাঈল মুহাম্মাদীয়া (৩৩৭)

উমার, তালহা, যুবাইর, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, সা'দ ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। এই হাদীস

আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনু আতা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে, তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে হাম্মাদ ইবনু সালামা বর্ণনা করেছেন। আমি এই হাদীস প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ বুখারীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে, তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে হাম্মাদ ইবনু সালামা ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

١٦٠٩ – حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ عِيْسٰى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عَطَاءٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ -رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا- تَسْأَلُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَا : سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنِّيْ لَا أُوْرَثُ"، قَالَتْ : وَاللّٰهِ لَا أُكَلِّمُكُمَا أَبَدًا، فَمَاتَتْ؛ وَلَا تُكَلِّمُهُمَا.

– صحيح : انظر ما قبله.

১৬০৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবূ বাক্র ও উমার (রাঃ)-এর কাছে ফাতিমা (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তার প্রাপ্য উত্তরাধিকারস্বত্ব দাবি করেন। তারা দু'জনেই বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা বলতে শুনেছি ঃ "আমার কেউ ওয়ারিস হয় না"। ফাতিমা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি আর কোন সময় (উত্তরাধিকারস্বত্ব বিষয়ে) আপনাদের উভয়ের সাথে আলোচনা করব না। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর তাদের সাথে (এ ব্যাপারে) কথা বলেননি।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আলী ইবনু ঈসা বলেন, আমি তোমাদের সাথে কথা বলবনা। এর অর্থ হল উত্তরাধিকার বিষয়ে তোমরা সত্যবাদী। আবূ বাকার (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

١٦١٠ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ :

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالزُّبَيْرُ ابْنُ الْعَوَّامِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لَهُمْ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ؛ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"؟! قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَجِئْتَ أَنْتَ وَهٰذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ؛ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيْرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيْكَ، وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيْرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ.

–صحيح : "مختصر الشمائل" (٣٤١) ق.

১৬১০। মালিক ইবনু আওস ইবনু হাদাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর সামনে আসলাম। উসমান ইবনু আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ ও সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)-ও তার সামনে আসলেন। তারপর আলী ও ইবনু আব্বাস (রাঃ)-ও আসলেন। তারা দু'জনেই তাদের অভিযোগ উপস্থাপন করলেন। তাদের সবাইকে উমার (রাঃ) বললেন, আমি আপনাদেরকে সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যাঁর হুকুমে আকাশ এবং যমীন সুপ্রতিষ্ঠিত আছে! আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের (নাবীদের) কোন উত্তরাধিকারী হয় না, আমরা যে সব (সম্পদ) রেখে যাই তা সাদকা বলে বিবেচিত"? তারা সকলেই বললেন, হ্যাঁ। আবার উমার (রাঃ) বললেন, আবূ বাক্‌র (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর বললেন, আমি এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়েছি। (উমার বলেন) তখন আপনি (আব্বাস) ও ইনি (আলী) আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর নিকট এসেছিলেন। আপনার ভাইয়ের ছেলের সম্পত্তিতে আপনি নিজের উত্তরাধিকার দাবি করলেন এবং ইনি তার শ্বশুরের সম্পত্তিতে নিজের স্ত্রীর অংশ দাবি করলেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হয় না, আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সাদকা বলে বিবেচিত"। আল্লাহ তা'আলা জানেন, তিনি (আবূ বাক্‌র) সত্যবাদী, সৎকর্মশীল, সৎপথের পথিক এবং সত্য-ন্যায়ের অনুসারী ছিলেন।

সহীহ্, মুখতাসার শামাইল (৩৪১), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সাথে দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব এবং মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

٤٥ – بَابُ مَا جَاءَ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ : "إِنَّ هٰذِهِ لاَ تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ"

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বললেন ঃ এ শহরে আজকের দিনের পর আর যুদ্ধ করা যাবে না

١٦١١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ : "لاَ تُغْزَى هٰذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

– صحيح : "الصحيحة" (٢٤٢٧)

১৬১১। হারিস ইবনু মালিক ইবনু বারসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের দিন বলতে শুনেছি ঃ আজকের পর কিয়ামাত পর্যন্ত এখানে আর যুদ্ধ করা যাবে না।

সহীহ্, সহীহা (২৪২৭)

ইবনু আব্বাস, সুলাইমান ইবনু সুরাদ ও মুতী' (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। যাকারিয়া ইবনু আবূ যাইদা-শাবী (রাহঃ)-এর সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র এই সূত্রেই জেনেছি।

٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْقِتَالُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ যুদ্ধের সঠিক সময়

١٦١٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ إِلَى الْهُرْمُزَانِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، فَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ؛ انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٣٨٥)، "المشكاة" (٣٩٣٢- التحقيق الثاني).

১৬১৩। মাকিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হুরমুযানের বিরুদ্ধে নু'মান ইবনু মুকাররিন (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তারপর এ হাদীসের বিস্তারিত ঘটনা (অন্যত্র)

বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। নু'মান ইবনু মুকাররিন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (বিভিন্ন যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করেছি। তিনি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ আরম্ভ না করলে সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়ার, বাতাস প্রবাহিত হওয়ার এবং সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করে যুদ্ধ আরম্ভ করতেন।

সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (২৩৮৫), মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৯৩৩)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আলকামা ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) বাক্‌র ইবনু আবদুল্লাহ আল-মুযানীর ভাই। নু'মান ইবনু মুকাররিন উমার (রাঃ)-এর খিলাফাতকালে মারা যান।

٤٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ কুলক্ষণ প্রসঙ্গে

١٦١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلطِّيَرَةُ مِنَ الشِّرْكِ، وَمَا مِنَّا . . .؛ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٣٨).

১৬১৪। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এমন কেউই আমাদের মধ্যে নেই যার মনে এর ধারণা আসে না। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর (মু'মিন লোকের) ভরসার কারণে তা দূর করে দেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৩৮)

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, হাবিস আত-তামীমী, আইশা, ইবনু উমার ও সা'দ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি

হাসান সহীহ্। আমরা শুধুমাত্র আলামা ইবনু কুহাইলের সূত্রেই এটি জেনেছি। এটি সালামা (রাহঃ) হতে শুবা (রাহঃ)-ও বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরো বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে আমি বলতে শুনেছি, এ হাদীস প্রসঙ্গে সুলাইমান ইবনু হারব বলতেন ঃ "আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যার মনে এর ধারণা আসে না তবে আল্লাহর উপর ভরসার কারণে তা দূর করে দেন।" কথাটুকু ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা নয়)।

١٦١٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ"، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ : "الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٣٧) ق.

১৬১৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সংক্রমণ এবং কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে আমি ফাল পছন্দ করি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ফাল কি জিনিস? তিনি বলেন ঃ পবিত্র ও উত্তম কথা।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৩৭), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦١٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ؛ أَنْ يَسْمَعَ : يَا رَاشِدُ! يَا نَجِيْحُ!

– صحيح : "الروض النضير" (٨٦).

১৬১৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দরকারে বের হওয়ার সময় (কারো মুখে) 'হে সঠিক পথের পথিক', 'হে সফলকাম' বাক্য শুনতে পছন্দ করতেন।

সহীহ্, রাওযুন নাযীর (৮৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব সহীহ্ বলেছেন।

٤٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَصِيَّتِهِ ﷺ فِي الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিয়াত (উপদেশ)

١٦١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ؛ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، وَقَالَ : "اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ، وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ، وَلَا تَغُلُّوْا، وَلَا تَغْدِرُوْا، وَلَا تُمَثِّلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا، فَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ؛ فَادْعُهُمْ إِلٰى إِحْدٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ -، أَيَّتُهَا أَجَابُوْكَ؛ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ؛ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوْا؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْا كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ؛ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِيْ عَلَى الْأَعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ

يُجَاهِدُوْا، فَإِنْ أَبَوْا؛ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ عَلَيْهِمْ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا، فَأَرَادُوْكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ؛ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ، وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ؛ لِأَنَّكُمْ أَنْ تَخْفِرُوْا ذِمَّتَكُمْ، وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ؛ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللّٰهِ، وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوْكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ؛ فَلَا تُنْزِلُوْهُمْ، وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ : أَتُصِيْبُ حُكْمَ اللّٰهِ فِيْهِمْ أَمْ لَا؟"؛ أَوْ نَحْوَ هٰذَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٥٨) م.

১৬১৭। সুলাইমান ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বাহিনীর অধিনায়ক মনোনীত করে কাউকে পাঠানোর সময় বিশেষভাবে তার নিজের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করার এবং অধীনস্থ মুসলিম যোদ্ধাদের কল্যাণ কামনা করার পরামর্শ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নামে যুদ্ধ শুরু কর, আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ কর, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অবাধ্যাচরণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, গানীমাতের সম্পদ আত্মসাৎ কর না, বিশ্বাসঘাতকতা করা হতে বিরত থাক, (শত্রুসৈন্যের) মৃতব্যক্তির নাক-কান ইত্যাদি কেটে মৃতদেহ বিকৃত কর না এবং শিশুদের হত্যা কর না। তুমি মুশরিক শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হওয়াকালে তাদেরকে তিনটি বিকল্প প্রস্তাবের যে কোন একটি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাবে। তারা এ তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি মেনে নিলে তা গ্রহণ কর এবং তাদেরকে হামলা করা হতে বিরত থাক। তুমি তাদেরকে ইসলাম ধর্ম ক্ববূল করার জন্য আহ্বান জানাবে এবং হিজরাত করে মুহাজিরদের এলাকায় চলে আসতে বলবে। তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তারা এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে তারা মুহাজিরদের সমপরিমাণ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে এবং যেসব দায়িত্ব ও

কর্তব্য মুহাজিরদের উপর অর্পিত হবে অনুরূপ তাদের উপরও অর্পিত হবে। তারা নিজস্ব অবস্থান পরিবর্তন করতে সম্মত না হলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তারা বেদুঈনদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে। যা বেদুঈনদের বেলায় কার্যকর হবে তাদের বেলায়ও তাই প্রযোজ্য হবে। তারা জিহাদে যোগ না দিলে গানীমাত ও ফাই হতে কিছুই পাবে না। তারা ইসলাম ধর্ম ক্ববূল করতে রাজি না হলে তুমি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ কর। তুমি কোন দুর্গ ঘেরাও করার পর তারা তোমার নিকট আল্লাহ ও তাঁর নাবীর যিম্মাদারি (নিরাপত্তা) চাইলে তুমি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মাদারিও অনুমোদন করবে না আর তাঁর নাবীর যিম্মাদারিও নয়, বরং তাদের জন্য তোমার এবং তোমার সাথীদের যিম্মাদারি মঞ্জুর করবে। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারির খেলাপ করার চেয়ে তোমার ও তোমার সাথীদের যিম্মাদারির খেলাপ করাই তোমাদের জন্য উত্তম। তুমি কোন দুর্গবাসীদের অবরোধ করার পর তারা তোমার নিকট আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা মোতাবিক দুর্গ হতে বের হয়ে আত্মসমর্পণ করতে চাইলে তুমি তা অনুমোদন করবে না, বরং তুমি তাদেরকে তোমার নিজের ফায়সালা মতো দুর্গ হতে বের করে আত্মসমর্পণ করাবে। কারণ তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার সঠিক ফায়সালায় পৌঁছাতে পেরেছ কি-না তা তোমার জানা নেই। অথবা তিনি একইরকম কোন কথা বলেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮৫৮), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, নু'মান ইবনু মুকাররিন (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ আলকামা ইবনু মারসাদ (রাহঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ তারা (ইসলাম ধর্ম ক্ববূল করতে) অস্বীকার করলে তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় কর। তারা তাও ফিরিয়ে দিলে তাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ওয়াকী ও একাধিক বর্ণনাকারী সুফিয়ানের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাহমান ইবনু মাহদীর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতেও জিয্রার উল্লেখ আছে।

١٦١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُغِيرُ إِلاَّ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا؛ أَمْسَكَ؛ وَإِلاَّ أَغَارَ، فَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ : "عَلَى الْفِطْرَةِ"، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، فَقَالَ : "خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٣٦٨) م.

১৬১৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ফজরের সময়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন জনপদে) নৈশ হামলা করতেন। তিনি আযান শুনলে হামলা হতে বিরত থাকতেন, অন্যথায় হামলা করতেন। একদিন তিনি কানকে সজাগ রাখলেন। তিনি একজন লোককে 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' বলতে শুনলেন। তিনি বললেন ঃ ফিতরাতের (ইসলামের) উপর আছে। ঐ লোকটি আবার বলল, "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই)। তিনি বললেন ঃ তুমি জাহান্নাম হতে বেরিয়ে গেলে।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৩৬৮), মুসলিম

হাসান (রাহঃ) বলেন, আবুল ওয়ালীদ-হাম্মাদ ইবনু সালামা (রাহঃ)-এর এই সূত্রে একইরকম বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٠ - كِتَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

অধ্যায় ২০ ঃ জিহাদের ফাযীলাত

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ জিহাদের ফাযীলাত

١٦١٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ قَالَ : "إِنَّكُمْ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ"، فَرَدُّوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ -أَوْ ثَلاَثًا-؛ كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ : "لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ"، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : "مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ، الَّذِيْ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ، حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ".

– صحيح : "الصحيحة" م(٢٨٩٦).

১৬১৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ কাজ জিহাদের সমতুল্য হতে পারে? তিনি বললেন ঃ তোমরা তা করতে পারবে না। তারা দুই অথবা তিনবার একই প্রশ্ন করল। প্রতি বারই তিনি বললেন, তোমরা তা করতে পারবে না। তৃতীয় বারে তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় জিহাদকারী লোকের সাথে এমন লোকের তুলনা হতে পারে যে লোক অক্লান্তভাবে নামায-রোযায় ব্যস্ত থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলার পথের মুজাহিদ ফিরে না আসে।

সহীহ, সহীহা (২৮৯৬), মুসলিম

শিফাআ, আবদুল্লাহ ইবনু হুবশী, আবূ মূসা, আবূ সাঈদ, উম্মু মালিক আল-বাহ্যিয়্যা ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এটা আবূ হুরাইরা (রাঃ) এর বরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

١٦٢٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنِيْ مَرْزُوْقٌ أَبُوْ بَكْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -يَعْنِيْ-: "يَقُوْلُ اللّٰهُ - عَزَّوَجَلَّ -: "اَلْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ : إِنْ قَبَضْتُهُ؛ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ؛ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ، أَوْ غَنِيْمَةٍ".

– صحيح : "التعليق الرغيب" (١٧٨/٢).

১৬২০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমার পথে জিহাদকারীর জন্য আমি নিজেই যামিন। আমি তার জীবনটা নিয়ে নিলে তবে তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেই। আমি তাকে (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) ফিরিয়ে আনলে তবে তাকে সাওয়াব বা গানীমাতসহ ফিরিয়ে আনি।

সহীহ্ তা'লীকুর রাগীব (২/১৭৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ পাহারা প্রদানরত অবস্থায় মৃত্যুর সাওয়াব

١٦٢١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ :

أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّ عَمْرَو ابْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : "كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهِ؛ إِلاَّ الَّذِيْ مَاتَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ فَإِنَّهُ يُنْمٰى لَهُ عَمَلُهُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ". وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ".

- صحيح : "المشكاة" (٣٤- التحقيق الثاني)، و(٣٨٢٣)، "التعليق الرغيب" (٢/١٥٠) "الصحيحة" (٥٤٩)، صحيح أبي داود (١٢٥٨).

১৬২১। ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সকল প্রকার কাজের উপর সীলমোহর করে দেওয়া হয় (কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে)। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় পাহারাদানরত অবস্থায় যে লোক মৃত্যুবরণ করে কিয়ামাত পর্যন্ত তার কর্মের সাওয়াব বাড়ানো হতে থাকে এবং তিনি কবরের সকল ফিতনা হতে নিরাপদে থাকেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে লোক নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে সে-ই আসল মুজাহিদ।

সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৪) এবং (৩৮২৩), তা'লীকুর রাগীব (২/১৫০), সহীহা (৫৪৯), সহীহ আবূ দাউদ (১২৫৮)

আবূ ঈসা বলেন, উকবা ইবনু আমির ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ফাযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّوْمِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার পথে রোযা আদায়ের সাওয়াব

١٦٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ

عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ زَحْزَحَهُ اللّٰهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا". أَحَدُهُمَا يَقُوْلُ : "سَبْعِيْنَ"، وَالْآخَرُ يقُوْلُ : "أَرْبَعِيْنَ".

– صحيح باللفظ الأول : "التعليق الرغيب" (٦٢/٢).

১৬২২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক একদিন আল্লাহ্ তা'আলার পথে রোযা আদায় করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের (পথের) দূরত্বে রাখবেন। (উরওয়া ও সুলাইমানের) একজনের বর্ণনায় সত্তর বছর এবং অপরজনের বর্ণনায় চল্লিশ বছর উল্লেখ আছে।

প্রথম শব্দে (অর্থাৎ সত্তর বছর) হাদীসটি সহীহ্, তা'লীকুর রাগীব (২/৬২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব বলেছেন। আবুল আসওয়াদের নাম মুহাম্মাদ, বাবা আবদুর রাহমান, দাদা নাওফাল আল-আসাদী আল-মাদানী। আবূ সাঈদ, আনাস, উকবা ইবনু আমির ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٦٢٣ – حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَدَنِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَصُوْمُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ إِلَّا بَاعَدَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٧١٧) ق.

১৬২৩। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মানুষ যদি একদিন আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় রোযা আদায় করে তাহলে সেই দিনটি তার চেহারা হতে জাহান্নামকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেয়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৭১৭), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦٢٤ – حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا؛ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ".

– حسن صحيح : "الصحيحة" (٥٦٣).

১৬২৪। আবূ উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক যদি একদিন আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় রোযা আদায় করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে আকাশ ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের সমতুল্য একটি পরিখা সৃষ্টি করে দিবেন।

হাসান সহীহ্, সহীহা (৫৬৩)

আবূ উমামার হাদীস হিসেবে এ হাদীসটি গারীব।

٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করার সাওয়াব

١٦٢٥ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمِيْلَةَ، عَنْ خُرَيْمِ

ابْنِ فَاتِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؛ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ".

– صحيح : "المشكاة" (٣٨٢٦)، "التعليق الرغيب" (١٥٦/٢).

১৬২৫। খুরাইম ইবনু ফাতিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় কিছু ব্যয় করে (এর বিনিময়ে) তার জন্য সাতশত গুণ সাওয়াব লেখা হয়।

সহীহ্, মিশকাত (৩৮২৬), তা'লীকুর রাগীব (২/১৫৬)

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। আমরা এ হাদীস শুধুমাত্র আর-রুকাইন ইবনুর রাবীর সূত্রেই জেনেছি।

٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সেবাদানের সাওয়াব

١٦٢٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "خِدْمَةُ عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ".

– حسن : "التعليق الرغيب" (١٥٨/٢).

১৬২৬। আদী ইবনু হাতিম তাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, কোন রকমের দান-খাইরাত বেশি উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায়

সেবার উদ্দেশ্যে গোলাম দান করা, অথবা ছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁবু দান করা বা আল্লাহর রাস্তায় জাওয়ান উষ্ট্রী দান করা।

হাসান, তা'লীকুর রাগীব (২/১৫৮)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুআবিয়া ইবনু আবূ সালিহের সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যাইদ তার কোন কোন সনদে গড়মিল করেছেন। যিয়াদ ইবনু আইয়্যূব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হাদীসটি "ওয়ালীদ ইবনু জামীল বর্ণনা করেছেন আবূ আব্দুর রাহমান আল-কাসিম হতে, তিনি আবূ উমামা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

١٦٢٧ - حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ : ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ".

- حسن : انظر ما قبله.

১৬২৭। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উত্তম সাদকা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় ছায়া সৃষ্টির জন্যে তাঁবু দান করা, আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সেবার উদ্দেশ্যে গোলাম দান করা অথবা আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় জাওয়ান উষ্ট্রী দান করা।

হাসান, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। আমার মতে এই বর্ণনাটি মুআবিয়া ইবনু সালিহের বর্ণনার চাইতে অনেক বেশি সহীহ।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

অনুচ্ছেদ ৬॥ সৈনিকের অস্ত্র ও রসদপত্রের যোগানদারের সাওয়াব

١٦٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ؛ فَقَدْ غَزَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٥٩)

১৬২৮। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় জিহাদকারী কোন যোদ্ধার যুদ্ধে যাওয়ার সকল সাজ-সরঞ্জামের যোগাড় করল সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে মানুষ কোন সৈনিকের পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর রাখলো সেও যেন জিহাদ করল।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৫৯)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি এ সূত্র ব্যতীত অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

١٦٢٩ - حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِبْنِ أَبِيْ لَيْلٰى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، أَوْ خَلَفَهُ فِيْ أَهْلِهِ؛ فَقَدْ غَزَا".

- صحيح بما قبله.

১৬২৯। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় জিহাদের জন্য কোন যোদ্ধার

সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে দিল অথবা তার পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর রাখল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় এ হাদীসটি সহীহ্।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

١٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . نَحْوَهُ.

১৬৩০। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আব্দুল মালিক ইবনু আবী সুলাইমান হতে, তিনি আতা হতে, তিনি যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ؛ فَقَدْ غَزَا".

- صحيح : انظر ما قبله بحديث.

১৬৩১। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় কোন মুজাহিদের সাজ-সরঞ্জামের যোগাড় করে দিল সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে লোক কোন যোদ্ধার পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর রাখলো সেও যেন জিহাদ করল।

সহীহ্, দেখুন এই হাদীসের পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা সহীহ বলেছেন।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে লোকের পদদ্বয় ধুলি-মলিন হয় তার মর্যাদা

١٦٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ، قَالَ : لَحِقَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَقَالَ : أَبْشِرْ؛ فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ".

- صحيح : "الإرواء" (١١٨٣) خ.

১৬৩২। ইয়াযীদ ইবনু আবূ মারইয়াম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি পায়ে হেটে জুমু'আর সালাত আদায় করতে যাচ্ছিলাম। এ সময় আবাইয়া ইবনু রিফাআ ইবনু রাফি (রাঃ) আমার সাথে মিলিত হন। তিনি (আমাকে) বললেন, তোমার জন্য সুখবর। আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায়ই তোমার এই পথ চলা। আবূ আব্স (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে লোকের পা দুটি ধুলিমলিন হয় তা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম হয়ে যায়।

সহীহ্, ইরওয়া (১১৮৩), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব সহীহ বলেছেন। আবূ আব্স-এর নাম আবদুর রাহমান ইবনু জাব্র। আবূ বাকর (রাঃ) ও আরো একজন সাহাবী হতে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইয়াযীদ ইবনু আবূ মারইয়াম হচ্ছেন সিরিয়ার অধিবাসী। তার সূত্রে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম, ইয়াহ্ইয়া ইবনু হামযা এবং আরো কয়েকজন সিরীয় মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে কূফার অধিবাসী

বুরাইদ ইবনু আবূ মারইয়ামের পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার নাম মালিক, পিতা রাবীআ। বুরাইদ ইবনু আবী মারইয়াম আনাস ইবনু মালিকের নিকট হাদীস শুনেছেন। আবূ ইসহাক আল হামদানী, আতা ইবনুস সাইব, ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক ও শুবা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বুরাইদ ইবনু আবী মারইয়াম হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْغُبَارِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় ধুলি-মলিন হওয়ার সাওয়াব

١٦٣٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُوْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ".

- صحيح : "المشكاة" (٣٨٢٨)، "التعليق الرغيب" (١٦٦/٢).

১৬৩৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে যে লোক ক্রন্দন করে তার জাহান্নামে যাওয়া এরূপ অসম্ভব যেমন অসম্ভব দোহন করা দুধ আবার পালানের মধ্যে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার পথের ধুলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও একত্র হবে না (আল্লাহ্ তা'আলার পথের পথিক জাহান্নামে যাবে না)।

সহীহ্, মিশকাত (৩৮২৮), তা'লীকুর রাগীব (২/১৬৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ তালহা (রাঃ)-এর মুক্তদাস ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রাহমান (রাহঃ)। তিনি একজন মাদীনার অধিবাসী।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে লোক বুড়ো হয়েছে তার সাওয়াব

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ شُرَحْبِيْلَ بْنَ السِّمْطِ قَالَ : يَا كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ! حَدَّثَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَاحْذَرْ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ؛ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٢٤٤)، "المشكاة" (٤٤٥٩- التحقيق الثاني).

১৬৩৪। সালিম ইবনু আবুল জাদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, শুরাহ্বীল ইবনুস সিম্‌ত (রাহঃ) বলেন, হে কা'ব ইবনু মুররা! আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনান এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে লোক মুসলমান অবস্থায় বুড়ো হল, তার জন্য কিয়ামাতের দিন একটি বিশেষ আলোকবর্তিকা থাকবে।

সহীহ্, সহীহা (১২৪৪), মিশকাত তাহকীক ছানী (৪৪৫৯)

আবূ ঈসা বলেন, ফাযালা ইবনু উবাইদ ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। কা'ব ইবনু মুররার হাদীসটি হাসান। কা'ব ইবনু মুররার হাদীসটি আমর ইবনু মুররা হতে আমাশ এরূপই বর্ণনা করেছেন। মানসূর-সালিম ইবনু আবিল জাদ হতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে সনদের মধ্যে অন্য একজন বর্ণনাকারীকে সালিম ও কা'ব-এর মাঝখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁকে কা'ব ইবনু মুররাও বলা হয় এবং মুররা ইবনু কা'ব আল-বাহযীও বলা

হয়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হিসাবেই মুররা ইবনু কা'ব আল-বাহ্যী (রাঃ) প্রসিদ্ধ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٦٣٥ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرِ الْمَرْوَزِيُّ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْحِمْصِيُّ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ :"مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؛ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

– صحيح : "التعليق الرغيب" (١٧١/٢).

১৬৩৫। আমর ইবনু আবাসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে যে লোক বুড়ো হয়েছে, তার জন্য কিয়ামাতের দিন একটি আলোকবর্তিকা থাকবে।

সহীহ্, তা'লীকুর রাগীব (২/১৭১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। হাইওয়া ইবনু শুরাইহ্ হচ্ছেন ইয়াযীদ আল-হিমসী-এর ছেলে।

١٠ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে ব্যক্তি ঘোড়া লালন-পালন করে তার সাওয়াব

١٦٣٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اَلْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ : هِيَ

لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ : فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُعِدُّهَا لَهُ؛ هِيَ لَهُ أَجْرٌ، لَا يَغِيبُ فِي بُطُونِهَا شَيْءٌ؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرًا".

- صحيح : م.

১৬৩৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামাত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বাঁধা রয়েছে। তিন প্রকার মানুষের জন্য ঘোড়া তিন ধরণের ফল বয়ে আনে। তা কোন মানুষের জন্য সাওয়াবের মাধ্যম, কোন মানুষের জন্য আবরণস্বরূপ এবং কোন মানুষের জন্য গুনাহের কারণ হয়ে থাকে। এটা সেই প্রকার মানুষের জন্য সাওয়াবের মাধ্যম হয় যে আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদের উদ্দেশ্যে) তা লালন-পালন করে এবং এটাকে (সর্বদা) প্রস্তুত রাখে। এটা তার জন্য সাওয়াবের মাধ্যম হবে। সে এর পেটে যা কিছুই ঢালে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে তার জন্য সাওয়াব লিখে দেন।

সহীহ্, মুসলিম

এ হাদীসে আরও বিবরণ আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। উপরোক্ত হাদীসের মত মালিক ইবনু আনাস-যাইদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইসূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় তীর ছুড়ার সাওয়াব

١٦٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ

أَبِيْ نَجِيْحٍ السُّلَمِيِّ -رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٨١٢).

১৬৩৮। আবূ নাজীহ আস-সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে লোক তীর ছুড়লো তার জন্য রয়েছে একটি গোলাম মুক্ত করার অনুরূপ সাওয়াব।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮১২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা সহীহ্ বলেছেন। আবূ নাজীহ্র নাম আমর, পিতা আবাসা আস-সুলামী। আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ নামেও আবদুল্লাহ ইবনুল আযরাক (রাহঃ)-এর পরিচিত রয়েছে।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْحَرَسِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় পাহারাদানের সাওয়াব

١٦٣٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَبُوْ شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ".

- صحيح : "المشكاة" (٣٨٢٩)، :"التعليق الرغيب" (١٥٣/٢).

১৬৩৯। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ জাহান্নামের আগুন দুটি চোখকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে যে চোখ ক্রন্দন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে চোখ (নিরাপত্তার জন্য) পাহারা দিয়ে ঘুমবিহীনভাবে রাত পার করে দেয়।

সহীহ্, মিশকাত (৩৮২৯), তা'লীকুর রাগীব (২/১৫৩)

আবূ ঈসা বলেন, উসমান ও আবূ রাইহানা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র শুয়াইব ইবনু যুরাইক-এর সূত্রেই জেনেছি।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ শহীদদের সাওয়াব সম্বন্ধে

١٦٤٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوْعِيُّ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيْئَةٍ"، فَقَالَ جِبْرِيْلُ : إِلاَّ الدَّيْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِلاَّ الدَّيْنَ".

- صحيح : م ابن عمر، "الإرواء" (١١٩٦)، "غاية المرام" (٣٥١)، "تخريج مشكلة الفقر" (٦٧).

১৬৪০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে মৃত্যুবরণ করা সকল পাপের কাফফারা হয়ে যায়। তখন জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ঋণ ব্যতীত (তা ক্ষমা করা হয় না)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঋণ ব্যতীত।

সহীহ্, মুসলিম ইবনু উমার হতে, ইরওয়া (১১৯৬), গাইয়াতুল মারাম (৩৫১), তাখরীজ মুশকিলাতুল ফাকর (৬৭)

আবূ ঈসা বলেন, কা'ব ইবনু উজরা, জাবির, আবূ হুরাইরা ও আবূ কাতাদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীস বিষয়ে শুধুমাত্র আবূ বাক্‌র ইবনু আইয়্যাশের নিকট হতে এই শাইখ (ইয়াহ্ইয়া ইবনু তালহা) কর্তৃক বর্ণিত সূত্রেই জেনেছি। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে উল্লেখিত হাদীস প্রসঙ্গে আমি (তিরমিযী) প্রশ্ন করলে এ বিষয়ে তিনি তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, আমার মনে হয় তিনি হয়ত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হুমাইদ এর হাদীসটি বুঝাতে চেয়েছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "জান্নাত হতে পৃথিবীতে ফিরে আসতে শহীদ ব্যতীত অন্য কেউই আনন্দবোধ করবে না।"

١٦٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ، تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ -أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ-".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٧١).

১৬৪১। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সবুজ পাখির মধ্যে শহীদদের রূহ্ অবস্থান করে। তারা জান্নাতের বৃক্ষসমূহের ফল ভক্ষণ করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৪২৭১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : "مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ، لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ؛ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا؛ وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا؛ إِلاَّ

الشَّهِيْدُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى".

- صحيح : ق.

১৬৪৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সঞ্চিত সাওয়াবের অধিকারী যে কোন বান্দার মৃত্যুর পর তাকে পৃথিবী এবং এর সকল কিছু দিলেও সে আবার পৃথিবীতে চলে আসা পছন্দ করবে না। কিন্তু যখন শহীদ ব্যক্তি শাহাদাত লাভের ফাযীলাত ও মর্যাদা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে তখন সে আবার দুনিয়াতে আসতে আগ্রহী হবে, যাতে সে আবার আল্লাহ্ তা'আলার পথে শহীদ হতে পারে।

সহীহ্, নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইবনু আবী উমার বলেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ বলেছেন যে, আমর ইবনু দীনার যুহরীর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ নৌযুদ্ধ প্রসঙ্গে

١٦٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ -وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ-، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ؟! قَالَ : "نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ: يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ؛ مُلُوْكٌ عَلَى الْأَسِرَّةِ-أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ-، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ! فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيْ، عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ" -نَحْوُ مَاقَالَ فِي الْأَوَّلِ-، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ! قَالَ : "أَنْتَ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ".

قَالَ : فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامِ الْبَحْرَ فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٧٦) ق.

১৬৪৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলহানের মেয়ে উম্মু হারামের বাসায় গেলে তিনি তাঁকে খাবার খাওয়াতেন। উম্মু হারাম (রাঃ) ছিলেন উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ)-এর স্ত্রী। এক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাসায় গেলে তিনি তাঁকে খাওয়ান এবং তাঁর ঘুমানোর ব্যবস্থা করে তাঁর মাথায় বিলি কাটতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে যান। তারপর তিনি হাসতে হাসতে ঘুম হতে জেগে উঠেন। তিনি (উম্মু হারাম) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি কারণে হাসছেন? তিনি বললেনঃ আমার উম্মাতের একদল লোককে (স্বপ্নে) আমার সামনে হাযির করা হল। তারা সাগরের বুকে সিংহাসনে বসা শাসকের মত সাওয়ার হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় (নৌ) যুদ্ধে নিয়োজিত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্য দু'আ করুন, তিনি আমাকেও যেন তাদের

অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তিনি তার জন্য দু'আ করেন এবং (বালিশে) মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি পুনরায় হাসতে হাসতে ঘুম হতে সজাগ হন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেনঃ আমার সামনে আমার উম্মাতের এক দল লোককে (স্বপ্নে) হাযির করা হয়, যারা আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় (নৌ) যুদ্ধে নিয়োজিত। তিনি পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি (উম্মু হারাম) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্য দু'আ করুন, তিনি আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেনঃ তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। মুআবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর রাজত্বকালে উম্মু হারাম (রাঃ) নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নৌযুদ্ধ হতে ফিরে এসে তার সাওয়ারী হতে পড়ে গিয়ে মারা যান।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৭৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উম্মু হারাম (রাঃ) উম্মু সুলাইম (রাঃ)-এর বোন এবং আনাস (রাঃ)-এর খালা।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَلِلدُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ লোক দেখানো বা পার্থিব স্বার্থে যে লোক যুদ্ধ করে

١٦٤٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى، قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً؛ فَأَيُّ ذٰلِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا؛ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ".

- صحيح : "ابن ماجاء" (٢٧٨٣) ق.

১৬৪৬। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, এক লোক বীরত্ব

দেখানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এক লোক গোত্রীয় মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে এবং এক লোক মানুষকে দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে– এদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার পথে? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে শুধুমাত্র সে-ই আল্লাহ্র পথে (জিহাদ করে)।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৮৩), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَانَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٢٧) ق.

১৬৪৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সকল কর্মের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিয়্যাত (উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য) মতো ফলাফল রয়েছে। সুতরাং যে মানুষের হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই তার হিজরাত পরিগণিত হয়। যে মানুষের হিজরাত দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য সে তা-ই অর্জন করবে। অথবা তার হিজরাত কোন নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে হলে সে যে উদ্দেশ্যে হিজরাত করেছে তার হিজরাত সেই উদ্দেশ্যের জন্যেই পরিগণিত হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৪২২৭), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদের সূত্রে মালিক ইবনু আনাস, সুফিয়ান সাওরী ও অন্যান্য ইমামগণও বর্ণনা করেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদের বর্ণনার মাধ্যমেই জেনেছি। আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী বলেন, এই হাদীস প্রত্যেক অনুচ্ছেদেই সংযোজন করা উচিত।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার পথে এক সকাল ও এক বিকাল ব্যয় করার সাওয়াব

١٦٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدِ الْمَخْزُوْمِيُّ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "غَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ؛ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٥٦) ق.

১৬৪৮। সাহল ইবনু সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় একটি সকালের ব্যয় পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৫৬), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস, আবূ আইয়ূব ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٦٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ

ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "غُدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ؛ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا".

- صحيح : "الإرواء" (٥/٣-٤) م.

১৬৪৯। আবূ হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় একটি সকালের অথবা একটি বিকালের ব্যয় পৃথিবী ও তার মধ্যকার সব কিছু হতে উত্তম।

সহীহ্, ইরওয়া (৫/৩-৪), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। যে আবূ হাযিম সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি ছিলেন আবূ হাযিম আয-যাহিদ আল-মাদানী, তার নাম সালামা ইবনু দীনার। আর এই আবূ হাযিম যিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি ছিলেন আবূ হাযিম আল-আশজাঈ আল-কূফী, তার নাম সালমান এবং তিনি আযযা আল-আশজাইয়্যার আযাদকৃত গোলাম।

١٦٥٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا، فَقَالَ : لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ، فَأَقَمْتُ فِي هٰذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ، حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ : "لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ

لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟! اُغْزُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ".

- حسن : "التعليق الرغيب" (٢/١٧٤).

১৬৫০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে একজন সাহাবী একটি পাহাড়ী উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে স্থানে একটি মিঠা পানির ছোট ঝর্ণা ছিল। নির্মল-স্বচ্ছ এই ঝর্ণার পানির স্বাদ ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করল। তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি যদি সাথীদের হতে আলাদা হয়ে এই উপত্যকায় থেকে যেতাম! আমি তা কখনও করতে পারি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলেন। তিনি বললেনঃ তা কখনো কর না। কেননা তোমাদের কেউ বাড়ীতে থেকে সত্তর বছর ধরে নামায আদায় করার চেয়েও কিছু সময় আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় অবস্থান করা উত্তম। তোমরা কি এটা পছন্দ কর না যে, তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করান? তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ কর। যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় দুইবার উষ্ট্রী দোহনের মধ্যবর্তী পরিমাণ সময় যুদ্ধ করে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়।

হাসান, তা'লীকুর রাগীব (২/১৭৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

١٦٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ فِي الْجَنَّةِ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ؛ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٥٧) ق.

১৬৫১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে এক সকাল অথবা এক বিকাল ব্যয় করা অবশ্যই পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। তোমাদের কারো ধনুকের জ্যা অথবা হাত পরিমাণ জান্নাতের জায়গা পৃথিবী ও তার মধ্যকার সকল কিছু হতে উত্তম। জান্নাতের মহিলাদের কেউ পৃথিবীর দিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখলে অবশ্যই আকাশ-যমীনের মাঝে অবস্থিত সবকিছু আলোকিত হয়ে যেত এবং দুনিয়ার সমস্ত জায়গা সুগন্ধময় হয়ে যেত। তার মাথার ওড়নাটিও পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭৫৭), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٨ – بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ কে উত্তম লোক

١٦٥٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟! رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ؟! رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ؛ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا؟! أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يَسْأَلُ بِاللَّهِ؛ وَلَا يُعْطِي بِهِ".

– صحيح : "الصحيحة" (٢٥٥)، "التعليق الرغيب" (١٧٣/٢).

১৬৫২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কে উত্তম মানুষ, আমি কি তোমাদের তা জানিয়ে দেবো না? আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে। আমি কি তোমাদের বলে দেবো না, তারপর কোন মানুষ উত্তম? যে নিজের মেষপাল নিয়ে মানুষদের কাছ হতে দূরে অবস্থান করে থাকে এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলার যে হক (যাকাত) রয়েছে তা দিয়ে দেয়। কে মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক তা কি আমি তোমাদের বলে দেবো না? যার নিকট আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হয় কিন্তু (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) দান করে না।

সহীহ্, সহীহা (২৫৫), তা'লীকুর রাগীব (২/১৭৩)

হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। হাদীসটি একাধিক সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ যে লোক (আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায়) শাহাদাতের প্রার্থনা করে

١٦٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا؛ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٩٧) م.

১৬৫৩। সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার

নিকট সত্যিকারভাবে সর্বান্তকরণে শাহাদাতের প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের মনযিলে পৌঁছাবেন, সে তার বিছানাতে মারা গেলেও।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৯৭), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা হাদীসটি শুধুমাত্র আবদুর রাহমান ইবনু শুরাইহ্-এর সূত্রেই জেনেছি। এ হাদীসটি আবদুর রাহমান ইবনু শুরাইহ্ হতে আবদুল্লাহ ইবনু সালিহ (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাহমানের উপনাম আবূ শুরাইহ্, তিনি ইসকান্দারিয়ার অধিবাসী। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ؛ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ؛ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّهِيدِ".

- **صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٩٢).**

১৬৫৪। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক সত্যিকারভাবেই আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিহত হওয়ার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদের সাওয়াব দান করবেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৯২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُجَاهِدِ وَالنَّاكِحِ وَالْمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللّٰهِ إِيَّاهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ মুজাহিদ, মুকাতাব গোলাম ও বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য

١٦٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ : اَلْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ".

- حسن : "ابن ماجه" (٢٥١٨).

১৬৫৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তিন প্রকারের মানুষকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারী, মুকাতাব গোলাম- যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে এবং বিবাহে আগ্রহী লোক– যে বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৫১৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার পথে আহত ব্যক্তির মর্যাদা

١٦٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :

"لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ –وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ–، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اَللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٩٥) ق.

১৬৫৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে যে মানুষই আহত হয়, আর আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন, তাঁর পথে কে আহত হয়; সে এমনভাবে কিয়ামাত দিবসে হাযির হবে যে, রক্তের রং-এর মত হবে তার জখমের রং এবং কস্তুরীর সুগন্ধির মত হবে এর ঘ্রাণ।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৯৫), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। একাধিক সূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

١٦٥٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ –مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ– فَوَاقَ نَاقَةٍ؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً؛ فَإِنَّهَا تَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ : لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ، وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٩٢).

১৬৫৭। মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মুসলমান লোক আল্লাহ্ তা'আলার পথে উষ্ট্রীর দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী (সময়ের পরিমাণ)

সময় জিহাদ করল তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলার পথে যে লোক আহত হল অথবা আঘাতপ্রাপ্ত হল, এই জখম কিয়ামাতের দিবসে আরো তাজা হয়ে উপস্থিত হবে। এই জখমের রং যাফরানের মত হবে এবং এর ঘ্রাণ কস্তুরীর মত সুগন্ধময় হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৯২)

এ হাদীসটি সহীহ।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ কাজ কোনটি?

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ - أَوْ : أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ -؟ قَالَ : "إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ"، قِيْلَ : ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ : "اَلْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ"، قِيْلَ : ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ".

- حسن : صحيح ق.

১৬৫৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলঃ সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ কাজ কোনটি এবং উত্তম বা কল্যাণকর কোন ধরণের কাজ? তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। আবার প্রশ্ন করা হল, এরপর কোন জিনিস উত্তম? তিনি বললেনঃ জিহাদ হচ্ছে সকল কাজের চূড়া বা শিখর। আবার প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরপর কোন জিনিস উত্তম? তিনি বললেনঃ (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) ক্ববূল হওয়া হাজ্জ।

হাসান সহীহ্, নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। একাধিক সূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٣ - بَابُ مَا ذُكِرَ أَنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ তলোয়ারের ছায়াতলে জান্নাতের দরজা

١٦٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي - بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ - يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ -رَثُّ الْهَيْئَةِ-: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُهُ؟! قَالَ : نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلٰى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، وَكَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَضَرَبَ بِهِ، حَتّٰى قُتِلَ.

- صحيح : "الإرواء" (٥/٧) م.

১৬৫৯। আবূ বাক্র ইবনু আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, শত্রুর মোকাবিলায় আমি আমার বাবাকে (যুদ্ধক্ষেত্রে) বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তলোয়ারের ছায়াতলে জান্নাতের দরজাসমূহ। দলের উস্কখুস্ক একজন লোক বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি তা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের বিদায়ী সালাম জানাচ্ছি। এই বলে তিনি নিজ তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেললেন এবং তলোয়ার দ্বারা (শত্রুর প্রতি) আঘাত হানতে থাকেন। অবশেষে তিনি নিহত হন।

সহীহ্, ইরওয়া (৫/৭), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র জাফর ইবনু সুলাইমান আয-যুবাঈর সূত্রেই জেনেছি। আবূ ইমরান আল-জাওনীর নাম আবদুল মালিক, পিতা হাবীব। আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ মূসার ব্যাপারে আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বল (রাহঃ) বলেন, এটাই তার নাম, উপনাম নয়।

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ কোন ধরণের মানুষ সবচাইতে উত্তম?

١٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : "رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ". قَالُوْا : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : "ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِيْ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ".

- صحيح : "التعليق الرغيب" (١٧٣/٢) ق.

১৬৬০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলঃ কোন ধরণের মানুষ সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে যে সকল মানুষ জিহাদ করে। তারা আবার প্রশ্ন করলেন, তারপর কে? তিনি বললেনঃ পাহাড়ের কোন উপত্যকায় যে মু'মিন আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে চলে এবং মানুষকে নিজের অনিষ্ট হতে নিরাপদে রাখে।

সহীহ্, তা'লীকুর রাগীব (২/১৭৩), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٥ – بَابُ فِيْ ثَوَابِ الشَّهِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ শহীদের সাওয়াব

١٦٦١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي أَبِيْ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا؛ غَيْرُ الشَّهِيْدِ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، يَقُوْلُ : حَتّٰى أُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ مِمَّا يَرَى مِمَّا أَعْطَاهُ مِنَ الْكَرَامَةِ".

– صحيح : ق.

১৬৬১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতে বসবাসকারীদের মধ্যে শহীদ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউই পৃথিবীতে ফিরে আসার উৎসাহ বোধ করবে না। শহীদ ব্যক্তিই আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে যেসব নিয়ামাত ও মর্যাদা দিবেন তা দেখে সে বলবে, আমি দশবার আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হব।

সহীহ্, নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৬৬২। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জাফর হতে, তিনি শুবা হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهُ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ؛ اَلْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقَارِبِهِ".

- صحيح : "أحكام الجنائز" (٣٥-٣٦) "التعليق الرغيب" (١٩٤/٢)، "الصحيحة" (٣٢١٣).

১৬৬৩। মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শহীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ছয়টি পুরস্কার বা সুযোগ আছে। তাঁর প্রথম রক্তবিন্দু পরার সাথে সাথে তাঁকে ক্ষমা করা হয়, তাঁকে তাঁর জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হয়, কবরের আযাব হতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, সে কঠিন ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে, তাঁর মাথায় মর্মর পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে। এর এক একটি পাথর দুনিয়া ও তাঁর মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। তার সাথে টানা টানা আয়তলোচনা বাহাত্তরজন জান্নাতী হূরকে বিয়ে দেওয়া হবে এবং তাঁর সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য তাঁর সুপারিশ ক্ববূল করা হবে।

সহীহ্, আহকা-মুল জানায়িজ (৩৫-৩৬), তা'লীকুর রাগীব (২/১৯৪), সহীহা (৩২১৩)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْمُرَابِطِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার পথে পাহারাদানের সাওয়াব

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ بِكْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ النَّضْرِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؛ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَرَوْحَةٌ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -أَوْ لَغَدْوَةٌ -؛ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا".

- صحيح : خ(٢٧٩٤ و ٢٨٩٢ و ٦٤١٥).

১৬৬৪। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে এক দিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও তার উপরের সকল কিছু হতে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী ও তার মধ্যকার (উপরের) সব কিছু হতে উত্তম। (জিহাদের মাঠে) বান্দার এক বিকাল অথবা এক সকালের ব্যয় পৃথিবী ও তার উপরের সকল কিছু হতে কল্যাণকর।

সহীহ্, বুখারী (২৭৯৪, ২৮৯২, ৬৪১৫)

এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٦٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيْلَ بْنِ السَّمْطِ؛ وَهُوَفِيْ مُرَابِطٍ لَّهُ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلٰى أَصْحَابِهِ، قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكَ يَا ابْنَ

السِّمْطِ! بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! قَالَ : بَلَى، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ؛ أَفْضَلُ - وَرُبَّمَا قَالَ : خَيْرٌ - مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ فِيهِ؛ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَنُمِّيَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

- صحيح : "الإرواء" (١٢٠٠).

১৬৬৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রাহঃ) বলেন, কোন এক সময় শুরাহবীল ইবনুস সিমতের সামনে দিয়ে সালমান ফারসী (রাঃ) পথ চলছিলেন। তিনি তখন তার ঘাঁটিতে পাহারারত ছিলেন। তাঁর ও তাঁর সাথীদের জন্য পাহারার কাজটি খুবই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তিনি (সালমান) বললেন, হে সিমতের পুত্র! আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলব, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সালমান (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এক দিন আল্লাহ্ তা'আলার পথে সীমান্ত পাহারা দেওয়া একাধারে এক মাস রোযা রাখা এবং রাতে নামায আদায় হতেও উত্তম ও বেশি কল্যাণকর। এই কাজে লিপ্ত থাকাবস্থায় যে লোক মারা যাবে তাকে কবরের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি হতে মুক্তি দেওয়া হবে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তার আমল পরিবর্ধিত করা হবে।

সহীহ্, ইরওয়া (১২০০)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

١٦٦٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ -مَوْلَى عُثْمَانَ-، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ؛ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّي، ثُمَّ بَدَا

لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ؛ لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَا لَهُ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ".

– حسن : "التعليق الرغيب" (٢/١٥٢– التحقيق الثاني)، "التعليق على الأحاديث المختارة"(٣٠٥–٣١٠).

১৬৬৭। উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)-এর গোলাম আবূ সালিহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি উসমান (রাঃ)-কে মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি (উসমান) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনা একটি হাদীস তোমাদেরকে বলিনি এই ভয়ে যে, হয়ত (তা শুনে) তোমরা আমার নিকট হতে আলাদা হয়ে যাবে। কিন্তু পরে আমার উপলব্ধি হল যে, তোমাদের নিকট এটা বর্ণনা করি, যাতে নিজের জন্য প্রত্যেকে তা পছন্দ করে নিতে পারে যা তার নিকট ভাল মনে হয়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ অন্য (কোন কাজে) কোথাও এক হাজার দিন কাটানোর চাইতে এক দিন আল্লাহ্ তা'আলার পথে সীমান্ত পাহারা দেওয়া (বা শক্রর অপেক্ষায় থাকা) বেশি কল্যাণকর।

হাসান, তা'লীকুর রাগীব, তাহকীক ছানী (২/১৫২), তা'লীক আলা-আহাদীস মুখতারাহ (৩০৫-৩১০)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেন, উসমান (রাঃ)-এর মুক্তদাস আবূ সালিহ-এর নাম বুরকান।

١٦٦٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ؛ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ".

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٠٢).

১৬৬৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শহীদ ব্যক্তি মৃত্যুর কষ্ট শুধু ততটুকুই অনুভব করে, তোমাদের কাউকে একবার চিমটি কাটলে সে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে।

হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮০২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

١٦٦٩ – حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَنْبَأَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جَمِيْلِ الْفِلَسْطِيْنِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَأَمَّا الْأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ".

– حسن : "المشكاة" (٣٨٣٧)، "التعليق الرغيب" (٢/١٨٠).

১৬৬৯। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চেয়ে বেশি প্রিয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আর কিছু নেই। আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে যে অশ্রুর ফোঁটা পরে, আল্লাহ্ তা'আলার পথে (জিহাদে) যে রক্তের ফোঁটা নির্গত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদে) যে চিহ্ন (ক্ষত) সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত কোন ফরজ আদায় করতে গিয়ে যে চিহ্ন সৃষ্টি হয় (যেমন কপালে সিজদার চিহ্ন)।

হাসান, মিশকাত (৩৮৩৭), তা'লীকুর রাগীব (২/১৮০)

এ হাদীসটি হাসান গারীব।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢١ - كِتَابُ الْجِهَادِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

অধ্যায় ২১ ঃ জিহাদ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِأَهْلِ الْعُذْرِ فِي الْقُعُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ ওজরের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার সুযোগ

١٦٧٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِئْتُوْنِيْ بِالْكَتِفِ -أَوِ اللَّوْحِ-"، فَكَتَبَ : {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ}؛ وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ : هَلْ لِيْ مِنْ رُخْصَةٍ؟ فَنَزَلَتْ {غَيْرُ أُوْلِ الضَّرَرِ}.

- صحيح : خ(٢٨٣١ و ٤٥٩٣ و ٤٥٩٤)، م(٦/٤٣)، دون قوله: أو اللوح.

১৬৭০। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার জন্য কাঁধের হাড় অথবা তক্তা আন। তিনি তাতে এই আয়াত লিখালেন ঃ "মু'মিনদের মধ্যে যেসব লোক ঘরে বসে থাকে তারা সমকক্ষ হতে পারে না"। আমর ইবনু উম্মি মাকতূম (রাঃ) তাঁর পিছনে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আমার জন্য (ঘরে বসে থাকার) অনুমতি আছে কি? তখন অবতীর্ণ হল ঃ "ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ ব্যতীত"।

সহীহ্, বুখারী (২৮৩১, ৪৫৯৩, ৪৫৯৪), মুসলিম (৬/৪৩), তক্তা শব্দ ব্যতীত

ইবনু আব্বাস, জাবির ও যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ ইসহাক হতে সুলাইমান আত-তাঈমীর সূত্রে গারীব। এ হাদীসটি আবূ ইসহাকের সূত্রে শুবা ও সুফিয়ান সাওরীও বর্ণনা করেছেন।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ خَرَجَ فِي الْغَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ কোন ব্যক্তি মা-বাবাকে ফেলে জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে

١٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ : "أَلَكَ وَالِدَانِ؟"، قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : "فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٨٢) ق.

১৬৭১। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক এসে তাঁর কাছে জিহাদে যোগদানের সম্মতি চাইল। তিনি বললেন তোমার মা-বাবা কি বেঁচে আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের সেবায় জিহাদ কর।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭৮২), নাসা-ঈ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবুল আব্বাস ছিলেন মক্কার অধিবাসী একজন অন্ধ কবি। তার নাম সাইব ইবনু ফাররূখ।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُبْعَثُ وَحْدَهُ سَرِيَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকেই অভিযানে প্রেরণ করা

١٦٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : فِيْ قَوْلِهِ : {أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، قَالَ عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيُّ : بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سَرِيَّةٍ : أَخْبَرَنِيْهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٣٥٩) ق.

১৬৭২। ইবনু জুরাইজ (রাহঃ) আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের সকল কাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও" এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা ইবনু কাইস ইবনু আদী আস-সাহ্মী (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৩৫৯), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র ইবনু জুরাইজের সূত্রেই জেনেছি।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ একাকী ভ্রমণ করা অনুচিত

١٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَالَ : "لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْوِحْدَةِ؛ مَا سَرٰى رَاكِبٌ بِلَيْلٍ"؛ يَعْنِي : وَحْدَهُ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٧٦٨) خ.

১৬৭৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একাকী ভ্রমণে যে কি (অনিষ্ট) রয়েছে, তা আমি যে রকম জানি, অন্যরাও সে রকম জানলে কোন ভ্রমণকারীই রাতে একাকী ভ্রমণ করত না।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৭৬৮), বুখারী

١٦٧٤ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: "اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ".

– حسن : "الصحيحة" (٦٤)، "المشكاة" (٣٩١٠)، "صحيح أبي داود" (٢٣٤٦).

১৬৭৪। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একা ভ্রমণকারী এক শাইতান, দুইজন ভ্রমণকারী দুই শাইতান এবং তিনজন ভ্রমণকারী একটি জামা'আত।

হাসান, সহীহা (৬৪), মিশকাত (৩৯১০), সহীহ আবূ দাউদ (২৩৪৬)

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধু উল্লেখিত সূত্রেই আসিমের রিওয়ায়াত হিসাবে জেনেছি। আসিমের বাবা মুহাম্মাদ, দাদা যাইদ, পরদাদা আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)। ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেন, আসিম নির্ভরযোগ্য ও

সত্যবাদী। আর আসিম ইবনু উমার আল-উমারী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। আমি তার সূত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করি না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْكَذِبِ وَالْخَدِيْعَةِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ যুদ্ধে মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি আছে

١٦٧٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٣٣ و ٢٨٣٤) ق.

১৬৭৫। আমর ইবনু দীনার (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যুদ্ধ হল ধোকা।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮৩৩, ২৮৩৪)

আবূ ঈসা বলেন, আলী, যাইদ ইবনু সাবিত, আইশা, ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা, আসমা বিনতু ইয়াযীদ, কা'ব ইবনু মালিক ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَزْوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَمْ غزا؟.

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন

١٦٧٦ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، وَأَبُوْ

دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيْلَ لَهُ : كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ : تِسْعَ عَشَرَةَ، فَقُلْتُ : كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قال : سَبْعَ عَشَرَةَ، قُلْتُ : أَيَّتُهُنَّ كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ : ذَاتَ الْعُشَيْرِ، أَوِ الْعُشَيْرَةِ.

– صحيح : ق.

১৬৭৬। আবূ ইসহাক (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ)-এর পাশে উপস্থিত ছিলাম। তাকে প্রশ্ন করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কতটি যুদ্ধে তাঁর সাথে ছিলেন? তিনি বললেন, সতেরটিতে। আমি বললাম, এর মধ্যে সর্বপ্রথম কোন্ যুদ্ধটি ছিল? তিনি বললেন, যাতুল উশাইর বা উশাইরার যুদ্ধ।

সহীহ্, নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ যুদ্ধের সময় দু'আ করা

١٦٧٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ – يَعْنِيْ : اَلنَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوْ عَلَى الْأَحْزَابِ، فَقَالَ : "اَللّٰهُمَّ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ! سَرِيْعَ الْحِسَابِ! اِهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ! اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٣٦٥) ق.

১৬৭৮। ইবনু আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'আ করার সময় বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী এবং দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! শত্রুবাহিনীকে পরাজিত কর এবং তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত কর"।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৩৬৫), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَلْوِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষুদ্র পতাকার বর্ণনা

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَمَّارٍ - يَعْنِي : الدُّهْنِيَّ -، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ؛ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ.

- حسن : "ابن ماجه" (٢٨١٧).

১৬৭৯। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তাঁর ক্ষুদ্র পতাকা ছিল সাদা রং-এর।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৮১৭)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শারীকের সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদামের নিকট হতেই জেনেছি। আমি এ হাদীস প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে প্রশ্ন করলে তিনিও শুধু এই সূত্রটিই (শারীক-ইয়াহ্ইয়া) উল্লেখ করেন। একাধিক বর্ণনাকারী পর্যায়ক্রমে শারীক, আম্মার, আবুয যুবাইর, তারপর জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায়

প্রবেশ করার সময় তাঁর মাথায় ছিল কালো পাগড়ী"। ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেন, এটিই হল সেই হাদীস। আবূ ঈসা বলেন, দুহ্ন হল বাজীলা গোত্রের একটি শাখা গোত্র। আম্মার আদ-দুহ্নীর উপনাম আবূ মুআবিয়া। তিনি ছিলেন কূফার অধিবাসী। হাদীস বিশারদদের মতে তিনি সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّايَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়) পতাকার বর্ণনা

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ -مَوْلَى مُحَمَّدِ ابْنُ الْقَاسِمِ-، قَالَ : بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ : كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ.

- صحيح دون قوله : "مربعة"، "صحيح أبي داود" (٢٣٣٣).

১৬৮০। মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিমের মুক্তদাস ইউনুস ইবনু উবাইদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বড়) পতাকা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করার জন্য বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। বারাআ (রাঃ) বলেন, পতাকাটি ছিল কালো রং-এর, বর্গাকৃতির এবং পশমী কাপড়ের।

"বর্গাকৃতির" শব্দটি ব্যতীত হাদীসটি সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (২৩৩৩)।

আলী, হারিস ইবনু হাস্সান ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র ইবনু আবী যাইদার সূত্রেই জেনেছি। আবূ ইয়াকুব আস-সাকাফীর নাম ইসহাক, পিতা ইবরাহীম। তার সূত্রে উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসাও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٦٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ -وَهُوَ السَّالِحَانِيُّ-: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ لَاحِقَ بْنَ حُمَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَتْ رَايَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ.

- حسن : "ابن ماجه" (٢٨١٨).

১৬৮১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাইয়াহ্ (বড় পতাকা) ছিল কালো রং-এর এবং লিওয়া (ছোট পতাকা) ছিল সাদা রং-এর।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৮১৮)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উল্লেখিত সনদসূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা হিসাবে হাসান গারীব।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ (যুদ্ধক্ষেত্রের বিশেষ) প্রতীক বা সংকেতধ্বনি

١٦٨٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِيْ صُفْرَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوُّ فَقُوْلُوْا : حٰمٓ؛ لَا يُنْصَرُوْنَ".

- صحيح : "المشكاة" (٣٩٤٨- التحقيق الثاني).

১৬৮২। মুহাল্লাব ইবনু আবূ সুফরা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি এমন একজনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যদি রাতের আঁধারে শত্রু বাহিনী তোমাদেরকে আক্রমণ করে তাহলে তোমরা এই সংকেত উচ্চারণ কর ঃ 'হা-মীম', তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৯৪৮)

আবূ ঈসা বলেন, সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। কতিপয় বর্ণনাকারী সুফিয়ান সাওরীর অনুরূপ আবূ ইসহাকের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি তার নিকট হতে মুহাল্লাব-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে মুরসালভাবেও বর্ণিত আছে।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ যুদ্ধ চলা কালীন সময়ে রোযা না রাখা

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَنْبَأَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ، فَأَفْطَرْنَا أَجْمَعُوْنَ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٠٨١) م.

১৬৮৪। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাররায-যাহ্রান নামক জায়গায় পৌছলেন, তখন তিনি আমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলা করার কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি আমাদেরকে রোযা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তাই আমরা সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেললাম।

সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (২০৮১), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوْجِ عِنْدَ الْفَزَعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ শঙ্কিত অবস্থায় বাইরে বের হওয়া

١٦٨٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ،

قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ : رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ -يُقَالُ لَهُ : مَنْدُوبٌ-، فَقَالَ : "مَا كَانَ مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٧٢).

১৬৮৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালহা (রাঃ)-এর মানদূব নামক ঘোড়ার উপর চড়ে রাওয়ানা করলেন। তিনি (বাইরে গিয়ে ভীতির কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে) বললেন ঃ ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আমি ঘোড়াটিকে অবশ্য সাগরের স্রোতের মতো বেগবান পেলাম।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৭২)

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لَنَا -يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ-، فَقَالَ : "مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا".

- صحيح : انظر ما قبله.

১৬৮৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একবার মাদীনার জনগণের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের মানদূব নামক ঘোড়াটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধার নিলেন। তিনি (বাইরে হতে ঘুরে এসে) বললেন ঃ আমরা ভয় পাওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। আমরা অবশ্য ঘোড়াটিকে সমুদ্রের স্রোতের অনুরূপ বেগবান পেলাম।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، وَأَجْوَدِ النَّاسِ، وَأَشْجَعِ النَّاسِ، قَالَ : وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً؛ سَمِعُوْا صَوْتًا، قَالَ : فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ؛ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ : "لَمْ تُرَاعُوْا، لَمْ تُرَاعُوْا"، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "وَجَدْتُهُ بَحْرًا"؛ يَعْنِيْ : الْفَرَسَ.

- صحيح : انظر الحديث (١٦١٩).

১৬৮৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, দানশীল ও সাহসী পুরুষ। আনাস (রাঃ) বলেন, মদীনাবাসীগণ এক রাতে একটি (বিকট) শব্দ শুনতে পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালহা (রাঃ)-এর একটি জিনবিহীন ঘোড়ায় উঠে কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়ে তাদের সাথে দেখা করেন এবং বলেন, তোমরা ভয় পেও না, তোমরা ভয় পেও না। তিনি আরও বলেন, আমি এটাকে সমুদ্রের অনুরূপ বেগবান পেয়েছি অর্থাৎ ঘোড়াটিকে।

সহীহ্, দেখুন হাদীস নং (১৬১৯)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّبَاتِ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অবিচল থাকা

١٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَجُلٌ : أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا عُمَارَةَ؟! قَالَ : لَا وَاللّٰهِ؛ مَا وَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَلٰكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ؛ تَلَقَّتْهُمْ هَوَازِنُ

بِالنَّبْلِ؛ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ، وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ".

– صحيح : "مختصر الشمائل" (٢٠٩) ق.

১৬৮৮। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে একজন লোক প্রশ্ন করল, হে আবূ উমারা! আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (যুদ্ধে একা ফেলে) রেখে পালিয়েছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! কখনো নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো (যুদ্ধ হতে) পালাননি। বরঞ্চ কয়েকজন তাড়াহুড়াকারী লোক পালিয়েছিল। হাওয়াযিন বংশের জনগণ তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে তাদের মুখোমুখি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খচ্চরের পিঠে বসা অবস্থায় ছিলেন এবং এর লাগাম ধরে রেখেছিলেন আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবনু আবদুল মুত্তালিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন ঃ "নিঃসন্দেহে আমি (আল্লাহ্‌র) নাবী, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর"।

সহীহ্, মুখতাসার শামাইল (২০৯), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, আলী ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٦٨٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ؛ وَإِنَّ الْفِئَتَيْنِ لَمُوَلِّيَتَانِ، وَمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِائَةُ رَجُلٍ.

– صحيح الإسناد.

১৬৮৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা হুনাইনের যুদ্ধের দিন দুইটি দলকে পলায়নপর দেখতে পেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একশত জন লোকও ছিল না।

সনদ সহীহ্

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উবাইদুল্লাহ্‌র রিওয়ায়াত হিসাবে উপরোক্ত সূত্রে জেনেছি।

١٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّيُوْفِ وَحِلْيَتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ তলোয়ার ও তার অলংকরণ বিষয়ে

١٦٩١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ.

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٣٢٦–٢٣٢٨) "الإرواء" (٨٢٢)، "مختصر الشمائل" (٨٥ و ٨٦).

১৬৯১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের হাতল ছিল রৌপ্যখচিত।

সহীহ্, সহীহ আবূ দাউদ (২৩২৬-২৩২৮), ইরওয়া (৮২২), মুখতাসার শামাইল (৮৫, ৮৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। হাম্মামও কাতাদার সূত্রে, তিনি আনাসের সূত্রে একইরকম বর্ণনা করেছেন। কয়েকজন বর্ণনাকারী কাতাদা হতে, তিনি সাঈদ ইবনু আবীল হাসান হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারের বাট ছিল রৌপ্যখচিত (এই সূত্রে এটি মুরসাল হাদীস)।

١٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّرْعِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ লৌহ বর্মের বর্ণনা

١٦٩٢ – حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ : كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دِرْعَانِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : "أَوْجَبَ طَلْحَةُ".

– حسن : "المشكاة" (٦١١٢)، "مختصر الشمائل" (٨٩)، "صحيح أبي داود" (٢٣٣٢).

১৬৯২। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধানে দু'টি লৌহ বর্ম ছিল। তিনি তা পরিহিত অবস্থায় (আহত হওয়ার পর) একটি পাথরের উপর উঠার চেষ্টা করেন, কিন্তু উঠতে পারেননি। তিনি তালহা (রাঃ)-কে নিচে বসিয়ে তার কাঁধে চড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের উপর উঠে উপবিষ্ট হন। যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তালহা (তার জন্য জান্নাত) নির্ধারিত করে নিল।

হাসান, মিশকাত (৬১১২), মুখতাসার শামাইল (৮৯), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৩৩২)

আবূ ঈসা বলেন, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যা ও সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এটি শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের হাদীস হিসাবে জেনেছি।

١٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِغْفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ শিরস্ত্রাণের বর্ণনা

١٦٩٣– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ؛ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَقِيلَ لَهُ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ : "اقْتُلُوهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٠٥) ق.

১৬৯৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন লোহার শিরস্ত্রাণ পড়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁকে বলা হল, কাবার পর্দার সাথে ইবনু খাতাল জড়িয়ে আছে। তিনি বললেন ঃ তাকে মেরে ফেল।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮০৫), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। এই হাদীসটি যুহরী (রাহঃ) হতে মালিক (রাহঃ) ব্যতীত অন্য কোন প্রবীণ বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন কি না তা আমরা জানি না।

١٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ ঘোড়ার মর্যাদা

١٦٩٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ".

– صحيح : ق.

১৬৯৪। উরওয়া আল-বারিকী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বাঁধা রয়েছে ঃ পুরস্কার ও গানীমাত।

সহীহ্, নাসা-ঈ

ইবনু উমার, আবূ সাঈদ, জারীর, আবূ হুরাইরা, আসমা বিনতু ইয়াযীদ, মুগীরা ইবনু শুবা ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উরওয়া হলেন আবুল জাদ আল-বারিকীর পুত্র, তাকে উরওয়া ইবনুল-জা'দও বলা হয়। ইমাম আহমাদ বলেন, এ হাদীসে যে গভীর তাৎপর্য নিহিত আছে তা হল, কিয়ামাত পর্যন্ত প্রত্যেক ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ অব্যাহত থাকবে।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ কোন প্রকার ঘোড়া উত্তম

١٦٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ -يَعْنِي : اِبْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ-: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يُمْنُ الْخَيْلِ فِي الشُّقْرِ".

- حسن صحيح : "المشكاة"(٣٨٧٩)، "التعليق الرغيب" (١٦٢/٢)، "صحيح أبي داود" (٢٢٩٣).

১৬৯৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লাল রং-এর ঘোড়ায় কল্যাণ রয়েছে।

হাসান সহীহ্, মিশকাত (৩৮৭৯), তা'লীকুর রাগীব (২/১৬২), সহীহ্ আবূ দাঊদ (২২৯৩)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এটি শুধু এই সূত্রে শাইবানের হাদীস হিসাবে জেনেছি।

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي

قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "خَيْرُ الْخَيْلِ : اَلادْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ، ثُمَّ الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ؛ فَكُمَيْتٌ عَلٰى هٰذِهِ الشِّيَةِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٨٩).

১৬৯৬। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কালো রং-এর ঘোড়া সবচাইতে উত্তম, যার কপাল ও উপরের ওষ্ঠ সাদা। তারপর যে ঘোড়ার ডান পা ও কপাল ব্যতীত বাকী পাগুলো সাদা রং-এর। কালো বর্ণের ঘোড়া পাওয়া না গেলে লাল-কালো মিশ্রিত বর্ণের অনুরূপ ঘোড়া উত্তম।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭৮৯)

١٦٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

১৬৯৭। উপরোক্ত হাদীসের মতো মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-ওয়াহ্ব ইবনু জারীর হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়্যূব হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে এই সূত্রেও অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত আছে।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব সহীহ্ বলেছেন।

٢١ – بَابُ مَا جَاءَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ কোন ধরণের ঘোড়া অপছন্দনীয়

١٦٩٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ سَلْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِيْ

زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٧٢٩٠) م.

১৬৯৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকাল ঘোড়া অর্থাৎ তিন পা সাদা ও এক পা শরীরের রং বিশিষ্ট ঘোড়া অপছন্দ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৭২৯০), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এই হাদীস শুবা-আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল-খাসআমী হতে, তিনি আবূ যুরআ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এইসূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ যুরআর নাম হারিম, পিতা আমর ইবনু জারীর।

٢٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ وَالسَّبَقِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

١٦٩٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَجْرَى الْمُضَمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ، وَمَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الْخَيْلِ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى، فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٧٧) ق. وليس عند خ الوثب.

১৬৯৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হাফ্ইয়া হতে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত জায়গাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হালকা শরীরবিশিষ্ট ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। এই দু'টি জায়গার মাঝের দূরত্ব ছয় মাইল। তিনি সানিয়্যাতুল বিদা হতে যুরাইক বংশের মাসজিদ পর্যন্ত ভারী দেহবিশিষ্ট অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। এ দু'টি জায়গার মাঝের দূরত্ব এক মাইল। আমিও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগ দেই। আমার ঘোড়াটি আমাকে-সহ লাফ দিয়ে একটি দেয়াল টপকে যায়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮৭৭), নাসা-ঈ। বুখারীতে দেয়াল টপকানোর কথা উল্লেখ নেই।

আবূ হুরাইরা, জাবির, আইশা ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ সাওরীর সূত্রে গারীব বলেছেন।

١٧٠٠ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ اِبْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِيْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَا سَبَقَ إِلَّا فِيْ نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٧٨).

১৭০০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তীর নিক্ষেপ এবং উট ও ঘোড়দৌড় ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮৭৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন।

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُنْزَى الْحُمُرُ عَلَى الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ গাধা দিয়ে ঘুড়ীর পাল দেওয়া (সঙ্গম করানো) নিষেধ

١٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ جَهْضَمٍ مُوْسَى بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدًا مَأْمُوْرًا، مَا اخْتَصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ، إِلَّا بِثَلَاثٍ : أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ.

– صحيح الإسناد.

১৭০১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন আদেশপ্রাপ্ত বান্দা। তিনটি বিষয় ছাড়া তিনি আমাদেরকে কোন বিশেষ নির্দেশ দেননি। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন উত্তমরূপে ওযূ করি, সাদকার জিনিস না খাই এবং গাধা দিয়ে ঘুড়ীর পাল না দেই।

সনদ সহীহ্

আবূ ঈসা বলেন, আলী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি আবূ জাহ্যাম হতে সুফিয়ান সাওরীও বর্ণনা করেছেন। তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস হতে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারীর মতে তার বর্ণনাটি সুরক্ষিত নয়। কেননা এ বর্ণনাটির ব্যাপারে সাওরী ভুলের শিকার হয়েছেন। এ হাদীসটি ইসমাঈল ইবনু উলাইয়্যা ও আবদুল ওয়ারিস ইবনু সাইদ-আবূ জাহ্যাম হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্বাস হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এ বর্ণনাটিই সহীহ্।

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِسْتِفْتَاحِ بِصَعَالِيْكِ الْمُسْلِمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ দুঃস্থ মুসলমানদের ওয়াসিলা দিয়ে বিজয়ের প্রার্থনা করা

١٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : "اِبْغُوْنِيْ ضُعَفَاءَكُمْ؛ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ".

- صحيح : "الصحيحة" (٧٧٩)، "صحيح أبي داود" (٢٣٣٥)، "التعليق الرغيب" (١/٢٤).

১৭০২। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমাকে খোঁজ কর তোমাদের মধ্যে যারা নিঃস্ব-দুর্বল তাদের মাঝে। কেননা তোমরা রিযিক এবং সাহায্য-সহযোগিতাপ্রাপ্ত হয়ে থাক অসহায়-দুর্বল লোকদের ওয়াসিলায়।

সহীহ্, সহীহা (৭৭৯), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৩৩৫), তা'লীকুর রাগীব (১/২৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْأَجْرَاسِ عَلَى الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা নিষেধ

١٧٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ، وَلَا جَرَسٌ".

- صحيح : "الصحيحة" (٤/٤٩٤)، "صحيح أبي داود" (٢٣٠٣) م.

১৭০৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কাফেলার সাথে কুকুর অথবা ঘণ্টা থাকে ফেরেশতাগণ তাদের সঙ্গী হয় না।

সহীহ্, সহীহা (৪/৪৯৪), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৩০৩), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, উমার, আইশা, উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِى الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ ইমাম (নেতা) প্রসঙ্গে

١٧٠٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ! فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَي النَّاسِ رَاعٍ؛ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ؛ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ؛ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ؛ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

– صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٦٠٠) ق.

১৭০৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! তোমরা সকলেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রাখালী (দায়িত্ব পালন) প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যিনি জনগণের নেতা তাকে তার রাখালী (দায়িত্ব) বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রাখাল (অভিভাবক)। তাদের ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রাখাল (ব্যবস্থাপিকা)। তাকে এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের রাখাল (পাহারাদার)। তাকে এ

প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে। অতএব, সাবধান! তোমরা সকলেই রাখাল এবং তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ রাখালী বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।

সহীহ্, সহীহ আবূ দাঊদ (২৬০০), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, আনাস ও আবূ মূসা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ মূসার হাদীস সুরক্ষিত নয়। একইভাবে আনাসের হাদীসও অরক্ষিত। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি ইবরাহীম ইবনু বাশশার আর-রামাদী-সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবী বুরদা হতে, তিনি আবু বুরদা হতে, তিনি আবূ মূসা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার এ বিষয়টি জানিয়েছেন। উক্ত হাদীস একাধিক ব্যক্তি সুফিয়ান হতে, তিনি বুরাইদ হতে, তিনি আবূ বুরদা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সঠিক। মুহাম্মাদ বলেন, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম-মুআয ইবনু হিশাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে বিষয়ের দায়িত্বশীল বানিয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন"।

ইমাম বুখারী এটাকে অরক্ষিত হাদীস বলেছেন। মুআয ইবনু হিশাম-তার পিতা হিশাম হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি হাসান বাসরী (রাহঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে এটা মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সঠিক।

٢٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَاعَةِ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ নেতার আনুগত্য করা

١٧٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ

الْأَحْمَسِيَّةِ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، قَدِ الْتَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَتْ : فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضْلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللّٰهَ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ؛ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا؛ مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٦١).

১৭০৬। উম্মুল হুসাইন আল-আহ্মাসিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবা দিতে শুনেছি। তখন তাঁর গায়ে একটি চাদর ছিল। তিনি তাঁর বগলের নিচে এটা পেচিয়ে রেখেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর বাহুর গোশতপিণ্ডের দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম তা দোল খাচ্ছে। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ উপস্থিত জনমণ্ডলী! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। যদি তোমাদের নেতা হিসাবে কোন নাক-কান কাটা হাবশী ক্রীতদাসকেও নিযুক্ত করা হয়, তবে সে তোমাদের জন্য যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের ফায়সালা প্রতিষ্ঠিত রাখবে সে পর্যন্ত তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮৬১)

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা ও ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি উম্মু হুসাইন (রাঃ) হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٢٩ – بَابُ مَا جَاءَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ স্রষ্টার নাফারমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না

١٧٠٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى

الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ".

– صحيح : ق.

১৭০৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকল মুসলমানেরই নেতার কথা শোনা ও আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য, তা হোক তার পছন্দের বা অপছন্দের, তাকে যে পর্যন্ত গুনাহের কাজের নির্দেশ না দেওয়া হবে। যদি তাকে গুনাহের কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে তা না শুনা এবং না মানাই তার কর্তব্য।

সহীহ্, নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, আলী, ইমরান ইবনু হুসাইন ও হাকাম ইবনু আমর আল-গিফারী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالضَّرْبِ وَالْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ পশুর লড়াই অনুষ্ঠান এবং কোন প্রাণীর মুখে দাগ দেওয়া বা আঘাত করা নিষেধ

١٧١٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

– صحيح : "الإرواء" (٢١٨٥)، "صحيح أبي داود" (٢٣١٠) م.

১৭১০। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুখমণ্ডলে দাগ দিতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

সহীহ্, ইরওয়া (২১৮৫), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৩১০), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَدِّ بُلُوْغِ الرَّجُلِ وَمَتٰى يُفْرَضُ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ বালেগের বয়সসীমা এবং বাইতুল মাল হতে ভাতা নির্ধারণের সময়

١٧١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : عُرِضْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَيْشٍ؛ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يَقْبَلْنِيْ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِيْ جَيْشٍ؛ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَقَبِلَنِيْ، قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، فَقَالَ : هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُّفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٤٣) ق.

১৭১১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে কোন এক সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির করা হয়। তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর ছিল। তিনি আমাকে গ্রহণ করেননি। আমাকে আবার পরের বছর সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে হাযির করা হয়। তখন আমার বয়স পনের বছর ছিল। এবার তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। নাফি (রাহঃ) বলেন, আমি এ হাদীসটি উমার ইবনু আবদুল আযীয (রাহঃ)-এর সামনে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এটাই বালেগ ও নাবালেগের মধ্যে পার্থক্যকারী বয়সসীমা। তারপর যারা পনের বছর বয়সে পদার্পণ করেছে তিনি তাদের জন্য বাইতুল মাল হতে ভাতা নির্ধারণের নির্দেশ জারী করেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৫৪৩), নাসা-ঈ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ : هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ.

– صحيح : انظر ما قبله.

ইবনু আবী উমার-সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ (রাহঃ)-এর সূত্রে একইরকম বর্ণনা করেছেন। এতে নাফি (রাহঃ) বলেন, উমার ইবনু আবদুল আযীয (রাহঃ) বললেন ঃ এ হলো বালেগ ও নাবালেগের যুদ্ধে অংশগ্রহণের বয়সসীমা। এই সূত্রে ভাতা নির্ধারণের উল্লেখ নেই।

সহীহ্ দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, ইসহাক ইবনু ইউসুফের সূত্রে বর্ণিত হাদীস হাসান সহীহ এবং সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনা হিসাবে গারীব।

٣٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَشْهِدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কেউ শহীদ হলে

١٧١٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالْإِيْمَانُ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ يُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "نَعَمْ؛ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ"، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "كَيْفَ قُلْتَ؟"، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؛

أَيُكَفِّرُ عَنِّيْ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "نَعَمْ؛ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ؛ إِلاَّ الدَّيْنَ؛ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ".

– صحيح : "الإرواء" (١١٩٧) م.

১৭১২। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ কাতাদা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে তিনি তার পিতা (কাতাদা রাঃ.)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সময় তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ এবং আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান হল সবচেয়ে উত্তম কাজ। একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি মনে করেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিহত হলে তাতে আমার গুনাহসমূহ কি মাফ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলার পথে তুমি যদি এরূপভাবে নিহত হও যে, তুমি ধৈর্য ধারণকারী, সাওয়াবের আশাবাদী, অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কিভাবে প্রশ্ন করেছিলে (তা আবার বল)? লোকটি বলল, আপনি কি মনে করেন, আল্লাহ্ তা'আলার পথে আমি নিহত হলে কি তাতে আমার গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমার গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে, যদি তুমি ধৈর্যশীল হও, সাওয়াবের আকাঙ্ক্ষী ও সৎ উদ্দেশ্য পোষণকারী হও, অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। কিন্তু ঋণের ক্ষমা হবে না, কেননা আমাকে জিবরীল এ কথা বলেছেন।

সহীহ্, ইরওয়া (১১৯৭), মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, আনাস, মুহাম্মাদ ইবনু জাহ্শ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। কয়েকজন বর্ণনাকারী সাঈদ আল-মাকবুরী হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপভাবে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারী প্রমুখ-সাঈদ আল-মাকবুরী হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু

আবী কাতাদা হতে, তিনি তাঁর পিতা আবূ কাতাদা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে সাঈদ আল-মাকবুরীর বর্ণনার তুলনায় অনেক বেশি সহীহ।

٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دَفْنِ الشُّهَدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ শহীদদের দাফনকার্য প্রসঙ্গে

١٧١٣ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عَامِرٍ، قَالَ : شُكِيَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ : "اِحْفِرُوْا، وَأَوْسِعُوْا، وَأَحْسِنُوْا، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا"، فَمَاتَ أَبِيْ، فَقُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلَيْنِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٥٦٠).

১৭১৩। হিশাম ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শহীদদের কথা বলা হলে তিনি বললেন ঃ প্রশস্তভাবে কবর খনন কর, সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ কর এবং একই কবরে দুই-দুইজন অথবা তিন-তিনজনকে দাফন কর। এদের মধ্যে যে কুরআনে বেশি পারদর্শী ছিল তাকে সম্মুখে (কিবলার দিকে) রাখ। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতাও মারা যান। তাকে দু'জনের সামনে রাখা হয়।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৫৬০)

আবূ ঈসা বলেন, খাব্বাব, জাবির ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এই হাদীসটি আইয়ুব হতে, তিনি হুমাইদ ইবনু হিলাল হতে, তিনি হিশাম ইবনু আমর (রাহঃ)-এর সূত্রে সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। আবুদ দাহ্‌মার নাম কিরফা, পিতার নাম বুহাইস বা বাইহাস।

٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دَفْنِ الْقَتِيْلِ فِيْ مَقْتَلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ শহীদ ব্যক্তিকে তার নিহত হওয়ার জায়গায় কবর দেওয়া

١٧١٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ نُبَيْحًا الْعَنَزِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ؛ جَاءَتْ عَمَّتِيْ بِأَبِيْ لِتَدْفِنَهُ فِيْ مَقَابِرِنَا، فَنَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : "رُدُّوا الْقَتْلٰى إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥١٦).

১৭১৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার ফুফু উহুদের যুদ্ধে আমার বাবার মৃতদেহ নিজেদের কবরস্থানে দাফনের উদ্দেশ্যে আনেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করলেন, "শহীদদেরকে তাদের নিহত হওয়ার জায়গায় ফিরিয়ে আন"।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৫১৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। নুবাইহ্ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَلَقِّي الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ সফর হতে প্রত্যাবর্তনকারীদের অভ্যর্থনা জানানো

١٧١٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ، وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ

يَزِيْدَ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ تَبُوْكَ؛ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ السَّائِبُ : فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ؛ وَأَنَا غُلَامٌ.

- صحيح : خ.

১৭১৮। সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলে জনগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। সাইব (রাঃ) বলেন, জনগণের সাথে আমিও এগিয়ে গেলাম। আমি তখন বালক ছিলাম।

সহীহ্, বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَيْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ ফাই প্রসঙ্গে

١٧١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ؛ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَالِصًا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ؛ عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ.

- صحيح : "مختصر الشمائل" (٣٤١)، "صحيح أبي داود" (٢٦٢٤-٢٦٢٦)ق.

১৭১৯। মালিক ইবনু আওস ইবনু হাদাসান (রাহঃ) হতে বর্ণিত

আছে, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ ফাই হিসাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যেসব সম্পদ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে নাযীর গোত্র হতে প্রাপ্ত সম্পদও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা অর্জনের লক্ষে মুসলমানরা না ঘোড়া দৌড়িয়েছে আর না উট হাঁকিয়েছে (বিনা যুদ্ধে অর্জিত)। বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এই সম্পদ নির্দিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পদ হতে তাঁর পরিবার-পরিজনের সাংবাৎসরিক ভরণ-পোষণের যোগাড় করতেন এবং বাকী সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খরচ করতেন।

সহীহ্, মুখতাসার শামাইল (৩৪১), সহীহ্ আবূ দাউদ (২৬২৪-২৬২৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এই হাদীসটি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা মা'মারের সূত্রে, তিনি ইবনু শিহাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٢ - كِتَابُ اللِّبَاسِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

অধ্যায় ২২ ঃ পোশাক–পরিচ্ছদ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ (পুরুষের) রেশমী পোশাক ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার

١٧٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلٰى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٩٥).

১৭২০। আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক এবং স্বর্ণালংকার ব্যবহার হারাম করা হয়েছে এবং মহিলাদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৯৫)

উমার, আলী, উকবা ইবনু আমির, আনাস, হুযাইফা, উম্মু হানী, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, ইমরান ইবনু হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, জাবির, আবূ রাইহান, ইবনু উমার, বারাআ ও ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧٢١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غفلة، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ مَوْضَعَ أُصْبُعَيْنِ–أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ–.

– صحيح : م.

১৭২১। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি জাবিয়া নামক জায়গায় ভাষণ দানের সময় বলেন, দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের বেশি পরিমাণ রেশমী পোশাক ব্যবহার করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

সহীহ্, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ যুদ্ধের সময় রেশমী পোশাক পরার সম্মতি প্রসঙ্গে

١٧٢٢ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ لَّهُمَا؟ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِيْ قُمُصِ الْحَرِيْرِ. قَالَ : وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٩٢) ق.

১৭২২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক যুদ্ধে আবদুর রাহমান ইবনু আওফ ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজেদের শরীরে উকুন হওয়ার অভিযোগ

করেন। তাদের দু'জনকেই তিনি রেশমী পোশাকের জামা পরার সম্মতি দেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাদের দু'জনকেই তা পরে থাকতে দেখেছি।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৯২), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য স্বর্ণখচিত জুব্বা উপহার)

١٧٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ : قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ : أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ : فَبَكٰى، وَقَالَ : إِنَّكَ لَشَبِيْهٌ بِسَعْدٍ، وَإِنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ، وَإِنَّهُ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جُبَّةٌ مِنْ دِيْبَاجٍ؛ مَنْسُوْجٍ فِيْهَا الذَّهَبُ، فَلَبِسَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَامَ -أَوْ قَعَدَ-، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُوْنَهَا، فَقَالُوْا : مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْبًا -قَطُّ-!، فَقَالَ : "أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذِهِ؟! لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ؛ خَيْرٌ مِمَّا تَرَوْنَ".

- **صحيح** : ق.

১৭২৩। ওয়াকিদ ইবনু আমর ইবনু সাঈদ ইবনু মুআয (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (আমাদের এখানে) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) আসলে আমি তার সামনে এলাম। তিনি (আমাকে) প্রশ্ন করেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি ওয়াকিদ ইবনু আমর ইবনু সা'দ ইবনু মুআয। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (আনাস) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, সা'দের

চেহারার সাথে তোমার চেহারার মিল আছে। সা'দ (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান, বলিষ্ঠ ও লম্বা শরীরের অধিকারী। তিনি একবার স্বর্ণের কারুকার্য খচিত দীবাজ (রেশম ও সূতা মিশ্রিত) কাপড়ের একটি জুব্বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পরে মিম্বারে উঠে দাঁড়ান অথবা বসেন। জনগণ তা ছুঁয়ে দেখতে শুরু করলো এবং বলতে লাগল, আমরা আজকের মতো এমন জামা আর কোন দিন দেখিনি। তিনি বললেন ঃ তোমরা এর সৌন্দর্য দেখে আশ্চর্য হচ্ছ! তোমরা যা দেখছ, জান্নাতে সা'দের রুমাল তার চেয়ে বেশি উত্তম।

সহীহ্, নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ লাল রং-এর কাপড় পুরুষ লোকদের জন্য অনুমোদিত

١٧٢٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ؛ أَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيْدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيْرِ وَلَا بِالطَّوِيْلِ.

- **صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٩٩) ق.**

১৭২৪। বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি লাল রং-এর জামা পরে থাকাবস্থায় আর কোন বাবরি চুলবিশিষ্ট মানুষ দেখিনি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি সুন্দর। কাঁধের কাছাকাছি পর্যন্ত তাঁর বাবরি চুল ঝুলন্ত ছিল। তাঁর দুই কাঁধের মাঝামাঝি জায়গা প্রশস্ত ছিল। তিনি ছিলেন না বেঁটে আকৃতির আর না লম্বাকৃতির।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৯৯), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, জাবির ইবনু সামুরা, আবূ রিমসা ও আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ হলুদ রং-এর কাপড় পুরুষ লোকদের জন্য মাকরূহ্

١٧٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٦٠٢) م، ويأتي بأتم (٣٦٣٧).

১৭২৫। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কাসী (সূতা ও রেশম মিশ্রিত কাপড়) ও হলুদ রং-এর জামা পরতে বারণ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬০২), মুসলিম, ৩৬৭৬ নং হাদীসে আরও পরিপূর্ণ বর্ণনা আসবে।

আবূ ঈসা বলেন, আনাস ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦ - بَابُمَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ الْفِرَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ পশমী কাপড় পরা জায়িয

١٧٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُوْنَ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ، وَالْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ؟ فَقَالَ : "اَلْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ؛ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ".

– حسن : "ابن ماجه" (٣٣٦٦).

১৭২৬। সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ঘি, পনির ও পশমী বা চামড়ার জামা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থে যা বৈধ করেছেন তা-ই বৈধ এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থে যা অবৈধ করেছেন তা-ই অবৈধ। আর তিনি যে সকল বিষয়ে নীরব থেকেছেন (বৈধ বা অবৈধ বিষয়ে কিছুই বলেননি) তা তাঁর ক্ষমা ও উদারতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৩৩৬৬)

আবূ ঈসা বলেন, মুগীরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গারীব। আমরা এটাকে শুধু উল্লেখিত সনদ সূত্রেই মারফূভাবে জেনেছি। এটাকে সালমান ফারসী (রাঃ)-এর নিজের কথা হিসাবে সুফিয়ান সাওরী ও আরো কয়েকজন বর্ণনাকারী সুলাইমান আত-তাইমী হতে আবূ উসমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মাওকূফ বর্ণনাটি অনেক বেশি সহীহ মনে হয়। আমি ইমাম বুখারীর নিকট উক্ত হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমি এটাকে মাহ্ফূয (সুরক্ষিত) বলে মনে করি না। সুফিয়ান-সুলাইমান আত-তাইমী হতে, তিনি আবূ উসমান হতে, তিনি সালমান (রাঃ) হতে মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন। বুখারী আরো বলেন, হাদীস শাস্ত্রে সাইফ ইবনু হারুন গ্রহন যোগ্য এবং সাইফ ইবনু মুহাম্মাদ, যিনি আসিমের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য নন।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ মৃত প্রাণীর প্রক্রিয়াজাত চামড়ার ব্যবহার প্রসঙ্গে

١٧٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : مَاتَتْ شَاةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِهَا : "أَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا، ثُمَّ دَبَغْتُمُوْهُ، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ!".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٦٠٩ و ٣٦١٠) م.

১৭২৭। আতা ইবনু আবূ রাবাহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, একটি ছাগল মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মালিককে বললেন ঃ তোমরা কেন তার চামড়া ছিলে নাওনি? তোমরা এটাকে প্রক্রিয়াজাতের পর কাজে ব্যবহার করতে পারতে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬০৯, ৩৬১০), মুসলিম

١٧٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ؛ فَقَدْ طَهُرَ".

- صحيح : المصدر نفسه م.

১৭২৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রক্রিয়াজাতের পর যে কোন চামড়া পবিত্র হয়ে যায়।

সহীহ্, প্রাগুক্ত

এ হাদীস মোতাবিক বেশিরভাগ অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। তারা মৃত প্রাণীর চামড়ার বিষয়ে বলেছেন, প্রক্রিয়াজাতের পর তা পবিত্র

বলে বিবেচিত। এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ বলেছেন, প্রক্রিয়াজাতের পর যে কোন চামড়া পবিত্র হয়ে যায়, কুকুর ও শূকরের চামড়া ব্যতীত (তা অপবিত্র ও হারাম)। তার মতের সপক্ষে তিনি অত্র হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হিংস্র প্রাণীর চামড়ার ব্যবহারকে একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ মাকরূহ বলেছেন। এটা পরতে এবং এর উপর নামায আদায় করতে তারা বারণ করেছেন। এই মত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ও ইসহাকের। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম বলেন, "প্রক্রিয়াজাতের পর যে কোন চামড়া পবিত্র হয়ে যায়" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার তাৎপর্য হল, যেসব পশুর গোশত খাওয়া বৈধ, এখানে শুধু সেসব পশুর চামড়ার কথা বলা হয়েছে। নাযর ইবনু শুমাইলও একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন, যেসব পশুর গোশত খাওয়া বৈধ তাকেই (আরবী ভাষায়) ইহাব বলা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে এই হাদীসের বিধান প্রযোজ্য। আবূ ঈসা বলেন, সালামা ইবনু মুহাব্বিক, মাইমুনা ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইবনু আব্বাসের বরাতে বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মাইমুনার বরাতেও ইবনু আব্বাসের সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সাওদার বরাতেও ইবনু আব্বাসের সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আমি (আবূ ঈসা) মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইবনু আব্বাসের বর্ণনা এবং মাইমূনার বরাতে ইবনু আব্বাসের উভয় বর্ণনাকেই সহীহ্ বলতে শুনেছি। সম্ভবতঃ ইবনু আব্বাস মাইমূনার সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আবার কোন সময় মাইমূনার উল্লেখ না করে ইবনু আব্বাস সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস মোতাবিক বেশিরভাগ অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। একই কথা বলেছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাকও।

١٧٢٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفِ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَنْ : "لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٦١٣).

১৭২৯। আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র আসে এই মর্মে ঃ মৃত প্রাণীর চামড়া এবং তন্তু তোমরা কোন কাজে লাগাবে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬১৩)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম (রাহঃ) তার আরো কয়েকজন শাইখের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস অনুসারে বেশিরভাগ অভিজ্ঞ আলিম আমল করেননি। উল্লেখিত হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম হতে অপর একটি সূত্রে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারা যাবার দুই মাস আগে তাঁর একটি পত্র আসে"। আহ্মাদ ইবনু হাসানকে আমি (তিরমিযী) বলতে শুনেছি, এ হাদীস মোতাবিক আহ্মাদ ইবনু হাম্বল প্রথম দিকে আমল করতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারা যাবার দুই মাস পূর্বেকার ছিল এ নির্দেশটি। তিনি বলতেন, এটা ছিল মৃত প্রাণীর চামড়ার প্রসঙ্গে তাঁর সর্বশেষ নির্দেশ। কিন্তু তিনি এ হাদীসের সনদে গোলমাল থাকায় তার আগের মতামত বাতিল করেন। কারণ কোন কোন বর্ণনাকারী উক্ত হাদীসের সনদ এভাবেও বিকৃত করেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম-জুহাইনা গোত্রীয় তাদের কিছু শাইখ হতে বর্ণিত।

٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ جَرِّ الْإِزَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ পায়ের গোছার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে কাপড় পরা নিষেধ

١٧٣٠ – حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ -كُلُّهُمْ يُخْبِرُ-، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٦٩) ق.

১৭৩০। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গর্ব-অহংকারে মত্ত হয়ে যে লোক তার পরনের কাপড় পায়ের গোছার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৬৯), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, হুযাইফা, আবূ সাঈদ, আবূ হুরাইরা, সামুরা, আবূ যার, আইশা ও হুবাইব ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ جَرِّ ذُيُوْلِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ মহিলাদের আঁচল লম্বা করে পরা প্রসঙ্গে

١٧٣١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ : "يُرْخِينَ شِبْرًا"، فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ؟ قَالَ : "فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا؛ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٨٠) و (٣٥٨١).

১৭৩১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গর্ব-অহংকারের

বশীভূত হয়ে যে লোক তার পরনের কাপড় গোড়ালির নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। উম্মু সালামা (রাঃ) বললেন, মহিলারা তাদের কাপড়ের প্রান্ত বা আঁচল কিভাবে সামলাবে? তিনি বললেন, তারা (গোড়ালি হতে) এক বিঘত পরিমাণ উপরে রাখবে। তিনি (উম্মু সালামা) বললেন, এতে তো তাদের পা উদম হয়ে যাবে। তিনি বললেন ঃ তবে তারা এক হাত পরিমাণ নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখবে, কিন্তু এর বেশি করবে না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৮০), (৩৫৮১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧٣٢ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٨٠).

১৭৩২। উম্মুল হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাদের নিকট উম্মু সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাপড়ের ঝুল এক বিঘত পরিমাণ নির্ধারিত করে দেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৮০),

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাম্মাদ ইবনু সালামা-আলী ইবনু যাইদ হতে, তিনি আল-হাসান হতে, তিনি তার মাতা হতে, তিনি উম্মু সালামা (রাঃ)-এর সূত্রে কোন কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। মহিলাদেরকে তাদের পরনের কাপড় গোছার নিচে ঝুলিয়ে রাখার সম্মতি এ হাদীসে আছে। কেননা এতে তাদের পর্দা আরো সুরক্ষিত হতে পারে।

١٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ الصُّوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ পশমী কাপড় পরা সম্পর্কে

١٧٣٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ :

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا، وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ : قُبِضَ رَوْحُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٥١) ق.

১৭৩৩। আবূ বুরদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে আইশা (রাঃ) তালিযুক্ত কম্বল (বা চাদর) এবং মোটা কাপড়ের একটি লুঙ্গি বের করে দেখান এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'টি কাপড় পরে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৫১), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, আলী ও ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ কালো রং-এর পাগড়ী প্রসঙ্গে

١٧٣٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ؛ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٨٢٢) م.

১৭৩৫। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ী পরে মক্কায় প্রবেশ করেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৮২২), মুসলিম

আলী, উমার, ইবনু হুরাইস, ইবনু আব্বাস ও রুকানা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٢ - بَابُ فِيْ سَدْلِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ দুই কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ীর এক প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখা

١٧٣٦ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ.

- صحيح : "الصحيحة" (٧١٦).

১৭৩৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ী বাঁধলে দুই কাঁধের মধ্য দিয়ে এর প্রান্ত ঝুলিয়ে দিতেন। নাফি (রাহঃ) বলেন, ইবনু উমার (রাঃ)-ও দুই কাঁধের মাঝ বরাবর তার পাগড়ীর এক প্রান্ত ছেড়ে দিতেন। উবাইদুল্লাহ (রাহঃ) বলেন, আমি কাসিম ও সালিমকেও এরূপ করতে দেখেছি।

সহীহ্, সহীহা (৭১৬)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আলী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু সনদের বিচারে তার বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ নয়।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ স্বর্ণের আংটি পরা নিষেধ

١٧٣٧ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَغَيْرُ

وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

- صحيح : م، تقدم مختصرا (١٧٢٥).

১৭৩৭। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটি পরতে, রেশমী পোশাক পরতে, রুকূ-সিজদায় কুরআনের আয়াত পাঠ করতে এবং হলুদ রং-এর পোশাক পরতে বারণ করেছেন।

সহীহ্, মুসলিম, পূর্বে ১৭২৫ নং হাদীসেও সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧٣٨ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلٰى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا، أَنَّهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٦٤٢) ق. البراء وغيره.

১৭৩৮। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬৪২), নাসা-ঈ বারা (রাঃ) এবং অন্যদের হতেও বর্ণনা করেছেন।

আবূ ঈসা বলেন, আলী, ইবনু উমার, আবূ হুরাইরা ও মুআবিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইমরান (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবুত তাইয়্যাহ্-এর নাম ইয়াযীদ ইবনু হুমাইদ।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَاتَمِ الْفِضَّةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ রুপার আংটি ব্যবহার করা

١٧٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٦٤٦) م.

১৭৩৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিল রুপার। এতে লাল রং-এর মূল্যবান আবিসিনীয় পাথর বসানো ছিল।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬৪৬), মুসলিম

ইবনু উমার ও বুরাইদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ فِيْ فَصِّ الْخَاتَمِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ আংটির জন্য উত্তম পাথর

١٧٤٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الطَّنَافِسِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُوْ خَيْثَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ؛ فَصُّهُ مِنْهُ.

- صحيح : "مختصر الشمائل" (٧٣) خ.

১৭৪০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটি ছিল রুপার। তার পাথরও ছিল রুপার।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (৭৩), বুখারী

আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে উল্লেখিত সনদ সূত্রে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ ডান হাতে আংটি পরা প্রসঙ্গে

١٧٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَتَخَتَّمَ بِهِ فِيْ يَمِيْنِهِ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ : "إِنِّيْ كُنْتُ اتَّخَذْتُ هٰذَا الْخَاتَمَ فِيْ يَمِيْنِيْ"، ثُمَّ نَبَذَهُ، وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ.

– صحيح : "مختصر الشمائل" (٨٤) ق.

১৭৪১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বর্ণের আংটি তৈরী করান এবং সেটি ডান হাতে পরেন। তারপর তিনি মিম্বারের উপর বসে বললেন ঃ আমি আমার ডান হাতে এই আংটিটি পরেছিলাম। তারপর তিনি তা খুলে ফেলে দিলেন এবং (তাঁর দেখাদেখি) লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে দিল।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (৮৪), নাসা-ঈ

আলী, জাবির, আবদুল্লাহ ইবনু জাফর, ইবনু আব্বাস আইশা ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও তার নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে “তিনি তা ডান হাতে পরেন” কথাটুকু উল্লেখ নেই।

١٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ، -وَلَا إِخَالُهُ إِلَّا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ.

- حسن صحيح : "الإرواء" (٣/٣٠٣-٣٠٤) (مختصر الشمائل" (٨٠).

১৭৪২। সাল্‌ত ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নাওফাল (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আমার ধারণা তিনি এও বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি।

হাসান সহীহ্, ইরওয়া (৩/৩০৩-৩০৪), মুখতাসার শামা-ইল (৮০)

আবূ ঈসা বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, আস-সালত ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নাওফাল-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٧٤٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِيْ يَسَارِهِمَا.

- صحيح موقوف : "مختصر الشمائل" (٨٢).

১৭৪৩। জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (মুহাম্মাদ) বলেন, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) তাদের বাঁ হাতে আংটি পরতেন।

সহীহ্ মাওকূফ, মুখতাসার শামা-ইল (৮২)

এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٧٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِيْ رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ

ذٰلِكَ؟ فقال : رَأَيْتُ عَبْدَاللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِيْنِهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٧٤٧).

১৭৪৪। হাম্মাদ ইবনু সালামা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনু আবী রাফিকে তার ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আমি এ বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু জাফরকে তার ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আর আবদুল্লাহ ইবনু জাফর বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৭৪৭)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইস্‌মাঈল (বুখারী) (রাহঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কতগুলো হাদীস এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে এটাই বেশি সহীহ্।

١٧٤٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَنَقَشَ فِيْهِ : مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ، ثُمَّ قَالَ : "لَا تَنْقُشُوْا عَلَيْهِ".

- صحيح : م بنحوه.

১৭৪৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুপা দিয়ে একটি আংটি তৈরী করান এবং এতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খোদাই করান, তারপর বলেন, তোমরা এর উপর খোদাই কর না।

সহীহ্, মুসলিমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। তোমরা এর উপর "খোদাই কর না"-এর অর্থ ঃ তাদের কেউ তার আংটিতে যেন 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' খোদাই না করে।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَقْشِ الْخَاتَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ আংটিতে কারুকাজ করা

١٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمَ النَّبِيِّ ﷺ : مُحَمَّدٌ: سَطْرٌ، وَرَسُوْلُ: سَطْرٌ، وَاللّٰهِ: سَطْرٌ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٦٣٩-٣٦٤٠) خ.

১৭৪৭। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির নকশা ছিল নিম্নরূপ ঃ এক পংক্তিতে 'মুহাম্মাদ', এক পংক্তিতে 'রাসূল' এবং এক পংক্তিতে 'আল্লাহ'।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৬৩৯-৩৬৪০), বুখারী

আনাস (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

١٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيِّ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ : مُحَمَّدٌ: سَطْرٌ، وَرَسُوْلُ: سَطْرٌ، وَاللّٰهِ: سَطْرٌ،

- صحيح : انظر ما قبله.

১৭৪৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির নকশা তিন পংক্তির ছিল ঃ এক পংক্তিতে 'মুহাম্মাদ, এক পংক্তিতে 'রাসূল' এবং এক পংক্তিতে 'আল্লাহ'।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া তার বর্ণিত হাদীসে তিন সারির কথা উল্লেখ করেননি। এ অনুচ্ছেদে উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّوْرَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ ছবি বা প্রতিকৃতি প্রসঙ্গে

١٧٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الصُّوْرَةِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَى أَنْ يَصْنَعَ ذٰلِكَ.

- صحيح : "الصحيحة" (٤٢٤).

১৭৪৯। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ঘরের মধ্যে কোন ছবি রাখতে এবং তা বানাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্ সহীহা (৪২৪)

আলী, আবূ তালহা, আইশা, আবূ হুরাইরা ও আবূ আইয়্যুব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى أَبِيْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُوْدُهُ، قَالَ : فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، قَالَ : فَدَعَا أَبُوْ طَلْحَةَ إِنْسَانًا، يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ : لِمَ تَنْزِعُهُ؟! فَقَالَ : لِأَنَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرَ، وَقَدْ قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ سَهْلٌ : أَوَلَمْ يَقُلْ : إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِيْ ثَوْبٍ؟! فَقَالَ : بَلٰى، وَلٰكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِيْ.

- صحيح : "غاية المرام" (١٣٤).

১৭৫০। উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি (অসুস্থ) আবূ তালহা আনসারী (রাঃ)-কে দেখতে যান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সেখানে সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (রাঃ)-কেও উপস্থিত পেলাম। তিনি আরও বলেন, আবূ তালহা (রাঃ) একজনকে ডাকেন নিচের চাদর সরানোর জন্য। সাহ্ল (রাঃ) তাকে বললেন, কেন চাদর সরাবেন? তিনি বললেন, তাতে ছবি আঁকা আছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা তো তুমি জান। সাহল (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এ কথা বলেননি, "কিন্তু পোশাকে অল্প পরিমাণ অঙ্কিত কারুকার্য থাকলে কোন সমস্যা নেই?" আবূ তালহা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু উহাই (ছবি সরিয়ে ফেলা) আমার জন্য উত্তম।

সহীহ্, গাইয়াতুল মারাম (১৩৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ ছবি নির্মাতা ও চিত্রকরদের প্রসঙ্গে

١٧٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً؛ عَذَّبَهُ اللهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا - يَعْنِي-الرُّوْحَ؛ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ؛ وَهُمْ يَفِرُّوْنَ بِهِ مِنْهُ؛ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

- صحيح : "غاية المرام" (١٢٠ و ٤٢٢) خ م (١٠) الشطر الأول.

১৭৫১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক কোন ছবি

আঁকে, সে যে পর্যন্ত তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে না পারবে সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে আযাব দিতে থাকবেন। অথচ সে কোন দিনও তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। যে লোক কোন দল বা সম্প্রদায়ের গোপন কথা অগোচরে কান পেতে শুনে, অথচ তারা বিষয়টি তার কাছ থেকে গোপন রাখতে চায় তার কানে কিয়ামাত দিবসে উত্তপ্ত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে।

সহীহ্, গাইয়াতুল মারাম (১২০, ৪২২), বুখারী, মুসলিম (১০) প্রথম অংশ

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবূ হুরাইরা, আবূ জুহাইফা, আইশা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِضَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ চুলে কলপ লাগানো প্রসঙ্গে

١٧٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ".

- صحيح : "جلباب المرأة" (١٨٩)، "الصحيحة (٨٣٦).

১৭৫২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বার্ধক্যের শুভ্রতা পরিবর্তন করে দাও এবং ইয়াহূদীদের মতো হয়ো না।

সহীহ্, জিল বাবুল মারআহ (১৮৯), সহীহা (৮৩৬)

যুবাইর, ইবনু আব্বাস, জাবির (ইবনু আবদুল্লাহ), আবূ যার, আনাস, আবূ রিমসা, জাহদামা, আবুত তুফাইল, জাবির ইবনু সামুরা, আবূ জুহাইফা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এটি একাধিক সূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٧٥٣ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ : الْحِنَّاءُ، وَالْكَتَمُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٢٢).

১৭৫৩। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বার্ধক্যের শুভ্রতা পরিবর্তনের জন্য মেহেদি (হেনা) ও কাতাম (কালচে ঘাস) তৃণই উত্তম।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৬২২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবুল আস্ওয়াদ আদ-দীলির নাম জালিম, পিতা আমর দাদা সুফিয়ান।

٢١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ মাথার চুল রাখা এবং কাঁধ পর্যন্ত তা লম্বা করা প্রসঙ্গে

١٧٥٤ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَبْعَةً؛ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ، حَسَنَ الْجِسْمِ أَسْمَرَ اللَّوْنِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلاَ سَبْطٍ، إِذَا مَشَى يَتَوَكَّأُ.

– صحيح : "مختصر الشمائل" (١و٢) ق.

১৭৫৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতির। তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। তিনি সুঠাম শরীরের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর গায়ের রং ছিল বাদামী। তাঁর মাথার চুল

কোঁকড়ানোও ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না। তিনি রাস্তায় চলাচলের সময় সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (১, ২), নাসা-ঈ

আইশা, বারাআ, আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস, আবূ সাঈদ, জাবির, ওয়াইল ইবনু হুজর ও উম্মু হানী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। হুমাইদ কর্তৃক বর্ণিত আনাস (রাঃ)-এর এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

١٧٥٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ، وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ.

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٦٠٤ و ٣٦٣٥).

১৭৫৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাঁর বাবরি চুল কাঁধের উপরে কিন্তু কানের লতির নিচ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।

হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৬০৪, ৩৬৩৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। উল্লেখিত হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে "তাঁর বাবরি চুল কাঁধের উপরে কিন্তু কানের লতির নিচ পর্যন্ত লম্বা ছিল কথাটুকু উল্লেখ নেই। (এই শেষের অংশটুকু আবদুর রাহমান ইবনু আবুয যিনাদ তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।) তিনি একজন সিকাহ (আস্থাভাজন) বর্ণনাকারী এবং হাদীসের হাফিয ছিলেন। মালিক ইবনু আনাস তাঁকে সিকাহ বলেছেন এবং তার নিকট হতে হাদীস লিখার নির্দেশ দিতেন।

٢٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا
অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ বার বার চুল আচড়ানো নিষেধ

١٧٥٦ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا.

– صحيح : "الصحيحة" (٥٠١).

১৭৫৬। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার চুল আচড়াতে বারণ করেছেন।

সহীহ্, সহীহা (৫০১)

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি হিশামের সূত্রে হাসান হতে একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِكْتِحَالِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ সুরমা লাগানো প্রসঙ্গে

١٧٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ –هُوَ الطَّيَالِسِيُّ–، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "اِكْتَحِلُوْا بِالْإِثْمِدِ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ". وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ؛ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ؛ ثَلاثَةً فِي هٰذِهِ، وَثَلاَثَةً فِي هٰذِهِ.

– صحيح دون قوله : وزعم، "مختصر الشمائل" (٤٢).

১৭৫৭। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ইসমিদ সুরমা লাগাও। এটা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের পাতার লোম গজায়। তিনি মনে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুরমাদানি ছিল। তা হতে তিনি প্রতি রাতে তিনবার ডান চোখে এবং তিনবার বাঁ চোখে সুরমা লাগাতেন।

"তিনি মনে করেন" এই শব্দ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (৪২)

জাবির ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আব্বাদ ইবনু মানসূরের সূত্রে উক্ত শব্দে জেনেছি। এ হাদীসটি আলী ইবনু হুজর ও মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া-ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু মানসূর (রাহঃ)-এর সূত্রেও একইরকম বর্ণিত হয়েছে।

একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা অবশ্যই ইসমিদের সুরমা লাগাও, এটা চোখের জ্যোতি বাড়ায় এবং চোখের পাতার লোম গজায়।"

সহীহ্, মিশকাতুল মাসা-বীহ (৪৪৭২)

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ হাঁটু গেড়ে জড়োসড়ো হয়ে বসা এবং একটি চাদরে সর্বাঙ্গ পেচিয়ে বসা নিষেধ

١٧٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لِبْسَتَيْنِ : اَلصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَّحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْئٌ.

- صحيح : ق.

১৭৫৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পরার দুইটি পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন। একটি কাঁধ উদম রেখে একই চাদর পুরো গায়ে জড়িয়ে নেওয়া; একই পোশাকে পেট, উরু ও পায়ের গোছা ঢেকে নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে দুই হাঁটু উঁচু করে বসা এবং লজ্জাস্থানে এর কোন অংশ না থাকা।

সহীহ্, নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, আলী, ইবনু উমার, আইশা, আবূ সাঈদ, জাবির ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এই সূত্রে হাসান সহীহ্ গারীব। এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُوَاصَلَةِ الشَّعْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ পরচুলা ব্যবহার প্রসঙ্গে

١٧٥٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ". قَالَ نَافِعٌ : اَلْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٩٨٧) ق.

১৭৫৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরচুলা (কৃত্রিম চুল) সংযোগকারিণী ও ব্যবহারকারিণী এবং উল্কি অঙ্কনকারিণী ও যে তা অঙ্কন করায়, এদেরকে

আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন। নাফি (রাহঃ) বলেন, সাধারণতঃ নিচের মাড়িতেই উল্কি আঁকা হয়।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৯৮৭), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। আইশা, ইবনু মাসউদ, আসমা বিনতু আবী বাক্র, ইবনু আব্বাস, মাকিল ইবনু ইয়াসার ও মুআবিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ রেশমের তৈরী আসনে বসা নিষেধ

١٧٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ ابْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ.

- صحيح : "آداب الزفاف" (١٢٥)، "المشكاة" (٤٣٥٨) -التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (٢٣٩٦) ق.

১৭৬০। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রেশম দ্বারা বানানো আসনে বসতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

সহীহ, আদাবুয যিফাফ (১২৫), মিশকাত তাহকীক ছানী (৪৩৫৮), সহীহা (২৩৯৬), নাসা-ঈ

হাদীসে আরও ঘটনা আছে। আলী ও মুআবিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি আশআস ইবনু আবুশ শা'সা হতে শুবা একইরকম বর্ণনা করেছেন।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা

١٧٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ : أَدَمٌ حَشْوُهُ لِيْفٌ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٤١٥١) ق.

১৭৬১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমানোর বিছানাটি ছিল চামড়া দিয়ে বানানো। এর ভিতরে খেজুর গাছের বাকল ভর্তি ছিল।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪১৫১), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। হাফসা ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُمُصِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ জামা প্রসঙ্গে

١٧٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمِيْصُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٧٥).

১৭৬২। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবচাইতে পছন্দের পোশাক ছিল জামা।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৭৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আব্দুল মু'মিন ইবনু খালীদের হাদীস হিসেবেই এটি আমরা জানতে পেরেছি। তিনি এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। কিছু বর্ণনাকারী উম্মু সালামা (রাঃ)-এর এ হাদীসটি আবূ তুমাইলা-আবদুল মু'মিন ইবনু খালিদ হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা হতে, তিনি তার মায়ের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

١٧٦٣ – حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَلْقَمِيْصُ.

– صحيح : انظر الذي قبله.

১৭৬৩। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জামা-ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সবচাইতে প্রিয় পোশাক ছিল।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদা কর্তৃক তার মায়ের বরাতে উম্মু সালামা হতে বর্ণিত হাদীস অধিক সহীহ্। এই বর্ণনা সূত্রে আবূ তুমাইলা তার মা হতে এভাবে উল্লেখ আছে।

١٧٦٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَمِيْصُ.

– صحيح : انظر الذي قبله.

১৭৬৪। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচাইতে পছন্দনীয় পোশাক ছিল জামা।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا؛ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ.

- صحيح : "المشكاة" (٤٣٣٠ -التحقيق الثاني).

১৭৬৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জামা পরতেন, তখন ডান দিক হতে পরা আরম্ভ করতেন।

সহীহ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৪৩৩০)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি শুবার সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটাকে তাদের কেউই মারফূভাবে বর্ণনা করেননি। এটাকে শুধু আবদুস সামাদ মারফূ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٢٩ - بَابُ مَا جَاءَ يَقُوْلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ নতুন কাপড় পরার দু'আ

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا؛ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ : عِمَامَةً، أَوْ قَمِيْصًا، أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُوْلُ : "اَللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ؛ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ؛ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ".

- صحيح : "المشكاة" (٤٣٤٢).

১৭৬৭। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন কাপড় পরার সময় প্রথমে সেটির নাম নিতেন। যেমন পাগড়ী, জামা অথবা চাদর। তারপর তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। এটা তুমি আমাকে পরিয়েছো। আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে এটা বানানো হয়েছে তার কল্যাণ চাইছি। আর এর মধ্যে নিহিত ক্ষতি এবং যে উদ্দেশ্যে এটা বানানো হয়েছে তার অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় চাই"।

সহীহ্, মিশকাত (৪৩৪২)

উমার ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। হিশামইবনু ইউনুস কূফী কাসিম ইবনু মালিক আল মুযানী হতে জুরাইরীর সূত্রে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ্।

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْجُبَّةِ وَالْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ জুব্বা ও চামড়ার মোজা পরা প্রসঙ্গে

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ.

- صحيح : "مختصر الشمائل" (٥٧)، "صحيح أبي داود" (١٣٩-١٤٠) ق.

১৭৬৮। উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রূমী জুব্বা পরেন। এর হাতাদু'টি ছিল সংকীর্ণ।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (৫৭), সহীহ্ আবূ দাউদ (১৩৯-১৪০), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ -هُوَ الشَّيْبَانِيُّ-، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَهْدٰى دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُفَّيْنِ، فَلَبِسَهُمَا.

- صحيح : "مختصر الشمائل" (٥٩)

১৭৬৯। মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাহিয়া আল-কালবী (রাঃ) একজোড়া চামড়ার মোজা উপহার দিয়েছিলেন। তিনি তা পরিধান করেন।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (৫৯)

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ স্বর্ণ দিয়ে দাঁত বাঁধানো

١٧٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيْدِ، وَأَبُوْ سَعْدٍ الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، قَالَ : أُصِيْبَ أَنْفِيْ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ.

- حسن : "المشكاة" (٤٤٠٠- التحقيق الثاني).

১৭৭০। আরফাজা ইবনু আসআদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাহিলী আমলে কুলাবের যুদ্ধে আমার নাক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। আমি রুপার একটি নাক বাঁধিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি তাতে দুর্গন্ধ অনুভব করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি স্বর্ণের নাক বানিয়ে নিতে বললেন।

হাসান, মিশকাত তাহকীক ছানী (৪৪০০)

আলী ইবনু হুজর রাবী ইবনু বাদর হতে এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আল-ওয়াসিতী আবুল আশহাব হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীস সম্বন্ধে শুধু আবদুর রাহমান ইবনু তারাফার সূত্রে জেনেছি। সালম ইবনু যারীর ও আব্দুর রাহমান ইবনু তারাফার সূত্রে আবুল আশহাবের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। অসংখ্য অভিজ্ঞ আলিম হতে বর্ণিত আছে, তারা নিজেদের দাঁত স্বর্ণ দ্বারা বাঁধিয়ে নিয়েছেন। এ হাদীসটি তাদের দলীল। আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্দী বলেন, সাল্ম ইবনু জারীর বলা অমূলক বরং ইবনু ওয়া জারীর সঠিক। আবূ সাঈদ আস-সানআনীর নাম মুহাম্মাদ, পিতা মুইয়াসসির।

٣٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ হিংস্র প্রাণীর চামড়া কাজে লাগানো নিষেধ

١/١٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

- صحيح : "الصحيحة" (١٠١١)، "المشكاة" (٥٠٦).

১৭৭১/১। আবুল মালীহ (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, হিংস্র প্রাণীর চামড়া ফরাশ হিসাবে ব্যবহার করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

সহীহ্, সহীহা (১০১১), মিশকাত (৫০৬)

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ.

- صحيح : انظر ما قبله.

আবুল মালীহ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, হিংস্র প্রাণীর চামড়া কাজে লাগানোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ : أَنَّهُ كَرِهَ جُلُوْدَ السِّبَاعِ.

- صحيح : انظر ما قبله.

মুআয ইবনু হিশাম-তার পিতা হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি আবুল মালীহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হিংস্র প্রাণীর চামড়া কাজে লাগানোকে অপছন্দ বলে মনে করেন।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসের সনদ "আবুল মালীহ-তার পিতা হতে" এভাবে সাঈদ ইবনু আবূ আরূবা ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

١٧٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ.

- صحيح : انظر ما قبله.

১৭৭১/২। আবুল মালীহ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহারকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

এই বর্ণনাটিই অনেক বেশি সহীহ্ (কারণ স্মরণ শক্তির দিক হতে শুবা (রাহঃ) সাঈদ ইবনু আবূ আরূবার চাইতে অগ্রগণ্য)।

٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাদুকা

١٧٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ : لَهُمَا قِبَالاَنِ.

- صحيح : "مختصر الشمائل" (٦٠ و ٦٢).

১৭৭২। কাতাদা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতাজোড়া কেমন ছিল? তিনি বললেন, এর দু'টি করে ফিতা ছিল।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (৬০, ৬২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ نَعْلاَهُ لَهُمَا قِبَالاَنِ.

- صحيح : "مخصر الشمائل" (٦٠ و ٦٢).

১৭৭৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতাজোড়ার দু'টি করে ফিতা ছিল।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (৬০, ৬২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটা নিষেধ

١٧٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "لَا يَمْشِيْ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ؛ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٦١٧) ق.

১৭৭৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক পায়ে জুতা পরে যেন তোমাদের কেউ না হাঁটে। হয় সে দুটো পায়ে জুতা পরবে অথবা দুটো পা-ই উদম রাখবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬১৭), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরা মাকরূহ্

١٧٧٥ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٦١٨).

১৭৭৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, দাঁড়ানো অবস্থায় কাউকে জুতা পরতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬১৮)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতেও অন্য সূত্রে (নিম্নে দ্র.) বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীস বিশারদগণের মতে এই দুইটি হাদীস সহীহ নয়। তারা মনে করেন হারিস ইবনু নাবহান হাদীসের হাফিয নন। তাছাড়া কাতাদা-আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে এ হাদীসের কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নেই।

١٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرِ السِّمْنَانِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ.

- صحيح : انظر ما قبله.

১৭৭৬। মা'মার হতে কাতাদার বরাতে আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, কাউকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, এ হাদীস এবং মামার হতে আম্মার ইবনু আবূ আম্মারের বরাতে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।

٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটার সম্মতি প্রসঙ্গে

١٧٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ.

- صحيح : المصدر نفسه.

১৭৭৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক পায়ে জুতা পরে তিনি চলাফিরা করেছেন।

সহীহ্, প্রাগুক্ত

এই বর্ণনাটি অনেক বেশি সহীহ্। আবূ ঈসা বলেন, এটাকে আবদুর রাহমান ইবনুল কাসিমের সূত্রে সুফিয়ান সাওরী ও অপরাপর বর্ণনাকারীগণ মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন।

٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ رِجْلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ প্রথমে কোন্ পায়ে জুতা পরতে হবে

١٧٧٩ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ، وَإِذَا نَزَعَ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٦١٦) م و د خ معناه.

১৭৭৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুতা পরার সময় আগে ডান পায়ে জুতা পরবে এবং তা খোলার সময় আগে বাম পায়ের জুতা খুলবে। অতএব জুতা পরার সময় ডান পা প্রথম হবে এবং খোলার সময় ডান পা দ্বিতীয় হবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬১৬), মুসলিম এবং বুখারীও একই অর্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣٩ - بَابُ دُخُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় প্রবেশ প্রসঙ্গে

١٧٨١ - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ؛ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ.

– **صحيح : "ابن ماجه" (٣٦٣١).**

১৭৮১। উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় পদার্পণের সময় তাঁর মাথার চুলে চারটি বেণী ছিল।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬৩১)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেন, উম্মু হানী (রাঃ) হতে মুজাহিদ (রাহঃ) কিছু শুনেছেন বলে আমার জানা নেই।

– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ . قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ؛ وَلَهُ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ.

– **صحيح : انظر ما قبله.**

অন্য একটি সূত্রেও উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর মাথায় চারটি বেণী ছিল।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ নাজীহ মক্কার অধিবাসী এবং তার নাম ইয়াসার।

٤١ – بَابٌ فِي مَبْلَغِ الْإِزَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ লুঙ্গির সর্বনিম্ন সীমা

١٧٨٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِعَضَلَةِ سَاقِيْ -أَوْ سَاقِهِ-، فَقَالَ : "هٰذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ؛ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ؛ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٧٢).

১৭৮৩। হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বা তাঁর জঙ্ঘা (হাঁটুর নিচের মাংসপেশী) ধরে বলেন ঃ এটা হল লুঙ্গি বা পায়জামার জায়গা। তুমি না মানতে চাইলে আরও নিচে নামাতে পার। যদি তাও মানতে রাজী না হও তবে জেনে রাখ, লুঙ্গি-পায়জামার পায়ের গোছা স্পর্শ করার কোন অধিকার নেই।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৫৭২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি আবূ ইসহাকের সূত্রে শুবা এবং সুফিয়ান সাওরীও বর্ণনা করেছেন।

٤٤ - بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّخَتُّمِ فِيْ أُصْبُعَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ আংটি কোন্ আঙ্গুলে পরতে হবে?

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِيْ مُوسَى، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ : نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِيْ فِيْ هٰذِهِ وَفِيْ هٰذِهِ.- وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

- صحيح بلفظ : في هذه أو هذه- شك عاصم-: "الضعيفة" (٥٤٩٩) م.

১৭৮৬। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী

(রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রেশমী কাপড় পরতে, লাল জিনপোষের উপর বসতে এবং আমার আংটি এই এই আঙ্গুলে পরতে বারণ করেছেন। এই বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমার দিকে ইশারা করেন।

এই অথবা এই আঙ্গুলে শব্দে হাদীসটি সহীহ্, বর্ণনাকারী আসিম সন্দেহ করেছেন। যঈফা (৫৪৯৯), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ মূসা (রাঃ)-এর ছেলের নাম আমির এবং উপনাম আবূ বুরদা। পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু কাইস।

٤٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَحَبِّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় পোশাক

١٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَلْبَسُهَا: اَلْحِبَرَةُ.

- صحيح : "مختصر الشمائل المحمدية" (٥١) ق.

১৭৮৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব পোশাক পরতেন তার মধ্যে আঁচলবিশিষ্ট (ইয়ামানী) চাদর তাঁর নিকট সবচাইতে বেশি পছন্দের ছিল।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল মুহাম্মাদীয়া (৫১), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

٢٣ - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
অধ্যায় ২৩ ঃ আহার ও খাদ্যদ্রব্য

١ - بَابُ مَا جَاءَ عَلَامَ كَانَ يَأْكُلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟
অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের উপর রেখে খাবার খেতেন?

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : مَا أَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى خُوَانٍ، وَلَا فِي سُكُرَّجَةٍ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. قَالَ : فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : فَعَلَامَ كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ؟ قَالَ : عَلَى هٰذِهِ السُّفَرِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٩٢) خ.

১৭৮৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও উচ্চ দস্তরখানে (টেবিলে) বসে এবং (বিভিন্ন প্রকার চাটনি ও হজমির) ছোট ছোট পেয়ালায় নিয়ে খাননি। কখনো তাঁর জন্য পাতলা রুটি বানানো হয়নি। কাতাদা (রাহঃ)-কে আমি (ইউনুস) প্রশ্ন করলাম, তাহলে কিসের উপর (থালা) রেখে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করতেন? তিনি বললেন, চামড়ার এই সাধারণ দস্তরখান বিছিয়ে তার উপর।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩২৯২), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার বলেন, এই ইউনুস হলেন ইউনুস আল-ইসকাফ। সাঈদ ইবনু

আবী আরূবা হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে আবদুল ওয়ারিস ইবনু সাঈদ (রাহঃ) উপরোক্ত হাদীসের মতো বর্ণনা করেছেন।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الْأَرْنَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ খরগোশের গোশত খাওয়া

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ : أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانَ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَهَا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعِيْ بِفَخِذِهَا - أَوْ بِوَرِكِهَا- إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَكَلَهُ. قَالَ : قُلْتُ : أَكَلَهُ؟ قَالَ : قَبِلَهُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٤٣) ق.

১৭৮৯। হিশাম ইবনু যাইদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমরা একটি খরগোশকে মাররায-যাহরানে তাড়া করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এর পিছু ধাওয়া করলেন। আমি এর নাগালে পৌঁছে তা ধরে ফেললাম। আমি আবূ তালহা (রাঃ)-এর সামনে খরগোশটি নিয়ে আসলে তিনি একটি ধারালো পাথর দিয়ে তা যবেহ করেন। তিনি আমাকে এর উরু অথবা নিতম্বের গোশত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালে তিনি তা খেলেন। আমি (হিশাম) প্রশ্ন করলাম, তিনি কি তা খেয়েছেন? আনাস (রাঃ) বললেন, তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৪৩), নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, জাবির, আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনু সাফওয়ান (রাঃ) (তাকে মুহাম্মাদ ইবনু মাইফীও বলা হয়) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস

বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস মোতাবিক বেশিরভাগ অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। খরগোশের গোশত খাওয়াতে কোন সমস্যা নেই বলে তারা মনে করেন। খরগোশের গোশত খাওয়াকে অপর কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আলিম মাকরূহ বলেন। তারা বলেন, খরগোশের ঋতুস্রাব হয়।

٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الضَّبِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে

١٧٩٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ : "لاَ آكُلُهُ، وَلاَ أُحَرِّمُهُ".

– صحيح : ق.

১৭৯০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, গুইসাপ খাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি তা খাই না এবং তা হারামও বলি না।

সহীহ্, নাসা-ঈ

উমার, আবূ সাঈদ, ইবনু আব্বাস, সাবিত ইবনু ওয়াদিআ, জাবির ও আবদুর রাহমান ইবনু হাসান নহে (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। গুইসাপ খাওয়ার ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলিমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিম তা খাওয়ার পক্ষে সম্মতি দিয়েছেন এবং তাদের অন্য এক দল তা খাওয়াকে মাকরূহ বলেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "গুইসাপের গোশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানে খাওয়া হয়েছে ; তিনি ব্যক্তিগত অরুচির কারণে তা পরিত্যাগ করেছেন"।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الضَّبُعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ দাবু (ভালুক) খাওয়া প্রসঙ্গে

١٧٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : اَلضَّبُعُ؛ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ : آكُلُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَقَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٣٦).

১৭৯১। ইবনু আবী আম্মার (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, দাবু কি শিকারযোগ্য প্রাণী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন, আমি কি তা খেতে পারি? জাবির (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। প্রশ্নকারী আবার প্রশ্ন করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তা বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৩৬)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীস মোতাবিক একদল অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। দাবু খাওয়াতে তারা কোন সমস্যা মনে করেন না। এই অভিমত দিয়েছেন ইমাম আহ্‌মাদ এবং ইসহাকও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দাবু খাওয়া মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারেও একটি হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু তার সনদ খুবএকটা জোড়ালো নয়। দাবু খাওয়াকে অপর একদল আলিম মাকরূহ বলেছেন। একথা বলেছেন ইবনুল মুবারাকও। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন, এ হাদীসটিকে আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদ ইবনু উমাইর-ইবনু আবী আম্মার হতে, তিনি জাবির (রাঃ) হতে, তিনি উমার (রাঃ)-এর সূত্রে উমার (রাঃ)-এর কথা বলে জারীর ইবনু হাযিম বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইবনু জুরাইজের হাদীসটিই অনেক বেশি সহীহ। ইবনু আবী আম্মারের নাম আবদুর রাহমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আম্মার। তিনি মক্কার অধিবাসী।

٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ ঘোড়ার গোশত খাওয়া প্রসঙ্গে

١٧٩٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : أَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ.

– صحيح : "الإرواء" (١٣٨/٨) م نحوه.

১৭৯৩। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ঘোড়ার গোশত খাইয়েছেন এবং আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইরওয়া (৮/১৩৮) মুসলিম ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আসমা বিনতু আবূ বাক্র (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আমর ইবনু দীনারের সূত্রে জাবির (রাঃ) হতে একাধিক বর্ণনাকারী একইরকম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি আমর ইবনু দীনার হতে মুহাম্মাদ ইবনু আলী (রাহঃ)-এর সূত্রে জাবির (রাঃ) হতে হাম্মাদ (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইবনু উয়াইনার বর্ণনাটি অনেক বেশি সহীহ। আমি (তিরমিযী) ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, হাম্মাদ ইবনু যাইদ (রাহঃ)-এর চেয়ে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা (রাহঃ) বেশি স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ গৃহপালিত গাধার গোশত প্রসঙ্গে

١٧٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (ح)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ -ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ-، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٩٦١) ق.

১৭৯৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খাইবারের (যুদ্ধের) সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের সাথে মুতআ বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৯৬১), নাসা-ঈ

সাঈদ ইবনু আবদুর রাহমান আল-মাখযূমী-সুফিয়ান হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি আবদুল্লাহ ও হাসান (মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়ার পুত্রদ্বয়) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। যুহ্রী (রাহঃ) বলেন, হাসান ইবনু মুহাম্মাদই হলেন এই দুইজনের মধ্যে অনেক বেশি সন্তোষজনক। সাঈদ ইবনু আবদুর রাহমান ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী ইবনু উয়াইনা হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ তাদের মধ্যে অনেক বেশি সন্তোষজনক। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ.

- حسن صحيح : "الصحيحة" (٣٥٨) و (٢٣٩١)، "الإرواء" (٢٤٨٨).

১৭৯৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন

প্রকারের শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণী, চাঁদমারির (নিশানার) লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করা প্রাণী (মুজাসসামা) এবং গৃহপালিত গাধা হারাম ঘোষণা করেছে. . .

হাসান সহীহ, সহীহা (৩৫৮, ২৩৯১), ইরওয়া (২৪৮৮)

আলী, জাবির, বারাআ, ইবনু আবী আওফা, আনাস, ইরবায ইবনু সারিয়া, আবূ সা'লাবা, ইবনু উমার ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ বলেছেন। এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে অপর একটি সূত্রে আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাদের বর্ণনায় তারা একটিমাত্র বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণী হারাম ঘোষণা করেছেন"।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الْكُفَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ কাফিরদের পাত্রে খাওয়া

١٧٩٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ؟ فَقَالَ : "أَنْقُوهَا غَسْلاً، وَاطْبُخُوا فِيهَا"، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ.

- صحيح : ومضى برقم (١٥٦٠).

১৭৯৬। আবূ সা'লাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মাজূসীদের (অগ্নি উপাসক) হাঁড়ি-পাতিল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল। তিনি বললেন ঃ এগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও, তারপর এগুলো রান্নার কাজে লাগাও। শিকারী দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণী তিনি নিষিদ্ধ করেছেন।

সহীহ, (১৫৬০) নং হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবূ সা'লাবা (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে মাশহূর। তার সূত্রে অন্যভাবেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবূ সা'লাবা (রাঃ)-এর নাম জুরসূম, মতান্তরে জুরহুম বা নাশিব। আবূ কিলাবা-আবূ আসমা আর-রাহাবী হতে, তিনি আবূ সা'লাবা (রাঃ) হতে এই সূত্রেও উল্লেখিত হাদীস বর্ণিত আছে।

١٧٩٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيْدَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَيْشِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَنَطْبُخُ فِيْ قُدُوْرِهِمْ، وَنَشْرَبُ فِيْ آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا؛ فَارْحَضُوْهَا بِالْمَاءِ"، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ؛ فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ : "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ، فَقَتَلَ: فَكُلْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ، فَذُكِّيَ؛ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ، فَقَتَلَ؛ فَكُلْ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٠٧) ق.

১৭৯৭। আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আহ্লে কিতাবের লোকালয়ে বাস করি, তাদের হাঁড়ি-পাতিলে রান্না করি এবং তাদের থালা-বাটি পানাহারের কাজে লাগাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এদেরগুলো ব্যতীত অন্য ব্যবস্থা করতে না পারলে তবে পানি দিয়ে এগুলো ধুয়ে নাও। তিনি আবার বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শিকারের পশু পাওয়া যায় এমন এলাকায় আমরা বসবাস করি, আমরা কি করব? তিনি বললেন ঃ তুমি শিকারের উদ্দেশ্যে তোমার শিকারী কুকুর ছেড়ে থাকলে এবং সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে থাকলে সে শিকার ধরে হত্যা করে ফেললে তুমি তা খেতে পার। কুকুরটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলে

তবে এর শিকার যবেহ করার সুযোগ পাওয়া গেলে তা খাও। তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করলে এবং সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিলে তা শিকারকে মেরে ফেললেও তা খেতে পার।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২০৭), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوْتُ فِي السَّمْنِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ ঘিয়ের পাত্রে ইঁদুর পড়ে মারা গেলে

١٧٩٨ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، وَأَبُوْ عَمَّارٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ : أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِيْ سَمْنٍ، فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ؟ فَقَالَ : "أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ".

- **صحيح** : خ(٢٣٥).

১৭৯৮। মাইমূনা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন এক সময় ঘিয়ের মধ্যে একটি ইঁদুর পড়ে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ ইঁদুরটি তুলে ফেল এবং এর চারপাশের ঘিও ফেলে দাও, তারপর তা খাও।

সহীহ্, বুখারী (২৩৫)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। যুহ্রী-উবাইদুল্লাহ হতে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রেও উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত আছে এবং এই সনদসূত্রে মাইমূনা (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এই মাইমূনা (রাঃ)-এর সূত্রটি অনেক বেশি সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীসের মতো মামার-যুহ্রী হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই

সূত্রে বর্ণিত আছে, কিন্তু এই সূত্রটি অরক্ষিত। আবূ ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি, মামার-যুহ্‌রী হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, শক্ত হয়ে জমানো ঘি হলে তোমরা ইঁদুরটি এবং তার চারপাশের ঘি ফেলে দাও, আর তরল হলে তার ধারেও যেও না। এই বর্ণনাটি। এবং মামার এতে ভুল করেছেন। নির্ভুল হল যুহ্‌রী-উবাইদুল্লাহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি মাইমূনা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ বাম হাতে খাওয়া ও পান করা নিষিদ্ধ

١٧٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "لاَ يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٢٣٦) م.

১৭৯৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বাম হাতে যেন তোমাদের কেউ না খায় এবং পান না করে। কেননা বাম হাতে শাইতান পানাহার করে।

সহীহ্, সহীহা (১২৩৬), মুসলিম

জাবির, উমার ইবনু আবী সালামা, সালামা ইবনুল আকওয়া, আনাস ইবনু মালিক ও হাফসা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। মামার ও উকাইল

(রাহঃ)-যুহ্‌রী হতে, তিনি সালিম হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মালিক ও ইবনু উয়াইনার সূত্রটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সহীহ।

١٨٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ".

- صحيح : انظر ما قبله.

১৮০০। সালিম (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকে যেন খাওয়ার সময় ডান হাতে খায় এবং ডান হাতে পান করে। কারণ বাম হাতে শাইতান পানাহার করে।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لَعْقِ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ খাওয়ার পর আঙ্গুল চেটে খাওয়া

١٨٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ فِيْ أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ".

- صحيح : "الروض النضير" (١٩) م.

১৮০১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকে

যেন খাওয়ার শেষে তার আঙ্গুল চাটে। কেননা তার জানা নেই যে, খাবারের কোন ভাগে বারকাত নিহিত রয়েছে।

সহীহ্, রাওযুন নাযীর (১৯), মুসলিম

জাবির, কা'ব ইবনু মালিক ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র সুহাইল ইবনু আবূ সালিহ-এর সূত্রেই জেনেছি। আমি (তিরমিযী) এ হাদীস সম্বন্ধে মুহাম্মাদকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আবদুল আযীযের হাদীসটি বিরোধপূর্ণ। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র তার সূত্রেই জেনেছি।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ খাবারের লোকমা নিচে পড়ে গেলে

١٨٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَسَقَطَتْ لُقْمَةٌ؛ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٧٩) م.

১৮০২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কারো খাবারের লোকমা নিচে পড়ে যায় তাহলে সে যেন সন্দেহজনক জিনিস (ময়লা) দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং তা যেন শাইতানের জন্য ফেলে না রাখে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৭৯), মুসলিম

আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٠٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ

إِذَا أَكَلَ طَعَامًا؛ لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ : "إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ"، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ : "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِيْ أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ".

– صحيح : "مختصر الشمائل" (١٢٠) م.

১৮০৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার পরে তাঁর তিনটি আঙ্গুল চাটতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কারো খাবারের লোকমা নিচে পড়ে গেলে সে যেন তার ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শাইতানের জন্য তা ফেলে না রাখে। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমাদেরকে তিনি থালাও চেটে খাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ তোমাদের খাদ্যের কোন্ অংশে বারকাত রয়েছে তা তোমাদের জানা নেই।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (১২০), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব সহীহ্ বলেছেন।

١٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ পাত্রের মধ্যখান হতে খাওয়া মাকরূহ

١٨٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "اَلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ؛ فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٧٧).

১৮০৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খাদ্যের মাঝখানে বারকাত নাযিল হয়। অতএব তোমরা এর কিনারা হতে খাওয়া আরম্ভ কর, মাঝখান হতে খেও না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৭৭)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এটি আতা ইবনুস সাইবের রিওয়ায়াত হিসাবেই পরিচিত। আতার সূত্রে শুবা ও সাওরীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ পিঁয়াজ-রসুন (রান্না ব্যতীত) খাওয়া মাকরূহ

١٨٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ : "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ- قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ : الثُّوْمِ، ثُمَّ قَالَ ـ الثُّوْمِ، وَالْبَصَلِ، وَالْكُرَّاثِ؛ فَلَا يَقْرَبْنَا فِيْ مَسْجِدِنَا".

- صحيح : "الإرواء" (٥٤٧) م.

১৮০৬। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে এটা হতে খেলো, বর্ণনানুসারে তিনি প্রথম বার রসুনের কথা বলেছেন, তারপর বলেছেন ঃ রসুন, পিঁয়াজ ও একইরকম দুর্গন্ধ যুক্ত জিনিস খেলো, সে আমাদের মাসজিদের নিকটেও যেন না আসে।

সহীহ্, ইরওয়া (৫৪৭), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উমার, আবূ আইয়্যূব, আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ, জাবির ইবনু সামুরা, কুররা ইবনু ইয়াস আল-মুযানী ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

١٨٠٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا

شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ : نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي أَيُّوْبَ، وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا بِطَعَامٍ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا أَتَى أَبُوْ أَيُّوْبَ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "فِيْهِ ثُوْمٌ"، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ! أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ : "لَا، وَلٰكِنِّيْ أَكْرَهُهُ؛ مِنْ أَجْلِ رِيْحِهِ".

– صحيح : "الإرواء" (٢٥١١) م.

১৮০৭। সিমাক ইবনু হারব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ)-কে তিনি বলতে শুনেছেন, আবূ আইয়্যূব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদার্পণ করেন। তিনি খাওয়া-দাওয়ার পর (নিত্য দিনের অভ্যাস মতো) বাকী খাবার আবূ আইয়্যূব আনসারীকে দিতেন। একদিন তিনি খাবার পাঠান। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হতে মোটেও খাননি। আবূ আইয়্যূব (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এর কারণ জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর মধ্যে রসুন আছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না, তবে আমি এর দুর্গন্ধের কারণে তা অপছন্দ করি।

সহীহ্, ইরওয়া (২৫১১), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ أَكْلِ الثُّوْمِ مَطْبُوْخًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ রসুন রান্না করে খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

١٨٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ

بْنُ مَلِيْحٍ -وَالِدُ وَكِيْعٍ-، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيْكِ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ؛ إِلَّا مَطْبُوْخًا.

- صحيح : "الإرواد" (٢٥١٢)

১৮০৮। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসুন রান্না না করে (কাঁচা) খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

সহীহ্, ইরওয়া (২৫১২)

١٨١٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِمْ، فَتَكَلَّفُوْا لَهُ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ هٰذِهِ الْبُقُوْلِ، فَكَرِهَ أَكْلَهُ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : "كُلُوْهُ؛ فَإِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ؛ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أُوْذِيَ صَاحِبِيْ".

- حسن : "ابن ماجه" (٣٣٦٤).

১৮১০। উম্মু আইয়্যূব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মেহমান হলেন। তারা তাঁর জন্য সুস্বাদু খাবার রান্না করেন। তার মধ্যে এই (পিয়াজ-রসুনের) সবজীরও কিছু অংশ ছিল। তিনি তা খেতে অপছন্দ করলেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ তোমরা এটা খাও। আমি তোমাদের কারো মতো নই। আমার আশংকা হচ্ছে (এটা খাওয়ার কারণে) আমার সাথীকে (ফেরেশতার) কষ্টে ফেলতে পারি।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৩৩৬৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। উম্মু আইয়্যূব (রাঃ) হলেন আবূ আইয়্যূব আনসারী (রাঃ)-এর স্ত্রী।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَخْمِيْرِ الْإِنَاءِ وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ الْمَنَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ শোয়ার সময় পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা এবং আগুন ও বাতি নিভিয়ে দেওয়া

١٨١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "أَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ -أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ-، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ آنِيَةً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤١) م.

১৮১২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (শোয়ার আগে) ঘরের দরজা বন্ধ করে দিও, পানির পাত্রের মুখ ঢেকে বা বেঁধে দিও, থালাগুলো উপুর করে রেখ অথবা ঢেকে দিও এবং আলো নিভিয়ে দিও। কেননা শাইতান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। মশকের বন্ধ মুখ উদম করতে পারে না এবং পাত্রের মুখ খুলতে পারে না। (আলো না নিভালে) মানুষের ঘরে দুষ্ট ইঁদুর আগুন লাগিয়ে দেয়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪১), মুসলিম

ইবনু উমার, আবূ হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি জাবির (রাঃ) হতে অপরাপর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

١٨١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :
"لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ".

– صحيح : "صحيح الأدب" (٩٣٨)ق.

১৮১৩। সালিম (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শোয়ার সময় তোমরা তোমাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখ না।

সহীহ্, সহীহুল আদাব (৯৩৮), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ দু'টি খেজুর একসাথে খাওয়া মাকরূহ

١٨١٤ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ؛ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٣١)، "الصحيحة" (٢٣٢٣) ق.

১৮১৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (একই থালায় একসাথে খেতে বসলে) সাথীর সম্মতি ছাড়া একসাথে দু'টি খেজুর খেতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩৩১), সহীহা (২৩২৩), নাসা-ঈ

আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাস সা'দ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِسْتِحْبَابِ التَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ খেজুর একটি উপকারী ও মানুষের খুব পছন্দের খাবার

١٨١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيْهِ؛ جِيَاعٌ أَهْلُهُ.

- صحيح : "الصحيحة" (١٧٧٦)م.

১৮১৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ খেজুরহীন ঘরের মানুষেরা যেন অনাহারী।

সহীহ, সহীহা (১৭৭৬), মুসলিম

আবূ রাফির স্ত্রী সালমা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র এই সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়ার রিওয়ায়াত হিসাবে জেনেছি। আমি (তিরমিযী) বুখারী (রাহঃ)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, ইয়াহইয়া ইবনু হাসসান ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেছে বলে আমার জানা নেই।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فُرِغَ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ খাওয়া-দাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খাদ্যের জন্য প্রশংসা করা

١٨١٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ

أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ؛ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٦٥١) م.

১৮১৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন কিছু খেয়ে অথবা কিছু পান করে বান্দাহ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করলে অবশ্যই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৬৫১), মুসলিম

উকবা ইবনু আমির, আবূ সাঈদ, আইশা, আবূ আইয়্যূব ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে যাকারিয়্যা ইবনু আবী যাইদা হতে বর্ণিত হয়েছে। আমরা এ হাদীসটি শুধু যাকারিয়্যা ইবনু আবী যাইদার রিওয়ায়াত হিসাবে জেনেছি।

٢٠ – بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ মু'মিন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে এক পাকস্থলী ভর্তি করে আর কাফির খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে সাতটি ভর্তি করে

١٨١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٥٧) ق.

১৮১৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাত পাকস্থলী ভর্তি করে কাফির খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, আর একটিমাত্র পাকস্থলী ভর্তি করে মু'মিন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৫৭), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ, আবূ বাসরাহ্ আল-গিফারী, আবূ মূসা, জাহ্জাহ্ আল-গিফারী, মাইমূনা ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

١٨١٩ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ، فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اَلْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مَعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".

– **صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٥٦) ق.**

১৮১৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একবার একজন কাফির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসায় মেহমান হন। তার জন্য একটি ছাগল দোহন করাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম করেন। ছাগল দোহনের পর সে সবটুকু দুধ পান করে। আরেকটি ছাগল দোহন করলে সে তার দুধও পান করে। তৃতীয় ছাগল দোহন করলে সে তার দুধও পান করে। এরকমভাবে সে একটানা সাতটি ছাগলের দুধ পান করে শেষ করে ফেলে।

পরের দিন সকালে সে ইসলাম ক্ববূল করে। তার জন্য একটি ছাগল দোহন করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দেন। ছাগল দোহনের পর সে তা পান করে। তার জন্য তিনি আরো একটি ছাগলের দোহন করতে হুকুম দেন। কিন্তু সে তা পান করে আর শেষ করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মু'মিন লোক একটি পাকস্থলী ভর্তি করে খাদ্য গ্রহণ করে, আর কাফির লোক সাতটি পাকস্থলী ভর্তি করে খাদ্য গ্রহণ করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৫৬), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা সুহাইলের হাদীস হিসেবে হাসান সহীহ্ গারীব বলেছেন।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ একজনের খাদ্যই দুইজন ব্যক্তির জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে

١٨٢٠ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ".

- **صحيح : "الصحيحة" (١٦٨٦) ق.**

১৮২০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন ব্যক্তির খাদ্য তিনজনের জন্য পর্যাপ্ত এবং তিনজন ব্যক্তির খাদ্য চারজনের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে।

সহীহ্, সহীহা (১৬৮৬), নাসা-ঈ

জাবির ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

জাবির ও ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একজন ব্যক্তির খাদ্য দু'জনের জন্য পর্যাপ্ত, দু'জন ব্যক্তির খাদ্য চারজনের জন্য পর্যাপ্ত এবং চারজন ব্যক্তির খাদ্য আটজনের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সুফিয়ান হতে, তিনি জাবির হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটি বর্ণনা করেছেন।

সহীহ্, প্রাগুক্ত, মুসলিম

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الْجَرَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ ফরিং (এক প্রকার পতঙ্গ) খাওয়া প্রসঙ্গে

١٨٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ؛ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

- صحيح : ق.

১৮২১। আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ফরিং (খাওয়া) প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি ছয়টি যুদ্ধে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা ফরিং খেয়েছি।

সহীহ্, নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবূ ইয়াফূর (রাহঃ)-এর সূত্রে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা (রাহঃ) একইরকম বর্ণনা করেছেন এবং ছয়টি যুদ্ধের কথা সেখানে উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটি আবূ ইয়াফূর (রাহঃ)-এর সূত্রে সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে সাতটি যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন।

١٨٢٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ، وَالْمُؤَمَّلُ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ؛ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

- صحيح : ق.

১৮২২। ইবনু আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা সাতটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছি। এ সময় আমরা ফরিং খেয়েছি।

সহীহ্ নাসা-ঈ

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি শুবা আবূ ইয়া'ফুর হতে, তিনি ইবনু আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা সাতটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করি। এ সময় আমরা ফরিং খেয়েছি। ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

আবূ ইয়াফূরের নাম ওয়াকিদ মতান্তরে ওয়াকদান। অপর এক আবূ ইয়াফূরের নাম আবদুর রাহমান, বাবা উবাইদ, দাদা বিসতাস।

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ জাল্লালার গোশত খাওয়া ও দুধ পান করা সম্পর্কে

١٨٢٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣١٨٩).

১৮২৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাল্লালার (পায়খানা খেতে অভ্যস্ত গৃহপালিত প্রাণী) গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩১৮৯)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী-ইবনু আবী নাজীহ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَلَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

- صحيح : "الإرواء" (٢٥٠٣) "الصحيحة" (٢٣٩١).

১৮২৫। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেনঃ চাঁদমারির (নিশানার) লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর মেরে হত্যা করা প্রাণী খেতে, জাল্লালার (পায়খানা খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া পশু) দুধ পান করতে এবং কলসের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে।

সহীহ্, ইরওয়া (২৫০৩), সহীহা (২৩৯১)

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইবনু আদী, তিনি সাঈদ ইবনু আবী আরূবা হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি ইকরিমা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الدَّجَاجِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ মুরগীর গোশত খাওয়া

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى أَبِيْ مُوْسٰى؛ وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجَةً، فَقَالَ : اُدْنُ فَكُلْ؛ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُهُ.

- صحيح : "الإرواء" (٢٤٩٩) ق.

১৮২৬। যাহ্‌দাম আল-জারমী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা (রাঃ)-এর সামনে গেলাম। তিনি তখন মুরগীর গোশত খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমার সামনে এগিয়ে এসো এবং খাবারে অংশগ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি।

সহীহ্, ইরওয়া (২৪৯৯), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। যাহদাম হতে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আমরা শুধু যাহ্‌দামের সূত্রেই উক্ত হাদীসটি বর্ণিত পেয়েছি। আবুল আওয়্যামের নাম ইমরান আল-কাত্তান।

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ.

- صحيح : انظر ماقبله.

১৮২৭। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি মোরগের গোশত ভক্ষণ করতে দেখেছি।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটিতে আরো লম্বা বক্তব্য আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি আল-কাসিম আত-তামীমী হতে, তিনি আবূ কিলাবা হতে, তিনি যাহ্দাম (রাহঃ) হতে এ সূত্রেও আইয়্যূব আস-সাখতিয়ানী বর্ণনা করেছেন।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الشِّوَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ ভুনা গোশত (কাবাব) খাওয়া

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَمَا تَوَضَّأَ.

– صحيح : "مختصر الشمائل" (١٣٨).

১৮২৯। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি (ছাগলের) পাঁজরের ভুনা গোশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখলেন। তিনি তা হতে খেলেন, তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু (আবার) ওযূ করেননি।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (১৩৮)

আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস, মুগীরা ও আবূ রাফি (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ এবং এই সনদসূত্রে গারীব বলেছেন।

٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ হেলান দিয়ে বসে খাবার খাওয়া মাকরূহ

١٨٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ

أَبِيْ جُحَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَمَا أَنَا؛ فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٦٢) خ.

১৮৩০। আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি হেলান দিয়ে কখনো খাবার খাই না।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৬২), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে শুধু আলী ইবনুল আকমারের সূত্রে জেনেছি। এ হাদীসটি আলী ইবনুল আকমারের সূত্রে যাকারিয়্যা ইবনু আবূ যাইদা, সুফিয়ান ইবনু সাঈদ সাওরী প্রমুখ আলী ইবনুল আকসার হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি আলী ইবনুল আকমারের সূত্রে শুবা-সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন। আলী, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُبِّ النَّبِيِّ ﷺ الْحَلْوَاءَ، وَالْعَسَلَ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ও মধু পছন্দ করতেন

١٨٣١ – حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٢٣) ق.

১৮৩১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩২৩), নাসা-ঈ

এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আলী ইবনু মুসহির-হিশাম ইবনু উরওয়ার সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। এ হাদীসে আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে।

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِكْثَارِ مَاءِ الْمَرَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ তরকারিতে ঝোলের পরিমাণ বেশি রাখা

١٨٣٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ أَبِيْ عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ؛ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا، أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا؛ فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ، وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ".

- صحيح : م (٨/٣٧) مفرقا، "الصحيحة" (١٣٦٨)، "التعليق الرغيب" (٣/٢٦٤).

১৮৩৩। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ন্যায়সংগত ও কল্যাণকর কাজের কোন বিষয়কেই যেন তোমাদের কেউ তুচ্ছ মনে না করে। সে (ভাল করার মতো) কিছু না পেলে অন্তত তার ভাইয়ের সাথে যেন হাসিমুখে মিলিত হয়। তুমি গোশত কিনে তা অথবা অন্য কিছু রান্না করার সময় তাতে ঝোলের পরিমাণ বেশি রাখবে এবং তোমার প্রতিবেশীকেও তা হতে এক আঁজলা দিবে।

সহীহ্, মুসলিম (৮/৩৭), পৃথকভাবে, সহীহা (১৩৬৮), তা'লীকুর রাগীব (৩/২৬৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি শুবা বর্ণনা করেছেন আবূ ইমরান আল-জাওনী হতে।

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الثَّرِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ সারীদের বিশিষ্টতা

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ؛ إِلاَّ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ -امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ-، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ؛ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٨٠) ق.

১৮৩৪। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেক কামিল ব্যক্তি এসেছে। কিন্তু ইমরান-কন্যা মারইয়াম (আঃ) এবং ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া (রাঃ)-এর মতো আর কোন কামিল লোক মহিলাদের মধ্যে আসেনি। অন্য সব খাবারের চাইতে সারীদের যেমন বেশি মর্যাদা (অগ্রাধিকার) রয়েছে, তেমনি মহিলাদের উপর আইশা (রাঃ)-এরও একইরকম মর্যাদা রয়েছে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৮০), নাসা-ঈ

আইশা ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٣٣ - بَابُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ গোশত ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খাওয়ার সম্মতি প্রসঙ্গে

١٨٣٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٤٩٠) ق.

১৮৩৬। জাফর ইবনু আমর ইবনু উমাইয়া আয-যাম্‌রী (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আমর ইবনু উমাইয়া) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছুরি দিয়ে একটি ছাগলের কাঁধের (রান্না করা) গোশত কাটতে এবং তা খেতে দেখেছেন। তারপর তিনি নামায আদায়ের জন্য চলে গেলেন কিন্তু (নতুন করে) ওযূ করেননি।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৪৯০), নাসা-ঈ

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

এ অধ্যায়ের বাকী ১২টি অনুচ্ছেদ পরবর্তী খণ্ডে দেওয়া হলো

وختاما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

সবশেষে নাবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহী-ম

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করুন।

সংকলন ও রচনায় ঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (হাদীস বিভাগ– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব)
৩৮ নং, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা– ১১০০। ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮, মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩।
দ্বিতীয় শাখা– ১১, ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং– ৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা, মোবাইল ঃ ০১৯১৩৩৭৬৯২৭

ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (বড় ও সংক্ষিপ্ত)
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি
স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ (১ম-২য় খণ্ড ও ৩য়-৪র্থ খণ্ড)
আল-মাদানী সহীহ্ নামায, দু'আ ও হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা (বড়, ছোট ও পকেট সাইজ)
বিষয় ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনে বর্ণিত মর্মান্তিক ঘটনাবলী
মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
হাদীসের আলোকে আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনী সিরিজ (১-৮ খণ্ড)
আক্বীক্বাহ্ ও শিশুদের ইসলামী আনকমন নাম
ফেরেশ্‌তা, জ্বিন ও শয়তানের বিস্ময়কর ঘটনা
সাহাবীদের ঈমানী চেতনা ও মুনাফিক্বের পরিচয়
আল-মাদানী সহীহ্ খুৎবা ও জুমু'আর দিনের 'আমল
তাফসীর আল-মাদানী [১ম-১১তম খণ্ডে পূর্ণ ৩০ পারা]
সহীহ্ হাদীসের আলোকে আল-কুরআন নাযিল হওয়ার কারণসমূহ
ক্বাসাসুল 'আম্বিয়া (আঃ) [নাবীদের জীবনী]
পরকালে শাফা'আত ও মুক্তি পাবে যারা
নির্বাচিত ৮ (আট)টি সূরার তাফসীর
সুন্নাত ও বিদ'আত প্রসঙ্গ
সহীহ্ হাদীসের সন্ধ্যানে
সূরাঃ ইয়াসীন ও সূরাঃ আর-রাহ্‌মান [তাফসীর]
তাওবাহ্ ও ক্ষমা
কাজের মেয়ে
পরকালের ভয়ংকর অবস্থা
সত্যের সন্ধ্যানে
রামাযানের সাধনা
ভিক্ষুক ও ভিক্ষা
পর্দা ও ব্যভিচার
ঘটে গেল বিস্ময়কর মিরাজ
মানুষ বনাম মেয়ে মানুষ
প্রিয় নাবীর কন্যাগণ (রাযিঃ)
প্রিয় নাবীর বিবিগণ (রাযিঃ)
ক্বিয়ামাতের পূর্বে যা ঘটবে
মরণ যখন আসবে
জান্নাত পাবার সহজ উপায়
রক্তে ভেজা যুদ্ধের ময়দান
মীলাদ জায়িয ও নাজায়িযের সীমারেখা
হাদীস আল-মাদানী (১ম ও ২য় খণ্ড)
প্রশ্নোত্তরে মাসিক আল-মাদানী (১ম ও ২য় খণ্ড)
রাসূলের বাণী থেকে সকাল সন্ধ্যার পঠিতব্য দু'আ
নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ
বদরের ময়দানে ৩১৩ জন (রাযিঃ)
আল-মাদানী তাজবীদ শিক্ষা
আল-কুরআন একমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রন্থ
আল-মাদানী পাঞ্জে সূরা ও সহীহ্ দু'আ শিক্ষা
কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি
আল-মাদানী সহীহ্ হাজ্জ্ব শিক্ষা
জুমু'আর দিনে করণীয় ও বর্জনীয়
সহীহ্ ফাযায়িলে দরূদ ও দু'আ
আল-মাদানী সহীহ্ মুহাম্মাদী ক্বায়দা

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহী-ম

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হুসাইন বিন সোহ্‌রাব ও ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান কর্তৃক অনূদিত বইসমূহ সংগ্রহ করুন।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস- আল্লামা মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন আলবানীর তাহ্‌ক্বীক্বকৃত বইসমূহের অনুবাদ

১। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নামাযের নিয়মাবলী — ৪৫/=
২। রিয়াদুস সালেহীন (১ম খণ্ড) — ১৫১/=
৩। রিয়াদুস সালেহীন (২য় খণ্ড) — ১৫১/=
৪। রিয়াদুস সালেহীন (৩য় খণ্ড) — ১৫১/=
৫। রিয়াদুস সালেহীন (৪র্থ খণ্ড) — ১৫১/=
৬। রিয়াদুস সালেহীন (বাংলা) (একত্রে) — ৬০১/=
৭। রিয়াদুস সালেহীন (আরবী-বাংলা) (একত্রে) — ৬০১/=
৮। যঈফ আত্-তিরমিযী (১ম খণ্ড) — ১৬১/=
৯। যঈফ আত্-তিরমিযী (২য় খণ্ড) — ১৬১/=
১০। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (১ম খণ্ড) — ২১৫/=
১১। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (২য় খণ্ড) — ২১৫/=
১২। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৩য় খণ্ড) — ২১৫/=
১৩। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৪র্থ খণ্ড) — ২১৫/=
১৪। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৫ম খণ্ড) — ২১৫/=
১৫। সহীহ্ আত্-তিরমিযী (৬ষ্ঠ খণ্ড) — ২৮১/=
১৬। আহ্‌কামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম কানুন — ১২০/=
১৭। বুলূগুল মারাম —মূলঃ হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহঃ) — ২২১/=
১৮। তাকভিয়াতুল ঈমান —মূলঃ আল্লামা শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রাহঃ) — ৫০/=
১৯। কিতাবুত তাওহীদ —মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওহাব — ৬১/=
২০। ইসলামী আক্বীদাহ্ —মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনু জামিল যাইনু — ৫১/=
২১। তাজরীদুল বুখারী (১ম খণ্ড) —মূলঃ আবুল 'আব্বাস মাঈনুদ্দীন ইবনু আবী বাক্কার যাবীদী (রাহঃ) — ৩৫১/=
২২। তাজরীদুল বুখারী (২য় খণ্ড) —মূলঃ ঐ — ৩৫১/=
২৩। পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি —মূলঃ আল্লামা আবূ বাক্কার জাবির আল-জাযায়েরী — ৩১/=
২৪। মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফাযীলাত নিয়াম —মূলঃ মোঃ সালিহ্ ইয়াকূবী — ৫১/=
২৫। আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান —মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনু জামিল যাইনু — ১০০/=
২৬। আল-মাদানী কুরআন মাজীদ (মূল আরবী, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ) — ৫০১/=
২৭। আল-মাদানী কুরআন মাজীদ (বাংলা-অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ) — ১৬১/=
২৮। আল-মাদানী সহীহ্ আল-বুখারী (১-৬ খণ্ড) —মূলঃ ইমাম বুখারী (রাহ্‌ঃ) — ২,৩৮৫/=
২৯। সহজ আক্বীদাহ্ (ইসলামে মূল বিশ্বাস) — ৩১/=
৩০। আক্বীদাহ্ ওয়াসিতিয়া —মূলঃ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহ্‌ঃ) — ৩১/=

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে পরিবেশিত ও ড. মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনূদিত

প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ। পরিচালক- উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র, নিউইয়র্ক।

* তাফসীর ইবনু কাসীর (১ – ১৮ খণ্ড) (পূর্ণ ৩০পারা) — ৩,৫২০/=

এছাড়াও আমাদের পরিবেশিত আরও একটি বই-

* সহীহ্ ও য'ঈফ সুনান আবূ দাউদ (১ম ও ২য় খণ্ড) [তাহ্‌ক্বীক্ব: আলবানী] ৯৭০/=

صحيح سنن الترمذي

(الجزء الثالث)

للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

المتوفى سنة ٢٧٩هـ رحمه الله

تحقيق :

محمد ناصر الدين الألباني

ترجمه الى اللغة البنغالية

✯ حسين بن سهراب

من كلية الحديث الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

✯ عيسي ميا بن خليل الرحمن

ممتاز من كلية الشريعة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

طبع ونشر

مؤسسة حسين المدنى بروكاشنى، داكا،

بنغلاديش